ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(মূল, অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা এবং মধুসূদন
সরস্বতীর টীকার আভাস অনুযায়ী বাঙ্গলা
তাৎপর্য্যার্থ সমেত)

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা ২০৩৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থিত সারস্বত লাইব্রেরীতঃ
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যেণ প্রকাশিতা।

১৩৩৭ সাল, বৈশাখ।

মূল্য ১॥০, রাজসংস্করণ ১৸০ আনা।

"সারস্বত প্রেস্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"

প্রিন্টার—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৩৯।১, শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাত

উৎসর্গপত্রম্

জাতো যঃ পুনকাখ্যে কবিকুলঃ কোটালিপাড়াহ্বয়ে,
বিদ্যাদান-তপো-বিধৌতকলুষো গোষ্ঠীপতিস্তং গতঃ ।
জাতস্তস্য কুলে নরামর-জগচ্চন্দ্রঃ সতামগ্রণীঃ,
শীলৌদার্যাদয়া-বিভূতি-গরিম-প্রখ্যাতকীর্ত্তিঃ কুলে ॥
তদঙ্গসম্ভবৌ দ্বৌ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনিবারণৌ ।
মাদারীপুরবাস্তব্যৌ কলিকাতা-প্রবাসিনৌ ॥
তয়োর্জ্জ্যেষ্ঠঃ কৃষ্ণচন্দ্রো দীনো হীনোঽতিনির্গুণঃ ।
শ্রীমদ্ভাগবতীং গীতাং সমপাদয়দাত্মনা ॥
ইমাং ভাগবতীং গীতাং স্বর্গস্থস্যামলাত্মনঃ ।
পিতুঃ পবিত্রনাম্নেঽসৌ সমর্প্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥
পিতস্তবৈব পুণ্যেন গুণহীনোঽপি তেঽঙ্গজঃ ।
তত্ত্বশাস্ত্রময়ীং গীতাং সম্পাদয়তি তে নমঃ ॥

নিবেদন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—প্রায় শতাধিক বৎসর যাবদ্ এ দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকই পাঠ করিতেছে। গীতা যোগ-শাস্ত্র; ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পণ্ডিতগণও ইহার অনেক স্থান অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যাহা সাধনাদি-চতুষ্টয়সম্পন্ন বৈরাগ্যপ্রাপ্ত সৎপুরুষের বোধগম্য, বিষয়ী, মূর্খ ও ভগবৎপ্রেমশূন্য আমরা তাহা বুঝিব কিরূপে? কিন্তু পুরাণাদি পাঠ করিয়া এবং লোকমুখে শুনিয়া বেদের আগর্ভ —সর্ব্বশাস্ত্রের সার—অধ্যাত্মবিদ্যার খনি—গীতা পাঠের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু কিছুতেই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; এজন্য আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলাধিকারীর কথঞ্চিৎ বোধসৌকর্য্যের জন্য গীতাতত্ত্ব যাঁহারা অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এরূপ ঈশ্বরানুগ্রহে অনুগৃহীত শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি পূজ্যপাদ লোক-হিতচিকীর্ষু মনীষিগণ এই দুর্ব্বোধ যোগশাস্ত্রের টীকা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতভাষায় অধিকার থাকিলে ঐ সকল টীকার সাহায্যে গীতার কথঞ্চিৎ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায় সন্দেহ নাই। যদিও গীতার ব্যাখ্যা করিবার জন্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য রামানুজ, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি বহু জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে সুসিদ্ধ মহাপুরুষগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তথাপি পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও ভক্তিরসাশ্রিত।

গীতাশাস্ত্রকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুখবোধ্য করিতে হইলে ইহার টীকাই একমাত্র অবলম্বন। আবার বর্ত্তমানকালে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প হওয়ায় স্বামিকৃত টীকাও অনেকে বুঝিয়া উঠেন না। এজন্য স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সংকৃত একখানি গীতা প্রকাশ করিতে বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু নানা বাধা-বিঘ্নে এতাবৎকাল তাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইদানীং ভগবদনুগ্রহে গীতার এই সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক ও নিম্নে অন্বয়মুখে সংস্কৃত ব্যাখ্যা, পরে বঙ্গানুবাদ, তৎপরে স্বামিকৃত টীকা দেওয়া হইল। আশা করি, গীতাতত্ত্ব-বুভুৎসু ব্যক্তিগণ এ গীতা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন। আবার ইহাও বক্তব্য যে, মুদ্রিত পুস্তক নির্ভুল করা বড়ই কঠিন, অথচ ভ্রমাত্মক পুস্তক পাঠ করিয়া ফললাভ ত দূরের কথা, বরং বিপরীত ফলই লাভ হইয়া থাকে; এজন্য মেটকাফ্ প্রেসের ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ গীতা-সম্পাদক, প্রুফসংশোধনকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী, আমার পরম সুহৃদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয়কে প্রুফ সংশোধনের ভার দিয়াছিলাম; তিনিও নিরতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া যত্নসহকারে ইহার বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। অতএব এই গীতাখানি যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভুল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত কবিভূষণ মহাশয় বহুকার্য্য সত্ত্বেও আমার এই গ্রন্থপ্রণয়ন সম্বন্ধে যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি নিরতিশয় কৃতজ্ঞ। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, এই গীতাখানি সম্পাদন ও সংশোধন সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট করিব এবং যাহাতে যথোচিত সুলভ মূল্য ধার্য্য হয়, তাহা করিব;

কিন্তু কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্য এবং পুস্তকের কলেবরও অত্যধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় অতিকষ্টে ইহার মূল্য ১৵০ ধার্য্য করিলাম এবং উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট বাঁধাই করিয়া ইহার আর একটি রাজসংস্করণ প্রকাশ করিয়া তাহার মূল্য ১৷৵০ ধার্য্য করা হইল। যাঁহারা ছাপাখানার কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কতদূর মূল্য হ্রাসের জন্য চেষ্টা করা হইল।

১০ই আশ্বিন,
সন ১৩২৮

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষয়	শ্লোক	পৃষ্ঠা

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অকারাদি বর্ণানুক্রমিক শ্লোক

সূচী

শ্রীশ্রীচণ্ডী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত।

মূল, গোপাল চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য বহু প্রাচীন টীকাকারগণের টীকা অবলম্বনে "সুপ্রভা" নামে প্রতিশব্দযুক্ত সরল টীকা, ঠিক তদনুরূপ বঙ্গানুবাদ এবং আবশ্যকীয় স্থানে নোট (পাদটীকা) দেওয়া হইয়াছে।

"মহামায়াপ্রভাবেণ" ইত্যাদি স্থলের বহু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেবল মাত্র এই চণ্ডীতেই আছে। স্ত্রী পুরুষের বুঝিবার সুবিধার জন্য ইহাতে অর্গল, কীলক, কবচ ও রহস্যত্রয়ের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বারাহীতন্ত্র ও কাত্যায়নী তন্ত্র সম্মত চণ্ডীর পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, উৎকলীন, শাপোদ্ধার, মন্ত্রোদ্ধার, প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য, মূর্ত্তিরহস্য, সম্পুট পাঠক্রম (পুটিত চণ্ডী-পাঠক্রম) ও তাহার সঙ্কল্পাদি আছে। এত বিস্তৃত বিষয় সংযুক্ত চণ্ডীর এরূপ সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই।

চণ্ডীর বিবরণ—বিশেষতঃ ইহাতে চণ্ডীর বিবরণ নামে বাঙ্গলা একটী প্রবন্ধ আছে। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে চণ্ডীর সকল ঘটনা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। চণ্ডীর ষট্‌সংবাদ-কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব ও চরিতত্রয়ের যুক্তি ও প্রমাণ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য—ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর, ইহার মলাটে কাপড়ের উপরে একখানি শ্রী শ্রীচণ্ডীমূর্ত্তি আছে, ইহা দেখিলেই মায়ের সাধকগণের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা।

অথ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাপাঠক্রমঃ।

অস্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকম্ শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ। "ওঁ নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুং। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

"ওঁ নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং হুং। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ' ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

অথ ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং,
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১

হে জননি ভগবদ্গীতে! মহাভারতের মধ্যে অতি প্রাচীন মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক গ্রথিত স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্‌প্রকার বিজ্ঞাপিত পুনর্জন্মনাশিনী অদ্বৈতসুধা ধারাবর্ষিণী অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তা তোমাকে আমি চিন্তা করি॥ ১

অথ গণেশাদ-প্রণামঃ।

ওঁ বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥ ২

বাগীশাদি মনীষিগণ সকল মঙ্গল লাভের প্রথমে যাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাফল্য লাভ করেন, সেই গজানন গণপতিকে প্রণাম॥ ২

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে, ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ, প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ
প্রদীপঃ॥৩

যে তোমা কর্ত্তৃক মহাভারত রূপ-তৈলদ্বারা পরিপূর্ণ [গীতারূপ] জ্ঞানময়প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে, সেই প্রস্ফুটিত পদ্মপত্র সদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট হে মহামতি ব্যাস! তোমাকে নমস্কার॥ ৩

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে ।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩

শরণাগতের কল্পবৃক্ষ সদৃশ সন্তাড়ন বেত্রদণ্ড শোভিতহস্ত ভক্ত অর্জ্জুনের জ্ঞানোপদেশার্থে জ্ঞানমুদ্রাবিশিষ্ট গীতাস্বরূপ বচনামৃতের দোহনকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪

সমস্ত উপনিষদ্ গাভী সদৃশ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস সদৃশ, পণ্ডিতগণ ভোক্তা এবং মহা উপকারী গীতামৃতই দুগ্ধস্বরূপ ॥ ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্ ।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫

বসুদেবের পুত্র দীপ্তিমান্, কংস-চাণূর-দৈত্যমর্দ্দন, দেবকীর পরমাহ্লাদকারক, জগতের সর্ব্ব পদার্থের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।
অশ্বত্থাম-বিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥৬

যুদ্ধব্যাপাররূপ যে নদীর ভীষ্ম ও দ্রোণ তীরস্বরূপ, জয়দ্রথ জলস্বরূপ, গান্ধারী-পুত্রগণ নীলপদ্ম সদৃশ, শল্য যাহাতে কুম্ভীর, কৃপাচার্য্য যাহাতে স্রোত, কর্ণ যাহার বেলাভূমি, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাহাতে ঘোরতর মকর সদৃশ, দুর্য্যোধন যাহাতে ঘূর্ণিত

জল, শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হইয়াছিলেন বলিয়াই পাণ্ডবগণ নির্ব্বিঘ্নে সেই রণনদী পার পাইয়াছিলেন ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

সর্ব্বপ্রকার মলবিহীন, কলিস্বভাবজাত পাপনাশক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশরূপ মহাসৌগন্ধযুক্ত, নানাবিধ আখ্যানরূপ কেশরসমন্বিত শ্রীহরির উপদেশ-কথা দ্বারা প্রবোধিত, সংসারের সাধুজনরূপ ভ্রমর কর্ত্তৃক মহাহর্ষে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ পীয়মান পরাশরপুত্র বেদব্যাসের বদনরূপ সরোবরজাত, মহাভারতরূপ মহাপদ্ম আমাদের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৮

যাঁহার কৃপায় বাক্‌শক্তিবিহীন বক্তৃতাশক্তি লাভ করে, খঞ্জ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, সেই পরমানন্দ মাধব শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু অনুপম স্তবরাশি দ্বারা যাঁহার

স্তব করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্ সমূহযুক্ত বেদ দ্বারা যাঁহার গুণগরিমা গান করেন, যোগিগণ ধ্যানাবস্থায় নিবিষ্ট তদ্‌গতচিত্ত দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করেন, দেবতা ও অসুরগণ যাঁহার সীমা জানিতে পারেন না, সেই দেবাদিদেব পরমেশ্বরকে প্রণাম॥ ৯

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥ ১০

মহাধর্ম্মস্বরূপ বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া সনাতনধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি॥ ১০

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ১১

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়-গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে॥ ১১

যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা,
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥ ১২

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও তুষার সমূহের ন্যায় শুভ্রবর্ণবিশিষ্টা, যিনি শ্বেতপদ্মে সমাসীনা, যিনি বর ও দণ্ডমণ্ডিত করে বিরাজমানা, যিনি ধবলবসন ভূষিতা, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি কর্ত্তৃক আরাধিতা, যিনি জীবের সকলরূপ জড়তা নাশ করেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন॥ ১২

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১॥

অন্বয়ঃ।—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ। [হে] সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ) মামকাঃ (মৎপক্ষীয়াঃ) পাণ্ডবাঃ চৈব সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্ অকুর্ব্বত (কৃতবন্তঃ)॥ ১

অনুবাদ।—ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মৎপক্ষীয় অর্থাৎ কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন?॥ ১

স্বামিকৃতটীকা।—অত্র তাবৎ ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়!

ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণম্। এষাম্মাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব, অস্ত কুরোর্দ্ধর্ম্মস্থানে, মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥

টিপ্পনী।—এস্থলে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নটি আপাততঃ একান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; কারণ উভয় পক্ষই যখন পরস্পর বিজিগীষু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তখন "উভয় পক্ষ কি করিলেন" এরূপ প্রশ্ন আবার কেন? কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে "প্রজ্ঞা চক্ষুঃ" প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন; সুতরাং বলিতে হইবে, কুরুকুলপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবুদ্ধিমান্ এবং পরম প্রবীণ; সুতরাং তিনি যে এরূপ বৃথা প্রশ্ন করিবেন, ইহাও অসম্ভব। পরন্তু এই প্রশ্নসম্বন্ধে সবিশেষ প্রণিধান করিলে, ইহা তাদৃশ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না।

সমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র ভারতের অন্যতম অতিপ্রধানভূত পরম পুণ্যভূমি। ইহার পবিত্রতা ও প্রাধান্য জাবাল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্" এবং শতপথ শ্রুতিতে "কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনম্" ইত্যাদি বাক্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের অপূর্ব্ব মহিমা। মহাপাপিষ্ঠগণও কোন তীর্থে উপস্থিত হইলে, তাহার চিত্তভূমিতে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও বিষয়ের অনিত্যতার উপলব্ধি হওয়ায় বিবেকের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মহামহিমশালী কুরুক্ষেত্রের পবিত্র-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া পরস্পর বধেচ্ছু বিষয়-লোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের চিত্তে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াই সম্ভব। সকলের না হউক একতর পক্ষেরও চিত্তক্ষেত্রে যদি তাদৃশ বৈরাগ্য লব্ধপ্রবেশ

হয়, তাহা হইলে কদাচ কুলক্ষয়কর যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল ও শ্রীকৃষ্ণ পরায়ণ; যদি তাঁহাদের চিত্তে ধর্ম্মের কর্ষণক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের মহিমায় প্রবল বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হয়, তবে তাঁহারা কদাচ কুলক্ষয়সাধক নানা অনর্থকর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না; সুতরাং বিনাযুদ্ধেই মৎপুত্রগণ ধরণীর অধীশ্বর হইয়া, চরম বৈষয়িক সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি নিয়ত পাপকর্ম্মপরায়ণ দুর্য্যোধনাদির চিত্তে স্থান-মাহাত্ম্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা হইলে, তাহারা পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্যার্দ্ধ প্রদানে সন্ধিস্থাপনও করিতে পারে। উভয়থাই স্থানমাহাত্ম্য-প্রভাবে আত্মকলহ প্রসূত অনর্থপাত সংঘটিত না হইবারই সম্ভাবনা। এই মনে করিয়াই মহামনীষী ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই প্রশ্ন করিলেন। সুতরাং ঈদৃশ প্রশ্ন বিন্দুমাত্রও অসঙ্গত নহে।

কুরুক্ষেত্র।—ইহার নামান্তর সমন্তপঞ্চক; ইহা বর্ত্তমান দিল্লীর সমীপবর্ত্তী এবং এই ক্ষেত্র প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া খ্যাত। যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদির পূর্ব্বপুরুষ মহারাজাধিরাজ কুরু যজ্ঞার্থ এই স্থান কর্ষণ করেন বলিয়া, উহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা পরম পবিত্র তীর্থ। এখানে দেহত্যাগ করিলে, নরগণ সুরলোকে গমন করিয়া থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে শান্তনুনন্দন ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠতাত চিত্রাঙ্গদ এই স্থানে গন্ধর্বযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগেও এই সুপ্রসিদ্ধ স্থানে বহুবার ভারতের ভাগ্যচক্রের নেমি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সঞ্জয়। ইনি ধৃতরাষ্ট্রের এক অতি বিশ্বস্ত অমাত্য এবং সারথি ইঁহার পিতার নাম গবলগণ। এই জন্য ইনি সময় সময় গাবল্গাণ

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

নামেও অভিহিত হইতেন। ইনি অতীব শান্তস্বভাব, মিতভাষী ও সদা সন্তোষশীল। বিচক্ষণতায় ইনি মহামনস্বী বিদুরের তুল্য। মহর্ষি ব্যাসের অনুগ্রহে ইনি নিরাপদে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করেন এবং ভগবৎকথিত পরম যোগতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন এবং যাহা মহাভাগ্যবান্ অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য কেহ দেখিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই, সেই বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া মহামতি সঞ্জয় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন এই মহানুভবকে প্রিয় সখা মনে করিয়া আদর করিতেন ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ। রাজা দুর্য্যোধনঃ তদা পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসৈন্যং) ব্যূঢ়ং (ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতং) দৃষ্ট্বা তু আচার্য্যম্ (দ্রোণম্) উপসংগম্য বচনম্ অব্রবীৎ ॥ ২

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন,—তখন রাজা দুর্য্যোধন, পাণ্ডব-সৈন্যসকলকে ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২

স্বামী।—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

টিপ্পনী।—ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয় যে উত্তর দিলেন, ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাহাই মহারাজ জনমেজয়কে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে আচার্য্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং (ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতাং) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং (সেনাং) পশ্য (অবলোকয়)॥ ৩

অনু:—আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব-দিগের এই বিপুল সৈন্যসমূহ ব্যূহরচনা করিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা দেখুন॥ ৩

স্বামী।—তদেব বচনমাহ—পশ্যৈতামিত্যাদিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াঽধিষ্ঠিতাম্॥ ৩

টিপ্পনী:—এখানে কোন কোন মনীষী টীকাকার "পাণ্ডুপুত্রাণাম্ আচার্য্য" অর্থাৎ "পাণ্ডবগণের আচার্য্য" এইরূপ অন্বয় করিয়া, আচার্য্যের প্রতি দুর্য্যোধনের কটূক্তিগর্ভ শ্লেষ ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ আপনি পাণ্ডব-গণেরই আচার্য্য—তাহাদের প্রতিই আপনি চিরদিন স্নেহশীল—আমার পক্ষে থাকিয়াও আপনি সতত তাহাদেরই মঙ্গল কামনা করেন—এইরূপ বাক্যভঙ্গীক্রমে পরম পূজাস্পদ আচার্য্যের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে যখন তাঁহার মনে পীড়া উৎপাদন করিলেন, তখন ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় দুর্য্যোধনের চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয় নাই—সুতরাং দুর্য্যোধনের জয়াশা নাই—ইহা সূচিত হইল।

আর দ্রুপদের সহিত দ্রোণের পূর্ব্বশত্রুতাও বচন-ভঙ্গীক্রমে

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণবধের জন্যই যে ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি, তাহাও দ্রোণকে মনে করাইয়া দেওয়া হইল। "তব শিষ্যেণ"—এই পদ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সমরকুশলতা আপনার যে অপরিজ্ঞাত নহে, ইহাও সূচিত হইল। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—"ধীমতা" অর্থাৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন সাতিশয় বুদ্ধিকৌশল সম্পন্ন। আপনার যথার্থই যজ্ঞসেন দ্রুপদ-রাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে যে ধৃষ্টদ্যুম্ন উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন ; পরে এই ব্যক্তিই সমর-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্যই আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং একজন অতিরথ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেখুন, এই ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনারই নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আপনারই প্রতিকূলে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাতে আপনার বিবেকান্ধতা এবং আমার বিষম অনর্থপাত, আর সঙ্গে সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্নের বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রসঙ্গতঃ উক্ত হইল। ফলতঃ এই শ্লোকটির শ্লেষগর্ভ বচন-পরম্পরায় আচার্য্যের ক্রোধ ও বিদ্বেষ উদ্দীপন করাই রাজা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অত্র (পাণ্ডবসেনায়াং) শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ

(মহাধনুর্দ্ধরাঃ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশীরাজশ্চ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীতনয়াশ্চ), [এতে] সর্ব্বে এব মহারথাঃ ॥ ৪-৬

অনু ।—[দ্রুপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রচিত ব্যূহে অবস্থিত] এই পাণ্ডব-সেনাদলে, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনতুল্য মহাবল মহাধনুর্দ্ধর যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, মহাবল উত্তমৌজাঃ ও সুভদ্রাপুত্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র (প্রতিবিন্ধ্যপ্রভৃতি) উপস্থিত আছেন ; ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪—৬

স্বামী ।—অত্রেত্যাদি। অত্র অস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ শৌর্য্যেণ ক্ষাত্রধর্ম্মেণোপেতাঃ সন্তি। তানেব নামভি- র্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা। নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ। যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন সো যুধ্যেৎ তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথী স্মৃতঃ ॥" ৪—৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭

অন্বয়ঃ।—হে দ্বিজোত্তম! (বিপ্রশ্রেষ্ঠ!) অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (নেতারঃ) [সন্তি], তান্ নিবোধ (জানীহি), তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক জ্ঞানার্থং) তান্ ব্রবীমি (বর্ণয়ামি)॥ ৭

অনু।—হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যাঁহারা প্রধান [সেনানায়ক আছেন], তাঁহাদিগকেও অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি॥ ৭

স্বামী।—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ॥ ৭

টিপ্পনী।—পাণ্ডবগণের সেনার বাহুল্য নির্দ্দেশে পাছে স্বকীয় ভীতি প্রকাশিত হয়, এজন্য রাজা দুর্য্যোধন, নিজ সেনার মহারথগণের নামও সেই সঙ্গে নির্দ্দেশ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে ইহাও জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি মনে মনে পাণ্ডবগণের একান্ত পক্ষপাতী হইলেও আমার ভয়ের তাদৃশ কারণ নাই। কারণ আপনি "দ্বিজোত্তম" সুতরাং ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় কার্য্যকলাপেই আপনার পারদর্শিতা; আপনি জীবিকার্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। যিনি স্বধর্ম্মত্যাগী, তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব নহে। আর "সংজ্ঞার্থম্" এই পদে ইহাও ইঙ্গিত করিলেন—আপনি বুঝুন যে, আপনি ভিন্নও আমার পক্ষে অনেক মহা মহাবীর উপস্থিত আছেন। যিনি একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধার সহিত সমরে সমর্থ, ঈদৃশ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

বীরপুরুষকে মহারথ বলে। আর যিনি অসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন না, তাঁহাকে অতিরথ বলে। যিনি একজন রথারূঢ় যোদ্ধ্‌পুরুষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার নাম রথী। রথী অপেক্ষা যিনি ন্যূন, তাঁহাকে অর্দ্ধরথী বলে ॥ ৪—৭

অন্বয়ঃ।—[যুদ্ধজয়ী] ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ [আচার্য্যঃ] কৃপশ্চ অশ্বত্থামা (ভবদাত্মজঃ) বিকর্ণশ্চ (মদ্‌ভ্রাতা) সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তপুত্রঃ ভূরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথশ্চ ॥ ৮

অনু।—আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবাঃ এবং জয়দ্রথ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্পাঃ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ [সন্তি] [তে] সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ (সমরাভিজ্ঞাঃ) ॥ ৯

অনু।—নানা অস্ত্রশস্ত্রধারী আরও অনেক বীর আছেন, ইঁহারা সকলেই আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প এবং ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ॥ ৯

স্বামী।—তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ। অন্যে চেতি মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং

* সোমদত্তিস্তথৈব চ ইতি কুত্রচিৎ দৃশ্যতে

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯

টিপ্পনী।—পূর্ব্বশ্লোকে গুরুদেব পাছে আমার মনোভাব বুঝিয়া বিরূপ হন, এই আশঙ্কায় প্রথমেই "ভবান্" শব্দের প্রয়োগ করিলেন অর্থাৎ আপনি মনে কিছু করিবেন না—আপনিই আমার প্রধান ভরসা। তার পর গুরুদেবের প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ভুবনৈকবীর কুরুগণের একমাত্র অবলম্বন ভীষ্ম এবং মহাবল অর্জ্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণের পরেই কৃপাচার্য্য (দ্রোণেরই শ্যালক) এবং তৎপরেই গুরুর পরম স্নেহের পুত্র অশ্বত্থামার নাম, স্বীয় স্নেহময় ভ্রাতারও পূর্ব্বে উল্লেখ করিলেন। পাণ্ডব-সেনা-নায়কগণের সকলকেই মহারথ বলিয়া স্বপক্ষীয় সেনা-নায়কগণকে একটু বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ না করিলে পাছে আচার্য্য ক্ষুণ্ণ হন, এই আশঙ্কায় কাহারও কোন বিশেষণ না দিয়া মাঝামাঝি কৃপাচার্য্যের নামের পূর্ব্বেই একটা প্রকাণ্ড বিশেষণ দিলেন—"সমিতিঞ্জয়ঃ" (সমর-বিজেতা) ॥ ৮—৯

অন্বয়ঃ।—তৎ (তাদৃশবীরযুক্তমপি) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ [অপি] অস্মাকং বলম্ অপর্য্যাপ্তং (বিপক্ষসৈন্যং প্রতি যোদ্ধুম্ অসমর্থম্); ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং তু এতেষাং (পাণ্ডবানাং) বলং পর্য্যাপ্তম্ (রণে সমর্থম্) ॥ ১০

অনু।—আমাদের পক্ষে এরূপ বীরগণ-পরিপূর্ণ অসংখ্য সৈন্য থাকিলেও এবং তাহারা ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও পাণ্ডবপক্ষীয়

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

সৈন্যগণের সহিত সমরে অসমর্থ; কিন্তু ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব-দিগের এই সৈন্যগণ সমরে সমর্থ হইবে ॥১০

স্বামী।—ততঃ কিম্, অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তৎ তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি। ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি,ভীষ্মস্যো-ভয়পক্ষপাতিত্বাৎ। অস্মদ্বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রত্যসমর্থং ভীমস্যৈক-পক্ষপাতিত্বাৎ ॥ ১০

টিপ্পনী।—এই শ্লোকে দুর্য্যোধনের চিত্তগত আশঙ্কা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—আমার সৈন্যসংখ্যা অধিক হইলেও এবং আমার সৈন্যগণ মহামহাবীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইলেও আমার সর্ব্বসেনাধিনাথ ভীষ্ম যদিও পরশুরাম-বিজেতা সুতরাং অপরাজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু তিনি যখন উভয়পক্ষপাতী অর্থাৎ উভয়পক্ষেরই শুভাকাঙ্ক্ষী, তখন এই বিপুল সেনাও কার্য্যকালে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর ন্যূনবল ও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক হইলেও এবং অল্পবুদ্ধি হঠকারী ভীমকর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও ভীম এক-পক্ষপাতী বলিয়া, তদধীন সৈন্যগণ সমরে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে—ইহাই বোধ হইতেছে। কারণ যুদ্ধাদিকার্য্যে একনিষ্ঠ ব্যক্তিই সাফল্য লাভ করিয়া থাকে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বে এব ভবন্তঃ সর্ব্বেষু অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশ-

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

দ্বারেষু) যথাভাগং (নির্দ্দিষ্টং স্বস্বরণস্থানম্ অপরিত্যজ্য) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] [সর্ব্বপ্রযত্নেন] ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু॥ ১১

অনু।— (অতএব) ব্যূহ প্রবেশ-পথে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া আপনারা সকলেই ভীষ্মকেই রক্ষা করুন॥ ১১

স্বামী।—তস্মাৎ ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেম্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বে ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু। যথাঽন্যৈ-র্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ॥ ১১

টিপ্পনী।—ভীষ্ম উভয়-পক্ষপাতী হইলেও কুরুকুলের পূজনীয় এবং সর্ব্বপ্রধান আশাভরসা স্থল। আপনিও গুরুদেব; সুতরাং আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; অন্যান্য মহামহা বীরগণ উপস্থিত আছেন বলিয়া আপনি যেন উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন—এই অভিপ্রায়ে আচার্য্যের প্রোৎসাহার্থ রাজা দুর্য্যোধনের এই উক্তি। যদি আপনারা সকলে আমার সর্ব্বসৈন্যনাথ এবং আমার প্রধান ভরসাস্থল পিতামহদেবকে রক্ষা করেন, তবে আপনাদের উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় আমি সমরে অবশ্যই বিজয় লাভে সমর্থ হইব॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তস্য (দুর্য্যোধনস্য) হর্ষং সংজনয়ন্ (হর্ষপরি-বর্দ্ধনার্থং) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (কৃত্বা) শঙ্খং দধ্মৌ (বাদিতবান্)॥ ১২

অনু।—[তখন] তাঁহার (দুর্য্যোধনের) [চিত্তে] আনন্দ উৎপাদনার্থ প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১২

স্বামী।—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্ত বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্, তদাহ—তস্তেত্যাদি। তস্ত রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনন্ত কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥ ১২

টিপ্পনী।—রাজা দুর্য্যোধনের তাদৃশ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া আচার্য্য তদীয় উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অথবা চিত্তগত ভীতির প্রশমনার্থ একটিমাত্র বাক্যও ব্যয় করিলেন না, ইহাতে আচার্য্যের উপেক্ষাই মনে করিয়া ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে প্রোৎসাহিত ও নিশ্চিন্ত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; কারণ তিনি "কুরুবৃদ্ধ"। বৃদ্ধগণ বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা প্রভৃতি বয়োধর্ম্মসুলভ গুণগ্রামপ্রভাবে সহজেই অন্তের মনোভাব নির্ণয়ে সমর্থ; তাই আচার্য্যসমীপে দুর্য্যোধনের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে তিনি তদীয় অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে পারিলেন। আর তিনি "পিতামহ"; সুতরাং পৌত্রের প্রতি স্বভাবতঃ স্নেহময়; তিনি কি আচার্য্যের স্থায় উপেক্ষা করিতে পারেন? তাদৃশ ভীষণ সমরক্ষেত্রে মহামহাবীরগণের সমক্ষে তাদৃশ গম্ভীরস্বরে সিংহবৎ গর্জ্জনপূর্ব্বক বিপক্ষবর্গের ভীতি উৎপাদন এবং তৎসহ কুরুরাজের হর্ষপরিবর্দ্ধন করা তাঁহারই স্থায় "প্রতাপবান্" বীরাগ্রণী মহাপুরুষ ব্যতীত সামান্ত বীরের পক্ষে সম্ভব নয়।

জগদেকবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অন্তর্নিহিত ভয়ের পরিচয় পাইয়া এবং আচার্য্যের সহিত কথাপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধন যে একমাত্র তাঁহারই উপর জয়াশা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া,

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

তাঁহার ভয় দূর করিবার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—ততঃ (ভীষ্ম-শঙ্খনাদানন্তরং) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (বাদিতাঃ অভূবন্); স শব্দঃ তুমুলঃ (মহান্) অভবৎ ॥ ১৩

অনু :—অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (পটহ) গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) রণবাদ্য সকল সহসা বাদিত হইল; সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩

স্বামী।—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদিনা। পণবা মার্দ্দলাঃ আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। স চ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩

টিপ্পনী —ভীষ্মের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনিতে দুর্য্যোধনপক্ষীয় সেনাগণ নিরতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীত বা নিরুৎসাহ হয় নাই। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বিবৃত হইবে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ (অশ্বৈঃ) যুক্তে মহতি স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পাণ্ডবশ্চ (অর্জ্জুনশ্চ) এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ (বাদয়ামাসতুঃ) ॥ ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥১৮

অনু।—অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে * অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য (অলৌকিক ও অসাধারণ) শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন॥ ১৪

স্বামী।—ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরবসৈন্যবাদ্যকোলাহলানন্তরং মহতি স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—হে পৃথিবীপতে! হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ। কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং [দধ্মৌ], নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-

* এই রথখানি খাণ্ডবদাহনকালে ভগবান্ হুতাশনের প্রার্থনায় বরুণদেব অর্জ্জুনকে প্রদান করেন, উহা দেবদানবগণেরও অজেয়।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

মণিপুষ্পকৌ [দধ্মতুঃ]। পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধরঃ) কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুশ্চ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব এব) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ॥ ১৫—১৮

অনু —শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়নামক, নকুল সুঘোষনামক এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। হে পৃথিবীপতে! ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহাবাহু অভিমন্যু—ইঁহারা সকলেই পৃথক পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৫—১৮

স্বামী।—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামানি। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবদুদরং যস্য স বৃকোদরো মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মাবিতি। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম। কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ। কথম্ভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! ॥১৫-১৮

অন্বয়ঃ।—তুমুলঃ সঃ ঘোষঃ (শঙ্খনাদঃ) নভশ্চ (আকাশমণ্ডলঞ্চ) পৃথিবীঞ্চৈব অভ্যনুনাদয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (দুর্য্যোধনাদীনাং) হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ (বিদারিতবান্)॥ ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অনু ।—আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই তুমুল শঙ্খাদিবাদ্যধ্বনি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের (ও তৎপক্ষীয় বীরগণের) হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥ ১৯

স্বামী ।—স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—হে মহীপতে! (রাজন্!), অথ (অনন্তরং) শস্ত্রসম্পাতে (বাণাদিক্ষেপণে) প্রবৃত্তে (আরব্ধে) [সতি] কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্) ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) ধনুঃ (ত্রিলোকবিখ্যাতং গাণ্ডীবং) উদ্যম্য (উত্তোল্য) তদা হৃষীকেশম্ (ইন্দ্রিয়াণামীশম্ শ্রীকৃষ্ণম্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বাক্যম্ আহ (কথিতবান্) ॥ ২০

অনু ।—অনন্তর দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রসম্পাত আরব্ধ হইলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন তখন ধনুঃ উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০

স্বামী ।—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি। অথানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ;—অর্জ্জুন উবাচ। হে অচ্যুত। অহং যাবৎ এতান্ যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ নিরীক্ষে, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্, যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতাঃ [তান্] যোৎস্যমানান্ অহং যাবৎ অবেক্ষে, [তাবৎ] উভয়োঃ মধ্যে মে (মম) রথং স্থাপয় ॥ ২১—২৩

অনু।—অর্জ্জুন বলিলেন,—সখে কৃষ্ণ! যাবৎ আমি যুদ্ধকামনায় উপস্থিত এই বীরগণকে নিরীক্ষণ করি; এই যুদ্ধোদ্যমে কাহাদিগের সহিত আমাকে সমর করিতে হইবে, যাবৎ তাহা অবলোকন করি; যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়কর্ম্মেচ্ছু * যাহারা এই স্থানে সমবেত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিগণকে যাবৎ আমি অবলোকন করি; ; তাবৎ তুমি উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২১—২৩

স্বামী।—তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাদি যাবদেতানিতি। নন্থ ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ—কৈর্ম্ময়ে-

* এই ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধেই দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু—তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি নিবারণে নহে—ইহাই তাৎপর্য্য।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫

ত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্। যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো যে ইহ সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ, তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে মম রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ॥২১-২৩

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ। (হে) ভারত! হৃষীকেশঃ গুড়াকেশেন (গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ) [অর্জ্জুনেন] এবম্ উক্তঃ [সন্] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং (রাজ্ঞাং) [সম্মুখে] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা "হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ (যুদ্ধার্থমেকস্মিন্নেব রণাঙ্গনে মিলিতান্) কুরূন্ পশ্য" ইতি উবাচ॥ ২৪।২৫

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন,—হে ভারত! অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমুদয় রাজগণের সম্মুখেই তদীয় উত্তম রথ স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "হে পার্থ! যুদ্ধার্থে সমবেত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দেখ।"॥২৪।২৫

স্বামী।—ততঃ কিং বৃত্তম্? ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ— এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! সেনয়োর্ম্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্। ভীষ্মদ্রোণ ইতি।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা। হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫

টিপ্পনী।—"হৃষীকেশ" অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অভিপ্রায় অবগত আছেন। "গুড়াকেশ" অর্থাৎ নিদ্রাবিজয়ী বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে একান্ত সাবধান। এই দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য্য এই যে—ভগবান্ সর্ব্বজীবের হৃদয়গত অভিপ্রায় জানেন; সুতরাং অর্জ্জুন যে সর্ব্ববিষয়ে একান্ত সাবধান, তাহা তাঁহার জানিতে বাকি নাই। তিনি অর্জ্জুনের অনুরোধ রক্ষার্থ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন—আমি যখন তোমার রথের সারথি, তখন আর তোমার ভয় কি? তুমি নির্ভয়ে এই সমুদয় যুদ্ধার্থী কুরুগণকে দর্শন কর।

২৪ শ্লোকে "হৃষীকেশ" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই যাঁহাদের প্রভু (পক্ষান্তরে নেতাও বটে) সেই একান্ত ভগবদ্ভক্ত পাণ্ডবগণের বিজয়ে সন্দেহের গন্ধও থাকিতে পারে না। "অচ্যুত" যিনি দেশকাল ও বস্তুদ্বারা অবিকৃত; সুতরাং দেশকালাদির দ্বারা যাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় না; তবে আর তাঁহাকে এবং তিনি যাহাদের রক্ষক তাহাদিগকে এ জগতে আক্রমণ করিতে কে পারে? ২৪-২৫

অন্বয়ঃ।—অথ পার্থঃ (অর্জ্জুনঃ) তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

সেনয়োঃ পিতৄন্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ এব অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ২৬

অনু।—অনন্তর অর্জ্জুন সেই স্থানে সমবেত উভয়পক্ষীয় সেনাতেই পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদ্‌গণকে অবলোকন করিলেন ॥ ২৬

স্বামী।—ততঃ কিং প্রবৃত্তমিত্যাহ—তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রান্। সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য (অবলোক্য) পরয়া (মহত্যা) কৃপয়া আবিষ্টঃ (যুক্তঃ) বিষীদন্ (বিষাদং প্রাপ্নুবন্) [সন্] ইদম্ (বক্ষ্যমাণং বচনম্) অব্রবীৎ ॥২৭

অনু।—কুন্তীনন্দন সেই সকল বন্ধুগণকে [যুদ্ধক্ষেত্রে] সমাগত দেখিয়া অতিশয় কৃপান্বিত ও বিষাদযুক্ত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭

স্বামী।—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টঃ বিষণ্ণঃ সন্ ইদমর্জ্জুনোঽব্রবীৎ। ইত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ! ইমান্ যুযুৎসূন্

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

(যোদ্ধুমিচ্ছুন্) স্বজনান্ সমবস্থিতান্ (একত্রাবস্থিতান্) দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধকামনায় সমাগত এই সকল আত্মীয়গণকে [রণক্ষেত্রে] অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—মে (মম) শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) রোমহর্ষঃ চ জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ডীবং [ধনুঃ] স্রংসতে, (অধঃপততি) ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

অনু।—আমার শরীরে কম্প এবং রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে ॥ ২৯

স্বামী।—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিং। হে কৃষ্ণ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে। কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। স্রংসতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥২৮।২৯

অন্বয়ঃ।—হে কেশব! অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি (বামনেত্রস্ফুরণাদীনি অনিষ্টসূচকানি) নিমিত্তানি চ পশ্যামি ॥ ৩০

অনু।—হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না,

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২

আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, আমি অমঙ্গলসূচক দুর্লক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি ॥ ৩০

স্বামী।—অপি চ ন শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি পশ্যামি ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—হে কৃষ্ণ! আহবে (রণে) স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) ন চ পশ্যামি; [অহং] বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন [কাঙ্ক্ষে] ॥ ৩১

অনু।—সমরে স্বজনগণকে নিহত করিয়া মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমি জয়, রাজ্য বা সুখ কিছুই চাহি না ॥ ৩১

স্বামী।—কিঞ্চ ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ, তত্রাহ—ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১

টিপ্পনী।—স্বজন বধ করিয়া ত আমি কিছুমাত্র ফল দেখি না। যদি বল—বিজয়জনিত নির্ম্মল যশই ইহার ফল, পরন্তু রাজ্য-লাভ ও তজ্জনিত সুখও আছে, তাই বলিতেছি "ন কাঙ্ক্ষে" ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতি আমার নাই, তখন আচার্য্যাদি গুরুজন ও আত্মীয়গণকে বধ করি কেন? ৩১

অন্বয়ঃ।—হে গোবিন্দ! যেষাম্ অর্থে নঃ (অস্মাকং) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতম্, ইমে তে আচার্য্যাঃ, পিতরঃ পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

তথা সম্বন্ধিনঃ, ধনানি প্রাণান্ চ ত্যক্ত্বা (প্রাণাদীনাং ত্যাগং স্বীকৃত্য) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ, [অত এব] নঃ (অস্মাকং) রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং ? হে মধুসূদন ! মহীকৃতে (পৃথিবীনিমিত্তং) কিং নু ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি, ঘ্নতঃ (অস্মান্ মারয়তঃ) অপি এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি, হে জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্য্যোধনাদীন্) নিহত্য (মারয়িত্বা) নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ স্যাৎ ॥ ৩২—৩৫

অনু।—হে গোবিন্দ ! যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ্যপদার্থ এবং সুখ আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ, ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন ; অতএব আমাদের রাজ্যেই বা কাজ কি, সুখভোগেই বা কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি ? হে মধুসূদন ! ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও, আমি—পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবন-রাজ্যের জন্যও ইঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না ; ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ? ॥ ৩২—৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬

স্বামী।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেন ইত্যাদি—সার্দ্ধদ্বয়েন ত ইম ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং, তে এতে প্রাণধনানি ত্যক্ত্বা ত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ। ননু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ ন হংসি, তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব, অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ—এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন। ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্। অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি; কিং পুনর্মহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ॥ ৩২—৩৫

টিপ্পনী।—এই সংসারে নিতান্ত হৃদয়হীন ও একান্ত স্বার্থপর (আপনারই সুখ যাহারা চায় তাদৃশ) ব্যক্তিই আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া নিজে বিষয়সুখ ভোগ করিতে চায়; কিন্তু তাহাতে অনেকেরই ভাগ্যে সুখলাভ না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দুঃখই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা হৃদয়বান্ বিবেকী, তাঁহারা আত্মীয় স্বজনদিগকে সুখী করিয়া স্বয়ং সুখী হন; সেইজন্য আজ মহাত্মা অর্জ্জুনের জ্ঞাতি ও স্বজনগণকে নিহত করিয়া রাজ্যভোগে বিরাগ জন্মিল। ৩২—৩৫

অন্বয়ঃ।—এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ; তস্মাৎ স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ বয়ং হন্তুং ন অর্হাঃ (সমর্থাঃ); হে মাধব! হি (যস্মাৎ) স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম (ভবেম)॥ ৩৬

অনু।—[ইহারা আততায়ী ; তথাপি] এই আততায়ী-দিগকে বধ করিলে পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে ; অতএব আমরা দুর্য্যোধন প্রভৃতি জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিব না ; হে মাধব ! এই স্বজনবর্গকে নিহত করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইতে পারিব ? ৩৬

স্বামী।—নম্ব চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ"॥ ইতি স্মরণাদগ্নি-দাত্বাদিভিঃ ষড়্‌ভিহে তুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব, "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন" ॥ ইতি বচনাৎ। তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলম্। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন,—"স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥" ইতি। তস্মাদাততায়িনামপি এতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্ম্যত্বাচ্চৈতদ্‌বধস্য। অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ— স্বজনং হীতি॥ ৩৬

টিপ্পনী।—দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমাদের আততায়ী ; কারণ উহারা অগ্নি বিষ প্রভৃতির প্রয়োগে আমাদিগকে বহুকাল হইতে বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে—আততায়িগণকে বধ করিবে ; তাহাতে বধজন্য পাপ হইবে না। পরন্তু শাস্ত্রের এই বিধানটি লৌকিক ইষ্ট সাধনেরই উদ্দেশে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থাটি অর্থশাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি'—কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না—এই বেদবাক্য পারলৌকিক হিতসাধক—ধর্ম্মশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্ম-

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

শাস্ত্র, এতদুভয়ের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দেশই পারলৌকিক শুভকামী ব্যক্তির নিকট বলবান্; অতএব দুর্য্যোধনাদি আততায়ী হইলেও তাহাদিগকে বধ করিলে আমাদের পাপই হইবে। বিশেষতঃ এই যুদ্ধে কেবল দুর্য্যোধনাদিকেই বধ করিতে হইবে এমন নহে। তাহার সহায়তাকারী আচার্য্য পিতামহ পিতৃব্যাদি গুরুজনও আছেন। অতএব এই কুলক্ষয়কর গুরুজনসংহারক যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—হে জনার্দ্দন! যদ্যপি এতে লোভোপহতচেতসঃ [সন্তঃ] কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে (মিত্রজিঘাংসায়াং) পাতকং চ ন পশ্যন্তি, [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতদোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৭। ৩৮

অনু।—হে জনার্দ্দন! যদিও ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া বংশনাশ কৃত দোষ ও মিত্রহিংসাজনিত পাতক দেখিতেছে না, [কিন্তু] আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে কেন না নিবৃত্ত হইব? ॥ ৩৭। ৩৮

অন্বয়ঃ।—কুলক্ষয়ে [সতি] সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি; ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম্ উত (অপি) কুলম্ অভিভবতি (ব্যাপ্নোতি, অভিভবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ) ॥ ৩৯

অনু।—[যদি বল কুলক্ষয়ে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছি,]—কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম [অবশিষ্ট] সমুদায় কুলকে অভিভূত করে॥ ৩৯

স্বামী।—নমু চৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে, তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং, কিমনেন বিষাদেনেত্যত আহ—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভে-নোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি কথমিতি তথাপি অস্মাভির্দ্দোষং প্রপশ্যদ্ভি-রস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং, নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনা-তনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলম্ অধর্ম্মোঽভিভবতি, ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৩৭—৩৯

টিপ্পনী।—যদি বল, আত্মীয় বন্ধুগণের বধজনিত পাপ ত উভয় পক্ষেই আছে,—উহারাও ত সেই পাপ স্বীকার করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—উহাদের চিত্তে ত কিছুমাত্র বিষাদ জন্মে নাই—তবে তুমিই বা কেন এরূপ বলিতেছ? সেইজন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন—উহাদের চিত্ত লোভের বশীভূত হওয়ায় উহারা কুলক্ষয় কৃত দোষ ও স্বজনদ্রোহ জন্য পাপ বুঝিতে পারিতেছে না—উহারা না জানিয়াই অজ্ঞানজন্য পাপানুষ্ঠান করিতেছে। আর আমি? আমি ত বেশ বুঝিতেই পারিতেছি যে, কুলক্ষয় হইলে আমরা ইহলোকে কদাচ সুখী হইতে পারিব না—আচার্য্যাদিবধে যে পাপ জন্মিবে, তাহাতে পরলোকও বিনষ্ট হইবে। এই যুদ্ধে ইহলোক এবং পরলোক—উভয় লোকেই যখন শ্রেয়ঃ নাই, তখন এ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই—নিবৃত্ত

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১

থাকাই আমার উচিত—এই বলিয়া অতঃপর কুলক্ষয়ের দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন॥ ৩৭—৩৯

অন্বয়ঃ।—হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি (নষ্টচরিত্রা ভবন্তি)। হে বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব!) স্ত্রীষু দুষ্টাসু [সতীষু] বর্ণসঙ্করঃ জায়তে॥ ৪০

অনু।—হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে, তাহা হইতে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব! স্ত্রীগণ চরিত্রভ্রষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়॥ ৪০

স্বামী।—ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্করঃ) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকানাং) কুলস্য চ নরকায় এব [ভবতি]; এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ শ্রাদ্ধতর্পণাদিকাঃ যেষাং তে) পিতরঃ পতন্তি হি (অধোগচ্ছন্ত্যেব)॥ ৪১

অনু।—কুলহন্তাদিগের এবং কুলের নরকভোগের নিমিত্তই বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। ইহাদের পিতৃপিতামহগণ পিণ্ড ও তর্পণোদকের লোপহেতু নিশ্চয়ই পতিত হইয়া থাকে॥ ৪১

স্বামী।—এবং সতি সঙ্কর ইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা॥ ৪১

টিপ্পনী।—স্বামীর অভাবে বা অন্য কোন বৈধকারণে তদীয়

পত্নীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। এই-রূপে উৎপন্ন পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। শাস্ত্রানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্র ক্ষেত্র স্বামীরই হইয়া থাকে—উৎপাদকের নহে। ক্ষেত্রজ-পুত্র দ্বিবিধ, অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশ হইতে ক্ষত্রিয়াদি নিম্নতর বর্ণের রমণীগণের গর্ভে উৎপন্ন সন্তানদিগকে অনুলোমজ এবং নিম্নতর বা নিম্নতম বর্ণের পুরুষ হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম বর্ণের রমণীর গর্ভে জাত সন্তানগণকে প্রতিলোমজ বলা হয়। স্বামী বা অভিভাবকের নিয়োগানুসারে অনুলোমজ ক্ষেত্রজ পুত্র মাতার অপেক্ষা নীচবর্ণ হয় না। এই সকলস্থলে তাদৃশ পুত্রদ্বারা পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডোদকক্রিয়া কোনরূপ ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। স্বয়ং অর্জ্জুন প্রভৃতিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহারা পঞ্চভ্রাতাই মহারাজ পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র; অতএব আপাতদৃষ্টিতে এস্থলে অর্জ্জুনের ঈদৃশ আশঙ্কার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু নিয়োগব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয় লালসার বশবর্ত্তিনী হইয়া যদি পতিবিবর্জ্জিতা নারীগণ পুরুষান্তর সংসর্গের কামনা করেন, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া—যদৃচ্ছাবিহারানুরাগিণী হইয়া—গুরুজনের নিয়োগের অপেক্ষা না রাখেন এবং শাস্ত্রবিধির অব-মাননা করিয়া সন্তান প্রসব করেন, তবে সেই সন্তান নিশ্চয়ই বর্ণ-সঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে; তাহার প্রদত্ত পিণ্ড ও তর্পণাদি পিতৃপুরুষগণের কদাচ গ্রহণীয় হইতে পারিবে না। অর্জ্জুনের ইহাই গুরুতর আশঙ্কা। কুলক্ষয়ে এইরূপে কুলনারীগণ জারজ সন্তান প্রসব করিয়া কুলকে অধঃপাতিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও নিরয়গামিনী হইবে। ঈদৃশ ব্যাপার চিন্তা করিতে গেলে সত্যই চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে॥ ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২
উৎসন্ন-কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ ।—কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ (চিরন্তনাঃ) জাতিধর্ম্মাঃ (বর্ণধর্ম্মাঃ) কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে) ॥ ৪২

অনু ।—কুলবিনাশকদিগের এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষে চিরন্তন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকলই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪২

স্বামী ।—উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্ । উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে । জাতিধর্ম্মাঃ বর্ণধর্ম্মাঃ, কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২

টিপ্পনী ।—ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল সঙ্কর সন্তান যে বংশের সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে সেই বংশের আচার পদ্ধতি সকল এবং কুলধর্ম্মাদিতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না বলিয়া আচারভ্রষ্ট ও মূর্খ হয় ; সুতরাং তাহাদের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৪২

অন্বয়ঃ ।—হে জনার্দ্দন ! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (প্রনষ্টকুলধর্ম্মাণাং) মনুষ্যাণাং নরকে নিয়তং বাসঃ ভবতি ইতি [আচার্য্যাদিমুখাৎ] অনুশুশ্রুম (বয়ং শ্রুতবন্তঃ) ॥ ৪৩

অনু ।—হে জনার্দ্দন ! যাহাদের কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সেই সকল লোকের নিয়ত নরকে বাস হইয়া থাকে ; ইহা আমরা [বৃদ্ধ পরম্পরায়] শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪৩

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪

স্বামী।—উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ॥ ৪৩

টিপ্পনী।—বংশে সঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে কুলধর্ম্মে ও আচারপদ্ধতিপ্রভৃতিতে অজ্ঞতানিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তাদি হিতকর ও পরম পরিশুদ্ধি-সম্পাদক কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা বংশগত দোষ অপনোদন করিতে না পারায়, তাহারা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরও প্রেতত্ব নিরাকৃত হইতে পারে না; কারণ, যাহাতে তাঁহাদের প্রেতত্ব দূরীভূত হইতে পারে তাহাতেও তাহারা অনভিজ্ঞ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—অহো বত (হা কষ্টম্) বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ, যৎ (যস্মাৎ) রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ॥৪৪

অনু।—হায়! আমরা মহাপাপ-জনক কার্য্য করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; কারণ, আমরা রাজ্যসুখ-লোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়াছি॥ ৪৪

স্বামী।—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহো বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি, যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম, অহো বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ॥ ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ ।—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ (ধৃতায়ুধাঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) অপ্রতীকারম্ (প্রতীকারবিমুখম্) অশস্ত্রং মাং রণে হন্যুঃ (হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরম্ (অত্যন্তং হিতম্) ভবেৎ ॥ ৪৫

অনু ।—আমাকে প্রতীকারপরাঙ্মুখ ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন দেখিয়া যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতও করে, তবে তাহাও আমার হিতকর হইবে ॥ ৪৫

স্বামী ।—এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ—যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫

টিপ্পনী ।—এই শ্লোকটিতে আততায়িদিগকে সম্মুখে দেখিয়াও ধর্ম্মক্ষেত্র মাহাত্ম্যে স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ মহানুভব অর্জ্জুনের নির্ব্বেদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল কেহ অপকার করিলে অপকৃত ব্যক্তি যদি ক্রোধ বা বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অপকারকারীর অনিষ্ট সাধন করে, তাহার নাম প্রতীকার। পাণ্ডবগণ নানারূপে দুর্য্যোধনাদি দ্বারা অপকৃত হইয়াছেন, তথাপি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ অর্জ্জুন অধুনা তাহাদের অপকার বা বৈরসাধনে বিমুখ। তিনি মনে করিতেছেন, যদিও আমি কুলক্ষয়সাধক এই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া শস্ত্র ত্যাগ করি, তথাপি প্রতিপক্ষগণ কদাচ সমরে বিমুখ হইবে না; তাহারা আমাকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহজেই আমাকে বধ করিবে। আমি নিহত হইলে এই কুলক্ষয় ঘটিতে

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পারিবে না—অন্ততঃ আমা হইতে যত প্রাণীর হত্যা ঘটিতে পারিত, তাহা ঘটিবে না; সুতরাং এই বিষম কুলক্ষয়জনিত দোষ কিয়ৎপরিমাণেও নিবারিত হইতে পারে; অতএব আমার প্রাণত্যাগ অনেকাংশে শ্রেয়স্কর ও স্পৃহণীয় ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয় উবাচ। অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (ধনুঃ গাণ্ডীবং) বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুলচিত্তবৃত্তিঃ) [সন্] রথোপস্থে (রথমধ্যে) উপাবিশৎ (উপবিষ্টঃ) ॥ ৪৬

স্বামী।—সঞ্জয় বলিলেন,—ধনঞ্জয় এইরূপ বলিয়া শর ও শরাসন (গাণ্ডীবধনুঃ) পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলচিত্তে রথমধ্যে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

স্বামী।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্তেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য সঃ ॥৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ। মধুসূদনঃ তথা কৃপয়া আবিষ্টম অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তং (অর্জ্জুনম্) ইদং বাক্যম্ উবাচ॥ ১

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন,—তখন ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণনেত্র বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন॥১

স্বামী।—"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া। প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥" ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং তথা, উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ॥ ১

টিপ্পনী।—কৃপা—মমতানিবন্ধন চিত্তের ভাববিশেষ অর্থাৎ স্নেহ; আর স্নেহের বিষয়ীভূত স্বজনবিচ্ছেদের আশঙ্কায় চিত্তের ব্যাকুলতার নাম বিষাদ; অতএব এতদুভয়ের দ্বারা অর্জ্জুনের চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তিনি ব্যাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এখানে "মধুসূদন" এই পদের সার্থকতা এই যে—ভগবান্ অর্জ্জুনের আত্মবিস্মৃতিজনক মহামোহরূপ মধুদৈত্যকে আত্মবোধরূপ অস্ত্র দ্বারা নিহত করিলেন; পক্ষান্তরে মহামনস্বী সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সংকেতে ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে—ভগবান্

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

দুষ্টদলনকারী, আর আপনার পুত্রগণ মূর্ত্তিমান্ পাপ; অর্জ্জুনদ্বারা ভগবান্ তাহাদিগকে নিহত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবেন। অতএব অর্জ্জুন-বিষাদে আপনার আনন্দের কোন কারণ নাই ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অর্জ্জুন! বিষমে (এতাদৃশবিপৎকালে) কুতঃ (কস্মাৎ) ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যাচরিতম) অস্বর্গ্যম্ (অধর্ম্ম্যম্) অকীর্ত্তিকরম্ (অযশস্করং) কশ্মলং (মোহঃ) ত্বা (ত্বাং) সমুপস্থিতম্ ॥ ২

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কটে কেন তোমার এই অনার্য্যসেবিত স্বর্গপ্রতিষেধক অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? ২

স্বামী।—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্ অয়ং মোহ প্রাপ্তঃ, যত আর্য্যৈরসেবিতম্, অস্বর্গ্যম্ অধর্ম্ম্যম্, অযশস্করঞ্চ ॥ ২

টিপ্পনী।—'অনার্য্যজুষ্ট' এই পদের অর্থ—যাহা আর্য্য অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠেয় নহে; তাৎপর্য্য এই যে—যে সকল মুক্তিকামী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাঁহারা তদর্থে বিনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম্ম; তুমি যখন যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগে উদ্যত হইয়াছ, তখন তুমি যে মুক্তিকামী, তাহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ—যাঁহারা স্বর্গকামী, তাঁহারাও বর্ণাশ্রম

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

ধর্ম্মের অনাদর করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহে অভিলাষী হন না। তুমি যখন স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছ, তখন তোমাকে স্বর্গকামীও মনে হয় না। তৃতীয়তঃ—যাহারা সম্মুখ সমরে আহূত হইয়াও শত্রুদর্শনে অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বসে, তাহারা ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া সাধুসমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, তোমার এই শস্ত্রত্যাগ একান্তই অকীর্ত্তিকর ॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! ক্লৈব্যং (কাতর্য্যং) মাস্ম গমঃ (ন প্রাপ্নুহি), এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ন ভবতি) হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (কাতর্য্যং) ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ ॥ ৩

অনু।—হে পার্থ! কাতরতা আশ্রয় করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ! অতি তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও ॥ ৩

স্বামী।—ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি। তস্মাৎ হে পার্থ! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয়ি এতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে অরিসূদন (শত্রুবিমর্দ্দন)

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

মধুসূদন! অহং সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজনীয়ৌ) ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ প্রতি ইষুভিঃ (বাণৈঃ) কথম্ যোৎস্যামি (যোৎস্যে) ॥ ৪

অনু।—অর্জ্জুন বলিলেন,—হে শত্রুবিমর্দন মধুসূদন! আমি কি প্রকারে পূজনীয় [পিতামহ ও আচার্য্য] ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত বাণনিক্ষেপদ্বারা যুদ্ধ করিব? ৪

স্বামী।—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাৎ উপরতোহস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্য অন্যায্যত্বাদধর্ম্ম্যত্বাচ্চেত্যাহ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্ম-দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি, তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন! শত্রুমর্দ্দন! ॥ ৪

টিপ্পনী।—"ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি" অর্থাৎ যে সকল পরম পূজনীয় গুরুজনের পাদপদ্মে ভক্তিভরে পুষ্পচন্দনাদি সমর্পণপূর্ব্বক পূজা করাই বিধেয়, সেই পূজাযোগ্য ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনের সহিত ক্রীড়াস্থানে হর্ষজনক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া লীলাযুদ্ধ করাও অনুচিত, তাঁহাদের প্রাণসংহারার্থ সমরক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র কিরূপে প্রয়োগ করিব? ৪

অন্বয়ঃ।—মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা (গুরুবধমকৃত্বা) হি ইহলোকে ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষাপ্রাপ্তম্ অপি) ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। গুরূন্

হত্বা তু ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (শোণিতলিপ্তান্) অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় (অশ্নীয়াম্)॥ ৫

অনু।—মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, যদি ইহলোকে ভিক্ষান্নও ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইঁহাদিগকে বধ করিলে, আমাদিগকে ইহকালেই তাঁহাদিগের রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে॥ ৫

স্বামী।—তর্হি তান্ অহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্তিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব তু রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরন্, তস্মাদেতদ্‌বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্,—"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি॥ ৫

টিপ্পনী।—এই শ্লোকোক্ত "অর্থকামান্" পদটি "ভোগান্" পদেরও বিশেষণ হইতে পারে; আবার "গুরূন্" এই পদেরও বিশেষণ হইতে পারে। মহানুভাব ভীষ্ম-দ্রোণাদি গুরুজনকে বধ করিয়া রাজ্যলাভরূপ অর্থকামাত্মক ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ধর্ম্মমোক্ষাত্মক ভোগ কদাচ লাভ করা যায় না। যদিও তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট অর্থ বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তথাপি গুরু কুপথাবলম্বী বা কদাচারসম্পন্ন হইলেও জীবের সর্ব্বপ্রধান

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

আশ্রয়—চিরদিনই পরম পূজনীয়; অতএব ইহলোকে নিন্দনীয় ও পারলৌকিক অধোগতির কারণীভূত গুরুবধ অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজনও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যদ্ বা [বয়ং কৌরবান্] জয়েম যদি বা (অথবা) [কৌরবাঃ] নঃ (অস্মান্) জয়েয়ুঃ [ইত্যেতয়োর্মধ্যে] কতরৎ নঃ (অস্মাকং) গরীয়ঃ (গুরুতরং) এতৎ চ ন বিদ্মঃ (জানীমঃ); যান্ (কৌরবান্) হত্বা নৈব জিজীবিষামঃ (জীবিতুমভিলষামঃ) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) প্রমুখে (রণমুখে) অবস্থিতাঃ [বর্ত্তন্তে] ॥ ৬

অনু।—আমরা কৌরবদিগকে জয় করি, অথবা উহারা আমাদিগকে জয় করুক—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে গুরুতর অর্থাৎ মঙ্গলসাধক, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না; যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতেই ইচ্ছা করি না, সেই দুর্য্যোধনাদি রণমুখে অবস্থিত আছেন ॥ ৬

স্বামী।—কিঞ্চ যত্তপ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতদ্দ্বয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব স্বয়ং দর্শয়তি। যদ্ বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ, যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুঃ

র্জ্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ— যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ॥ ৬

টিপ্পনী।—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষাশন নিষিদ্ধ; সুতরাং অধর্ম্মজনক। যদি যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া আমি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভিক্ষাশনে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেও পাপ হইবে; পরন্তু ভিক্ষা এবং যুদ্ধ এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে আপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্কর, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না; জয় পরাজয়ের ত স্থিরতা নাই। আমরা জয়লাভ করিলেও তাহা পরাজয় বলিয়াই গণ্য হইবে; কারণ, গুরুজন ও স্নেহভাজন স্বজনগণকে বধ করিতে হইলে, তাহাই আমাদের আত্মনাশের কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে; তাঁহাদিগকে বধ করিয়া জয়লাভ করিতে গেলে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে অতি তীব্র শোকানলে দগ্ধ হইতে হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমেই ত গুরু ও স্বজনগণকে বধ করিতে হইবে। তাহাদের বধসাধন অপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ অন্নে দিনপাত করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। এই ত গেল এই শ্লোকের অক্ষরার্থ। পক্ষান্তরে এই শ্লোকটিতে অর্জ্জুনের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পাত্রতা সপ্রমাণ করিতেছে। প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের নির্ব্বেদ-বর্ণন উপলক্ষে প্রসঙ্গত অর্জ্জুনের ভিক্ষাটন সহকৃত সন্ন্যাস ধর্ম্মের পাত্রত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জ্ঞানমার্গে তদীয় ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অধিকারিত্ব প্রতিপাদন করা হইল। অর্জ্জুনের ন্যায় শমদমাদিমান্ সাধকই জ্ঞানে অধিকারী; এইজন্য এই পর্য্যন্ত গ্রন্থসন্দর্ভদ্বারা অর্জ্জুন যে জ্ঞানাধিকারে পূর্ণমাত্রায় অধিকারী, ইহাই প্রতিপাদিত হইল॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্যং চিত্তদৈন্যং দোষশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যাম্ অভিভূতচিত্তঃ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মসন্দিগ্ধমনাঃ) [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি,—যৎ মে শ্রেয়ঃ (শুভং) স্যাৎ (ভবেৎ) তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি, অহং তে (তব) শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং (তব শরণাগতং) মাং শাধি (উপদিশ) ॥ ৭

অনু।—চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয় জনিত দোষ—এই দুইটিদ্বারা অভিভূতচিত্ত আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি; আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি—যাহা আমার শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল; আমি তোমার শিষ্য এবং শরণাগত; আমাকে উপদেশ দাও ॥ ৭

স্বামী।—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ, এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষশ্চ স্বকুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি; তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ যুক্তং স্যাৎ তদ্ ব্রূহি কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭

টিপ্পনী।—ইতঃপূর্ব্ববর্ণিত বিবিধ সাংসারিক দোষদর্শনে

ক্রমশঃ চিত্তবিকারসম্ভূত জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়া অর্জ্জুন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতাই স্বাভাবিক। যখন মানব ভাগ্যবশে ঈদৃশী অবস্থা লাভ করেন, তাঁহার তখনই আত্মবিদ্যা লাভার্থ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু সমীপে গমন করা আবশ্যক। পরম সৌভাগ্যবান্ অর্জ্জুন এক্ষণে শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক সদ্গুরুলাভে কৃতার্থ হইলেন। তিনি সদ্গুরুরূপী ভগবানের নিকট একান্ত নির্ব্বিণ্ণচিত্তে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, যিনি অত্যল্পমাত্রও বিত্তক্ষতি সহিতে পারেন না, তিনিই কৃপণ বলিয়া গণ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—'হে গার্গি! যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত না হইয়া পরলোক গমন করেন, তিনিই কৃপণ' কৃপণের ধর্ম্মকেই কার্পণ্য বলা যায়; আত্মাতিরিক্ত জড় দেহাদিতে আত্মরূপে ভাবনা এবং 'ইহারা আমার আত্মীয়, ইহাদের অভাবে আমার বাঁচিবার প্রয়োজন কি' এইরূপ অভিনিবেশাত্মক মমতারূপ দোষ—এতদুভয়দ্বারা আমার প্রকৃতি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ধর্ম্ম-বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি অর্থাৎ আমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ, তাহাতে জয়ী হইয়া রাজ্যভোগ করি, কি ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করি—এতদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি; অতএব যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃসাধক, তাহা আমাকে উপদেশ দাও। এখন তুমি আর আমাকে সখা-জ্ঞানে করিয়া উপেক্ষা করিও না—তোমারই একমাত্র শরণাগত শিষ্য মনে কর। যাহাতে শিষ্যের সর্ব্ববিধ তাপ দূরীভূত হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করাই গুরুর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম; অতএব আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর॥ ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—ভূমৌ (পৃথিব্যাম্) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টকম্) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধিপূর্ণং) রাজ্যং [তথা] সুরাণাম্ (দেবানাম্) অপি আধিপত্যং (রাজত্বং) চ অবাপ্য (প্রাপ্য) যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ (অতিশোষকরং) শোকম্ অপনুদ্যাৎ (অপনয়েৎ) [তৎ] ন হি প্রপশ্যামি (অবলোকয়ামি ॥ ৮

অনু ;—পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য, এমন কি, দেবগণেরও উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারিলেও যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণ-সম্পাদক এই শোক দূর করিতে পারে এমন কিছুই দেখিতেছি না ॥ ৮

স্বামী ।—ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং, তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ, তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্ম অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি এবমভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮

টিপ্পনী ।—"তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতিঃ। অর্থাৎ কর্ম্মবান্ ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম্মের অবসানে ইহলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন আর পুণ্যবান্ ব্যক্তিও সেই পুণ্যাবসানে স্বর্গাদি লোক হইতে পরিভ্রষ্ট

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

হইয়া থাকেন। অতএব এমন কিছুই ত দেখিতেছি না, যাহাতে আমার আশঙ্কিত গুরু-স্বজন বিনাশজনিত ইন্দ্রিয়দাহকর শোকের উপশম হইতে পারে; সেইজন্য আমি একান্ত নির্ব্বিঘ্নচিত্তে তোমার শরণ লইলাম—এই দারুণ সন্তাপকর শোকের নিবারণকল্পে আমায় এরূপ উপদেশ দাও, যাহাতে আমি এই বিষম যাতনা হইতে অব্যাহতি পাই। এতদ্দ্বারা অর্জ্জুনের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ বিরাগ প্রদর্শিত হওয়ায় তিনি যে জ্ঞানাধিকারে সবিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন—ইহাই সূচিত হইল ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ—পরন্তপঃ (শত্রুনিসূদনঃ) গুড়াকেশঃ (অর্জ্জুনঃ) হৃষীকেশম্ (অন্তর্য্যামিণং) গোবিন্দম্ এবম্ (নির্ব্বেদসূচকং বাক্যম্) উক্ত্বা [অহং] ন যোৎস্যে (যুদ্ধং ন করিষ্যামি) ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং (মৌনী) বভূব ॥ ৯

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন—শত্রুতাপ অর্জ্জুন সর্ব্বান্তর্য্যামী গোবিন্দকে এই কথা বলিয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই বলিয়া মৌনী হইয়া রহিলেনন ॥ ৯

স্বামী।—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষয়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব (প্রসন্নমুখঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

সন্নিব) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ (অর্জ্জুনম্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বচঃ (বচনম্) উবাচ ॥ ১০

অনু।—হে ভারত! হৃষীকেশ উভয় সেনামধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে যেন হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

স্বামী—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০

টিপ্পনী।—ইতঃপূর্ব্বে যে মহাবীর ভূমণ্ডলে মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্র-ধর্ম্ম বলিয়া বীরেন্দ্রসমাজে নিষ্কলঙ্ক যশোলাভ করিয়াছেন, আজ সেই তুমিই ছলাপহৃত রাজ্যের উদ্ধারার্থ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিরোধী শোকমোহে অভিভূত হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ! ছি! ছি!! তোমার এ কিরূপ আচরণ! ইহাতে তোমার অকৃত্রিম সখা আমিই যে আর হাস্য সংবরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। বীরেন্দ্রবৃন্দের কথা দূরে থাকুক, তোমার ঈদৃশ আচরণে অপর সাধারণে তোমায় কতই ধিক্কার দিবে, এরূপে অর্জ্জুনকে লজ্জা দিয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়েই ভগবান্ যেন হাসিতে হাসিতেই অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্যনির্ণয়ার্থ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই "প্রসহন্নিব"—কথার তাৎপর্য্য ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ [হে অর্জ্জুন!] ত্বম্ অশোচ্যান্ (শোকানর্হান্) অন্বশোচঃ (অনুশোচসি) [অথ] প্রজ্ঞা

বাদান্ (পণ্ডিতানামিব বাদান্) ভাষসে চ [ন তু পণ্ডিতোঽসি] ; [যতঃ] পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) গতাসূন্ (মৃতান্) অগতাসূন্ (জীবতশ্চ) ন অনুশোচন্তি ॥ ১১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—[হে অর্জ্জুন !] যাহাদের জন্য শোক করার প্রয়োজন নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ ; এদিকে জ্ঞানীর ন্যায় কথাও কহিতেছ, পরন্তু জ্ঞানীরা মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য শোক করেন না ॥ ১১

স্বামী ।—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি । শোকস্য অবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা । তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি । যতঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১

টিপ্পনী ।—যাঁহাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়নিহিত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়াছে, তাঁহারা এই মনে করেন—অস্মদাদি যাবতীয় পদার্থ এই বিশালাতিবিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাসাগরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতেছে । ঐ সকল বুদ্বুদের যখন আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন যেমন তৎক্ষণাৎ বুদ্বুদ্গুলিও বিলীন হইয়া যায়, এই জাগতিক ব্যাপারের পরিণতিও সেইরূপ ; কাহারও সহিত কাহারও কোন স্থায়ী সম্বন্ধ হয় না ; পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ সম্বন্ধমাত্র , একের বিলোপে অন্যের

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

বিলোপ বা পরিবর্ত্তনাদি হয় না এবং একের সহিত অপরের কোন-রূপ চিরস্থায়ী সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না ; অতএব পার্থিব পদার্থ-সমূহের উপর 'অহং' 'মম' ইত্যাকার বুদ্ধি সংঘটিত করিয়া কাহাকেও চিরন্তন পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতেরা শোকগ্রস্ত বা ব্যাকুল হন না। তোমার ন্যায় সুবিবেচক ব্যক্তির কদাচ এরূপ ব্যাকুল ও মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—অহং জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ইতঃপূর্ব্বং ন অভুবম্) ইতি তু নৈব ; [তথা] ত্বং ন আসীঃ (ন অভবঃ) ইতি (ইত্যপি) ন ; [তথা] ইমে (পুরতঃ পরিদৃশ্যমানাঃ) নরাধিপাঃ (রাজানঃ) ন [আসন্ অভুবন্] [ইত্যপি ন] ; অতঃপরং সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (বর্ত্তিষ্যামহে) [ইতি] চ ন ॥ ১২

অনু।—আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না, এমন নহে ; সেইরূপ তুমিও যে ছিলে না, এমনও নহে ; আর এই রাজগণও যে পূর্ব্বে ছিল না—এমনও নহে ; আর আমরা সকলে যে ইহার পর আর থাকিব না—এমনও নহে—অর্থাৎ তুমি, আমি আর এই রাষ্ট্রগণ পূর্ব্বেও ছিলাম—এখনও আছি—পরেও থাকিব ॥ ১২

স্বামী।—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবতিরোভাবতো নাসমিতি তু নৈব, অপি ত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ ; ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপিত্বাসীরেব ; ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন অপি তু আসন্নেব মদংশত্বাৎ ; তথাতঃপরম্ ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩

ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবেতি, জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ॥ ১২

টিপ্পনী।—আমি বিশ্বস্রষ্টা পরম নিত্য পুরুষ; লীলাচ্ছলে আমি কখন কখন ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হই এবং লীলা পরিসমাপ্ত হইলে পুনরায় তিরোহিত হই; সুতরাং আমার আবির্ভাব দেখিয়া তৎপূর্ব্বে যে ছিলাম না, এরূপ মনে করা যেরূপ ভ্রম, আবার আমার তিরোভাব দর্শনে আমি যে তিরোভাবের পর আর থাকিব না তাহা মনে করাও সেইরূপ ভ্রম। আর মানবাদি যে পার্থিব যাবতীয় পদার্থ পরমাত্মরূপী সেই আমারই অংশভূত। মনে কর, ঘটাদির অন্তর্গত আকাশ মহাকাশ শূন্যেরই অংশমাত্র। ঘটের ধ্বংসে তদন্তর্গত আকাশ কদাচ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—যে আকাশ সেই আকাশই থাকে; সেইরূপ দেহনাশে সেই দেহাশ্রিত আত্মার বিলয় হয় না। যদিও দেহের পরিচয়ে তাহার স্বতন্ত্র পরিচয় হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্মা চিরকালই যে দেহাতীত পদার্থ, সেই দেহাতীত পদার্থই থাকে। অতএব বর্ত্তমান দেহ ধারণের পূর্ব্বে যে তুমি অথবা এই উপস্থিত রাজন্যগণ ছিল না, এই দেহের অন্তে যে তোমরা থাকিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম মাত্র। অবিনশ্বর আত্মার বিনাশভয়ে এইরূপ অবসন্ন হইলে তুমি বিদ্বৎসমাজে হাস্যাস্পদ হইবে॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যথা অস্মিন্ দেহে দেহিনঃ (জীবস্য) কৌমারং যৌবনং জরা [ইতি অবস্থাত্রয়ং ক্রমশো ভবতি] দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ

(অন্যদেহগ্রহণম্) [অপি] তথা (তদ্বদেব) ; ধীরঃ (বিবেকী) তত্র ন মুহ্যতি (মোহং ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৩

অনু।— যেমন এই দেহে জীবের যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—[এই অবস্থাত্রয় ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে], অন্য দেহ-গ্রহণও সেইরূপ; অর্থাৎ অবস্থান্তর-প্রাপ্তিমাত্র। বিবেকীরা তাহাতে মোহিত হন না ॥ ১৩

স্বামী।—নম্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব ; জীবানান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে, তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহ-নিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তি-রপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তাবদাত্মনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দ্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩

টিপ্পনী।—দেহ এবং দেহী অভিন্ন নহে ; পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। দেহ পরিণামশীল আর দেহী পরিণাম-বিহীন, পূর্ণ ও বিভু—সুতরাং সর্ব্বদা একরূপ। যেমন তরঙ্গাদির ভেদবশতঃ অনন্ত মহাসাগরের আকৃতির বহুবিধ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, সেইরূপ দেহের বাল্যযৌবনাদি অবস্থাভেদে দেহীরও কোনরূপ অবস্থাভেদ সংঘটিত হইতে পারে না ; যদি তাহা ঘটিত, তাহা হইলে কৌমারাদি অবস্থার অপগমে যৌবনাদি-দশায় তত্তন্নিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণও সম্ভব হইত না। দেহী (আত্মা) যখন কোন একটি দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তর পরিগ্রহ করেন, তখন সেই নবাশ্রিত

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

দেহে যদিও "সেই আমি" ইত্যাকার জ্ঞান পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু ঠিক সেই "আমি" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান না থাকিলেও জাতমাত্র শিশুর পূর্ব্বসংস্কারজনিত স্তন্যপানাদি চেষ্টা এবং হর্ষশোকাদির জ্ঞান সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু যেমন সান্নিপাতিক বিকারে কোন কোন ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়াও স্মৃতিশক্তি একেবারে হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ দেহান্তর পরিগ্রহে "সেই আমি" এই প্রত্যভিজ্ঞানও স্ফূর্ত্তি পায় না। অতএব, যেমন জন্ম পরিগ্রহের পর হইতে জীব ক্রমশঃ বাল্যাদি এক একটি অবস্থার অপগমে যৌবনাদি এক একটী দশান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তন্নিবন্ধন কেহই শোকে বা বিষাদে অভিভূত হন না, সেইরূপ মরণান্তে পুনরায় নবীন কলেবর ধারণপূর্ব্বক মনুষ্য যদি ভিন্নাকারে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহাতেই বা শোকের বিষয় কি থাকিতে পারে? জরাজীর্ণ রোগাদিক্লিষ্ট দেহত্যাগ করিয়া তরুণ কলেবর লাভ করিবার শুভ সুযোগ পাইলে, গতযৌবন বৃদ্ধগণের আনন্দিত হইবারই কথা। অতএব ধীরব্যক্তি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া মৃত্যুকে পরম কল্যাণকর ও শুভোৎপাদক বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা কদাচ তজ্জন্য শোকে কাতর ও অবসন্ন হন না ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাস্তু (বিষয়ৈঃ সহ ইন্দ্রিয়াণাং সম্বন্ধাঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ [ভবন্তি]; তে আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-নাশশীলাঃ) [অতঃ] অনিত্যাঃ (অস্থিরাঃ); হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব (সহস্ব) ॥ ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলেই শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতির বোধ হইয়া থাকে; অতএব তৎসমুদায় উৎপত্তি-নাশ-বিশিষ্ট অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগেই শীতোষ্ণাদি অনুভূত হয়—নচেৎ হয় না। সুতরাং শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি-বোধ অনিত্য (কখনও হয়, কখনও হয় না); অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর॥ ১৪

স্বামী।—ননু গতানগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্-বিয়োগাদিদুঃখভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তে ত্বাগমাপায়িত্বাদ-নিত্যা অস্থিরাঃ; অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব; যথা জলাতপাদি-সংসর্গাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি, তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ।—এতে (মাত্রাস্পর্শাঃ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাঃ) যং ধীরম্ (আত্মনিষ্ঠং) সমদুঃখসুখং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি (ন পীড়য়ন্তি) হে পুরুষর্ষভ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ!) সঃ অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) হি কল্পতে (যুজ্যতে) ॥ ১৫

অনু।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সকল বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ, সুখদুঃখে বিকারহীন যে আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পীড়া দিতে পারে না, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য ॥ ১৫

স্বামী।—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্ব দিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

টিপ্পনী।—শীত গ্রীষ্ম, সুখদুঃখ এ সকল পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ একটির তিরোভাবে অন্যটির আবির্ভাব হইয়া থাকে; এখন এই আবির্ভাব-তিরোভাবের মূলসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগই শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদির মুখ্য কারণ। আবার বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে এক শীতই কখন সুখ, কখন দুঃখের কারণ হয়; পক্ষান্তরে এক উষ্ণও কখন সুখ কখন বা দুঃখ উৎপাদন করে; অতএব শীত বা উষ্ণের সহিতও সুখ বা দুঃখের কোনরূপ সংস্রব নাই; শীতে ও উষ্ণে যখন এক সময় সুখ সময়ান্তরে দুঃখ সমুৎপন্ন হয়, তখন শীত ও উষ্ণ পরস্পর ব্যভিচারী; কিন্তু সুখে সুখই আছে—দুঃখে দুঃখই আছে—অতএব সুখ ও দুঃখ পরস্পর অব্যভিচারী। সুতরাং শীত ও উষ্ণ হইতে দুঃখ ও সুখ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। বাহ্যবিষয়-সমূহ ইন্দ্রিয়দ্বারা আত্মসংলগ্ন শীত বা উষ্ণকে অনুকূল বা প্রতিকূলরূপে সম্পাদিত করে বলিয়াই সুখ বা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব সুখ ও দুঃখকে বিষয়-সমূহ হইতে পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আত্মা এইরূপ বিষয়েন্দ্রিয় সহ সদা সংযুক্ত থাকিলেও তৎপ্রযুক্ত শীতোষ্ণাদি এবং তজ্জনিত হর্ষবিষাদাদি কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হন না। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোজক শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি সমস্তই উৎপত্তি-নাশশীল, অতএব অনিত্য। অনিত্য ও নিত্যবস্তু কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। অতএব ঐ

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

সমস্ত অনিত্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ শীতোষ্ণাদি সমজ্ঞানে সহ্য করাই উচিত; ইহারই নাম "তিতিক্ষা"। এইরূপ তিতিক্ষা অবলম্বন করিলে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত সুখদুঃখাদি তোমায় অভি-ভূত করিতে পারিবে না। এই বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজাত সুখদুঃখে যিনি হর্ষবিষাদাপন্ন হন না, তিনিই ধীর অর্থাৎ সদাসমাধিমান্ এবং তিনি মোক্ষের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অসতঃ (অবিদ্যমানস্য বস্তুনঃ) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্যতে; সতঃ (সৎস্বভাবস্য আত্মনঃ) অভাবঃ (নাশঃ) ন বিদ্যতে; তত্ত্বদর্শিভিঃ (জ্ঞানিভিঃ) তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (সদসতোঃ) অন্তঃ (নির্ণয়ঃ) দৃষ্টঃ (প্রত্যক্ষীকৃতঃ) ॥ ১৬

অনু।—অনিত্য বস্তুর সত্তা (স্থায়িত্ব) নাই, নিত্যবস্তুরও বিনাশ নাই; তত্ত্বদর্শিগণ নিত্য ও অনিত্য (সৎ ও অসৎ) এই উভয় পদার্থেরই তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ১৬

স্বামী।—নমু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যম্? অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদ্দেহনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ। এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—যেন ইদং সর্ব্বং (পরিদৃশ্যমানং জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং) তৎ তু অবিনাশি (নিত্যং) বিদ্ধি (বিজানীহি); কশ্চিৎ (কোঽপি) অব্যয়স্য (উৎপত্তিনাশহীনস্য) অস্য (আত্মনঃ) বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি (সমর্থো ন ভবতি)॥ ১৭

অনু।—যিনি এই সমস্ত (উৎপত্তিনাশবিশিষ্ট দেহাদি) ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি অবিনাশী জানিও। কেহই সেই উৎপত্তিনাশহীন আত্মার বিনাশ করিতে পারে না॥ ১৭

স্বামী।—তত্র সদ্ভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়-ধর্ম্মাত্মকং দেহাদিকং ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং তত্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশ-মিতি॥ ১৭

টিপ্পনী।—শীতোষ্ণাদি যেমন আগমাপায়ী, সুখ-দুঃখাদিও তেমনি অস্থায়ী; আর সেই সুখ-দুঃখের ভোক্তা দেহও বিনশ্বর; পরন্তু দেহী (আত্মা) যদিও দেহ মধ্যে অবস্থিত, তথাপি তিনি সুখ-দুঃখের সম্পূর্ণ অতীত ও অবিনশ্বর। যেমন তৈল ও জল একপাত্রে থাকিলেও তৈলে জল বা জলে তৈল থাকিতে পারে না, সেইরূপ অবিনশ্বর আত্মায় কখনও বিনশ্বর বস্তু-নিচয়ের সত্তা থাকিতে পারে না। যাঁহারা আত্মজ্ঞান প্রভাবে পদার্থ-নিচয়ের প্রকৃতি নির্দ্ধারণে সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ অবিনশ্বর ও বিনশ্বর পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। যে জ্ঞানবলে

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

তাঁহারা সৎ (অবিনশ্বর) এবং অসৎ (বিনশ্বর) বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন, তুমিও সেই জ্ঞানলাভে মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া নিত্যানিত্য বস্তুনিচয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সুখ-দুঃখ শোক-মোহাদি কেবল বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগেরই পরিণতিমাত্র, সুতরাং অসৎ অর্থাৎ অস্থায়ী; বিনশ্বর দেহের সহিতই তাহাদের সম্বন্ধ—দেহাতীত অবিনশ্বর আত্মার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই; আর ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, ভীষ্মাদি-গুরুজনের ও তোমার স্বজনগণের বিয়োগাশঙ্কায় যে তুমি ব্যাকুল হইতেছ, নশ্বর দেহের বিনাশে তাঁহাদের বিনাশ সাধিত হইতে পারে না। জগতে এমন কেহই নাই, যে ব্যক্তি অবিনশ্বর আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে; সুতরাং তজ্জন্য তোমার শোকের কোন কারণ নাই ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—নিত্যস্য (সর্ব্বদা একরূপস্য) অনাশিনঃ (নাশ-হীনস্য) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্নস্য) শরীরিণঃ (আত্মনঃ) ইমে (পরিদৃশ্যমানাঃ) দেহাঃ অন্তবন্তঃ (বিনাশশীলাঃ) উক্তাঃ; তস্মাৎ হে ভারত! যুধ্যস্ব (যুদ্ধরূপং স্বধর্ম্মং পালয়) ॥ ১৮

অনু।—সেই আত্মা নিত্য, অবিনাশী এবং পরিচ্ছেদহীন; তাঁহার এই দেহ বিনাশশীল বলিয়া অভিহিত হয়; অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পালন কর ॥ ১৮

স্বামী।—আগমাপায়ধর্ম্মকং সংদর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ। নিত্যস্য সর্ব্বদৈক-

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯

রূপস্য, শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তা-স্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবমাত্মনো ন বিনাশঃ, ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—যঃ এনম্ (আত্মানং) হন্তারং বেত্তি, যশ্চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ (বিশেষেণ নাবগচ্ছতঃ), অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে ॥ ১৯

অনু।—যে ব্যক্তি আত্মাকে কাহারও হন্তা মনে করে, আর যে ব্যক্তি আত্মাকে অন্য কর্ত্তৃক হত মনে করে, তাহাদের উভয়ের কেহই সবিশেষ অবগত নহে; ইনি কাহাকেও বধ করেন না বা অন্য কর্ত্তৃক নিহতও হন না ॥ ১৯

স্বামী।—তবেদং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতঃ, যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যা-দিনা, তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯

টিপ্পনী।— নিত্য সুতরাং বিনাশহীন শরীরধারী আত্মার স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ দেহগুলি বিনাশশীল। এই বিনশ্বর দেহগুলির উপর তুমি 'পিতামহ' 'আচার্য্য' 'বন্ধু' প্রভৃতি অবাস্তবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শোক-মোহে অভিভূত হইয়াছ। তুমি আত্মানাত্ম-বিবেকরূপ অস্ত্রে মোহজাল ছেদন করিলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করিতে

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

পারিবে; তখন তোমার এরূপ বিষাদের কোন কারণই থাকিবে না। অতএব স্বধর্ম্মত্যাগ করিও না—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। স্বধর্ম্ম-ত্যাগী কদাচ শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয় না। ফলতঃ যাহারা এ অনিত্য-দেহে—"আমিত্ব" আরোপিত করিয়া, আমি অমুককে বধ করিলাম বা অমুক আমার দ্বারা হত হইল এইরূপ মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা বিকারী বস্তুনিচয়ের ন্যায় বিনশ্বর নহেন; প্রকৃত "আমি" বা আত্মা বধ্যও নহেন, ঘাতকও নহেন॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, বা (অথবা) ম্রিয়তে; ভূত্বা বা ভূয়ঃ (পুনরপি) ন ভবিতা (ভবিষ্যতি); অয়ম্ অজঃ (জন্মশূন্যঃ), নিত্যঃ (সদৈকরূপঃ), শাশ্বতঃ (শশ্বদ্ভবঃ), পুরাণঃ; শরীরে হন্যমানে [অয়ং] ন হন্যতে॥ ২০

অনু।—ইনি (আত্মা) কখনও জন্মেনও না, মরেনও না; একবার জন্মিয়া পুনরায় আবার হইবেনও না; ইনি জন্মহীন সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন, অপক্ষয়হীন এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য); শরীরের বিনাশে ইনি হত হন না॥ ২০

স্বামী।—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশব্দৌ চার্থে। ন চায়ং ভূত্বা

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

উৎপদ্য ভবিতা, ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মান্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ। যো হি জায়তে স হি জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে; ন তু যঃ স্বয়ম্ এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবিতেতি তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভির্বেদবাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরস্তাঃ; যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি॥ ২০

টিপ্পনী।—যে বস্তু অনিত্য তাহাই জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়্বিধ বিকারাধীন; আত্মা নিত্যকূটস্থ অর্থাৎ ত্রিকালে একরূপে অবস্থিত; সুতরাং তিনি ষড়্বিকারের অতীত—অবিক্রিয়; অতএব এই বিকারী দেহের বিনাশে তাঁহার বিনাশ অসম্ভব॥ ২০

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যঃ এনম্ (আত্মানং) নিত্যম্ (অবিনশ্বরম্) অজম্ (জন্মহীনম্) অব্যয়ং [চ] বেদ (জানাতি) সঃ পুরুষঃ কথং কং হন্তি, কং বা ঘাতয়তি॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

অনু।—হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে নিত্য, জন্মহীন এবং হ্রাস-বৃদ্ধিহীন বলিয়া অবগত আছেন, তিনি কাহাকেই বা কিরূপে বধ করেন, কাহাকেই বা কিরূপে বধ করান? ॥ ২১

স্বামী।—অতএব হন্তৃত্ব ভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রতিষিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্ অব্যয়ম্ অপক্ষয়-শূন্যম্ অজম্ অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা ঘাতয়তি? এবম্ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন যদ্যপি প্রয়োজকত্বাদ্দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১

টিপ্পনী।—যে সকল পদার্থের জন্ম ও নাশ আছে, সেগুলি কদাচ প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। আত্মা যখন জন্ম-নাশহীন, তখন একমাত্র তিনিই সত্যপদ-বাচ্য। যিনি আত্মার এই সত্যস্বরূপতা অবগত আছেন, তিনি আবার কেমন করিয়া কাহাকে বধ করিবেন? তেমনি তিনি অন্য কাহারও দ্বারা কাহারও বধকার্য্য সম্পাদন করাইতেও পারেন না। নিষ্ক্রিয় আত্মার কর্ত্তৃত্ব বা প্রয়োজকত্বও থাকিতে পারে না ॥ ২১

অন্বয়ঃ ;—যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি (বস্ত্রাণি) বিহায় (ত্যক্ত্বা) অপরাণি (অন্যানি) নবানি [বাসাংসি] গৃহ্ণাতি, তথা

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (বিশীর্ণানি) শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি (নূতনানি) সংযাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২

অনু।—যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২

স্বামী।—নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—শস্ত্রাণি এনম্ (আত্মানং) ন ছিন্দন্তি; তথা পাবকঃ (অগ্নিঃ) এনং ন দহতি; আপঃ (জলম্) এনং ন ক্লেদয়ন্তি; মারুতঃ (বায়ুঃ) চ এনং ন শোষয়তি ॥ ২৩

অনু।—শস্ত্র সকল ইঁহাকে (আত্মাকে) ছেদন করিতে অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে, জল ইঁহাকে পচাইতে অথবা বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩

স্বামী।—কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ অবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪

অশোষ্যশ্চ এব ; অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ (স্থিরস্বভাবঃ) অচলঃ (পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী) সনাতনঃ (অনাদিঃ) ; অয়ম্ অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াণামগোচরঃ) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ (মনসোঽপি অবিষয়ঃ) অয়ম্ অবিকার্য্যঃ (বিকারানর্হঃ) উচ্যতে ॥ ২৪

অনু ।—ইনি ছেদনের অযোগ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য (পচিবার অযোগ্য) এবং অশোষ্য (যাহা শুষ্ক হইবার নহে) ; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অপরিণামী, সদা একরূপ এবং অনাদি ; ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তারও অগোচর এবং অবিকারী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২৪

স্বামী ।—তত্র হেতুমাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্ব্বত্রগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ। কিঞ্চ অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ। অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যতে ইতি নিত্যত্বাদিভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪

টিপ্পনী ।—ত্রয়োবিংশ শ্লোকে ভগবান্ আত্মতত্ত্বপ্রসঙ্গে যে উপদেশ দিয়াছেন, চতুর্ব্বিংশ শ্লোকের প্রথম দুই চরণে তাহারই পরিণতি নির্দ্দেশ করিলেন। ত্রয়োবিংশে "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" বলিয়া চতুর্ব্বিংশে বলিলেন "অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ" "নৈনং দহতি পাবকঃ" অতএব "অয়ম্ অদাহ্যঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ" অতএব "অয়ম্ অক্লেদ্যঃ।" "ন শোষয়তি মারুতঃ" অতএব "অয়ম্ অশোষ্যঃ।"

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

শেষ চারিটি চরণ ২০শ শ্লোকোক্ত তত্ত্বেরই সমর্থক। বস্তুতঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" ইত্যাদি (২০) শ্লোকে যে তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে, ২১শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি তাহারই বিবৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আত্মতত্ত্ব অতীব দুর্ব্বোধ্য; উহা উপলব্ধি করা অতীব সুকঠিন ব্যাপার; এজন্য পরম কারুণিক ভগবান্ বাসুদেব শিষ্যহিতার্থ এবং তৎসহ লোক-হিতার্থ বিভিন্ন পদপদার্থ প্রয়োগে তাহাই পরিস্ফুট করিলেন। ইহা পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং নার্হসি ॥ ২৫

অনু।—অতএব ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা করা তোমার উচিত নহে ॥ ২৫

স্বামী।—উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫

টিপ্পনী।—ইতঃপূর্ব্বে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি (২য় অঃ ১১শ) শ্লোকে শোকমোহের অযৌক্তিকতা এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বাদি বিষয়ে ভগবান্ যে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে এই চরণ-দ্বয়াত্মক ২৫শ শ্লোকে তাহার উপসংহার করিয়া বলিলেন—আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তুমি শোকমোহে অভিভূত হইয়াছিলে; অধুনা তোমাকে যে সকল উপদেশ দিলাম তাহাতে তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবারই কথা। অতঃপর আর অমূলক শোক-মোহে তোমার ন্যায় ব্যক্তির অভিভূত হওয়া সাজে না ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অথচ (যদি) এনম্ (আত্মানং) নিত্যজাতং বা (অথবা) নিত্যং মৃতং মন্যসে, হে মহাবাহো! তথাপি ত্বম্ (আত্মানং) শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬

অনু।—আর যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্যজাত (দেহের সহিত উৎপন্ন) অথবা নিত্যমৃত (দেহের সহিত মৃত) মনে কর, তথাপি হে মহাবাহো! ইঁহার (এই আত্মার) জন্য তুমি শোক করিতে পার না ॥ ২৬

স্বামী।—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ; তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬

টিপ্পনী।—আত্মার জন্ম-নাশ-হীনতা ও নিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া এক্ষণে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মপালনে হননক্রিয়ার বৈধতা প্রতিপাদনার্থ প্রসঙ্গান্তরের উল্লেখ করিতেছেন। আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে—দেহের সহিত আত্মা জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহনাশে আত্মারও নাশ হয়। যদি তুমি এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হও, তাহা হইলেও বিবেচনা করিয়া দেখ, উৎপত্তিশীল পদার্থের নাশ এবং বিনশ্বর পদার্থের পুনরুৎপত্তি ত অবশ্যম্ভাবী। তবে তোমার ঈদৃশ অন্তর্দ্দাহজনক শোকের অবকাশ কই? ॥ ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—হি (যতঃ) জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্; তস্মাৎ অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবিনি) অর্থে (বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৭

অনু।—যেহেতু যিনি জন্মিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত ব্যক্তিরও জন্ম নিশ্চিত; অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিতে পার না ॥ ২৭

স্বামী—কুত ইত্যত আহ—জাতস্য ইত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তত্তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব; তত্তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭

টিপ্পনী।—সংসারে জন্মিলেই অদ্য হউক, কল্য হউক, বা শতবর্ষ পরেই হউক, অবশ্যই মৃত্যুর কবলিত হইতে হইবে এবং মরণান্তে স্ব স্ব কার্য্যের অনুরূপ জন্মগ্রহণ করিতেও হইবে—প্রাকৃতিক এই নিয়ম অতি কঠোর হইলেও অলঙ্ঘনীয়। কেহই জন্মমরণের বিধান অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে—ইহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পার। তুমি যুদ্ধ না করিলে যদি ঐ সকল যোদ্ধৃবৃন্দ চিরকাল জীবিত থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য তোমার ঈদৃশ কাতরতা অসঙ্গত নহে। যখন কর্ম্মদ্বারা ইঁহারা অবশ্যই দেহত্যাগ করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদের শোকে কাতর হইতেছ কেন? অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় ধর্ম্মযুক্ত ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহাতে প্রত্যবায় নাই।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

বরং ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখতা পাপাবহ। যদিও ইহা কাম্যকর্ম্মমধ্যেই পরিগণিত ; কিন্তু প্রারব্ধ কাম্যকর্ম্মও পরিসমাপনীয়। যখন তুমি পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছ ; তখন এই প্রারব্ধকর্ম্ম সমাপনে তুমি বাধ্য। অকরণে তোমার প্রত্যবায় অপরিহার্য্য ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! ভূতানি (শরীরাণি) অব্যক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি, [তথা] অব্যক্তনিধনানি এব ; তত্র পরিদেবনা কা? (শোকনিমিত্তবিলাপঃ কঃ)? ॥ ২৮

অনু।—হে ভারত! ভূতগণের আদি অব্যক্ত ; মধ্য অর্থাৎ স্থিতিকাল ব্যক্ত ; আবার নিধনও অব্যক্ত। অতএব এ বিষয়ে আর পরিদেবনা কি? ॥ ২৮

স্বামী।—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ— অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং, তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্ব-রূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনাপি স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণা-ন্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি ; অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব শোকো ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮

টিপ্পনী।—পৃথিব্যাদি ভূতময় দেহ জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে ; জন্মের পর কিছুদিন পরিব্যক্ত থাকে,

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯

আবার মরণান্তে পুনরায় অব্যক্ত হইয়া যায়। (ন্যায়মতে যাহার আদি নাই—অন্ত নাই—তাহার মধ্যাবস্থাও থাকিতে পারে না (এই তত্ত্বই ইতঃপূর্ব্বে ২য়ঃ অঃ ১৬শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।) অতএব তুচ্ছ মিথ্যাভূত ভৌতিকদেহের নিমিত্ত কেনই বা তোমার এইরূপ পরিদেবনা উপস্থিত হইয়াছে? তোমার ন্যায় বিশুদ্ধবংশ-জাত বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির যুদ্ধরূপ শাস্ত্রসঙ্গত স্বধর্ম্মপালনে এইরূপ ইতস্ততঃ করা অতীব গর্হিত॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি। অন্যশ্চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি; শ্রুত্বা অপি কশ্চিৎ এনম্ (আত্মানং) নৈব চ বেদ (জানাতি)॥ ২৯

অনু।—কেহ ইঁহাকে [শাস্ত্রালোচনা ও গুরূপদেশে জানিয়াও] আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করেন; কেহ বা ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন, কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, আবার কেহ বা শুনিয়াও ইঁহাকে জানেন না (বুঝেন না)॥ ২৯

স্বামী।—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি আত্মা-জ্ঞানাদেব ইত্যাশঙ্ক্যাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিক-বদ্‌ঘটমানং পশ্যন্নিব সস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা

আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি, শৃণোতি চান্যঃ কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীত-ভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চশব্দাদুক্ত্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ২৯

টিপ্পনী।—এই আত্মতত্ত্ব অতীব রহস্যময়—ইহার মর্ম্মাব-ধারণে সামর্থ্য লাভ করা অতীব দুঃসাধ্য। গুরূপদেশে যাঁহার হৃদয়-নিহিত অজ্ঞানতমোরাশি বিদূরিত হইয়াছে, তিনি আত্মসাক্ষাৎ-কারের যোগ্যতা লাভ করিয়াও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন। যিনি আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত থাকেন, তিনিও ইঁহাকে পরমাশ্চর্য্য বলিয়াই বর্ণনে নিরস্ত হইতে বাধ্য হন—বর্ণনোপযোগী শব্দই তিনি খুঁজিয়া পান না। যিনি আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মান আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনিও তৎসমুদয় অলৌকিক বোধে অভিভূতচিত্ত হইয়া পড়েন – কোন ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিস্ময়াবসন্ন হৃদয়ে নিরস্ত হন। বাস্তবিক স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াবহ অদ্ভুততত্ত্ব আর কিছুই নাই। কারণ—যিনি জাগতিক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় ভৌতিক পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছেন—যিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন—যাঁহার অপ্রতিহত প্রভাবে যাবতীয় বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরম মঙ্গলময় আত্মাকে লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না—শুনিয়াও শুনিতে পায় না—কেহ বুঝাইয়া দিলেও ধারণায় আনিতে পারে না। আমরা অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর সুখের আশায় ধনলোভে আত্মহারা হইয়া এক দেশ হইতে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া দেশান্তরে যাইতেছি ধনলাভে উদয়াস্ত

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০

ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াও আশানুরূপ ধন লাভে সমর্থ হইলাম না বলিয়া অনুক্ষণ ক্ষুণ্ণহৃদয়ে কালযাপন করিতেছি, একবারও ভাবিয়া দেখি না, সে ধন কয়দিনের জন্য? আর যে অকিঞ্চিৎকর একান্ত ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুচ্চঞ্চল সুখের আশায় আমরা জীবনান্তকর পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি, তাহাও কি পাইতেছি? সে সুখ কি আমাদিগকে বিন্দুমাত্র শান্তিদানে সমর্থ? পক্ষান্তরে যে অক্ষয় অমূল্য ধন আমাদের করায়ত্ত—যাহা পাইলে আমাদের সর্ব্বদুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়, সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন! যাঁহার শ্রোতা অতি অল্প আবার শ্রোতৃগণের অধিকাংশই যাঁহাকে জানিতে পারে না; যাঁহার উপদেষ্টা আশ্চর্য্য-বৎ, কারণ অনেকের মধ্যে দৈবাৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উপদেষ্টা গুরুর আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হন; এইরূপ আবার অনেক শ্রোতার মধ্যে কোন নিপুণ ব্যক্তি তাঁহার লব্ধা হন অর্থাৎ লাভ করেন; কারণ কোন নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াই কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞাতা হন অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন; অতএব যে কোনরূপেই বিচার করিয়া দেখ না কেন, আত্মসংস্পৃষ্ট সমস্ত ব্যাপারই আশ্চর্য্যবৎ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! অয়ং দেহী (দেহোপাধিমান্ আত্মা) নিত্যং (সর্ব্বদা) সর্ব্বস্য দেহে অবধ্যঃ (হন্তুমশক্যঃ) তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি (শরীরাণি) শোচিতুং নার্হসি॥ ৩০

অনু।—হে ভারত! এই আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

স্বয়ং অবধ্য; অতএব এই পরিদৃশ্যমান ভূতসকলের জন্য তুমি শোক করিতে পার না॥ ৩০

স্বামী।—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্ অশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাদি। স্পষ্টার্থঃ॥ ৩০

টিপ্পনী —আত্মা নিরবয়ব অতএব নিত্য; যখন স্থূল বা ক্ষুদ্র দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না; তখন ভীষ্মাদির দেহের অবশ্যম্ভাবী বিনাশে তুমি শোক করিতে পার না; কারণ ঐ সকল দেহ অদ্যই হউক, কল্যই হউক একদিন অবশ্যই বিনষ্ট হইবে॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—অপিচ স্বধর্ম্মম্ অবেক্ষ্য (পর্য্যালোচ্য) বিকম্পিতুং (বিচলিতুং) নার্হসি; হি (যতঃ) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ (শুভকরং) ন বিদ্যতে॥ ৩১

অনু।—অপিচ স্বধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলেও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে; কারণ ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধের ন্যায় ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃসাধক আর কিছুই নাই॥ ৩১

স্বামী।—যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমিতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি তত্রাহ—ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ॥ ৩১

টিপ্পনী।—ইতঃপূর্ব্বে গুরু ও স্বজনবধ নিবন্ধন যে পাপাশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ, তাহা তোমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কারণ ভগবান মনু

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

বলিয়াছেন—সম, উত্তম বা অধম কর্তৃক আহূত হইয়া রাজা কখনও যুদ্ধবিমুখ হইবেন না। ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা যখন ক্ষত্রিয়ের অধিকতর মঙ্গলদায়ক আর কিছুই নাই, তখন যুদ্ধ তোমার অবশ্যকরণীয় ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিতমেব) উপপন্নম্ (প্রাপ্তম্) অপাবৃতং (মুক্তং) স্বর্গদ্বারম্ ইব ঈদৃশম্ (এবম্ভূতং) যুদ্ধং সুখিনঃ (শুভাগ্যাঃ) [এব] ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে ॥ ৩২

অনু।—হে পার্থ! প্রার্থনাব্যতীত আপনা আপনি উপস্থিত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় এইরূপ যুদ্ধ সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২

স্বামী।—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্প ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে যতোঽনিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২

টিপ্পনী।—উপস্থিত যুদ্ধটি তোমার উত্তেজনা বা চেষ্টাপ্রসূত নহে; তুমি ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর নাই—নিজেই তাঁহাদের কর্তৃক আহূত হইয়া আসিয়াছ; অতএব যদৃচ্ছালব্ধ যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরই অদৃষ্টে সংঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহাতে জয়লাভে স্বর্গলাভ এবং পরাজয়ে যশোলাভ। অতএব ইহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিও না ॥ ৩২

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—অথ চেৎ (যদি) ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ (তর্হি) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) পাপম্ (ধর্ম্মত্যাগরূপমধর্ম্মম্) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৩

অনু।—যদি তুমি এই ধর্ম্মসাধক যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৩

স্বামী।—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩

টিপ্পনী।—শাস্ত্রবিহিত যুদ্ধের অকরণে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-জনিত পাপগ্রস্ত হইবে, আর তাহাতে ইতঃপূর্ব্বে তুমি যে দেবলোক ও ভূলোকে প্রভূত কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহাও বিনষ্ট হইবে; ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভকরা ত দূরের কথা ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—অপি চ ভূতানি (সর্ব্বে জনাঃ) অব্যয়াম্ (চিরস্থায়িনীম্) অকীর্ত্তিঞ্চ (অযশশ্চ) কথয়িষ্যন্তি; সম্ভাবিতস্য (সম্মানিতস্য) [জনস্য] অকীর্ত্তিশ্চ মরণাৎ (মৃত্যোরপি) অতিরিচ্যতে (অধিকা ভবতি) ॥ ৩৪

অনু।—অপিচ লোকে তোমার চিরস্থায়ী অপযশ ঘোষণা করিবে; মানী লোকের অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ॥ ৩৪

স্বামী।—কিঞ্চ অকীর্ত্তিমিত্যাদি।—অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমানিতস্য। অকীর্ত্তির্ম্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ ।—মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ (ভীরুতায়াঃ হেতোঃ) রণাৎ উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্যন্তে (মন্যেরন্) ; যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ (সমাদৃতঃ) ভূত্বা লাঘবং (লঘুতাং) যাস্যসি ॥ ৩৫

অনু ।—মহারথগণ তোমায় ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন ; তুমি যাহাদের নিকট সম্মানিত ছিলে, অতঃপর তাঁহাদের নিকট সামান্য লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৩৫

স্বামী ।—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্যেরন্, ততশ্চ বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—তব অহিতাঃ (শত্রবঃ) তব সামর্থ্যং (শৌর্য্যং) নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ (অকথ্যবচনানি) বদিষ্যন্তি (কথয়িষ্যন্তি) চ ; ততঃ দুঃখতরং (সমধিকক্লেশপ্রদং) কিং নু ? ॥ ৩৬

অনু ।—তোমার শত্রুরা তোমার বীরত্বে নিন্দা করিয়া অনেক অকথ্য বাক্য প্রয়োগ করিবে ; তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে ? ॥ ৩৬

স্বামী ।—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—[শত্রুভিঃ] হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, [শত্রূন্] জিত্বা বা মহীং (পৃথিবীং) ভোক্ষ্যসে; তস্মাৎ হে কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধায় উদ্যুক্তো ভব)॥ ৩৭

অনু।—যদি (তুমি) যুদ্ধে নিহত হও তবে স্বর্গে যাইবে, আর যদি শত্রুগণকে জয় করিতে পার, তবে পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে; অতএব হে কুন্তীনন্দন! তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও॥ ৩৭

স্বামী।—যদুক্তং "ন চৈতদ্ বিদ্মঃ" ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [চ সমৌ কৃত্বা] ততঃ যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থং) যুজ্যস্ব (প্রবৃত্তো ভব) এবং [সতি] পাপং (স্বধর্মত্যাগরূপং) ন অবাপ্স্যসি॥ ৩৮

অনু।—সুখ-দুঃখ লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমানজ্ঞানে যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও; তাহা হইলে আর পাপভাগী হইবে না॥ ৩৮

স্বামী।—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখ-দুঃখে ইত্যাদি। সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

টিপ্পনী।—যে ব্যক্তি ঐহিক বা আমুষ্মিক ফল-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে গুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বধ করে, সে অবশ্যই পাপভাগী হইবে। আবার যে ব্যক্তি যুদ্ধ অবশ্যকরণীয় ক্ষত্রিয়ের নিত্যকর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হয়, তাদৃশ ক্ষত্রিয় পাপগ্রস্ত হয়। পরন্তু যে ব্যক্তি হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধ সমরে প্রবৃত্ত হয় এবং যদি তাহাতে গুরু বধ বা ব্রাহ্মণ বধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলেও তাহাকে পাপ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। ইতঃপূর্ব্বে যে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্" ইত্যাদি বাক্যে ফলাভিসন্ধানের কথা উক্ত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্মযুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র অর্থাৎ জয় বা পরাজয় তুচ্ছজ্ঞানে তোমাকে ধর্ম্ম্য যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম্ম মনে করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—তাহাতে যদি তাদৃশ কোনরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, হউক তাহাতে কোনরূপ ক্ষতি বা লাভ মনে করিও না। ফল কথা—ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের নিত্যকর্ম্ম; সুতরাং যুদ্ধশাস্ত্র তাহার পক্ষে অর্থশাস্ত্র মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই শ্লোকদ্বারা অর্জ্জুনের "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইত্যাদি আশঙ্কা অপনোদিত হইল ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—সাংখ্যে (জ্ঞানযোগে) এষা বুদ্ধিঃ তে (তুভ্যম্) অভিহিতা (কথিতা); যোগে (কর্ম্মযোগে) তু ইমাং (বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং) শৃণু (অবগচ্ছ); হে পার্থ! যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মজং সংসারবন্ধনং) প্রহাস্যসি (ত্যক্ষ্যসি) ॥ ৩৯

অনু।—জ্ঞানযোগে তোমাকে এই বুদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ

দিলাম, এক্ষণে কর্ম্মযোগে আমার বক্ষ্যমাণ উপদেশ শ্রবণ কর " হে পার্থ! তুমি যেরূপ বুদ্ধি-যুক্ত হইলে কর্ম্ম-বন্ধন (কর্ম্মজনিত সংসার-বন্ধন) হইতে মুক্ত হইবে॥ ৩৯

স্বামী।—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্ম্মযোগ প্রস্তৌতি—এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং, তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হি অন্তঃকরণ-শুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ তৎ-প্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি॥ ৩৯

টিপ্পনী।—পরম কারুণিক ভগবান্ গুরু ও স্বজন বধের আশঙ্কায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্জ্জুনের শৈথিল্য দর্শনে যাহাতে অতি সত্বর তাঁহার শোক মোহ নিবারিত হয়, এতদভিপ্রায়ে তাঁহাকে জ্ঞাননিষ্ঠা বা জ্ঞানযোগের উপদেশ দিলেন, তাহা "অশোচ্যানন্বশোচ-স্ত্বম্" ইত্যাদি ২য় অঃ ১১শ হইতে "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্" ইত্যাদি ২য় অঃ ৩০শ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু তৎকালে অর্জ্জুনের চিত্তক্ষেত্র শোক-মোহাদিরূপ নানাবিধ আবর্জ্জনায় একান্ত পরিপূর্ণ থাকায় ভগবদুক্ত উপদেশাবলীর মধুময় বীজ প্রকৃষ্ট রূপে স্থান পরিগ্রহের উপযোগী হয় নাই। সেইজন্য ভগবান্ আবার "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদি ২য় অধ্যায় ৩১শ হইতে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্" ইত্যাদি ২য় অঃ ৩৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বারা লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গের উত্থাপনে তদীয় শোক মোহের অপনোদনার্থ

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

প্রয়াস পাইলেন, তাহাও যখন অর্জ্জুনের চিত্তক্ষেত্রে ঊষরক্ষেত্রে উপ্ত বীজবৎ ফলোপধায়ক হইল না, তখন ভগবান্ জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া তদীয় অজ্ঞানতমোময় চিত্তক্ষেত্র সমুদ্ভাসিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। পরম করুণাময় সদ্গুরুগণ শিষ্যগণের অধিকারতারতম্য বিবেচনা করিয়া জ্ঞান বা কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জ্ঞানের অনধিকারী; অতএব তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিলে তাহা কদাচ ফলপ্রসূ হইবে না; কারণ, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ্ঞানোপদেশ কখনই তদীয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারিবে না; সুতরাং তাঁহাকে প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য ক্রিয়াযোগের উপদেশ দেওয়াই আবশ্যক—এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ কহিলেন—এ পর্য্যন্ত তোমাকে শোক মোহরূপ সংসার-দুঃখের কারণ অজ্ঞানের প্রশমনার্থ পরমার্থজ্ঞানবিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছি। অধুনা পরমার্থ-জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছি; ইহারই অপর নাম নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। ইহার অনুষ্ঠান করিলে ভগবৎপ্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—ইহ (কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (প্রারব্ধস্য বিনাশঃ) নাস্তি; প্রত্যবায়ঃ (পাপং) ন বিদ্যতে (নাস্ত্যেব); অস্য ধর্ম্মস্য (কর্ম্মযোগস্য) স্বল্পম্ অপি [কৃতং সৎ] মহতঃ ভয়াৎ (সংসারাৎ) ত্রায়তে (মোচয়তি) ॥ ৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

অনু।—ইহাতে (এই কর্ম্মযোগে) আরম্ভের বিনাশ নাই অর্থাৎ এই কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিলে কদাচ নিষ্ফল হয় না; ইহাতে প্রত্যবায় (কোন বাধা-বিঘ্নও) নাই। এই ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্রও (অনুষ্ঠিত হইলে) মহাভয় (সংসার) হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০

স্বামী।—ননু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্ বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাত্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্ম-যোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণম্? তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্ম-যোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাত্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থকর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসার-লক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—হে কুরুনন্দন! ইহ (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ একা (একনিষ্ঠা) এব, [পরন্তু] অব্যবসায়িনাং (বহির্ম্মুখানাং কামিনাং) বুদ্ধয়ঃ অনন্তাঃ (অসংখ্যাঃ) বহুশাখাশ্চ (বহুধা ভেদ-ভিন্নাশ্চ) [ভবন্তি] ॥ ৪১

অনু।—এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইব, এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি একটিই; কিন্তু সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বিবিধ কামনাবশতঃ অনন্ত এবং বহু শাখা অর্থাৎ নানাবিধ প্রকারভেদে বিভিন্ন ॥ ৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২

স্বামী।—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব এবং ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈক একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধনবহির্ম্মুখানাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাদনন্তাস্তত্রাপি কর্ম্মফলগুণফলত্বাদিপ্রকারভেদাদ্ বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্ বিধীয়তে ; ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম, অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১

টিপ্পনী।—ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মযোগে "আমি এই কর্ম্মদ্বারাই সংসার-সাগরের পারে গমন করিব" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হইয়া থাকে, আর অব্যবসায়ী অর্থাৎ কামীদিগের বুদ্ধি কামনার অসীমতা-বশতঃ অনন্ত এবং কর্ম্মফল ও গুণফল ইত্যাদি প্রকারভেদে বহুবিধ ভেদবিশিষ্ট হয় ; সুতরাং ভগবদারাধনারূপ কর্ম্ম এবং কাম্যকর্ম্ম এই উভয়ের মহদ্বৈষম্য। একটি চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া বিশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখ করে, অপরটি তাহা করে না ; পরন্তু চিত্তকে মলিন ও বিষয়াসক্ত করে এবং নানারূপ চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! অবিপশ্চিতঃ (অপণ্ডিতাঃ মূঢ়াঃ) বেদবাদরতাঃ (বেদোক্তেষু অর্থবাদেষু আসক্তাঃ) [অতঃ পরম্]

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

অন্যৎ [প্রাপ্যং তত্ত্বং] নাস্তি ইতি বাদিনঃ [ভবন্তি] ; [অত এব] কামাত্মানঃ (কামনাকুলচিত্তাঃ) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গভোগকামিনঃ) জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং (শ্রুতিমনোহরাং) বাচং (স্বর্গাদিফলশ্রুতিরূপাং) প্রবদন্তি (কথয়ন্তি) তয়া (বাচা) অপহৃতচেতসাং (হৃতচিত্তানাং) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ (যোগে) ন বিধীয়তে (নোৎপদ্যতে) ॥ ৪২—৪৪

অনু ।—হে পার্থ ! যে অবিবেকী মূঢ়গণ বেদের অর্থবাদেই পরিতুষ্ট অর্থাৎ তাৎপর্য্যজ্ঞানহীন এবং "ইহা ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নাই" এইরূপ বলিয়া থাকে, সেই সকল কামনা-পরায়ণ স্বর্গাভিলাষী মূঢ়গণ জন্ম, কর্ম্ম এবং কর্ম্ম ফলপ্রদ ভোগৈ-শ্বর্য্যের সাধক ও নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্যবিশিষ্ট যে সকল আপাততঃ কর্ণ-সুখ-জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাতে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যে একান্ত আসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি যোগে অভিনিবিষ্ট হয় না। ॥ ৪২—৪৪

স্বামী ।—নন্থ কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যব-সায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থ-ফলপরামেব বদন্তি, বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং, তেষাং তথা বাচা-

পদ্যতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ বেদবাদরতা ইতি,—বেদে যে বাদা অর্থবাদা "অক্ষয্যং হি বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেম্বেব রতাঃ প্রীতাঃ, অত এব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতিবদনশীলাঃ। অত এব কামাত্মান ইতি—কামাত্মনঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং, ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাম্। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ ৪২—৪৪

টিপ্পনী।—যদিও বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ স্বর্গাদি অনিত্য ফলপ্রসূ, তথাপি সেগুলি নিরতিশয় লোভনীয়। অবোধ মানবগণ ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে অসমর্থ হইয়া উহাদের আপাত মনোহর ফলশ্রুতিতে মোহিত হইয়া তৎপ্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে যে,তাহাতেই তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়; সুতরাং পরাত্মচিন্তনের অবসর হয় না। ঐ সকল বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দ্বারা কদাচ চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হয় না। সুতরাং পরমাত্মবিষয়ে চিত্ত কদাচ অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না। একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মই চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ ৪৫

জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত করে আর সকাম কর্ম্মনিচয় চিত্তকে মালিন্য-দোষদুষ্ট করিয়া ক্রমশঃ অন্ধতমসাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এতদুভয়ের ফলগত বৈলক্ষণ্য আলোচনা করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদনে যত্নবান হইয়া চিত্তকে পরমেশ্বরে বিলীন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক ॥৪২—৪৪

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকাঃ) [ত্বং] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কামঃ) ভব; নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বরহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (ধৈর্য্যশীলঃ) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমসাধনে নিরপেক্ষঃ) আত্মবান্‌ (অপ্রমত্তশ্চ) ভব॥ ৪৫

অনু।—হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মফল প্রতিপাদক; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য (কর্ম্মফলে নিস্পৃহ) হও; শীতোষ্ণ সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বশূন্য হও; সর্ব্বদা ধৈর্য্যশালী অর্থাৎ সত্ত্বসম্পন্ন হও; যোগক্ষেমশূন্য হও [অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ; প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার্থ যত্নের নাম ক্ষেম—এতদুভয়ে যত্নহীন হও] এবং প্রমাদহীন হও॥ ৪৫

স্বামী।—নম্ভু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

—নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমং, তদ্রহিতঃ আত্মবানপ্রমত্তঃ, নহি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি॥ ৪৫

টিপ্পনী।—এই শ্লোকটিতে আপাততঃ বোধ হয় যেন ভগবান্ বেদনিন্দা করিতেছেন। কিন্তু শ্লোকটির মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিলে সেরূপ প্রতীতি হয় না। বেদে ত্রিগুণাত্মক পুরুষের হিতার্থ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ অধিকারিভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মের অধিকারী নহে, সে ব্যক্তি তাহা অনুষ্ঠান করিলে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া সংসারের বিলোপসাধন করিতে পারে। এজন্য বিষয়াক্ত সাধারণ জনগণকে স্ব স্ব অধিকার বিষয়ক কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিয়া সংসারে পরম মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, কামনা-সংকৃত অনুষ্ঠিত কর্ম্মই ফলোৎপাদন করিয়া বন্ধনের মূলীভূত হয় আর কামনারহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কোনরূপ ফল উৎপাদন করে না—সুতরাং তাহাতে বন্ধনও হয় না। অতএব তুমি নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া সত্ত্বগুণেরই বৃদ্ধিসাধন করিতে থাক—ত্রিগুণময় ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইও না—অপ্রমত্ত ও যোগক্ষেমশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে তোমার পরমেশ্বর-প্রসাদে সমস্তই সম্পন্ন হইবে॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—উদপানে (ক্ষুদ্রজলাধারে) [স্নানপানাদিঃ] যাবান্ (যৎপরিমিতঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনং) [ভবতি] সর্ব্বতঃ

সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) [একত্রৈব তথা ভবতি] [এবং যাবান্] সর্ব্বেষু বেদেষু [অর্থঃ] তাবান্ (তৎপরিমিতঃ অর্থঃ) বিজানতঃ (ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠস্য) [ব্রহ্মণি] [ভবত্যেব], [ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভূ্তত্বাৎ] ॥ ৪৬

অনু ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধারে [স্নানপানাদি] যে সকল প্রয়োজন সাধিত হয়, মহাহ্রদে [একত্র তৎসমুদয় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে]; সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল [কর্ম্মফলস্বরূপ] অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদয় প্রয়োজনই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৬

স্বামী ।—নন্থ বেদোক্তনানাফলপরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকঃ পীয়তেঽস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাভাবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থঃ, তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব; ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভূতত্বাৎ, 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

টিপ্পনী ।—এখানে বেদবিহিত কাম্যকর্ম্মসম্পাদনজনিত আনন্দকে উদপান বলা হইল আর ব্রহ্মবিদনুষ্ঠিত ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারসাধক আনন্দকে মহাহ্রদ বলা হইল ॥ ৪৬

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—কর্ম্মণি এব [জ্ঞানার্থিনঃ] তে (তব) অধিকারঃ; ফলেষু (বন্ধহেতুষু) কদাচন [অধিকারঃ] মা [অস্তু]; [ত্বং] কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ (মা ভব); [ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি] অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) [অপি] তে (তব) সঙ্গঃ মা অস্তু (ন ভবতু) ॥ ৪৭

অনু।—[জ্ঞানার্থী] তোমার কর্ম্মেই অধিকার হউক, কখনও যেন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার না হয়; তুমি কর্ম্মফলের হেতুভূত হইও না অর্থাৎ ফল যেন তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং [কর্ম্মফল বন্ধেরই কারণ মনে করিয়া] কর্ম্মের অকরণে যেন তোমার আসক্তি না হয় ॥ ৪৭

স্বামী।—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে, কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মা অস্তু। নন্থ কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব, ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ, কামিতস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি, তস্মাৎ ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—হে ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ (পরমেশ্বরৈকপরতায়াম-বস্থিতঃ) [সন্] সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) [তৎফলস্যাপি জ্ঞানস্য] সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ (একরূপঃ) ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু (কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু ইত্যর্থঃ; সমত্বং (সিদ্ধ্য-সিদ্ধ্যোঃ একরূপতা) যোগঃ উচ্যতে॥ ৪৮

অনু।—হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ অর্থাৎ আমি এই কার্য্য করিতেছি এইরূপ জ্ঞান—ফলাভিসন্ধি) পরিত্যাগ করিয়া, [এইরূপ কর্ম্মফল যে জ্ঞান, তাহারও] সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য মনে করিয়া কর্ম্ম কর; সিদ্ধি ও অসিদ্ধির তুল্যতাই যোগ বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৪৮

স্বামী।—কিং তর্হি—যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈক-পরতা, তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্য-সিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ॥ ৪৮

টিপ্পনী।—যত দিন আত্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা লাভ করিতে না পারা যায়, ততদিন চিত্তশুদ্ধিলাভার্থ কর্ম্ম অবশ্যই অনু-ষ্ঠেয়; কারণ, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। পরন্তু যদি সকামভাবে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম-সঞ্চিত ফলের দিকে লক্ষ্য থাকায় চিত্তক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান প্রবেশলাভ করিতে পারে না। নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

তাহাতে ফলোৎপত্তির কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু কর্ম্ম করিব অথচ ফল হইবে না, এরূপ নিস্ফল কর্ম্মেই বা আবশ্যক কি? এরূপ মনে করিয়া কর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিও না। মনে রাখিও—কর্ম্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধির এবং তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই; কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির জন্যই কর্ম্ম করিতেছি—এরূপ উদ্দেশ্যও মনে করিও না। সেইজন্য বলিতেছি—পরমেশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহাতেই কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া, কর্ম্মাসক্তি এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইবেন, এরূপ বোধও যেন না থাকে; কারণ, তাহা হইলেও একরূপ ফলকামনাই করা হইল। নিরবচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও ফলকামনাবিরহিত হইয়া এবং কর্ম্মজনিত সিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি কিংবা অসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অপ্রাপ্তি—এতদুভয় তুল্য মনে করিয়া কর্ম্ম করিতে থাক। এই যে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান—ইহাকেই যোগ বলা যায় ॥ ৪৭ । ৪৮

অন্বয়ঃ ;—হে ধনঞ্জয়! হি (যতঃ) বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগঃ তস্মাৎ জ্ঞানযোগাদি-ত্যর্থঃ) কর্ম্ম (কাম্যং কর্ম্ম) দূরেণ অবরম্ (অত্যন্তমপকৃষ্টম্); [তস্মাৎ] বুদ্ধৌ (জ্ঞানে) শরণম্ (আশ্রয়ং কর্ম্মযোগম্) অন্বিচ্ছ (অনুতিষ্ঠ) [যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরম্ আশ্রয়]; ফলহেতবঃ (সকামা মানবাঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ) ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০

অনু।—হে ধনঞ্জয়! ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম অতীব অপকৃষ্ট; অতএব তুমি জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ত্রাতা ঈশ্বরের শরণ লও; সকাম মানবগণ অত্যন্ত হেয়॥ ৪৯

স্বামী।—কাম্যন্তু কর্ম্ম অতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধন-ভূতো বা, তস্মাৎ সকামাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাৎ এবং তস্মাদ্ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগম্ অন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ, যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ, ফলহেতবস্তু সকামা নরাঃ কৃপণা দীনাঃ, "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৪৯

টিপ্পনী।—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অনুমত কর্ম্ম ব্যতীত যাবতীয় কর্ম্মই ফলকামনাপূর্ণ; সুতরাং তত্তৎকর্ম্ম অতীব অপকৃষ্ট; কারণ, ঐ সকল কর্ম্মই সংসারবন্ধনের হেতু; পুণ্য-কর্ম্মজনিত স্বর্গাদিভোগ আপাততঃ সুখপ্রদ হইলেও সেই কর্ম্মক্ষয়ে জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আবার পাপকর্ম্মে যে তৎ-ফলভোগার্থ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও সুস্পষ্ট। এই জন্যই ফলকামী জনগণকে 'অতিশয় দীন বলিয়া উল্লেখ করা হইল। "হে গার্গি! এই অক্ষয় পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই ব্যক্তিই কৃপণ"—ইহা বেদবাক্য। তাদৃশ জনগণ অকিঞ্চিৎকর, অচিরস্থায়ী পারলৌকিক সুখকামনায় নিরত

হয় বলিয়া চিরস্থায়ী আত্মানন্দলাভে বঞ্চিত থাকে। ইহাতে যে আত্মবঞ্চনামাত্র ফল লাভ করে, তাহা তাহাদের মনে হয় না। সেইজন্য তোমায় বলিতেছি যে, ঐ সকল অদূরদর্শী মূঢ়গণ অতি তুচ্ছ পারলৌকিক সুখলাভের আশায় নিরতিশয় ক্লেশ সহকারে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জনন মরণের অনুসরণ করিতে থাকে, তুমি তাহাদের মত হইও না। ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যসুখলাভার্থ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—বুদ্ধিযুক্তঃ [নরঃ] ইহ (অস্মিন্নেব জন্মনি) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে (সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদি-প্রাপকং কর্ম্ম) জহাতি (ত্যজতি); তস্মাৎ যোগায় (তদর্থায় কর্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব (ঘটস্ব) ; [যতঃ] কর্ম্মসু [যৎ] কৌশলং (কর্ম্মণামীশ্বরার্পণেন মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং) [স এব] যোগঃ॥ ৫০

অনু।—ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই জন্মেই স্বর্গাদি সাধক সুকৃত এবং নরকাদি-প্রাপক দুষ্কৃত—উভয়ই ত্যাগ করেন; অতএব তুমি কর্ম্মযোগে যুক্ত হও; কর্ম্ম-সমূহে কৌশলই অর্থাৎ কর্ম্মসকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া মোক্ষ-সম্পাদন নৈপুণ্যই যোগ॥ ৫০

স্বামী।—বুদ্ধিযোগযুক্তস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং, তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন ত্যজতি, তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কর্ম্ম-যোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ॥ ৫০

টিপ্পনী।—সকাম ব্যক্তিগণ কতকগুলি কর্ম্মকে স্বর্গাদি-পারলৌকিক সুখপ্রদ মনে করিয়া তৎসম্পাদনে একান্ত ব্যাকুল হন

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

কিংবা কোন কোন কর্ম্মকে কুকর্ম্ম এবং নরকাদিজনক মনে করিয়া তৎসম্পাদনে যাহাতে চিত্ত ধাবিত না হয়, তজ্জন্য অতীব আয়াসবান্ হইয়া থাকেন। পরন্তু বিবেচনা করিতে গেলে ঐ উভয়বিধ কর্ম্মই যখন ভোগপ্রদ, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট উভয়ই তুল্যরূপে পরিত্যাজ্য। তাঁহারা ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি—উভয়বিধ গতিকেই তুল্যরূপে অনর্থজনক মনে করিয়া, যাহাতে সর্ব্ববিধগতিনিবৃত্তি হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও অনুষ্ঠেয় মনে করেন। তুমিও তাঁহাদের ন্যায় সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হও—ঈশ্বরার্পিত হৃদয়ে সমত্ববুদ্ধির অনুমোদিত কর্ম্মের সম্পাদনে যে কৌশল অর্থাৎ নৈপুণ্য, তাহারই নাম যোগ। ফল কথা—ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা এই দুশ্ছেদ্য সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য (মোক্ষলাভার্থ) অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মরূপ চাতুর্য্যকেই যোগ বলা যায়। কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু; পরন্তু যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চরমে শুভ বা অশুভ ফলের উৎপাদন না করিয়া উহা সংসারমুক্তির হেতুভূত মোক্ষফল দান করিতে পারে, তাহা করাই ত কৌশলের একশেষ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—বুদ্ধিযুক্তাঃ (কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ) মনীষিণঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (জন্মরূপেণ বন্ধেন মুক্তাঃ) [সন্তঃ] অনাময়ং (সর্ব্বোপদ্রবরহিতং) পদং (বিষ্ণোঃ পদং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ৫১

অনু।—ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজাত ফল

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভানন্তর সর্ব্ববিধ উপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৫১

স্বামী।—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১

টিপ্পনী।—যাঁহারা কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারাই মনীষী অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে জ্ঞানী; কারণ, সত্ত্বশুদ্ধিহেতু তাঁহাদের হৃদয়কন্দরস্থ মহামোহান্ধকার সর্ব্বতোভাবে অপগত হইয়াছে। তাদৃশ মহাত্মারাই জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া রোগশোকাদি আময়হীন পরমানন্দময় পুরুষার্থের সম্যক্ অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—যদা তে (তব) বুদ্ধিঃ মোহকলিলং (দেহাদিষু আত্মবুদ্ধিরূপং গহনং) ব্যতিতরিষ্যতি (বিশেষেণ অতিতরিষ্যতি) তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ [অর্থস্য] নির্ব্বেদং (বৈরাগ্যং) গন্তাসি (প্রাপ্স্যসি) ৫২

অনু।—যখন তোমার বুদ্ধি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহময় গহনদুর্গ অতিক্রম করিবে, তখনই তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থের বিষয়ে নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২

স্বামী।—কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনম্ "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যাভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ,— এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দ্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ নানালৌকিক-বৈদিকার্থশ্রবণৈঃ বিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা) তে (তব) বুদ্ধিঃ নিশ্চলা (বিক্ষেপব্যাপ্তিবিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা) [সতী] সমাধৌ (পরমাত্মনি) অচলা (স্থিরা চ সতী) স্থাস্যতি তদা যোগম্ (যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানম্) অবাপ্স্যসি (লপ্স্যসে) ॥ ৫৩

অনু।—যখন নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ-পরম্পরা (সকামকর্ম্ম-প্রশংসাদি) শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত তোমার বুদ্ধি বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া একমাত্র পরমাত্মায় স্থিরভাবে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি যোগফল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে ॥ ৫৩

স্বামী।—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিক্ষেপব্যাপ্তিবিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অত এব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী, তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

টিপ্পনী।—কতদিনে সত্বশুদ্ধি সংঘটিত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন তোমার অন্তঃকরণ হইতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অজ্ঞানপ্রসূত অবিবেকরূপ কলুষরাশি বিদূরিত হইবে, তখনই তোমার যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও পরিজ্ঞাত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলে বৈরাগ্য জন্মিবে অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল সাধক বাক্যগুলিকে একান্ত নিষ্ফল ও অনাবশ্যক বলিয়া তোমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে—তখন আর তোমার জানিবার বিষয় কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এ পর্য্যন্ত তুমি ক্রমাগত লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডসম্বন্ধীয় বাদানুবাদ শুনিতে শুনিতে তৎসমূহের আলোচনায় তোমার বুদ্ধিবৃত্তি বহুপথগামিনী ও সন্দেহকলুষিত হইয়াছে। অতঃপর কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিফলে যখন তোমার বিবেক অতীব বলবান্ হইয়া উঠিবে, আর বহুবিষয়াসক্ত চিত্ত যখন একমাত্র পরমাত্মরূপ পরমবস্তুতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তুমি সমাধিপ্রাপ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; ফল কথা—তখনই তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া কৃতার্থ হইবে॥ ৪৩—৫৩

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুন উবাচ—হে কেশব! সমাধিস্থস্য (স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (আত্মতত্ত্বজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) কা ভাষা (কিং লক্ষণম্)? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

(কথং ভাষণং কুর্য্যাৎ)? কিম্ আসীত (কথং তিষ্ঠেত)? কিং ব্রজেত (কথং ব্রজনং কুর্য্যাৎ)? ॥ ৫৪

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! স্বাভাবিক সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ নিশ্চল প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ কি? তিনি কি বলেন? তিনি কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিরূপে চলেন? ॥ ৫৪

স্বামী।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অত এব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য, তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং বদেৎ ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ! যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ (কাম্যবিষয়ান্) প্রজহাতি (প্রকর্ষেণ ত্যজতি) তদা আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মনি (স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে) তুষ্টঃ [মুনিঃ] স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে ॥ ৫৫

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! যখন মনোগত সর্ব্ববিধ তুচ্ছ বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় আপনিই আপনা দ্বারা আপনাতে (পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে) সন্তুষ্ট মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে। ৫৬

স্বামী :—অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি, তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনান্যাহ—যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথম-প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীভগবানুবাচ : মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—দুঃখেষু [প্রাপ্তেষু] অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অক্ষুভিত-চিত্তঃ) সুখেষু বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহঃ), বীতরাগভয়ক্রোধঃ (প্রীতি-ভয়ক্রোধশূন্যঃ) মুনিঃ স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) উচ্যতে॥ ৫৬

অনু।—দুঃখ উপস্থিত হইলে যিনি অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য এবং বিষয়ানুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য,—এতাদৃশ মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন॥ ৫৬

স্বামী।—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অনুদ্বিগ্ন-মক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ; সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। অত্র হেতুর্বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ, স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে॥ ৫৬

টিপ্পনী।—কাম যখন মনেরই বৃত্তিবিশেষ, তখন উহা মনোধর্ম্ম; আত্মার ধর্ম্ম নহে। ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে উহা অনায়াসেই ত্যাগ করা যায়, যে আত্মানাত্মবিবেকী মহাপুরুষ

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

সর্ব্ববিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন, তিনিই আত্মারাম পদবাচ্য। তিনি পরমপুরুষার্থ-লাভে সর্ব্বদা পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতেই পরিতুষ্ট থাকেন; তুচ্ছ অনাত্মবস্তুসম্ভূত সুখ তাঁহার নিকট অতীব হেয়। ঈদৃশ লক্ষণা-ক্রান্ত মহাপুরুষকেই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। যাঁহারা আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন যে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখের যাতনা সহ্য করিতেই হইবে; সুতরাং তাঁহারা দুঃখে উদ্বিগ্নচিত্ত হন না; সেরূপ সুখও প্রারব্ধ সুকৃতির ফলস্বরূপ; অবিবেকী ব্যক্তির সুখভোগ করিবার উদ্দেশে তাদৃশ ফলজনক ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইবার জন্য তৃষ্ণারূপা তামসী বৃত্তির আবির্ভাব হয়; বিবেকীর মনে তাদৃশ তৃষ্ণাত্মিকা স্পৃহা কদাচ স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে না। ঈদৃশমহা-পুরুষ রাগ, ভয়, ক্রোধ হইতে সর্ব্বদা বিমুক্ত; কারণ, আত্মানন্দপরি-তৃপ্ত ব্যক্তির রাগ, ভয় ও দ্বেষপাত্রের একান্তই অভাব ॥ ৪৫—৫৬

অন্বয়ঃ :—যঃ সর্ব্বত্র (পুত্রমিত্রাদিষ্বপি) অনভিস্নেহঃ (স্নেহহীনঃ) তত্তৎ শুভাশুভং (অনুকূলং প্রতিকূলং বা) প্রাপ্য নাভিনন্দতি (ন প্রশংসতি) ন দ্বেষ্টি (ন নিন্দতি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৭

অনু।—যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য এবং সেই সেই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিদ্বেষযুক্ত না হন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৫৭

স্বামী।—কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তমাহ– য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অত এব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ। ৫৭

টিপ্পনী।—যিনি পরমাত্মস্বরূপ পরম পদার্থে সর্ব্বতোভাবে স্নেহবান্ হইতে পারিয়াছেন, সেই মুনি সর্ব্বসুখাস্পদ দেহ, পরম প্রেমময় পুত্রমিত্রাদি যাবতীয় অনাত্মবস্তু-নিচয়কে অকিঞ্চিৎকর ও আসক্তির একান্ত অযোগ্য বলিয়াই মনে করেন। ঐ সমস্তই প্রারব্ধ কর্ম্মসম্ভূত অবশ্যম্ভাবী ফল; অতএব সুখ দুঃখ সংঘটনে তাঁহার প্রীতি বা অপ্রীতিনিবন্ধন স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হয় না। অবিবেকী জনগণ স্ব স্ব বনিতাপুত্রাদির যে গুণগ্রামাদির বর্ণনা করেন, তাহা তাঁহাদের তামসী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক এবং অন্যদীয় শ্রেষ্ঠতাদর্শনে অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে যে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, তাহাও তামসী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের হৃদয়ে এই সকল ভ্রান্তিপ্রসূত হর্ষ-দ্বেষাদি কদাচ স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে না। ফলতঃ যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অবিচল-ভাবাপন্ন হইয়াছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতধী মহাত্মা শুভদর্শনে প্রশংসা বা অশুভ দর্শনে নিন্দা করেন না; অর্থাৎ নিন্দা প্রশংসাদি বাক্য কদাচ প্রয়োগ করেন না॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—যদা চ অয়ং (যোগী) কূর্ম্মঃ ইব অঙ্গানি

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

(কূর্ম্মো যথা অঙ্গানি স্বভাবেনৈব আকর্ষতি তথা) ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ) সংহরতে (প্রত্যাহরতি) তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

অনু।—কচ্ছপ যেমন স্বীয় কর-চরণাদি অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করে (গুটাইয়া আপন দেহেই লুকাইয়া রাখে) সেইরূপ যিনি শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৫৮

স্বামী।—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি। অনায়াসেন সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি, তদ্বৎ ॥ ৫৮

টিপ্পনী।—কচ্ছপ ইচ্ছামাত্রে স্বীয় মুখ চরণাদি অঙ্গ অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে; সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ হইতে স্বীয় বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে অনায়াসে প্রত্যাহরণ করিতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ পদবাচ্য। সর্ব্ববিধ তামস বৃত্তির অভাববশতঃ যোগীর ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিতে পারে না—কোন বিষয়েই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতঃ) দেহিনঃ (দেহাভিমানিনঃ অজ্ঞস্য) বিষয়াঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ শব্দাদয়ঃ) [প্রায়শঃ] বিনিবর্ত্তন্তে; [কিন্তু] রসবর্জ্জং (রসো রাগস্তদবর্জ্জং

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

বিষয়াভিলাষস্তু ন নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ) অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞস্য) রসোঽপি (বিষয়াভিলাষোঽপি) পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে (স্বত এব নশ্যতি) ॥ ৫৯

অনু।—যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করেন না, এরূপ জীবের (যিনি বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমন করিতে চাহেন তাঁহার) নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত হয় না; অর্থাৎ ভোগাভিলাষ থাকিয়া যায়; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনি নিবৃত্ত হয় ॥ ৫৯

স্বামী।—নহু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্ব-প্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ, নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জম্ অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। রসোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়া প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ কিন্তু রস-বর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! যততঃ অপি (মোক্ষার্থং প্রযত-মানস্যাপি) বিপশ্চিতঃ (বিবেকিনঃ) পুরুষস্য প্রমাথীনি (প্রমথন-

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

শীলানি প্রক্ষোভকরাণি ইত্যর্থঃ) ইন্দ্রিয়াণি হি (নিশ্চিতমেব) প্রসভং (বলাৎ) মনঃ হরন্তি॥ ৬০

অনু।—হে কৌন্তেয় ! বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষার্থ দৃঢ় প্রযত্নশীল বিবেকী ব্যক্তিরও মনকে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০

স্বামী।—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি, যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—যুক্তঃ (সমাহিতঃ যোগী) তানি সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য (নিগৃহ্য) মৎপরঃ (মৎপরায়ণঃ) [সন্] আসীত (তিষ্ঠেৎ), হি (যতঃ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে [তিষ্ঠন্তি] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [ভবতি] ॥ ৬১

অনু।—সমাহিত ব্যক্তি সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন; কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশবর্ত্তী, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬১

স্বামী।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্ আসীত, যস্য বশে বশবর্ত্তীনি ইন্দ্রিয়াণি, এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরং ভবতি ॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

টিপ্পনী।—যে সকল ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিষয়ভোগে অসমর্থ হইয়াছে, অথবা সাংসারিক ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তাপস ব্রতাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের বিষয়-ভোগ-বাসনা কিয়ৎকালের জন্য নিবৃত্ত থাকে বটে কিন্তু দেহাভিমান পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের ভোগাভিলাষ কদাচ নিবৃত্ত হইতে পারে না। ব্যাধিমুক্ত হইলে অথবা সুখভোগ সামর্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, তাহারা সুখ ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিবার জন্য সতত লোলুপ থাকে। অতএব প্রজ্ঞায় স্থৈর্য্যসাধনার্থ ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ একান্ত আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা আত্মাভিমুখ রাখিবার চেষ্টা করিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইবে। ইন্দ্রিয়গণ এতই সামর্থ্যশালী যে, অবিবেকী ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক তাহারা ভোগাভিলাষী বিবেকিগণের চিত্তকেও পরাভূত করিয়া আয়ত্তীকৃত করিয়া থাকে। অসীম বলশালী ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত করিতে হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৫৯—৬১

অন্বয়ঃ।—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (গুণবুদ্ধ্যা চিন্তয়তঃ) পুংসঃ (জীবস্য) তেষু (বিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে (ভবতি) সঙ্গাৎ (আসক্তেঃ) [তেষু অধিকঃ] কামঃ [ভবতি], কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (উৎপদ্যতে)॥ ৬২

অনু।—বিষয়গুলি চিন্তা করিতে করিতে তৎপ্রতি আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে তৎপ্রতি কামনার উদয় হয়; কামনা হইতে (কামনাসিদ্ধির ব্যাঘাত হইলে) ক্রোধ উৎপন্ন হয়॥ ৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

স্বামী।—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষধিকঃ কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

অন্বয়ঃ।—ক্রোধাৎ সম্মোহঃ (সদসদ্বিবেকাভাবঃ) সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতের্ভ্রংশঃ) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধেশ্চেতনায়া নাশঃ ভ্রংশঃ) ভবতি; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (মৃততুল্যো ভবতি) ॥ ৬৩

অনু।—ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ সদসৎ বিবেকের অভাব ঘটে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ গুরূপদেশ জাত জ্ঞানের বিনাশ ঘটে; স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মানুষকে মৃততুল্য হইতে হয়। ৬৩

স্বামী।—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া বিনাশঃ বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩

টিপ্পনী।—অতএব বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহেও নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না; মনোনিগ্রহের অভাবে উপরি উক্ত শ্লোক-দ্বয়বর্ণিত অবস্থা ঘটিলে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয়।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

অতএব মনোনিগ্রহে যত্নবান্ হও। এই শ্লোকদ্বয়ের ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৬২।৬৩

অন্বয়ঃ ।— রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (আসক্তিবিরাগশূন্যৈঃ) আত্মবশ্যৈঃ (স্বাধীনৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ (ইন্দ্রিয়ার্থান্) চরন্ (ভুঞ্জানঃ) [অপি] বিধেয়াত্মা (বশীকৃতমনাঃ) [যোগী] প্রসাদং (শান্তিম্) অধিগচ্ছতি (লভতে) ॥ ৬৪

অনু ।—আসক্তি ও বিরাগহীন এবং আত্মবশীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও বিধেয়াত্মা (বশীকৃতচিত্ত) যোগী চিত্তপ্রসাদরূপ পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪

স্বামী ।— নম্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ অয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্ ভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি : আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতীতি ত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৫

অন্বয়ঃ ।— প্রসাদে [সতি] অস্য (যতেঃ) সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ (নাশঃ)উপজায়তে (ভবতি); [ততশ্চ] প্রসন্নচেতসঃ (প্রশান্তচিত্তস্য) হি (নিশ্চিতমেব) আশু (শীঘ্রং) বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিতা ভবতি) ॥ ৬৫

অনু।—চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে তাঁহার সর্ব্ববিধ দুঃখ বিনষ্ট হয়, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নিশ্চয়ই শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়॥ ৬৪

স্বামী।—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ॥ ৬৫

টিপ্পনী।—যদি মনকে সম্পূর্ণরূপে বিষয় হইতে নিগৃহীত করিতে পারা যায়, তবে বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের আবশ্যকতা নাই। যে ব্যক্তি চিত্তকে সমাহিত করিতে পারে নাই, সে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলেও রাগদ্বেষবশে বিষয়বাসনায় প্রমত্ত হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়; কিন্তু যিনি অন্তঃকরণকে আত্মবশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষের অতীত; সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সম্ভোগ করিয়াও চিত্তপ্রসাদের অধিকারী হইয়া আত্মসাক্ষাৎকাররূপ চরম সুখলাভের যোগ্যতা লাভ করেন। কারণ মন যদি বশীভূত থাকে, তবে তদধীন ইন্দ্রিয়গ্রাম মনের অননুমোদিত বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না; সুতরাং চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে সমর্থ হয় না। যে বিষয়ের স্মরণমাত্রে মালিন্য জন্মে, অনাসক্তভাবে সেই বিষয় ভোগ করিলেও চিত্তের মলিনতা ঘটাইতে পারে না। সুতরাং চিত্ত চিরপ্রসন্ন থাকে। তাহার ফলে সন্ন্যাসী মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্ববিষয়ক দুঃখ উন্মূলিত হইয়া যায়। তখন প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি, ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভেদ জ্ঞান করিয়া, অচঞ্চলভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অথচ স্থিরভাবাপন্ন হইয়া থাকে। চিত্তপ্রসাদের ফলে সাংসারিক বিরুদ্ধ ভাবনাপ্রবাহ নিরুদ্ধ হয়, সুতরাং বুদ্ধি বিচলিত হইবার আর কোন কারণই থাকে না॥ ৬৪। ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—অযুক্তস্য (অবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা) নাস্তি (নোৎপদ্যতে); অযুক্তস্য ভাবনা (ধ্যানং) চ ন [নাস্তি], অভাবয়তশ্চ (আত্মধ্যানমকুর্ব্বতশ্চ) শান্তিঃ (আত্মনি চিত্তোপরতিঃ) ন (নাস্তি); অশান্তস্য সুখং (মোক্ষানন্দঃ) কুতঃ (ন কস্মিন্নপীত্যর্থঃ) ॥ ৬৬

অনু।—যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় নহে, তাহার বুদ্ধি নাই, তাদৃশ ব্যক্তির আত্মধ্যানও সম্ভবে না। যে ব্যক্তি আত্মধ্যানে অসমর্থ, তাহার শান্তিও লাভ হয় না; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ (মোক্ষানন্দ) কোথায়? ॥ ৬৬

স্বামী।—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিরপ্রজ্ঞাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেণোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্ত্তা বা ইত্যত্রাহ—ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়তঃ আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ আত্মনি চিত্তোপরতিঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥৬৬

টিপ্পনী।—যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয় নাই, তাহার শাস্ত্র ও গুরূপদেশলব্ধ শ্রবণ-মননরূপ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মিতে পারে না; তাহার নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনাও কদাপি হইতে পারে না। এইরূপ ভাবনা ব্যতীত মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মরূপ আত্মবস্তুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। নিদিধ্যাসনরূপ

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

ভাবনায় বঞ্চিত-ব্যক্তির আত্মজ্ঞান লাভ কদাচ সম্ভবিতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তির চিত্তোপরতিরূপ শান্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ বোধরূপ চিত্তস্থৈর্য্য জন্মিতে পারে না ; সুতরাং সে ব্যক্তি চিরকাল অশান্তই থাকিয়া যায়, তাহার আবার মোক্ষানন্দরূপ পরম ধনের অধিকারী হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহই আত্মানন্দ লাভের একমাত্র উপায় ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—হি (যস্মাৎ) মনঃ [স্বৈরং বিষয়েষু] চরতাং (প্রবর্ত্তমানানাম্) ইন্দ্রিয়াণাং [মধ্যে] যৎ (একমপি) অনুবিধীয়তে (অনুযাতি) তৎ (ইন্দ্রিয়ম্) অস্য (মনসঃ পুরুষস্য বা) বায়ুঃ অম্ভসি (জলে) নাবং (নৌকাম্) ইব প্রজ্ঞাম্ (আত্মবিষয়াং বুদ্ধিং) হরতি (বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি) ॥ ৬৭

অনু।—যেহেতু মন যদৃচ্ছাক্রমে বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যদি একটিমাত্র ইন্দ্রিয়েরও অনুগমন করে তবে সেই একটি ইন্দ্রিয়ই, যেমন বায়ু সমুদ্রে ঘূর্ণ্যমান নৌকাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহার (সেই মনের বা সেই পুরুষের) প্রজ্ঞা বিনষ্ট করে (বিষয়বিক্ষিপ্ত করে) ॥ ৬৭

স্বামী।—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে বশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদৈবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিমু বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি, যথা

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

প্রমত্তস্য বর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রময়তি, তদ্বদিতি ॥ ৬৭

টিপ্পনী।—ইন্দ্রিয়গণ যদি নিগৃহীত না হয়, তবে তাহারা স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয়সমূহে বিচরণ করিবেই করিবে। সেই সকল অবিজিত ইন্দ্রিয়-নিচয়ের মধ্যে মন যদি একটিরও অনুগামী হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়টির উপযুক্ত বিষয় বিশেষকে পরম সুখাস্পদ ভাবিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়া উঠে, তবে সেই উদ্ভ্রান্তকাম সাধন পথানভিজ্ঞ পুরুষের আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ বুদ্ধিকে ক্রিয়াসক্ত করিয়া ফেলে; তাহা হইলে প্রজ্ঞাও বিষয়বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, অতএব যখন একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের অসংযমে তৎপ্রাবল্যবশতঃ ঈদৃশ বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, তখন সকল ইন্দ্রিয়ই যদি স্বাধীনভাবে স্বস্ববিষয়ে নিরত হইতে পারে, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে? মানবের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়। শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে—জলেই নৌকা বিপন্ন হয়—স্থলে নহে। অর্থাৎ জলস্বরূপ চিত্তচাঞ্চল্যে বায়ুস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞারূপ নৌকা বিনষ্ট হয়; কিন্তু ভূমিস্বরূপ মনঃস্থৈর্য্যপ্রভাবে ইন্দ্রিয়স্বরূপ বায়ুর দ্বারা প্রজ্ঞারূপ নৌকার বিনাশ-সম্ভাবনা নাই ॥ ৬৭

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়েভ্যঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বেণৈব প্রকারেণ) নিগৃহীতানি (সুসংযতানি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [ইতি বোদ্ধব্যা] ॥ ৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯

অনু ;—অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিবে ॥ ৬৮

স্বামী।—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্ব-শ্লোকমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ; লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮

টিপ্পনী।—অতএব বুঝিয়া দেখ, যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয় গণকে নিগৃহীত করিতে পারিয়াছেন—কোন ভোগ্য পদার্থেই যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ লালসান্বিত হইতে পারে না, তিনি বিষয় ভোগ করিলেও আসক্তিহীনতাবশতঃ স্থিরপ্রজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহার প্রজ্ঞাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিরভাবাপন্ন ॥ ৬৮

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূতানাম্ (অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং) যা নিশা (নিশেব আত্মনিষ্ঠা) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ) তস্যাম্ (আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে); যস্যাং (বিষয়নিষ্ঠায়াং) ভূতানি জাগ্রতি (প্রবুধ্যন্তে) সা (বিষয়নিষ্ঠা) [আত্মতত্ত্বং] পশ্যতঃ (পর্য্যালোচয়তঃ) মুনেঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য যতেঃ) নিশা [তস্যাং তস্য দর্শনাদিব্যাপারো নাস্তীতি ভাবঃ] ॥ ৬৯

অনু।—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির যাহা (ব্রহ্মনিষ্ঠা) নিশাস্বরূপ, সংযমী যোগী তাহাতে জাগরিত থাকেন;

যাহাতে (বিষয়নিষ্ঠাতে) অজ্ঞানান্ধ জীব জাগরিত থাকে, আত্মদর্শী জিতেন্দ্রিয় মুনির তাহা নিশাস্বরূপ। অর্থাৎ অজ্ঞান জীবগণের পক্ষে আত্মজ্ঞান নিশাস্বরূপ এবং জিতেন্দ্রিয় যোগীর তাহা দিবাস্বরূপ আর বিষয়নিষ্ঠা অজ্ঞান জীবের দিবাস্বরূপ এবং উহা যোগীর রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯

স্বামী।—নন্থ ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা আত্মাজ্ঞানধ্বস্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ, তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে, যস্যাং তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা, তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥৬৯

টিপ্পনী।—ইহ জগতে প্রধানতঃ দ্বিবিধ জীব পরিদৃষ্ট হয়। যথা—(১) জ্ঞানী বা আত্মনিষ্ঠ, (২) অজ্ঞান বা বিষয়নিষ্ঠ। এই শ্লোকে বলা হইল যে,—জ্ঞানীর পক্ষে যাহা নিশা, তাহা অজ্ঞানের পক্ষে দিবা, আর অজ্ঞানের পক্ষে যাহা নিশা, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে দিবা। এখন দেখিতে হইবে, দিবাই বা কাহাকে বলে, আর নিশাই বা কাহাকে বলে। বস্তুতঃ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়াই আমরা দিবা বা নিশার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যে বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা; পক্ষান্তরে যে বিষয়ে তাহার জ্ঞান থাকে, তাহাই তাহার পক্ষে দিবা।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

আমরা দেখিতে পাই—উলূকাদি জীবের পক্ষে মানবীয় দিবাই নিশাস্বরূপ; কারণ, তাহারা সে সময় নিদ্রিত থাকে—দেখিতে পায় না; মানবীয় রজনীই তাহাদের দিবাস্বরূপ। সেইরূপ পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞানী বা অজ্ঞানের পক্ষে দিবা বা নিশারূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। যে পরমার্থ তত্ত্ব অজ্ঞানের পক্ষে নিশা, তাহাই আবার জ্ঞানীর পক্ষে দিবা অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ভিন্ন বাহ্য বস্তুতে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না; পক্ষান্তরে অজ্ঞানদের দৃষ্টি বাহ্যবস্তুতেই আসক্ত থাকায় তাহাই তাহাদের দিবাস্বরূপ, আর আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের দৃষ্টি ব্যাহত থাকায় তাহা তাহাদের পক্ষে নিশাস্বরূপ। ইতঃপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে ইন্দ্রিয়-সংযম-বিষয়ক যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যিনি সেই ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছেন, তিনিই সংযমী বা যোগী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী, আর বিষয়নিষ্ঠাপরায়ণ সাধারণ জনগণ অসংযতচিত্ত, সুতরাং অজ্ঞান॥ ৬৯

অন্বয়ঃ।—[নানানদ্যাদিজলৈঃ] আপূর্য্যমাণম্ [অপি] অচলপ্রতিষ্ঠম্ (অনতিক্রান্তমর্য্যাদং) সমুদ্রং [পুনরপি অন্যাঃ] আপঃ যদ্বৎ (যথা) প্রবিশন্তি (তস্মিন্ লীয়ন্তে) তদ্বৎ (তথৈব) সর্ব্বে কামাঃ (কাম্যপদার্থাঃ) যং (ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব অন্তর্দৃষ্টিং মুনিং) প্রবিশন্তি (তস্মিন্নেব লয়ং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ) সঃ (মুনিঃ) শান্তিং (কৈবল্যম্) আপ্নোতি (লভতে), কামকামী (ভোগকামনাশীলঃ) ন [শান্তিম্ আপ্নোতীতি শেষঃ]॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

অনু।—সর্ব্বদা নানা নদীজলে পরিপূর্ণ হইয়াও যেরূপ সমুদ্র আপন সীমা লঙ্ঘন করে না, তাহাতে অন্যান্য নদ্যাদির জলও প্রবেশ করে অর্থাৎ তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ যাবতীয় কামনা যাহাতে প্রবেশ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন; পরন্তু কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭০

স্বামী।—নহু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপঃ যথা প্রবিশন্তি, তথা কামাঃ বিষয়াঃ যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং লোকৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং কৈবল্যম্ আপ্নোতি ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০

অন্বয়ঃ।—যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ (ভোগ্যবিষয়ান্) বিহায় (উপেক্ষ্য) [অপ্রাপ্তেষু বিষয়েষু] নিস্পৃহঃ নিরহঙ্কারঃ [অত এব ভোগসাধনেষু] নির্ম্মমঃ (মমতাহীনঃ) [সন্, অন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা] চরতি [প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা) সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (আপ্নোতি) ॥ ৭১

অনু।—যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ ভোগ্য পদার্থ উপেক্ষা করিয়া [অপ্রাপ্ত পদার্থে] নিস্পৃহ ও অহঙ্কারপরিশূন্য এবং মমতাহীন হইয়া [প্রারব্ধবশে বিষয় ভোগ করেন বা যেখানে সেখানে] পরিভ্রমণ করেন, তিনি শান্ত (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ৭১

স্বামী।—যস্মাদেবং, তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নস্তদৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

টিপ্পনী।—স্থিতপ্রজ্ঞ যতিই মোক্ষাধিকারী; পরন্তু কামনা-পরতন্ত্র সন্ন্যাসীর পক্ষে মোক্ষ একান্তই দুষ্প্রাপ্য; ইহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভূমণ্ডলস্থ অসংখ্য নদীর বারিরাশি এবং গগনমণ্ডলস্থ অসংখ্য মেঘমালাবিচ্যুত বৃষ্টিধারারূপে নিপতিত প্রচুর বারিনিচয় নিরন্তর সাগরসলিলে সংমিশ্রিত হইতেছে, কিন্তু অটল মহাসমুদ্র ঐ সমুদয় বারিরাশি স্বীয় বক্ষে ধারণ করিতেছেন, অথচ তজ্জন্য তিনি স্ফীত বা উদ্বেলিত হইয়া অধীরতা বা প্রমত্তভাব প্রদর্শন করেন না। সেইরূপ যে নির্ব্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ কাম্য বিষয়সমূহে দৃক্‌পাত করেন না, তৎসমুদয় তাহাতে প্রবেশ করিলেও অণুমাত্র আসক্ত বা বিচলিত হন না, তিনিই মোক্ষানন্দ লাভ করেন; তিনি প্রারব্ধবশে বিষয় ভোগ করিলেও তজ্জন্য স্ফীত বা উদ্বেলিত হন না। ভোগবাসনা তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু কাম্যভোগাভিলাষী পুরুষ তাদৃশ অবস্থা কদাচ লাভ করিতে পারে না; সে ব্যক্তি নিরন্তর

লৌকিক ফলকামনাপূর্ণ কর্ম্মসেবায় আত্মনিয়োজন করিয়া ক্লেশ-সাগরে নিমগ্ন হয় এবং উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১

অন্বয়ঃ ।—হে পার্থ ! ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা) এষা (এবংবিধা) ; এনাং প্রাপ্য [বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্] ন বিমুহ্যতি (সংসারমোহং পুনর্নাপ্নোতি) অন্তকালেঽপি (মৃত্যুসময়েঽপি) অস্যাং (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায়াং) [ক্ষণমাত্রমপি] স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি লয়ম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৭২

অনু ।—হে পার্থ ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী ; ইহা প্রাপ্ত হইলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি আর মুগ্ধ হন না। (সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না) ; মৃত্যুকালেও এই ব্রহ্মনিষ্ঠায় [ক্ষণমাত্রও] থাকিতে পারিলে, তিনি ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৭২

স্বামী । —উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ; কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্য-মারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

টিপ্পনী ।—এক্ষণে সাংখ্যনিষ্ঠার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে প্রস্তা-বের উপসংহার করিতেছেন। স্থিতিপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে যে সকল কথা বিবৃত হইয়াছে এবং ৩৯ শ্লোকে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদি শ্লোকে যে বুদ্ধির বিষয়

বিবৃত হইয়াছে, সেই সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক পরমাত্মজ্ঞান-প্রসাধিকা নিষ্ঠা বা বুদ্ধিই এস্থলে ব্রাহ্মী স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়িণী নিষ্ঠা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। যাঁহার বুদ্ধি এইরূপে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছে, তাঁহার জ্ঞান কদাচ অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইতে পারে না। অতএব তিনি কদাচ মোহ প্রাপ্ত হন না, যিনি যাবজ্জীবন বহুতর চেষ্টা করিয়াও এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও যদি তদীয় হৃদয়ে এই ব্রাহ্মী স্থিতি লব্ধপ্রবেশ হয় তাহা হইলেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। আর যিনি জীবনব্যাপী সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে যে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী এবং অনায়াসসাধ্য ইহা কি আর বলিতে হইবে? এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনের মোহনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রথমে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সাংখ্য যোগ বর্ণন প্রসঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে ॥ ৭২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

অন্বয়ঃ।—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ [সকাশাৎ] বুদ্ধিঃ (জ্ঞানযোগঃ) [মোক্ষে অন্তরঙ্গত্বেন] জ্যায়সী (প্রশস্যতরা) তে (তব) মতা (সম্মতা) তৎ (তর্হি) ঘোরে (হিংসাত্মকে) কর্ম্মণি মাং কিং (কথং) নিয়োজয়সি? (প্রবর্ত্তয়সি)? ॥ ১

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার অভিমত হয়, তবে আমায় এই হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন প্রবর্ত্তিত করিতেছ? ॥ ১

স্বামী।—এবং তাবদশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা, তদনন্তরম্ "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তং, ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্ক্রিয়ত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাৎ "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" ইতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণ সকাশান্মোক্ষেঽন্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব" ইতি, "তস্মাদুত্তিষ্ঠ" ইতি চ বারং বারং বদন্ হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ব্যামিশ্রেণ (ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা কচিৎ জ্ঞান-প্রশংসা ইত্যেবং সন্দেহোৎপাদকেন) ইব বাক্যেন মে (মম) বুদ্ধিং মোহয়সি ইব ; [অতঃ] যেন (অনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা) অহং শ্রেয়ঃ (মোক্ষম্) আপ্নুয়াম্ (লভেয়ম্) [উভয়োর্মধ্যে যদ্ ভদ্রং] তৎ একং নিশ্চিত্য (নির্ণীয়) বদ (ব্রূহি) ॥ ২

অনু।—তুমি ব্যামিশ্রবাক্যে (অর্থাৎ কখন জ্ঞানের প্রশংসা কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা এইরূপ সন্দেহজনক কথায়) আমার বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করিতেছ ; অতএব যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি তাহা ঐ দুয়ের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২

স্বামী।—নমু "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা কচিৎ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং, তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব ; পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীবশব্দেনোক্তম্ ; অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি, তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২

টিপ্পনী।—দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সাংখ্য-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ২য় অঃ ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" এই পর্য্যন্ত বাক্যে জ্ঞাননিষ্ঠা সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছেন

এবং যোগ-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক "যোগে ত্বিমাং শৃণু" (৩য় অঃ ৩৯ শ্লোক) হইতে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" (২য় অঃ ৪৭শ) শ্লোক পর্য্যন্ত বাক্যদ্বারা কর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় নিষ্ঠার অধিকারিভেদ বিষয়ক ব্যবস্থা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন নাই; কিংবা একই ব্যক্তিরই উভয়বিধ নিষ্ঠার অধিকারিতা সম্বন্ধেও কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং ভগবৎপ্রদত্ত এই দ্বিবিধা নিষ্ঠার অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুচ্চয় সপ্রমাণ হইতেছে না। কারণ "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি-যোগাদ্ধনঞ্জয়"(২য় অঃ ৪৯শ) শ্লোকটি সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। আবার "যাবানর্থ উদপানে (২য় অঃ ৪৬শ) শ্লোকে যাবতীয় কর্ম্ম-জনিত ফলই জ্ঞানফলের অন্তর্ভূত ইহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করায় জ্ঞাননিষ্ঠারই সম্যক্ প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ উপসংহারে ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বিবৃত করিয়া "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ" (২য় অঃ ৭২ তম) শ্লোকে জ্ঞানফলের প্রশংসা করিয়াছেন; আবার "যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্" (২য় অঃ ৬৯ তম) শ্লোকে অদ্বৈত-জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব এবং জ্ঞানই যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ যোগফলের একমাত্র সাধন, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "তাঁহাকে জানিলেই মনুষ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে—অন্য আর উপায় নাই" এই শ্রুতি বাক্যেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব; অতএব অর্জ্জুনকে উভয় নিষ্ঠাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না অর্থাৎ অর্জ্জুন যদি কর্ম্মাধিকারী বলিয়া নির্ণীত হন, তবে তাঁহাকে জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে, আর যদি

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

তাঁহাকে জ্ঞানাধিকারী বলিয়া মনে করা যায়, তবে তাঁহাকে কর্ম্ম-নিষ্ঠা বিষয়ক উপদেশ দেওয়াও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে একই ব্যক্তির প্রতি উভয়বিধ উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও সম্ভব নহে; কেননা—উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুয়ের সম্বন্ধে বিকল্প অসিদ্ধ। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী যখন ভিন্ন ভিন্ন এবং উভয়েরই সমুচ্চয় অসম্ভব আর কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই যখন উৎকৃষ্ট, তখন উৎকৃষ্ট ও অনায়াসপ্রাপ্য জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ও আয়াসসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিতান্ত অযৌক্তিক। তাই এক্ষণে অর্জ্জুন এই শ্লোকে ভগবান্‌কে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন এবং সন্দেহাকুলচিত্তে প্রার্থনা করিলেন যে, যখন যুগপৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান একজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন অধিকারী বিবেচনা করিয়া আমায় একটি উপদেশ দাও, যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইতে পারি॥ ১।২

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অনঘ! (অপাপ!) অস্মিন্ লোকে (শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকে অধিকারিজনে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা [শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং] জ্ঞানযোগেন (ধ্যানাদিনা) নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) [উক্তা] যোগিনাং (সাংখ্যভূমিকাম্ আরুরুক্ষূণাং কর্ম্মযোগাধিকারিণাং) কর্ম্মযোগেন [নিষ্ঠা উক্তা ইতি শেষঃ] ॥ ৩

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—এই (শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অন্তঃকরণবশতঃ দ্বিবিধ) লোকে [অধিকারী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে] দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ মোক্ষপরায়ণতার কথা বলিয়াছি ; তন্মধ্যে শুদ্ধচেতা সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা এবং কর্ম্মযোগাধিকারী যোগীদিগের কর্ম্মযোগে নিষ্ঠা। (ফলতঃ এই দ্বিবিধা নিষ্ঠা মূলতঃ অভিন্ন ; তাহা পরে সপ্রমাণ করিতেছেন) ॥৩

স্বামী। —অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ- যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎ, তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাৎ তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছেত, ন তু ময়া তথোক্তং, কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা, গুণপ্রধানভূতয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ, একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি, সাঙ্খ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্থিতিরুক্তা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। সাঙ্খ্যভূমিকামারুরুক্ষূণান্তু অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেণ নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা, অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি ॥৩

টিপ্পনী ।—সাধ্য ও সাধন অবস্থাভেদে নিষ্ঠা দুই প্রকারে পরিলক্ষিত হইলেও উহা একই ; ইহাই বুঝাইবার জন্য মূলে একবচ-

নান্ত নিষ্ঠাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যিনি প্রাণধান করিতে পারেন, তাঁহার নিকট সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা অভিন্ন। যাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞান সম্যক্‌রূপে অভ্যুদিত হইয়াছে এবং যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস ব্রত পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই বেদান্ত বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত মর্ম্মজ্ঞ জ্ঞানভূমি-সমারূঢ় শুদ্ধান্তঃকরণ সাংখ্যদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ জ্ঞানাদি নিষ্ঠাদ্বারা ব্রহ্মপরতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞাননিষ্ঠা নিরূপিত হইয়াছে। যাঁহারা তাদৃশ শুদ্ধান্তঃকরণ নহেন এবং জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাদৃশ কর্ম্মাধিকারী যোগীদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্মনিষ্ঠাই জ্ঞানভূমিতে আরোহণের সোপানভূত। ইহাই প্রতিপাদন করিতে "ধর্ম্ম্যা দ্ধি যুদ্ধাচ্ছে্রয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় বা বিকল্প নিরূপিত হয় নাই। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত জনগণের সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপ যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহা বস্তুতঃ এক হইলেও শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অবস্থাভেদে দ্বিবিধ। "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" এই শ্লোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ভূমিকাভেদে এক অধিকারীর প্রতি উভয়বিধ উপদেশ যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু অধিকার-ভেদে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার স্বতন্ত্র উল্লেখ আবশ্যক। ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" এই শ্লোক হইতে "মোঘং পার্থ স জীবতি" (৩য় অঃ ১৬শ) এই শ্লোক পর্য্যন্ত ১৩টী শ্লোকে অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই, ইহাই "যস্ত্বাত্মরতি-

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

রেব স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে অবতারিত হইয়াছে। ফলাভিসন্ধি-রাহিত্যরূপ কৌশল দ্বারা চিত্তশুদ্ধিজনিত জ্ঞানোৎপত্তি হইলে বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মও মোক্ষপ্রসূ হয়। ইহার প্রতিপাদনার্থ "তস্মাদসক্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (জ্ঞানং) ন অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) [চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ] সন্ন্যাসনাৎ (জ্ঞানশূন্যাৎ কর্ম্মত্যাগাৎ) সিদ্ধিং (মোক্ষং) চ ন সমধিগচ্ছতি (লভতে) ॥ ৪

অনু ।—কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে কেহ নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ করিতে পারে না ; (আবার চিত্তশুদ্ধিব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত) সন্ন্যাস দ্বারাও কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥ ৪

স্বামী ।—অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নন চ "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতিশ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি, কিং কর্ম্মভিরিত্যা-শঙ্ক্যোক্তং—ন চেতি। ন চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪

টিপ্পনী ।—আত্মজ্ঞান-প্রণোদক কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কদাচ চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয় না। চিত্তশুদ্ধি বিনাও জ্ঞানযোগ

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগু ণৈঃ ॥ ৫

সম্ভবিতে পারে না। তাদৃশ অবিশুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানযোগবিহীন ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মবিহীনতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কেবল সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিতে পারে, যদি এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহারই উত্তরস্বরূপে কহিলেন,—অগ্রে চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সন্ন্যাসগ্রহণে জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিতে পারে না; সুতরাং তাহার চরমফলস্বরূপ মুক্তি কখনও লাভ করিতে পারা যায় না। তাড়াতাড়ি কর্ম্ম করিলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক। অগ্রে কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি, তৎপরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে তবেই মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায়; নচেৎ নহে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—জাতু (কস্যাঞ্চিদপি অবস্থায়াং) কশ্চিৎ (কোঽপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা) ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বাণঃ) ন হি তিষ্ঠতি, হি (যতঃ) প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (রাগদ্বেষাদিভিঃ) সর্ব্বঃ (সর্ব্বোঽপি জনঃ) অবশঃ (অস্বতন্ত্রঃ সন্) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে) ॥ ৫

অনু।—কোন অবস্থাতেই [জ্ঞানী বা অজ্ঞানী] কেহই ক্ষণমাত্রও কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না; কারণ প্রকৃতিজাত গুণ সমুদায় সকলকেই অবশ করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; অর্থাৎ তাহারা ইচ্ছা না করিলেও কোন না কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় ॥ ৫

স্বামী।—কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেষনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ—প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ রাগদ্বেষাদিভি গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে, অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (বাক্পাণ্যাদীনি) সংযম্য (নিগৃহ্য) মনসা [ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন] ইন্দ্রিয়ার্থান্ (বিষয়ান্) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) আস্তে (তিষ্ঠতি) স বিমূঢ়াত্মা (বিমূঢ়চিত্তঃ) মিথ্যাচারঃ উচ্যতে ॥ ৬

অনু।—যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে (ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল চিন্তা করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কপটাচার বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৬

স্বামী।—অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে অবিশুদ্ধতয়া মনস আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ, স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! যস্তু ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) মনসা নিয়ম্য (ঈশ্বরপ্রবণানি কৃত্বা) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগং (কর্ম্মরূপং যোগম্ উপায়ম্) আরভতে (অনুতিষ্ঠতি) অসক্তঃ (ফলা-

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

ভিলাষহিতঃ) সঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি ; চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীতি ভাবঃ)॥ ৭

অনু।—হে অর্জ্জুন! পরন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে মনে মনে সংযত করিয়া (ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, ফলাভিলাষশূন্য সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিবশতঃ তিনি জ্ঞানবান্ হন॥ ৭

স্বামী।—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্থিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপ্রবণানি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ॥ ৭

টিপ্পনী।—ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান্ বাহ্যতঃ লোকদৃষ্টিতে বিষয় সুখে উদাসীন অথচ অন্তরে বিষয়-সুখ-চিন্তাপরায়ণ অজিতেন্দ্রিয় ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়া এখানে তদ্বিপরীত ধর্ম্মী মহাজনদিগের কথা বলিতেছেন—যিনি শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত করিয়া ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এক ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের দ্বারা মনে মনে বিষয় ভোগে নিরত হইয়া পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইতেছেন। পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ

করিয়াও পুরুষার্থের অধিকারী হইয়া ধন্য হইতেছেন। জনকাদি জীবন্মুক্ত মহাত্মারাই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত॥ ৬। ৭

অন্বয়ঃ।—ত্বং নিয়তং (নিত্যম্ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম (সন্ধ্যোপাসনাদি) কুরু; হি (যতঃ) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকরণাৎ কর্ম্ম (কর্ম্মকরণং) জ্যায়ঃ (প্রশস্ততরম্); [অন্যথা] অকর্ম্মণঃ (সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য) তে (তব) শরীরযাত্রাপি (শরীর-নির্ব্বাহোঽপি) ন প্রসিধ্যেৎ (ন ভবেৎ)॥ ৮

অনু।—তুমি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না॥ ৮

স্বামী।—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু, হি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্ম-শূন্যস্য তব শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ॥ ৮

টিপ্পনী।—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত না করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে চিত্তকে বশীভূত করিতে পারা যায় না; এদিকে চিত্তজয় ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠাও অসম্ভব; অতএব কর্ম্মই জ্ঞাননিষ্ঠার মূল; সুতরাং উহা অপরিত্যজ্য। পক্ষান্তরে চিত্তশুদ্ধি হইলেও কর্ম্মত্যাগ করিতে পারা যায় না; কারণ কর্ম্মত্যাগ করিলে দেহ-যাত্রাই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সকলকেই আপন আপন ধর্ম্মবিহিত কর্ম্মদ্বারা জীবিক নির্ব্বাহ করিতে হইবে। দেহ রক্ষা করিতে না পারিলে কোথায় বা চিত্তশুদ্ধি আর কোথায় বা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভে মোক্ষ-লাভ? অতএব সর্ব্বাবস্থায় কর্ম্ম অবশ্য করণীয়॥ ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞো বিষ্ণুঃ ; তদারাধনার্থাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (তদেকং বিনা) অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মভিঃ বধ্যতে ইত্যর্থঃ) ; [অতঃ] হে কৌন্তেয় ! তদর্থং (বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং) মুক্তসঙ্গঃ নিষ্কামঃ) [সন্] কর্ম্ম সমাচর (সম্যক্ আচর)॥ ৯

অনু।—বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত কর্ম্মে লোকে আবদ্ধ হয় ; অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনার্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর [তাহাতে কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হইবে না]॥ ৯

স্বামী।—সাঙ্খ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহু-স্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর॥ ৯

অন্বয়ঃ।—প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) পুরা (সর্গাদৌ) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞাধিকৃতাঃ) ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা [ইদম্] উবাচ , অনেন (যজ্ঞেন) [যূয়ং] প্রসবিষ্যধ্বং (প্রসূয়ধ্বম্ উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ) ; এষঃ (যজ্ঞঃ) বঃ (যুষ্মাকম্) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অস্তু॥ ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

অনু।—পুরাকালে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; ইহাই তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০

স্বামী।—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং, প্রসূয়ধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—অনেন (যজ্ঞেন) [যূয়ং] দেবান্ ভাবয়ত, (হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত), তে দেবাঃ বঃ (যুষ্মান্) ভাবয়ন্তু (বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ সংবর্দ্ধয়ন্তু); পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (এবম্ অন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তঃ) [দেবা যূয়ঞ্চ] পরং শ্রেয়ঃ (অভীষ্টমর্থম্) অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥ ১১

অনু।—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে [ঘৃতাহুতি-বিভাগদ্বারা] সংবর্দ্ধিত কর, দেবগণও [বৃষ্ট্যাদিদ্বারা অন্নোৎপত্তি-নিবন্ধন] তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥ ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

স্বামী।—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবা-নিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, এবমন্যোহন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োহভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) যজ্ঞভাবিতাঃ (তুষ্টিং প্রাপিতাঃ) বঃ (যুষ্মভ্যম্) ইষ্টান্ (অভিলষিতান্) ভোগান্ (ভোগ্যপদার্থান্) দাস্যন্তে (দাস্যন্তি); হি (অতঃ) তৈঃ (দেবৈঃ) দত্তান্ (অন্নাদি-ভোগ্যপদার্থান্) এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় (পঞ্চযজ্ঞাদিভিঃ অদত্ত্বা) যঃ ভুঙ্্ক্তে (উপযুঙ্্ক্তে) সঃ (স্বয়ং ভোক্তা) স্তেনঃ (চৌরঃ) এব [জ্ঞেয়ঃ] ॥ ১২

অনু।—যজ্ঞদ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে অভি-লষিত ভোগ্য পদার্থনিচয় প্রদান করিবেন; অতএব সেই দেবগণ-প্রদত্ত অন্নাদি বস্তুসমুদয় তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে চোরই [ইহা জানিবে] ॥ ১২

স্বামী।—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টা-নিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি, হি অতো দেবৈর্দ্দত্তানন্নাদীন্ এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্্ক্তে, স চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞশেষভোজিনঃ) সন্তঃ (সাধবঃ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে; যে তু আত্মকারণাৎ (আত্মনো ভোজনার্থমেব) পচন্তি [ন তু দেবার্থং], তে পাপাঃ (দুরাচারাঃ) অঘং (পাপম্) [এব] ভুঞ্জতে ॥ ১৩

অনু।—যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে ॥ ১৩

স্বামী।—অতশ্চ যজ্ঞন্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি, তে পঞ্চ-সূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ,—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥" যে ত্বাত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি ন তু বৈশ্ব-দেবাদ্যর্থং তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

টিপ্পনী।—যাঁহারা নিষ্ঠাসহকারে প্রতিদিন অবশ্যকরণীয়-বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞদ্বারা ভক্ষ্য পদার্থসমূহ দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া তদবশিষ্ট দ্রব্য ভোজনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু পুরুষ বলিয়া গণ্য এবং তাঁহারাই যজ্ঞপুরুষের প্রকৃত ভক্ত। তাদৃশ ব্যক্তিগণ বিহিত কর্ম্মের অকরণ-প্রসূত কিংবা পঞ্চসূনাজনিত যাবতীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "গৃহস্থগণের গৃহে উদূখল, যাঁতা,চুল্লী,জলকুম্ভ ও সম্মার্জ্জনী, এই পঞ্চসূনা অর্থাৎ প্রাণিহিংসার স্থান বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। ইহার জন্য তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না।" এই পঞ্চসূনাজনিত পাপের নিরাকরণার্থে উক্ত শাস্ত্রে উক্ত আছে—পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চ-সূনোদ্ভূত পাপের খণ্ডন হয়। পঞ্চযজ্ঞ যথা—"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্॥" পরন্তু যাহারা দেবোদ্দেশে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল আত্মোদর-পূরণার্থ খাদ্য পাক করে, তাহারা পাপই ভক্ষণ করে॥ ১৩

অন্বয়ঃ :—ভূতানি (প্রাণিনঃ) [শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ] অন্নাদ্ ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে), পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ (অন্নস্য সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ) [ভবতি]; যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি; যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ)॥ ১৪

অনু।—জীবগণ [শুক্রশোণিতাদিরূপে পরিণত] অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে সেই বৃষ্টির উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে॥ ১৪

স্বামী।—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতান্যুৎপদ্যন্তে, অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্ বৃষ্টেঃ, স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৪

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—[তচ্চ যজমানব্যাপাররূপং] কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্ম বেদঃ ; তস্মাৎ প্রবৃত্তং) বিদ্ধি (বিজানীহি), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবম্ (অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং) [জানীহি] ; তস্মাৎ সর্ব্বগতম্ [অপি] ব্রহ্ম নিত্যং (সর্ব্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং (যজ্ঞেন উপায়ভূতেন প্রাপ্য ইতি ভাবঃ) ॥ ১৫

অনু।—[সেই যজমানাদির কার্য্যরূপ] কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; বেদও পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ; অতএব সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ একমাত্র যজ্ঞরূপ উপায়ে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৫

স্বামী।—তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি, "অস্য মহতো-ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগত-মক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যত ইতি। "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রমূলং কর্ম্ম, তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! এবম্ (ইত্থং) প্রবর্ত্তিতং চক্রং যঃ ইহ

ন অনুবর্ত্তয়তি (নানুতিষ্ঠতি) সঃ অঘায়ুঃ (অঘং পাপরূপম্ আয়ুর্যস্য তথাভূতঃ পাপময়জীবন ইত্যর্থঃ) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেব রমতে ন তু ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি) অতঃ মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি (বৃথৈব তস্য জন্ম ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬

অনু।—হে পার্থ! ইহলোকে যে ব্যক্তি এইরূপে প্রবর্ত্তিত-চক্রের অনুসরণ না করে, সে ব্যক্তি পাপময়-জীবন, বিষয়ভোগরত ; অতএব সে বৃথা জীবন ধারণ করে ; [তাহার জীবন বৃথা] ॥ ১৬

স্বামী।—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থ-সিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাত্তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিত-মিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্ বেদাখ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুরুষাণ কর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি, ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ, যতঃ ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বেব রমতে ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬

টিপ্পনী।—যে ব্যক্তি ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকোক্ত ভগবন্নির্দ্ধারিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করে, তাহার জীবন পাপময়। তাদৃশ বিষয় ভোগ-নিরত ব্যক্তি। অকিঞ্চিৎকর জীবনের ভার বহন নিরর্থক। কারণ, মৃত্যু হইলে পরজন্মে সে ব্যক্তি পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুযোগ পাইতে পারে ; অধিকন্তু তাদৃশ পাপময় জীবন ব্যক্তি যতদিন ইহ লোকে অবস্থান করিবে, ক্রমাগত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহার পাপভার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অতএব মৃত্যুই তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কথঞ্চিৎ শুভকর। প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা লাভার্থ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনজন্য "ন কর্ম্মণা-

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

মনারম্ভাৎ" ইত্যাদি ৪র্থ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ"ইত্যাদি ৮ম শ্লোক পর্য্যন্তের অবতারণা। তৎপরে "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র" ইত্যাদি ৯ম শ্লোক হইতে "মোঘং পার্থ স জীবতি" পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানবিহীন জনের কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ক হেতুবাদ-সমূহ এবং অকরণে দোষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে॥১৫।১৬

অন্বয়ঃ।—যস্তু মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য তাদৃশঃ) আত্মতৃপ্তশ্চ এব (আত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতশ্চ) [অতএব] আত্মনি এব (স্বস্মিন্নেব ন তু ভোগ্য-পদার্থেষু) সন্তুষ্টঃ (ভোগাপেক্ষারহিত ইতি ভাবঃ) তস্য কার্য্যং (কর্ত্তব্যং কর্ম্ম) ন বিদ্যতে (নাস্তি) ॥ ১৭

অনু।—কিন্তু যিনি আত্মাতেই প্রীতি অনুভব করেন ও আত্মাতেই পরিতৃপ্ত (ভোগাদিতে নহেন), আত্মাতেই যিনি এবং সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম যোগী এবং মুক্ত পুরুষ ॥ ১৭

স্বামী।—তদেবং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ অত এবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগা-পেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭

টিপ্পনী।—যাহারা ইন্দ্রিয়ারাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখসাধনকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহারা স্রক্ চন্দন

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

রমণী লাভে রতি অনুভব করে, সুস্বাদু অন্নপানাদি লাভে তৃপ্তি বোধ করে এবং ধন পুত্র পশু প্রভৃতি লাভে পরম তুষ্টি অনুভব করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। এই সকলের অভাব ঘটিলে তাহাদের চিত্তে অনুক্ষণ অসন্তোষ ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহারা পরমার্থদর্শী তাদৃশ মহাত্মারা বিষয়সুখের বিন্দুমাত্র কামনা করেন না; তাঁহারা পরমানন্দের অধিকারী; সুতরাং দ্বৈতদর্শনের অভাব নিবন্ধন বিষয়সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা আত্মাবেই পরমানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের সকল রতি—সকল তৃপ্তি এবং সর্ব্ববিধ সন্তোষ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; অতএব কোন প্রকার লৌকিক বা বৈদিক কার্য্যে তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—ইহ (সংসারে) তস্য কৃতেন (অনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা) অর্থঃ (পুণ্যং) নৈব [অস্তি] অকৃতেন (অননুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা) [চ] কশ্চন (কোঽপি প্রত্যবায়রূপঃ অর্থঃ) ন [বিদ্যতে]; সর্ব্বভূতেষু (ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু) অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়ঃ) ন [অস্তি] ॥ ১৮

অনু।—এই সংসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার কোনও পুণ্য হয় না, অনুষ্ঠান না করিলেও পাপ হয় না; সর্ব্বভূতে তাঁহার মোক্ষার্থ কোন আশ্রয়ণীয়ও নাই; অর্থাৎ মোক্ষার্থে কাহারও আশ্রয় তাঁহাকে লইতে হয় না ॥ ১৮

স্বামী।—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি। "তস্মাৎ তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ"ইতি শ্রুতের্ম্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাৎ তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দ্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয় আশ্রয়ঃ এব ব্যাপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবস্য শ্রুতৈত্যবোক্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি। হ নেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধনায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্‌ ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্‌" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ॥ ১৮

টিপ্পনী।—১৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির কোন প্রকার কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। ইহাতে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় প্রত্যবায় পরিহারার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন কি না? তদুত্তরে বলিতেছেন—আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা অন্য কোন ফলপ্রাপ্তির কথা দূরে থাকুক, মুক্তিরূপ ফলও তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কারণ তিনি স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ লোভনীয় অভ্যুদয়ও চান না; তাঁহার নিঃশ্রেয়স সাধনে কর্ম্মের সাধ্য নাই? শ্রুতি বলেন—কর্ম্মে যাঁহার আসক্তি নাই, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিত্য মোক্ষ স্থিরীকৃত হইয়াই আছে; কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা লভ্য নহে। অজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র প্রতিবন্ধক। যাঁহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার আর কর্ম্মসাধ্য বা জ্ঞানসাধ্য

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯

ফলের আবশ্যকতা কি? নিত্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় বটে কিন্তু যিনি কর্ম্মের অতীত—যিনি আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহার পক্ষে তাদৃশ প্রত্যবায় অসম্ভব। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত কোন পদার্থের সহিত কোনরূপ প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ কোন ভূতবিশেষকে অবলম্বন করিয়া কোনরূপ ক্রিয়াসাধ্য পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়োজন নাই; শ্রুতি বলেন—"ঈদৃশ প্রয়োজনবিহীন জ্ঞানীর সম্বন্ধে মোক্ষের প্রতিকূলতাচরণে দেবতাও অসমর্থ।" অতএব কোনরূপ বিঘ্নের প্রতিকার সম্পাদনার্থ দেবারাধনরূপ কর্ম্মও তাঁহার নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ সর্ব্বথা কর্ম্মাতীত॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (কারণাৎ) অসক্তঃ (আসঙ্গরহিতঃ [সন্] সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যম্ (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম) সমাচর (সম্যগনুতিষ্ঠ), হি (যস্মাৎ) অসক্তঃ [সন্] কর্ম্ম আচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) পুরুষঃ (জনঃ) [জ্ঞানদ্বারা] পরং (মোক্ষম্) আপ্নোতি॥ ১৯

অনু।—অতএব তুমি ফলকামনাশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; কারণ ফলাসক্তিহীন ব্যক্তি কর্ম্মাচরণ করিয়া [জ্ঞানদ্বারা] মোক্ষ লাভ করেন॥ ১৯

স্বামী।—যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিং জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টিপ্পনী।—আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন, তুমি ত আত্মজ্ঞ নহ—অতএব তোমাকে অবশ্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু নিষ্কাম হইতে হইবে। অপিচ প্রতিনিয়ত কর্ম্ম করা চাই; ইচ্ছানুসারে করিলে চলিবে না। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ হইলে পুরুষ অবশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব [শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ] সংসিদ্ধিং (সম্যক্ জ্ঞানম্) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ); [যদ্যপি ত্বমাত্মানং সম্যগ্ জ্ঞানিনমেব মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেব]; লোক-সংগ্রহম্ (লোকস্য স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনম্) অপি সংপশ্যন্ (পর্য্যালোচয়ন্ [ত্বং] [কর্ম্ম] কর্ত্তুম্ এব অর্হসি ॥ ২০

অনু—জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি (সম্যক্ জ্ঞান) লাভ করিয়াছেন; [যদিও তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানীই মনে কর, তথাপি] লোকসংগ্রহ পর্য্যালোচনা করিয়াও অর্থাৎ লোক সকলের স্বধর্ম্ম পালনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম্ম করাই উচিত; [কর্ম্মত্যাগ উচিত নহে]॥ ২০

স্বামী।—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌জ্ঞানম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্‌জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্র

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২

মেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং, ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি, অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—শ্রেষ্ঠঃ [জনঃ] যদ্ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ (প্রাকৃতো জনঃ) তত্তদেব [আচরতি] ; সঃ (শ্রেষ্ঠঃ) [কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা] যৎ প্রমাণং কুরুতে (মন্যতে), লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে (অনুকরোতি) ॥ ২১

অনু।—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন,সাধারণ মানবগণও সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্থির করেন, লোকে তাহাই মানিয়া চলে ॥ ২১

স্বামী।—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তথাহ—যদ্ যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি, স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ কুরুতে মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! মে (মম) কর্ত্তব্যং নাস্তি ; [যতঃ] ত্রিষু লোকেষু [ময়] অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্তম্) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্যং)

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) ন [অস্তি] ; [তথাপি অহং] কর্ম্মণি বর্ত্তে এব (কর্ম্ম করোম্যেব) ॥ ২২

অনু।—হে পার্থ! আমার কোন কর্ত্তব্য নাই ; কারণ ত্রিলোকে এমন কিছু নাই, যাহা আমি পাই নাই বা যাহা আমার পাইবার যোগ্য ; তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই আছি ॥ ২২

স্বামী।—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ত্রিভিঃ ন মে পার্থেতি। হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি, যতস্ত্রিষপি লোকেষু অনবাপ্তমপ্রাপ্তং সৎ অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং কিঞ্চন নাস্তি; তথাপি কর্ম্মণ্যহং বর্ত্ত এব কর্ম্ম করোম্যেবেত্যের্থঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ ;—হে পার্থ! যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) [সন্] কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং) [তদা] হি (নিশ্চিতমেব) মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম (মার্গং) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈরেব প্রকারেণ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুবর্ত্তেরন্) ॥ ২৩

অনু।—হে পার্থ! যদি আমি অনলস হইয়া কদাচিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে সকলেই সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিবে অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩

স্বামী।—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম

নানুতিষ্ঠেয়ং তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তে-রন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং, [তর্হি] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (কর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ), [তথা সতি] [অহং] চ সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করস্য) কর্ত্তা স্যাং (ভবেয়ম্); [এবমহমেব] ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাং (মলিনীকুর্য্যাম্) ॥ ২৪

অনু।—যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে এই সমুদয় লোক কর্ম্মলোপবশতঃ বিনষ্ট হইবে; তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব; এইরূপে আমিই এই সমুদয় প্রজাগণকে মলিন করিয়া ফেলিব ॥ ২৪

স্বামী।—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ কর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যা-মিতি ॥ ২৪

টিপ্পনী।—প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষই যে কেবল কর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন; তাহা নহে। যাঁহারা বিষয়ে অনাসক্ত অথচ জ্ঞানলিপ্সু, তাঁহারাও কর্ম্মাতীত। রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠগণ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—কেহই কর্ম্মত্যাগে সিদ্ধিলাভ করেন নাই। যিনি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিও লোকহিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা কিছু করেন, তদনুবর্ত্তী জনগণ তাহাই করে। যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহারাও কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিবে। কেবল যে জনকাদি মহাপুরুষগণই এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থল

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

তাহা নহে। আমি অখিল জগৎস্বামী ভগবান্; আমার অপ্রাপ্ত কোন বস্তুই নাই—পাইবার যোগ্য কোন পদার্থও ত্রিভুবনে নাই—সুতরাং আমার কর্ত্তব্যও ত্রিজগতে কোন নাই; তথাপি আমি সর্ব্বদাই কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছি। আমার কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্মশূন্য হইয়া কাহারও থাকা উচিত নহে। আমি যদি কর্ম্মে অবহেলা করি, তবে জগতীতলস্থ কর্ম্মাধিকারী মানবগণও কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিবে; সুতরাং মানবগণ উন্মার্গগামী হইয়া উৎসন্ন দশায় উপনীত হইবে, আর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃত ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সমাজে বর্ণসঙ্করের আবির্ভাব হইবে। অতএব লোকসংগ্রহার্থ জীবন্মুক্ত পুরুষেরও কর্ম্মত্যাগ করা বিধেয় নহে ॥ ২০—২৪

অন্বয়।—হে ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) [সন্তঃ] অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা [কর্ম্ম] কুর্ব্বন্তি, লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকান্ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতুম্ ইচ্ছুঃ) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) [অপি] অসক্তঃ (অনাসক্তঃ) [সন্] তথা (তদ্বৎ) কুর্য্যাৎ (অনুতিষ্ঠেৎ) ॥ ২৫

অনু।—হে ভারত! কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া অজ্ঞগণ যেরূপে কর্ম্ম করে, লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে উৎসুক হইয়া জ্ঞানীও অনাসক্ত হইয়া সেইরূপভাবেই কর্ম্ম করিবেন ॥ ২৫

স্বামী।—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ;

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म्मसङ्गिनाम्।
जोषयेत् सर्व्वकर्म्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्॥ २६

সক্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ॥ ২৫

অন্বয়।—কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্তানাম্) অজ্ঞানাম্ (অবিবেকিনাম্) বুদ্ধিভেদম্ (অকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদম্ অন্যথাত্বং) ন জনয়েৎ (কর্ম্মণঃ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ); [অপি তু] বিদ্বান্ (জ্ঞানী) যুক্তঃ (অবহিতঃ) [ভূত্বা] সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) জোষয়েৎ (কর্ম্মণি প্রযোজয়েৎ; তান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ)॥ ২৬

অনু।—জ্ঞানী কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবেন না; পরন্তু তিনি স্বয়ং অবহিত হইয়া সমুদয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠান করাইবেন॥ ২৬

স্বামী।—নমু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামত এব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদ্ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথম্? যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ২৭

টিপ্পনী।—যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই কর্ত্তৃত্বাভিমানে প্রণোদিত হইয়া ফল-কামনায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; জ্ঞানী মহাত্মারা মানব সমাজের কল্যাণ-সাধনায় উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সর্ব্বদা

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

প্রবর্ত্তিত রাখিবার উদ্দেশে স্বয়ং তাঁহাদেরই মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেন; কিন্তু তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান বা ফলাভিসন্ধি থাকে না। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেন; তাহাতেই লোকশিক্ষারূপ পরম মঙ্গল সাধিত হয়; তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিলে, উহারাও কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রভূত অনিষ্টের সৃষ্টি করিবে। পরন্তু যাহারা অনধিকারী এবং অজ্ঞান, তাহারা ফলাভিসন্ধি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদানে কর্ম্ম হইতে তাহাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, তাহারা কর্ম্ম সাধনে বঞ্চিত হইবে এবং জ্ঞানের অনুৎপত্তি নিবন্ধন জ্ঞানমার্গ তাহাদের সুদুর্লভ হইয়া পড়িবে, তাহারা উভয় বিনষ্ট হইয়া পড়িবে। তাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি অর্দ্ধ এবং অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিলে তাহাকে ঘোর নরকে নিপাতিত করা হয় ॥ ২৫।২৬

অন্বয়ঃ।—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিকার্য্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ) ক্রিয়মাণানি [যানি] কর্ম্মাণি, [তানি] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারেণ ইন্দ্রিয়াদিষু আত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধির্যস্য সঃ) অহম্ [এব] কর্ত্তা ইতি মন্যতে ॥ ২৭

অনু।—কর্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি কার্য্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে; পরন্তু অহঙ্কারে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে আত্মার অধ্যাসে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আমিই ঐ সকল কর্ম্ম করিতেছি—এইরূপ মনে করে ॥ ২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

স্বামী।—নন্থ বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদ-বিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্ব্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতে-রিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্ব-প্রকারেণ ক্রিয়মাণাণি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ—অহমিতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধির্যস্য॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (নাহং গুণা ত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ,ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপি আত্মনো বিভাগঃ এতয়োঃ) তত্ত্ববিৎ তু (যাথার্থ্যজ্ঞঃ) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে [নাহম্ ইতি মত্বা ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি)॥ ২৮

অনু:—পরন্তু হে মহাবাহো! "আমি গুণাত্মক নহি" এই রূপে গুণ হইতে এবং "আমার কর্ম্ম নাই" এইরূপে কর্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য—এতদুভয়ের স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহই বিষয়ে রহিয়াছে, আমি নহি; এই মনে করিয়া কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি করেন না॥২৮

স্বামী।—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ তয়োগুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা॥ ২৮

প্রকৃতেগুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ হতবিবেকাঃ) [যে জনাঃ] গুণকর্ম্মসু (গুণেষু ইন্দ্রিয়াদিষু তৎকর্ম্মসু চ) [বয়ং কুর্ম্ম ইতি] সজ্জন্তে (অভিনিবেশযুক্তা ভবন্তি) কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (অল্পজ্ঞান্) মন্দান্ (মন্দমতীন্) ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অনু।—যাহারা প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ সত্ত্বাদিদ্বারা সম্যক্ রূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হয়, ('আমিই করিতেছি' এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হয়), সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী সকাম মন্দমতী ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবেন না, (অস্থিরচিত্ত করিবেন না) ॥ ২৯

স্বামী।—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতেগুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সম্মূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কুর্ম্ম ইতি, তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) অধ্যাত্মচেতসা (অন্তর্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) [অত এব] নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (ত্যক্তশোকঃ) [সন্] যুধ্যস্ব ॥ ৩০

অনু।—সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, "আমি অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, আমার নিজের কোন কর্ম্ম নাই" এইরূপ বুদ্ধিতে নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৩০

স্বামী।—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্য্যাম্যধীনোহহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোহত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

টিপ্পনী।—অজ্ঞ ও বিজ্ঞের কর্ম্মানুষ্ঠানে সমতা থাকিলেও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব বশতঃ এতদুভয় পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মুমুক্ষু অজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিশূন্য ভাবে ভগবানে অর্পিত হওয়ায়, অমুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের কর্ম্মাধিকারিতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিরও কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য; অর্জ্জুন অদ্যাপি তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার পক্ষেও কর্ম্ম যে অবশ্য করণীয়, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ম্মাধিকারী অজ্ঞ জনেরও কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক; পরন্তু লৌকিক ও বৈদিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবরূপী আমাতে অর্পণ এবং আপনাকে তাঁহার ভৃত্যবৎ অধীন মনে করিয়া, সর্ব্বকর্ম্ম সেই সর্ব্বেশ্বরের অধীনতায় সম্পন্ন হইতেছে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। মূলোক্ত "জ্বর" শব্দে সন্তাপজনিত

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১

শোক লক্ষিত হইয়াছে। বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে তাহার নরকে পতন ঘটে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি মুমুক্ষু, যুদ্ধরূপ বিহিত কর্ম্মে তোমার বীতস্পৃহ হওয়া উচিত নহে। মুমুক্ষু মাত্রেরই মমতাশূন্য, শোকবিরহিত ও নিষ্কাম ভাবে বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করা আবশ্যক, ইহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—যে মানবাঃ [মদ্‌বাক্যে] শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্দধানাঃ) অনসূয়ন্তঃ (দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তঃ) মে (মদীয়মিদং) মতং নিত্যং (সদা) অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি (কর্ম্ম কুর্ব্বাণা অপি) [শনৈঃ জ্ঞানিবৎ] কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে॥ ৩১

অনু।—[আমার উপদেশ বাক্যে] শ্রদ্ধাবান্ ও "ইনি আমায় দুঃখজনক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন" এইরূপ দোষ-দৃষ্টি-পরিশূন্য হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার এই মত সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াও [ক্রমশঃ জ্ঞানীর ন্যায়] সকল কর্ম্ম হইতেই মুক্তি লাভ করেন॥ ৩১

স্বামী।—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে॥ ৩১

টিপ্পনী।—যে আত্মনিষ্ঠ এবং শাস্ত্রাধিকারী মানব, যথার্থ শাস্ত্রসঙ্গত বোধে আমার অনুমোদিত অভিপ্রায়ের অনুরূপ কর্ম্মানু-

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩

ষ্ঠান করে, কিংবা যাহারা তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও, তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ অথবা যাহারা তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইলেও এই কর্ম্মগুণ-ময় শাস্ত্রার্থে দোষ দর্শন করে না, তাহারা সকলেই সর্ব্ববন্ধন-হেতুভূত কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করে। আর যাহারা আমার অনুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, কিন্তু মৎপ্রতিপাদিত শাস্ত্রার্থে অশ্রদ্ধাবান্ বা বিদ্বেষ-পরবশ নহে, তাহারাও অনতিকালমধ্যে শ্রদ্ধা ও অবিদ্বেষ হেতু ক্ষীণপাপ হইবে ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—যে তু মে (মম) এতৎ মতম্ (ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ ইতি অনুশাসনম্) অভ্যসূয়ন্তঃ (দ্বিষন্তঃ) ন অনুতিষ্ঠন্তি (নাচরন্তি) অচেতসঃ (বিবেকশূন্যান্) তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যৎ জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্) [অত এব] নষ্টান্ বিদ্ধি (বিজানীহি) ॥ ৩২

অনু।—পরন্তু যাহারা অসূয়া-বশবর্ত্তী হইয়া আমার এই অনুশাসন মানিয়া না চলে, বিবেকহীন সেই সকল ব্যক্তি সর্ব্ববিধ কর্ম্মে এবং ব্রহ্মবিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

স্বামী।—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানু-

তিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অত এব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্ জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—[কা কথা অজ্ঞস্য] জ্ঞানবানপি স্বস্যাঃ (স্বকীয়ায়াঃ) প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্য) সদৃশম্ (অনুরূপং) চেষ্টতে ; [যতঃ] ভূতানি (প্রাণিনঃ) প্রকৃতিং যান্তি (স্বভাবম্ অনুবর্ত্তন্তে) [অতঃ] নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অনু ;—[অজ্ঞের কথা আর কি বলিব ?] জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বকীয় স্বভাবের অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন। যখন প্রাণিগণ স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করে, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আর কি ফল হইবে ? [কারণ প্রকৃতিই বলীয়সী] ॥ ৩৩

স্বামী ।—নন্থ তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনস্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্ব্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্ব্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টিপ্পনী ।—পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছাজনিত যে সংস্কার বহু জন্মেও মনুষ্যের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতির সংস্কার অতীব বলবান্। এইরূপ বলবতী প্রকৃতির অধীন হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তিও অনুরূপ কর্ম্মান্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তদনুষ্ঠানেই আত্ম-নিয়োজন করেন। অতএব যখন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণও প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না, তখন অজ্ঞ জনের আর কথা কি ? যখন প্রাণিমাত্রেই প্রকৃতির

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

অনুবর্ত্তী, তখন তাহাদের তাহাতে নিবারণ করিবার সাধ্যই বা কি? কিছুতেই এই চিরন্তন স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির নিরোধ করিতে পারে না। একমাত্র সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপালব্ধ ভক্তিযোগই এই বলবতী প্রকৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের অমোঘ উপায়। ভক্তচূড়ামণি মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতি ইহার প্রকৃতি দৃষ্টান্ত। তাদৃশ সৎসঙ্গলাভ ব্যতীত এই প্রকৃতি-জনিত দুর্ব্বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ান্তর নাই ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সর্ব্বেষামেব ইন্দ্রিয়াণাম্) অর্থে (স্বস্ববিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুকূলে রাগঃ প্রীতিঃ, প্রতিকূলে চ দ্বেষঃ বিরাগঃ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবিনৌ) ; [তথাপি] তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ (রাগদ্বেষয়োঃ বশবর্ত্তী ন ভবেৎ) হি (যতঃ) তৌ (রাগদ্বেষৌ) অস্য (মুমুক্ষোঃ) পরিপন্থিনৌ (প্রতিপক্ষৌ) ॥ ৩৪

অনু।—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে প্রীতি এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী ; তথাপি ঐ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না ; কারণ রাগদ্বেষ মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪

স্বামী।—নম্বেবং প্রকৃত্যাধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া প্রত্যেকং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যুক্তম্। অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্ব্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্য অনবহিতং পুরুষমনর্থেঽতি-গম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্ত-য়তি, ততশ্চ গম্ভীর-স্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪

টিপ্পনী।—প্রকৃতি রাগ-দ্বেষকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মনুষ্য-গণকে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে হিতাহিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। অতএব রাগদ্বেষই যাবতীয় অনর্থের মূলীভূত; ইহা মনে রাখিয়া কদাচ তাহাদের বশীভূত হইবে না। কেবল শাস্ত্রার্থ-বিবেকই মানবগণকে রাগ-দ্বেষের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অত-এব শাস্ত্রজ্ঞানবলে রাগদ্বেষ জয় করিয়া প্রকৃতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ কর এবং এবং পুরুষকারের সাহায্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি সাধন ও জ্ঞানার্জ্জনদ্বারা মুক্তিস্বরূপ পরম মঙ্গল লাভ কর। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বুঝাইবার জন্য মূলে "ইন্দ্রিয়স্য" পদের পুনরুক্তি হইয়াছে ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—বিগুণঃ (কিঞ্চিদঙ্গহীনঃ) [অপি] স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাৎ) পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) [তত্র হেতুঃ] স্বধর্ম্মে [প্রবর্ত্তমানস্য] নিধনং (মরণম্) [অপি] শ্রেয়ঃ (শুভফলজনকত্বাৎ প্রশস্ততরঃ) পরধর্ম্মঃ [নরকপ্রাপকত্বাৎ] ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

অনু।—কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ-সাধক; [কারণ উহা শুভফলজনক]। স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, পরন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ; [কারণ উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া নরক-সাধক]॥ ৩৫

স্বামী।—তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দ্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বা-বিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গ-হীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ,—স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্ত-মানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্ম্মস্তু স্বস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুন উবাচ—অথ (প্রশ্নে) হে বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণ কৃষ্ণ!) [পাপং কর্ত্তুম্] অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ) বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি (অনুতিষ্ঠতি)॥ ৩৬

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে বৃষ্ণিকুলসম্ভূত কৃষ্ণ! ইচ্ছা না থাকিলেও কাহার প্রেরণায় বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই যেন লোকে পাপানুষ্ঠান করে॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

স্বামী।—তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং, তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ, হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি? কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুধ্যতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ।—রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণজাতঃ) এষ কামঃ [এব]; ক্রোধঃ [অপি] এষঃ; [কামো হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে, অতঃ পূর্ব্বং পৃথক্ত্বেন উক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্য উচ্যতে;] [অয়ং কামঃ] মহাশনঃ (দুষ্পূরঃ) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্রঃ) এনং (কামম্) ইহ (মোক্ষমার্গে) বৈরিণং (শত্রুং) বিদ্ধি ॥ ৩৭

অনু।—[যৎপ্রেরিত হইয়া লোকে ইচ্ছা না থাকিলেও পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে] সে এই কাম; ইহাই [আবার] ক্রোধও বটে; [কারণ এই কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়, অতএব কাম ও ক্রোধ অভিন্ন]; ইহা রজোগুণ হইতে জাত এবং দুষ্পূরণীয় ও অত্যন্ত উগ্র; মোক্ষমার্গে ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭

স্বামী।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যত্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুঃ কাম এব, নমু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮

ত্বয়োক্ত "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র? সত্যং, নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কাম এব হি, কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে; অতঃ পূর্ব্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে। রাজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়তে ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি; অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ —মহাশনো মহৎ অশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ, ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—যথা [সহজেন] ধূমেন বহ্নিঃ আব্রিয়তে (আচ্ছাদ্যতে), যথা [আগন্তুকেন] মলেন আদর্শঃ (দর্পণঃ) [আচ্ছাদ্যতে] যথা উল্বেন (গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা) গর্ভঃ [সর্ব্বতঃ] আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ), তথা তেন (কামেন) ইদং (জ্ঞানম্) আবৃতম্ ॥ ৩৮

অনু।—যেমন [সহজাত] ধূমে অগ্নি এবং [আগন্তুক] মলে দর্পণ আবৃত হয় এবং যেমন জরায়ুদ্বারা গর্ভ [সর্ব্বতোভাবে] আবৃত থাকে, সেইরূপ কামদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৮

স্বামী।—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধঃ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রুণা) এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ (অপূর্য্যমানেন) অনলেন জ্ঞানিনঃ [অপি] জ্ঞানম্ আবৃতম্॥ ৩৯

অনু।—হে কৌন্তেয়! [মানবের] চিরবৈরী এই কামরূপ দুষ্পূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞানীরও জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে॥ ৩৯

স্বামী।—ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতম্; অজ্ঞস্য খলু ভোগ-সময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরি-ণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্য-মাণস্য শোকসন্তাপ-হেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন অজ্ঞান্ প্রতি নিজ-বৈরিত্বমুক্তম্॥ ৩৯

টিপ্পনী।—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপাতরমণীয় বিষয়ভোগকালে কামকে মিত্র মনে করিয়া থাকে; কিন্তু পরিণামে তাহাকে দারুণ দুঃখ হেতু বুঝিতে পারিয়া দারুণ শত্রু বলিয়াই উপলব্ধি করে; সুতরাং কাম তাহাদের নিত্যবৈরী বা চিরশত্রু নহে। কিন্তু জ্ঞানিগণ উহাকে চিরশত্রু মনে করেন; কারণ ভোগকালেও তাহাদের মনে হয়, পরমশত্রু কামের প্রলোভনে এই অনর্থসঙ্কুল বিষয়-সাগরে নিমজ্জিত হইলাম। ভোগান্তেও তজ্জনিত অনুতাপে দগ্ধীভূত হন; সুতরাং কাম জ্ঞানীর নিত্যবৈরী। এই কামের কবলিত হইলে শোক ও সন্তাপ মানবকে দগ্ধীভূত করিতে থাকে। এইজন্যই কাম

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

অনলোপম। অপিচ অগ্নি সর্ব্বদহনকারী এবং তাহার বুভুক্ষা অসীম; কামও তদনুরূপ—কিছুতেই ইহার তৃপ্তি নাই। বিষয়-ভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না; বরং উত্তরোত্তর বাসনা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কেবল বিষয়দোষ-দর্শনজনিত তৎসম্বন্ধে বিদ্বেষই কামবিজয়ের একমাত্র উপায় ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য (কামস্য) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়ঃ) উচ্যতে; এষঃ (কামঃ) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানং (বিবেকজ্ঞানম্) আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) দেহিনং (জীবং) বিমোহয়তি ॥ ৪০

অনু।—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই কামের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হয়; এই কাম স্বীয় আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়দিদ্বারা জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রাণিগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০

স্বামী।—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ অস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দ্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্ব্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০

টিপ্পনী।—ইন্দ্রিয়নিচয় মন এবং বুদ্ধির দ্বারা বিষয়গ্রহণ ও ভোগানুভব করে, এইজন্য তাহাদের সহায়তা ব্যতীত কাম কখনই মানব-হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে পারে না; এজন্য তাহাদিগকে কামের অধিষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করা হইল। মানবের জ্ঞান বলবান্ ও সতেজ থাকিলে তাহার পাপপ্রবৃত্তি জন্মে না;

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২

এইজন্যই কাম ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়ে প্রথমতঃ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মানবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও বিষয়বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে ॥৪০

অন্বয়ঃ ;—হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ (বিমোহাৎ পূর্ব্বমেব) ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ (কামস্য আশ্রয়ভূতানি) নিয়ম্য জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনং পাপ্মানং (পাপরূপম্) এনং (কামং) প্রজহি (ঘাতয়) ॥ ৪১

অনু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি প্রথমে (বিমোহের পূর্ব্বেই) ইন্দ্রিয়গণ মন এবং বুদ্ধি (কামের আশ্রয়গুলি) দমন করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক পাপরূপ কামকে বিনাশ কর ॥৪১

স্বামী ।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশকম্। যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ।—[দেহাদিভ্যঃ গ্রাহ্যেভ্যঃ] ইন্দ্রিয়াণি [সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ] পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আহুঃ ; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ [সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ [তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ] পরং (শ্রেষ্ঠং) ; মনসস্তু [নিশ্চয়াত্মিকা]

বুদ্ধিঃ পরা (শ্রেষ্ঠা) [সঙ্কল্পস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ] যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ (তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থিতঃ) সঃ [এষ আত্মা]। ৪২

অনু।— [দেহাদি গ্রাহ্য পদার্থ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও প্রকাশক বলিয়া] ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা [তাহাদের প্রবর্ত্তক] মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা [সঙ্কল্প নিশ্চয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া] বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা; যিনি বুদ্ধিরও অতীত [সাক্ষিরূপে অবস্থিত অর্থাৎ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ] তিনি সেই আত্মা॥ ৪২

স্বামী।—অথাত্মপ্রসন্নতয়া চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে,তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ, অত এব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি,ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্পস্য, যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা; তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে॥ ৪২

টিপ্পনী।—সেই পরম পুরুষ যে শুদ্ধাত্মস্বরূপ এবং দেহ ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে—ইন্দ্রিয়পঞ্চক যে স্থূল ও জড় বাহ্যদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই মনীষিগণের সম্মত; কারণ ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম, প্রকাশক, ব্যাপক ও অন্তরস্থ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের কারণসমূহ পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাদের কার্য্য সূক্ষ্ম ও চক্ষুর অগোচর; ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বস্তু সকল উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হইয়া আমাদের গোচরীভূত হয়; সন্নিহিত বা দূরস্থ পদার্থমাত্রই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দেহে নিবিষ্ট থাকিলেও আভ্যন্তরিক শক্তিপ্রভাবে স্বকার্য্য সাধন

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

করে। সুতরাং জড় ও স্থূল দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ কোন বিষয় অবলম্বন না করা মনের কার্য্য এবং মন ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক। মন অপেক্ষা বুদ্ধি নিশ্চয়তা সিদ্ধ করিয়া বিষয় বা কার্য্যবিশেষ অবধারিত করিয়া দেয়; সেই নিশ্চয়তা সিদ্ধ হইলে মনের সঙ্কল্প জন্মে। যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা প্রধান, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী ও দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিত, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রাদি স্ব-স্ব-ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয়, তিনিই আত্মা ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! এবম্ (অনেন প্রকারেণ) বুদ্ধেঃ পরং (শ্রেষ্ঠম্) আত্মানং বুদ্ধ্বা আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) সংস্তভ্য (নিশ্চলং কৃত্বা) কামরূপং দুরাসদং (দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিং) শত্রুং জহি (মারয়) ॥ ৪৩

অনু।—হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে স্থির করিয়া কামরূপ দুষ্পরাজেয় শত্রুকে বধ কর ॥ ৪৩

স্বামী।—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ, আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং

বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চয়ং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু স্বামিকৃতটীকায়াং কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

টিপ্পনী ;—এক্ষণে উপসংহারে তৃতীয় অধ্যায়ের ফলিতার্থ বিবৃত হইতেছে,—বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের সংযোগনিবন্ধন বুদ্ধির কামাদিরূপ বিকার উপস্থিত হয়, পরন্তু আত্মা নির্ব্বিকার ও সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত আছেন। আত্মার এই প্রভেদ ও প্রাধান্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে নিশ্চল করিতে পারা যায়। এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিলে এই কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় করা সহজ হইয়া উঠিবে। এই কামরূপ শত্রুকে ধৃত করা ও আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য ; সুতরাং তজ্জন্য প্রযত্নাতিশয়ের প্রয়োজন। যিনি মহাবাহু, তিনি অবশ্যই শত্রু-সংহারে সর্ব্বথা সমর্থ ; সুতরাং অর্জ্জুনের প্রতি এই বৈরিবিনাশ-ব্যপদেশে "মহাবাহো" এই সম্বোধনপদ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়া অতীব সঙ্গত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় এই অধ্যায়ের উপসংহারকল্পে বলিয়াছেন—"ভক্তি সহকারে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া পণ্ডিতগণ যাঁহার আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পরিতুষ্ট করা একান্ত বিধেয়" ॥ ৪৩

ইতি তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ। অহং [পুরা] বিবস্বতে (সূর্য্যায়) ইমম্ অব্যয়ম্ (অব্যয়ফলত্বাৎ অক্ষয়ং) যোগং প্রোক্তবান্ (কথিতবান্), বিবস্বান্ (সূর্য্যঃ) [স্বপুত্রায়] মনবে (শ্রাদ্ধদেবায়) প্রাহ ; মনুঃ [স্বপুত্রায়] ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ॥১

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি প্রাচীনকালে এই অক্ষয় যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম ; সূর্য্য [স্বীয় পুত্র] মনুকে বলেন এবং মনু [নিজ পুত্র] ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন॥ ১

স্বামী।—আবির্ভাব-তিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ। তত্ত্বং পদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি॥ এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ঃ জ্ঞানযোগোপায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বং পদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

টিপ্পনী।—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে উপেয়ভূত জ্ঞানযোগ এবং উপায়ভূত কর্ম্মযোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। এই যোগদ্বয় যে

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

পরম্পরাক্রমে আদিকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—এই যে জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণ ও কর্ম্মনিষ্ঠালক্ষণ সাধ্য ও সাধনভূত যোগদ্বয়ের বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তাহা যে অদ্যই তোমাকে আমি বলিতেছি, তাহা মনে করিও না; সৃষ্টির আদিকালে ক্ষত্রিয়বংশের বীজভূত আদিপুরুষ বিবস্বৎ-দেবকে (সূর্য্যকে) আমি তদীয় নিখিলসন্দেহের উচ্ছেদার্থ বলিয়াছিলাম। তাঁহাকে এই যোগবিষয়ক উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য এই যে, এই যোগের সাহায্যে তদীয় বংশাবলী শক্তিশালী হইয়া প্রকৃষ্টরূপে প্রজাপালনাদি রাজকার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ হইবে। এই যোগ অব্যয়; কারণ, ইহা বেদমূলক, মোক্ষপদপ্রদ এবং অব্যভিচারী ফলদায়ক। বিবস্বান্ স্বীয় পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনুও স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন। অতএব ইহার সনাতনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার আশয়ে এই যোগের প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ও মহত্ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন করিলেন। অধিকন্তু এই অক্ষয়ফলপ্রদ যোগের বীজ প্রথমেই ক্ষত্রিয়কুলের আদিপুরুষ ভগবান্ বিবস্বান্‌কে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহা হইতে বংশ-পরম্পরাক্রমে ইহা ক্ষত্রিয়কুলেই প্রসারিত হইয়াছিল জানিলে তৎপ্রতি অর্জ্জুনের সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিবে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—এবম্ (ইত্থং) রাজর্ষয়ঃ (রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অন্যেঽপি নিমিপ্রমুখাঃ) পরম্পরাপ্রাপ্তং [স্বপিত্রাদিভিঃ প্রোক্তম্] ইমং (যোগং) বিদুঃ (জানন্তি স্ম) ; হে পরন্তপ ! সঃ (যোগঃ) মহতা কালেন (কালবশাৎ) ইহ [লোকে] নষ্টঃ (বিচ্ছিন্নঃ) ॥ ২

অনু ।—এইরূপে [নিমিপ্রভৃতি] রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ অবগত ছিলেন । হে পরন্তপ ! কালবশে সেই যোগ ইহলোকে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ॥ ২

স্বামী ।—এবমিতি । এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জ্জানন্তি স্ম । অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ— হে পরন্তপ ! শত্রুতাপন ! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—[ত্বং] মে (মম) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভবসি) ইতি [হেতোঃ] অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে (তুভ্যং) প্রোক্তঃ ; হি (যতঃ) এতৎ উত্তমং রহস্যম্ (অতীব গোপনীয়ম্) ॥ ৩

অনু ।—তুমি আমার ভক্ত এবং সখা ; এইজন্য এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমায় বলিলাম ; যেহেতু ইহা অতীব রহস্য (গোপনীয়) ॥ ৩

স্বামী ।—স এবায়মিতি । স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি, পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্মাৎ এতৎ রহস্যম্ ॥ ৩

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

টিপ্পনী।—বিবস্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে নিমি (ইক্ষ্বাকু-পুত্র) প্রভৃতি রাজর্ষিগণ স্ব স্ব পিত্রাদির নিকট হইতে এই পরমগুহ্য যোগ পাইয়া আসিতেছেন; অতএব অনাদি-বেদমূলক ও অনন্ত-ফলদায়ী বলিয়া ইহা অকৃত্রিম ও নিরতিশয় প্রভাবশালী। পরন্তু ধর্ম্মহ্রাসকারী সুদীর্ঘ কালাত্যয় বশতঃ অধুনা এই যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দ্বাপরযুগাবসানে লোকসকল দুর্ব্বলচিত্ত, ইন্দ্রিয়পরবশ, সুতরাং অনধিকারী হইয়া বিধেয় কর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া উঠিয়াছে। "পরন্তপ" এই সম্বোধন বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবস্বান্ যেমন প্রচণ্ড তাপে ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থনিচয়কে প্রতপ্ত করেন, তুমিও সেইরূপ স্বীয় শৌর্য্য, বিবেক এবং তপস্যাদ্বারা কামক্রোধাদি রিপুকুলকে নির্জ্জিত করিতে পারিয়াছ; সুতরাং তুমি এই যোগের প্রকৃত অধিকারী; আর বংশবিবেচনায় তুমি এই যোগের পূর্ণাধিকারী। অতএব ইহা তোমার একান্ত অবলম্বনীয়। বিশেষতঃ পুরুষার্থ-কামীর পক্ষে এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তোমাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া এই যোগের উপদেশ দিতেছি। এই যোগ অতীব গূঢ় এবং এতই রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন যে, প্রকৃত পাত্র এবং যোগ্য অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত করা যায় না ॥ ২। ৩

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুন উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরম্ (অর্ব্বাচীনং পরবর্ত্তি ইত্যর্থঃ) বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) জন্ম পরং (প্রাক্‌কালীনং)

[তস্মাৎ] ত্বম্ আদৌ [বিবস্বতে ইমং যোগং] প্রোক্তবান্ ইত্যেতৎ কথং বিজানীয়াম্? ৪

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন,—তোমার জন্ম পরে হইয়াছে, সূর্য্যের জন্ম তোমার পূর্ব্বে হইয়াছে; অতএব তুমি সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছিলে, ইহা আমি কিরূপে জানিব? ৪

স্বামী।—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরম্ অর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম তস্মাৎ আধুনিকত্বাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্॥ ৪

টিপ্পনী।—আত্মা জন্ম-মরণহীন এবং দেহ জন্ম-মরণধর্ম্মী, একথা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বিবিধ বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন; সুতরাং সে সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াও অর্জ্জুন যে এক্ষণে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত করিলেন, আপাতদৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়-মান হইতে পারে; কারণ ভগবদুক্ত তাদৃশ বচন-পরম্পরা শ্রবণে আত্মার অজরত্ব ও অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে। দেহের জন্ম ও বিনাশ আছে; শ্রীকৃষ্ণের যে দেহ তৎ-কালে অর্জ্জুনের সারথিরূপে রথে পরিদৃশ্যমান হইতেছিল, তাহা নিতান্ত আধুনিক; আর সূর্য্যের যে দেহ চিরকাল গগনমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত; অতএব এই দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেই সূর্য্যদেবকে উপদেশ দেওয়া অসম্ভব, অতএব এই প্রশ্নটি অসঙ্গত নহে। এই দেহেই অথবা দেহান্তরে সূর্য্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই জানিবার জন্য অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের অবতারণা। যদি তিনি কোন পূর্ব্বজন্মে এই কার্য্য করিয়া

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

থাকেন,অসর্ব্বজ্ঞ মানবদেহ ধারণ করিয়া তৎপূর্ব্ব-জন্ম-জনিত ঘটনা স্মরণ করা এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে আমিও ত মানুষ, আমারও অবশ্য পূর্ব্বজন্মগত বৃত্তান্ত মনে থাকিতে পারিত। আর যদি এই দেহেই তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত; কারণ তাঁহার তদানীন্তন-কালজাত দেহ সৃষ্টির প্রথমে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব; শরীরান্তর-গ্রহণে সৃষ্টির প্রারম্ভে উপদেশ দান সম্ভব হইলেও অধুনা তাহার স্মরণ সম্ভব নহে। আর এই দেহেই উপদেশ দান সম্ভব হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহার সদ্ভাব কখনই হইতে পারে না। অর্জ্জুনের প্রশ্নে উল্লিখিত প্রতিপক্ষদ্বয় উপস্থাপিত হইল। পরন্তু বিজ্ঞ অর্জ্জুনের এই অজ্ঞবৎ প্রশ্ন জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলময় হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মে (মম) তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি); অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ (জানামি); ত্বং ন বেত্থ (ন বেৎসি) ॥ ৫

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; [আমার বিদ্যাশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই সুতরাং] আমি সে সমুদয় জন্মবৃত্তান্ত জানি; তুমি [অবিদ্যাবৃত, সুতরাং] তৎসমুদয় জান না ॥ ৫

স্বামী।—ইতি পূর্ববক্তমর্জ্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তান্যহং সর্ব্বাণি বেদ জানামি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ ত্বন্তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ॥ ৫

টিপ্পনী।—আমরা প্রত্যহ উষাকালে আকাশমণ্ডলে আদিত্যকে সমুদিত দেখিয়া এবং সায়ংকালে তদীয় জ্যোতির্ম্ময় দেহ আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরিত হইতে দেখিয়া তাঁহার উদয়াস্ত অনুমান করিয়া লই। সেইরূপ লৌকিক দর্শনে শ্রীকৃষ্ণেরও বহুবার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। লীলাপ্রদর্শনার্থ তিনি পুনঃপুনঃ বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জগৎ পবিত্র করেন। তাই তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মবশে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছ। প্রাণিমাত্রেই জন্মমরণাধীন; সুতরাং বারবার জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা অবগত নহে। আমি অজ এবং অবিদ্যার অতীত। সুতরাং কর্ম্মজীবসম্বন্ধীয় সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছি। জীবের ন্যায় আমার জন্মমৃত্যু নাই; সুতরাং বিস্মৃতিও আমাতে স্থান পায় না। এই শ্লোকে "অর্জ্জুন" এই সম্বোধনটি শ্লিষ্ট। ভগবান্ অর্জ্জুন নামক বৃক্ষের সহিত তদীয় নামের সমতা থাকায় তিনিও যে বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থেরই ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন, ইহাই ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর; তাই তিনি স্বকীয় ও যাবতীয় ভূতজন্মসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন। অর্জ্জুন জ্ঞানশক্তিবিরহিত জীব মাত্র; তাই তিনি অন্যের জন্মবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত থাকা দূরের কথা, স্বীয় জন্মবৃত্তান্তই জানেন না। "পরন্তপ" শব্দদ্বারা সূচিত

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

হইতেছে যে, ভেদদৃষ্টিবলে তুমি "পর" অর্থাৎ শত্রুকে বিপরীত-দর্শন বশতঃ হনন করিতে আসিয়াও ভ্রান্ত হইতেছ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অজোঽপি (জন্মশূন্যোঽপি) সন্ [তথা] অব্যয়াত্মা (অনশ্বর-স্বভাবোঽপি) সন্ [তথা] ভূতানাং (প্রাণিনাম্) ঈশ্বরোঽপি (কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি) সন্ [অহং] স্বাং (স্বকীয়াং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং) প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় (স্বীকৃত্য) আত্মমায়য়া সম্ভবামি ॥ ৬

অনু।—আমি যদিও জন্মরহিত, অবিনশ্বর স্বভাব এবং ভূতগণের ঈশ্বর (কর্ম্মের অধীনতাশূন্য), তথাপি স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়া-প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৬

স্বামী।—ননু অনাদেস্তব কুতো জন্ম অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জ্জন্ম, যেন বহূনি মে ব্যতীতানি ইত্যুচ্যতে, ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্,তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিতোঽপি সন্ স্বাত্মমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদি-শক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬

টিপ্পনী।—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, এমন যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি,

তৎসমুদয়ের গ্রহণের নাম জন্ম এবং পূর্ব্বগৃহীত যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহার ত্যাগের নাম ব্যয় বা মৃত্যু। আমি ইতঃপূর্ব্বে "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" (২য়ঃ ২৭শ) ইত্যাদি শ্লোকে এবংবিধ জন্মমৃত্যুর কথাই বলিয়াছি। ঈদৃশ জন্ম-মৃত্যু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অধীন। দেহাভিমানী কর্ম্মাধিকারী অজ্ঞ জীবই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অধীন হইয়া থাকে। সর্ব্বকারণ-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বশীভূত নহেন, সুতরাং তিনি জন্ম-মৃত্যুর অনধীন; যদি তাঁহার দেহ স্থূলভূতেরই কার্য্য হইত, তাহা হইলে ব্যষ্টিরূপতা-বশতঃ তাঁহার জাগ্রদবস্থা আমাদের মতই হইত; আর সমষ্টিরূপত্ব হইলেও তিনি বিরাট্ জীব হইতেন; কারণ, বিরাট্ সমষ্ট্যুপাধি। যদি সূক্ষ্মভূতের কার্য্য হইত, তবে ব্যষ্টিরূপতাবশতঃ তাঁহার স্বপ্নাবস্থা আমাদের মত হইত, আর সমষ্টিরূপতা হইলেও হিরণ্যগর্ভজীবত্ব হইত, কারণ হিরণ্যগর্ভ সমষ্ট্যুপাধি। অতএব পরমেশ্বরের জীবনবিশিষ্ট ভৌতিক দেহ থাকিতে পারে না—ইহা সপ্রমাণ হইল। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে উক্ত বিষয়ই ভগবান্ অঙ্গীকার করিতেছেন। আমি অজ, সুতরাং অপূর্ব্ব দেহ ধারণ করি না; আমি অব্যয়াত্মা—আমার স্বরূপের ব্যয় নাই, সুতরাং আমার পূর্ব্বদেহের বিচ্ছেদও নাই। আমি আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত উৎপত্তিশীল জীবমাত্রেরই ঈশ্বর, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত নহি। তবে আমাতে সাধারণ জীববৎ দেহগ্রহণ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে ভগবান্ এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে বলিলেন—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি" প্রকৃতি আমার উপাধি—প্রকৃতিই আবার জগৎ-কারণত্ব সম্পাদন করেন, উহারই অপর নাম মায়া। আমি নিজোপাধিতে সেই প্রকৃতি বা মায়াকে চিদাভাসদ্বারা বশীভূত করিয়া সম্ভূত

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

হই। অর্থাৎ যেন দেহবিশিষ্টের ন্যায়ই প্রতীয়মান হই। যদি বল—তোমার দেহ যদি ভৌতিকই না হইল, তবে চেষ্টাতে মনুষ্যাদি ভৌতিক ধর্ম্মের প্রতীতি কিরূপে হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"আত্মমায়য়া" অর্থাৎ আমার মায়াদ্বারাই আমাতে মনুষ্যাদি-বুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাও আমার লোকানুগ্রহ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! যদা যদা ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানম্ (আধিক্যং) ভবতি, হি (নিশ্চিতমেব) তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি ॥ ৭

অনু।—হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, নিশ্চয় জানিবে, আমি সেই সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৭

স্বামী।—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। গ্লানির্হানির্ধর্ম্মস্য। অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭

টিপ্পনী।—এই শ্লোকে উক্ত হইল যে, ভগবদাবির্ভাবের কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই, প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বকীয় সঙ্কল্পদ্বারা আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সাধূনাং (স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং) পরিত্রাণায় (রক্ষণায়) দুষ্কৃতাং (দুষ্কর্ম্মশালানাং) বিনাশায় (বধায়) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) সম্ভবামি (অবতরামি) ॥ ৮

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯

অনু।—স্বধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের রক্ষণার্থ, দুষ্কর্ম্মশীলগণের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি সেই সময় অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮

স্বামী।—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়, দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ এবং ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্। যথাহুঃ—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥" ইতি॥ ৮

টিপ্পনী।—দুষ্টজনের নিগ্রহ, শিষ্টজনের পালন এবং বেদবিহিত কর্ম্মের প্রবর্ত্তনদ্বারা সম্যক্‌রূপে ধর্ম্ম-সংস্থাপনই আমার অবতারগ্রহণের প্রয়োজন। মূলোক্ত "যুগে যুগে" শব্দে প্রত্যেক যুগেই যে এক একটি অবতারের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক, তাহা নহে; প্রয়োজন হইলে এক যুগে তাঁহার বহুবার আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! মে (মম) এবং (স্বেচ্ছাকৃতং) জন্ম দিব্যম্ (অলৌকিকং ধর্ম্মপালনরূপং) কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (পরানুগ্রহার্থমেবেতি) যঃ বেত্তি (জানাতি) সঃ দেহং (দেহাভিমানং) ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম (সংসারং) ন এতি (নৈব প্রাপ্নোতি) [কিন্তু] মাম্ [এব] এতি (প্রাপ্নোতি)॥ ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

অনু ।—হে অর্জ্জুন ! আমার এইরূপ [স্বেচ্ছাপরিগৃহীত] জন্ম এবং অলৌকিক [ধর্ম্মপালনরূপ] কর্ম্ম স্বরূপতঃ (পরানুগ্রহার্থ বলিয়া) যিনি জানেন, তিনি দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় সংসার প্রাপ্ত হন না ; পরন্তু তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯

স্বামী ।—এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি । স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম সংসারং ন এতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯

টিপ্পনী ।—ভগবানের অলৌকিক জন্ম ও কার্য্যাদির প্রকৃতি-পরিজ্ঞানদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায় ; এইজন্যই তাঁহারা বিহিত বিধানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র শরণ্য ও পরমপ্রিয় মনে করিয়া তাঁহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া থাকেন ; ফলে তাঁহারা চরমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগভয়ক্রোধহীনাঃ) মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (সম্যগবলম্বমানাঃ) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (শুদ্ধাঃ) বহবঃ [মহাত্মানঃ] মদ্ভাবং (মৎসাযুজ্যম্) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১০

অনু ।—বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদেকচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া এবং জ্ঞানে ও তপস্যায় পবিত্র হইয়া অনেক মহাত্মা আমারই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০

স্বামী ।—কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ

বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধর্ম্মপরিপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলভ্যং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ। তয়োর্দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাঽজ্ঞান-তৎকার্য্যমমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বাণীত্যা-দিনা বিদ্যাঽবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০

টিপ্পনী।—আমি বিশুদ্ধচিত্তে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মপালন করিয়া থাকি। যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বতোভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমারই শরণাগত হন, তাদৃশ সাধুগণ আমার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান ও তপঃসম্পন্ন হইয়া শুদ্ধচিত্ত হন। বহু বহু সাধু এইরূপ জ্ঞান ও তপঃসম্পন্ন হইয়া অজ্ঞানজাত মালিন্যহীনতাপ্রযুক্ত আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন; অতএব এই মদ্ভক্তিরূপ মোক্ষমার্গ আধুনিক বলিয়া মনে করিও না, ইহা অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। ভগবান্ ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে বলিয়াছেন—"তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি" অর্থাৎ সে সকলই আমি জ্ঞাত আছি। এক্ষণে "তৎ"এবং "ত্বং" পদার্থপ্রতিপাদ্য ঈশ্বর এবং জীবের বিভিন্নতা প্রদর্শনে ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, ঈশ্বর অবিদ্যাহীনতা বশতঃ নিত্যশুদ্ধ এবং জীব ঈশ্বরানুগ্রহলব্ধ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান বিদূরিত হইলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া স্বতঃ চিদংশের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত ঐক্যরূপ মোক্ষলাভ করেন ॥ ১০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যে যথা (যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা) মাং প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) অহং তান্ তথৈব (তদপেক্ষিতফলদানেনৈব) ভজামি (অনুগৃহ্লামি) [যতঃ] মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) মম [এব] বর্ত্ম (ভজনমার্গম্) অনুবর্ত্তন্তে (অনুকুর্ব্বন্তি)॥ ১১

অনু।—হে পার্থ! [সকাম ভাবেই হউক, আর নিষ্কাম ভাবেই হউক] যাহারা যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমি [তদনুরূপ ফলদানে] তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি; কারণ মনুষ্যগণ যাহাই করুক না কেন, সর্ব্বতোভাবে আমারই ভজনপথের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। [সাক্ষাৎ তাহারা অন্য দেব-দেবীর আরাধনা করিলেও আমারই আরাধনা করা হয়]॥ ১১

স্বামী।—ননু তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ —যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি,তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি, ন তু যে সকামা মাং বিহায় ইন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥ ১১

টিপ্পনী।—তবে কি তোমাতেও রাগদ্বেষরূপ বৈষম্য আছে যে, তুমি জ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে পবিত্রহৃদয় নিষ্কাম সাধুব্যক্তিকেই মোক্ষ প্রদান কর, আর সকাম ব্যক্তিগণ তোমার কৃপায় বঞ্চিত থাকিবে? ইহার উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক বলিতেছেন,—যিনি যে

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২

ভাবে—যেরূপ ফলাভিলাষে—যেরূপ প্রয়োজনে আমার পরিচর্য্যা করে, আমি সেইরূপ ফলপ্রদানে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি। যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যথোক্ত বিধানে আমার আরাধনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃতসাগরে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার সংসার তাপ বিদূরিত করি। যে জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষে আমার শরণ লয়েন, আমি তাঁহাকে মোক্ষরূপ দেবদুর্লভ সুধা পান করাইয়া তাঁহার পিপাসা বিদূরিত করি। এমন কি অন্য দেবতাভক্তগণও আমার কৃপালাভে বঞ্চিত নহেন—এতদর্থে বলিতেছেন—হে পার্থ! সমুদয় কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবরূপী আমার জ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণ ভজনমার্গ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করে। মনুষ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রবরুণাদি নানা দেবতার উপাসনা করিলেও যিনি যে ভাবে যাহাই করুন না কেন, কাহারও সাধ্য নাই যে, আমার সাধনপথ অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন। মনুষ্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, সকল পথই পরমপুরুষস্বরূপ আমারই বিশ্বাস ও সার্ব্বজনীন সাধনপদ্ধতির অন্তর্ভূত; অতএব মানবগণ-ইন্দ্রাদি যে কোন দেবতারই আরাধনা করুক না কেন, তাহাতে প্রকারান্তরে আমারই আরাধনা করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে মদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই॥ ১১

অন্বয়ঃ।—কর্ম্মণাং সিদ্ধিং (কর্ম্মফলং) কাঙ্ক্ষন্তঃ (অভিলষন্তঃ) [প্রায়শঃ] ইহ মানুষে লোকে দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্) যজন্তে

[ন তু মামেব] হি (যতঃ) কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ (কর্ম্মজং ফলং) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ভবতি ॥ ১২

অনু ।—কর্ম্মফলকামী ব্যক্তিগণ ইহলোকে প্রায়শঃ ইন্দ্রাদি দেবগণের সেবা করিয়া থাকে [সাক্ষাৎ আমার নহে] ; কারণ কর্ম্ম-জনিত ফল শীঘ্রই লাভ হয় ॥ ১২

স্বামী ।—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়শঃ ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্মামেব। হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং, দুষ্প্রাপত্বাজ্ জ্ঞানস্য ॥ ১২

টিপ্পনী ।—তুমি যখন রাগদ্বেষবিহীন এবং সর্ব্বভূতে সম-ভাবাপন্ন, অপিচ যে যাহা যে ভাবে চায়, তাহা প্রদান করিয়া থাক, তখন সকলে তোমার উপাসনা করে না কেন? তদুত্তরে কহিতেছেন—যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং তদর্থে ইন্দ্রাদি দেবগণের আরাধনা করে,তাহারা অতি সত্বর কর্ম্মফল লাভ করিয়া থাকে; এই জন্য মানবগণ ক্ষিপ্রফলদাতা ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে। "মানুষে লোকে"এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যলোকেই সেই শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার প্রচলিত আছে। অন্য লোকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাতীত কর্ম্মেরও ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্মের ফলই সত্বর লাভ করা যায়, কিন্তু জ্ঞানজনিত কৈবল্যরূপ ফল তাদৃশ শীঘ্রলভ্য নহে; উহা অতীব দুর্লভ। মনুষ্যেরা যে সকল ফলের লোভে অন্যান্য দেবতার আরাধনা করে, মোক্ষধনের তুলনায় তৎসমুদয় অকিঞ্চিৎ কর। ভোগবাসনাগ্রস্ত মানবগণ অতি শীঘ্র কাম্যফল প্রাপ্তির আশায় সদসদ্‌বিবেকহীন হইয়া অন্য দেবতার সেবা করে ; কিন্তু

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

সংসারের অশেষ দুঃখ দর্শনে বিকলহৃদয় হইয়া সেই অনর্থকর কর্ম্ম-জাল হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ বিবেকনির্দ্দিষ্ট নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদেবের একেশ্বর-স্বরূপ আমার ভজনা কেহই করে না ॥১২

অন্বয়ঃ।—ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং কর্ম্মণাঞ্চ শমদমাদীনাং বিভাগৈঃ) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়ঃ) সৃষ্টং; তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাম্ অব্যয়ম্ (আসক্তি-রাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতঞ্চ) অকর্ত্তারম্ (এব) বিদ্ধি (জানীহি)॥ ১৩

অনু।—আমি সত্ত্বাদি গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছি বটে, তথাপি তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অর্থাৎ আসক্তিহীনতাবশতঃ শ্রমহীন ও নাশাদিহীন অকর্ত্তা মনে করিও ॥ ১৩

স্বামী।—নন্বু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কাম-তয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং,তৎকর্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যম্, স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যা-দীনি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষণাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং, তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতম্ ॥ ১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—কর্ম্মাণি (বিশ্বস্থষ্ট্যাদীনি) মাং ন লিম্পন্তি (আসক্তং কুর্ব্বন্তি) কর্ম্মফলে মে (মম) স্পৃহা (অভিলাষঃ) ন [অস্তি] ইতি (এবং) যঃ মাম্ অভিজানাতি, সঃ [অপি] কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে ॥১৪

অনু।—সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কর্ম্মফলে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। এইরূপে আমাকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিও কর্ম্মে আবদ্ধ হন না ॥ ১৪

স্বামী।—তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বস্থষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি, নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি। কিং বক্তব্যং, যতঃ কর্ম্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি, সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪

টিপ্পনী।—যদিও গুণ এবং কর্ম্মানুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমারই উপর কর্ত্তৃত্বের এবং কর্ত্তৃত্বজনিত ফলের আরোপ করিতে পার না, কারণ আমি অহঙ্কার ও আসক্তিবিহীন; সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় আমাতে কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইতে পারে না। আমি নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত; অতএব কর্ত্তা হইলেও আমি অকর্ত্তা এবং কর্ম্মের মূল হইলেও আমি নিঃসঙ্গ। এই কারণেই ভগবান্ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি আমার এই ভাব সম্যক্‌রূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারও কর্ম্মবন্ধন থাকে না। কারণ, তিনিও অহঙ্কার ও স্পৃহাশূন্য

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫

হওয়ায় জন্মমরণরূপ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। আমার স্বরূপ উপলব্ধি করায় তাঁহারও আত্মজ্ঞান জন্মে এবং আত্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ মুক্তি তাঁহার করতলস্থ হইয়া থাকে ॥ ১৩।১৪

অন্বয়ঃ।—পূর্ব্বৈঃ (জনকাদিভিঃ) মুমুক্ষুভিঃ অপি এবং জ্ঞাত্বা [সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং] কর্ম্ম কৃতম্ (অনুষ্ঠিতং) তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং [যুগান্তরেষ্বপি] কৃতং কর্ম্ম এব কুরু ॥১৫

অনু।—জনকাদি পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ আমাকে এইরূপ জানিয়া [সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থ] কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন; অতএব তুমিও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই কর ॥ ১৫

স্বামী।—যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জ্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষ্বপি কৃতং, তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥১৫

টিপ্পনী।—এইরূপ অবগত হইয়া যযাতি, নহুষ, যদু প্রভৃতি রাজগণ এবং তৎপূর্ব্বেও জনকাদি মুমুক্ষু মহোদয়গণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া তোমারও কর্ম্মসম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কাম থাকা অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে। অতত্ত্ববিদেরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এবং তত্ত্ববিদ্গণ লোকহিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন; ইহা যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির প্রথম হইতে চলিয়া

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭

আসিতেছে; অতএব তোমার পক্ষেও প্রথমে কর্ম্ম করা একান্ত আবশ্যক ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—কিং কর্ম্ম [কীদৃশং কর্ম্মকরণং] কিম্ অকর্ম্ম (কীদৃশং কর্ম্মাকরণম্) ইত্যত্র (অস্মিন্ অর্থে) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) অপি মোহিতাঃ (মোহং প্রাপ্তাঃ), [অতঃ] যৎ জ্ঞাত্বা (যৎ অনুষ্ঠায়) অশুভাৎ (সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) তৎ কর্ম্ম [অকর্ম্ম চ] তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥১৬

অনু।—কর্ম্ম কি, অকর্ম্মই বা কি, এ বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন; অতএব যাহা জানিয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, আমি তোমাকে সেই কর্ম্মসম্বন্ধে [অকর্ম্মসম্বন্ধেও] বলিব ॥ ১৬

স্বামী।—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোক-পরম্পরামাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্ম-করণং, কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণম্, ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, অতো যজ্‌জ্ঞাত্বা যৎ অনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি; তৎ কর্ম্মাকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, তৎ শৃণু ॥১৬

অন্বয়ঃ।—কর্ম্মণঃ (বিহিতব্যাপারস্য) অপি বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি]; বিকর্ম্মণঃ চ (অবিহিতব্যাপারস্য অপি) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি], অকর্ম্মণশ্চ (কর্ম্মাভাবস্যাপি) বোদ্ধব্যং

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

তত্ত্বমস্তি]; হি (যতঃ) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণামিত্যর্থঃ) গতিঃ (তত্ত্বং) গহনা (দুজ্ঞের্য়া) ॥১৭

অনু।—[শাস্ত্রবিহিত] কর্ম্ম, [শাস্ত্রবিরুদ্ধ] বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম (কর্ম্মত্যাগ) এই ত্রিবিধ ব্যাপারের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে অর্থাৎ সেগুলি জানিয়া লইতে হয়; কারণ, কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের তত্ত্ব অতি দুজ্ঞের্য় ॥১৭

স্বামী।—নহু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকম্ অকর্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকম্, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি; তত্রাহ—কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্ম্মণো গতির্গহনা, কর্ম্ম ইত্যুপলক্ষণার্থম্, কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥১৭

টিপ্পনী।—লোকে যে দেহেন্দ্রিয়ের চেষ্টাকেই কর্ম্ম বলে, বস্তুতঃ তাহা কর্ম্ম নহে; শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারই কর্ম্ম, শাস্ত্রাবিহিত ব্যাপারই বিকর্ম্ম এবং তূষ্ণীম্ভাবরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসই অকর্ম্ম; অতএব কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই তিনের প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক। পরন্তু ইহাদের প্রকৃত তত্ত্ব নিতান্ত দুজ্ঞের্য়; অতএব সাবধানতা সহকারে কর্ম্মাকর্ম্মের গূঢ় রহস্য অবগত হও ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—যঃ কর্ম্মণি (পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে) অকর্ম্ম (কর্ম্মেদং ন ভবতি ইতি) পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ (বিহিতাকরণে চ) কর্ম্ম পশ্যেৎ মনুষ্যেষু স বুদ্ধিমান্, স যুক্তঃ (যোগী) স এব কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সর্ব্বকর্ম্মকারী) ॥ ১৮

অনু।—যিনি কর্ম্মে (ঈশ্বরারাধনরূপ কর্ম্মবিষয়ে) অকর্ম্ম

দেখেন অর্থাৎ ইহা বন্ধক নহে বলিয়া ইহা কর্ম্মই নয় মনে করেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অনাচরণে প্রত্যবায় জন্মে বলিয়া ইহা বন্ধনের কারণ মনে করেন, মনুষ্য মধ্যে তিনি যোগী এবং তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥১৮

স্বামী।—তদেবং কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্ম্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ; অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ তস্য প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ; মনুষ্যেষু কর্ম্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্তাচ্ছ্রেষ্ঠঃ। সংস্তৌতি,স যুক্তো যোগী, তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ; স এব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ; সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা যঃ কর্ম্মানুযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ; যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদিনা। য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমা-

ধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮

টিপ্পনী।—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মে দুজ্ঞেয়তার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাহা পরিস্ফুট করিতেছেন। পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্মবিষয়েও যিনি অকর্ম্ম দর্শন করেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের হেতুভূত, সুতরাং বন্ধনের কারণ নহে জানিয়া ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মকে যিনি কর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন না এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানরূপ অকর্ম্মেও যিনি কর্ম্মদর্শন করেন অর্থাৎ তাহা প্রত্যবায়জনক, সুতরাং বন্ধনের হেতুভূত-বলিয়া বিহিত কর্ম্মের অপরিপালনরূপ অকর্ম্মও যিনি কর্ম্মরূপে অবলম্বন করেন, যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্; তাঁহারই বুদ্ধি প্রকৃত-প্রস্তাবে ব্যবসায়াত্মিকা, এইজন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—তিনিই যোগী, কারণ উল্লিখিত বুদ্ধিসহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়াছেন। যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত ফল তাঁহার সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয় কর্ম্মফলের অন্তর্নিবিষ্ট; সুতরাং তিনিই সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। ইতঃপূর্ব্বে "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" (৩য় ৪র্থ) ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মযোগের অধিকারিব্যবস্থায় জ্ঞানভূমিতে আরোহণাভিলাষী ব্যক্তিগণের জন্য যে কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বিশদীকৃত হইল। পূর্ব্বে যে "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৩।১৭) ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানভূমিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মহীনতা উপদিষ্ট হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারও তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। যখন জ্ঞানভূমিকাসমারোহণাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯

বন্ধনস্বরূপ হয় না, তখন উক্ত ভূমিকায় সমারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম যে বন্ধক হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র; অতএব সেই শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর উত্থাপিত হইতেছে—দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপ কর্ম্মে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র; এই বিশ্বাসের বশে যিনি স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন আত্মায় অকর্ম্ম অবলোকন করেন এবং জ্ঞানবলে ত্যাগ না করিয়া কেবল কর্ম্মের অশেষ ক্লেশ দর্শনে কর্ম্মত্যাগরূপ অকর্ম্ম প্রযত্নসাধ্য সুতরাং মিথ্যাচার বোধে যিনি তাহাতে কর্ম্মই দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" (৩৷৮) ইত্যাদি শ্লোকে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মকরণের যে ব্যবস্থা আছে তাহা এবং তাহার অকরণে যে প্রত্যবায় সম্ভাবিত, তাহা মনে করিয়া যিনি কর্ম্মকে বন্ধনস্বরূপ মনে করেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান্; কারণ যদৃচ্ছালব্ধ সর্ব্ববিধ আহার-বিহারাদি করিলেও তাঁহার আত্মার অকর্ত্তৃত্ব-জ্ঞানহেতু তিনি সমাধিস্থ যোগীর তুল্য। এতদ্দ্বারা বিকর্ম্মের তত্ত্বও উক্ত হইল; যেহেতু জ্ঞানীর স্বয়ং আগত কলঞ্জভক্ষণাদিরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকর্ম্মও দোষাবহ নহে; কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির অনুরাগবলে তদনুষ্ঠান দোষাবহ হইয়া থাকে ॥১৮

অন্বয়ঃ।—যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (কর্ম্মাণি) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (বিষয়সঙ্কল্পশূন্যাঃ) বুধাঃ (বিবেকিনঃ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তং) তং পণ্ডিতম্ আহুঃ (বদন্তি) ॥ ১৯

অনু।—যাঁহার সমুদয় কর্ম্মফল কামনাহীন, বুধগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন; তাঁহার জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সমুদয় কর্ম্মই দগ্ধ হয় অর্থাৎ অকর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে॥ ১৯

স্বামী।—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং,তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি,কাম্যত ইতি কামঃ ফলং, তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ; তত্র হেতুর্যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধচিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তম্ আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতঃ। শেষং স্পষ্টম্॥ ১৯

টিপ্পনী।—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রুত্যর্থ এবং অর্থাপত্তি, * এই দুইটিই প্রতিপাদিত হইল। অধুনা পাঁচটী শ্লোকে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যাহা সম্যক্‌রূপে আরব্ধ হয়, তাহাই সমারম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম; যাঁহার কর্ম্মসমুদয় ফলাকাঙ্ক্ষা ও ফলসঙ্কল্পবিহীন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়; কারণ তাদৃশ সমারম্ভ সহকারে শুদ্ধচিত্ত হইলে তৎসঞ্জাত জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া তদীয় কর্ম্মসমূহ অকর্ম্মে পরিণত হয়। ফলহেতুরূপ বিষয়কে অর্থাৎ

* "যজ্ঞদত্ত দিবাভাগে কিঞ্চিন্মাত্রও আহার করেন না, অথচ তিনি বিলক্ষণ স্থূলকায়" এইরূপ বলিলে তিনি যে রাত্রিকালে উত্তমরূপে ভোজন করেন, ইহা অর্থদ্বারাই আপনা আপনি প্রতীত হয়; কারণ রাত্রিকালে ভোজন না করিলে, তিনি কখনও স্থূলকায় হইতে পারিতেন না। যজ্ঞদত্তের রাত্রিভোজনরূপ অর্থের কল্পনা তদীয় দেহের স্থূলতাদ্বারাই সূচিত হইতেছে; অতএব দৃশ ঈস্থলে তদীয় স্থূলতার জ্ঞানই 'অর্থাপত্তি' প্রমাণ।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০

কর্ম্মফলকেই কাম বলে; তল্লাভার্থ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচাররূপ বিষয়কে সঙ্কল্প বলে। জ্ঞানমার্গে সমারূঢ় ব্যক্তির কাম বা সঙ্কল্প কিছুই থাকে না। অবশিষ্ট ভাগ স্পষ্টার্থ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মণি তৎফলে চ আসক্তিং) ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ) [অত এব] নিরাশ্রয়ঃ (যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ) সঃ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিদেব ন করোতি ॥ ২০

অনু।—কর্ম্ম এবং তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত এবং যোগক্ষেমার্থ অবলম্বন-বিরহিত হইয়া তিনি কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না ॥ ২০

স্বামী।—কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অত এব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০

টিপ্পনী।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানাগ্নিদ্বারা অপ্রারব্ধ ফল যে কর্ম্ম, তাহার দাহ হইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মেরও পুনরুৎপাদ না হইতে পারে, কিন্তু যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, তখন যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা ত প্রাক্তনও নহে এবং ভাবীও নহে, তাহার ফল হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, তথাবিধ পরমার্থদর্শী মহাত্মগণ কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।২১

এবং তৎফলে ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা সম্যক্‌দর্শী; তাঁহারা জানেন যে, আত্মা কর্ত্তা নহেন, ভোক্তাও নহেন; এইরূপ অকর্ত্তৃভোক্তৃ আত্মজ্ঞানদ্বারা তাঁহারা কর্ম্ম এবং তৎফলে কর্ত্তৃত্ব ও ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ এবং দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানশূন্য হইয়া থাকেন। ঈদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যুত্থান অবস্থায়ও (সমাধ্যবস্থার ত কথাই নাই) প্রারব্ধ কর্ম্মবশে লোকদৃষ্টিতে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হইলেও নিজ-দৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেন না॥ ২০

অন্বয়ঃ।—নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা (যতং নিয়তং চিত্তম্ আত্মা শরীরঞ্চ যস্য তাদৃশঃ) ত্যক্তসর্ব্ব-পরিগ্রহঃ (সর্ব্ববিধ-পরিগ্রহশূন্যঃ) শারীরং (শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং) কেবলং (কর্ত্তৃত্বাভি-নিবেশরহিতং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ [অপি] কিল্বিষং (বন্ধনং) ন আপ্নোতি॥২১

অনু।—নিষ্কাম, সংযতচিত্ত, সংযত-দেহ, সর্ব্ববিধ পরি-গ্রহত্যাগী ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য দৈহিক কর্ম্মমাত্র করিয়াও সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না॥ ২১

স্বামী।—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহ-মাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি॥ ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

টিপ্পনী।—পরমার্থদর্শীর চিত্তবিক্ষেপকর জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিশেষও যখন সম্যক্ জ্ঞানবশতঃ ফলজনক হয় না, তখন শরীরধারণার্থ ভিক্ষা-ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য যে বন্ধনহেতু নহে, তাহা বলাই বৃথা। নিষ্কাম ও সংযতচিত্ত পরমার্থদর্শী, দেহেন্দ্রিয়াদি নিগৃহীত করিয়া সমস্ত ভোগোকরণ পরিত্যাগ করেন। কেবল প্রারব্ধকর্ম্মবশে শরীরধারণার্থ ভিক্ষাভ্রমণ ও ভিক্ষালব্ধ কৌপীন ও কন্থাদির গ্রহণরূপ কর্ম্ম পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিদ্বারা আচরণ করিয়াও কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্যতাবশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভূত অনিষ্টজনক সংসার প্রাপ্ত হন না। পাপকর্ম্মের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মেরও ফলভোগ করিতে হয় বলিয়া যোগিগণ পুণ্যকেও হেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন "শারীরং" পদটী কর্ম্মপদের বিশেষণ, তাহার অর্থ শরীর দ্বারা করণীয়; এই অর্থ সঙ্গত নহে, তাহা হইলে শরীর পদটী ব্যর্থ হয়; যেহেতু কর্ম্ম শরীরদ্বারাই করণীয়, অন্যথা সম্ভব হয় না। যদি বল মানসিক প্রভৃতি কর্ম্মও আছে, তদ্ব্যাবর্ত্তনার্থ শারীর কর্ম্ম এই গ্রহণ করিতে হয়, অতএব অর্থ দাঁড়াইল যে, শারীরিক বিহিত কর্ম্ম করিয়া পাপপ্রাপ্ত হন না। ঈদৃশ নিষেধ নিরর্থক, বিহিত কর্ম্ম করিয়া পাপ হয়, ইহা কোনও শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। আর যদি কর্ম্মপদে বিহিত প্রতিষিদ্ধ সাধারণ কর্ম্মই গ্রহণ করা যায়, তথাপি দোষ অপরিহার্য্য; কারণ প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াও পাপ হয় না, ইহা অত্যন্তই শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব "শারীরং" ইহার অর্থ শরীরধারণার্থ ভিক্ষাটন প্রভৃতি। (ভাষ্যে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে)॥ ২১

অন্বয়ঃ।—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অপ্রার্থিতলাভেন সন্তুষ্টঃ) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদিভির্নির্বিকারঃ) বিমৎসরঃ (নির্বৈরঃ) [যদৃচ্ছালাভস্যাপি] সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (হর্ষবিষাদরহিতঃ) [য এবম্ভূতঃ সঃ] [কর্ম্ম] কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে (কর্ম্মবন্ধং নাপ্নোতি) ॥ ২২

অনু।—যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, বৈরহীন এবং ঐ যদৃচ্ছালাভবিষয়েও সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না ॥ ২১

স্বামী।—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, যঃ এবম্ভূতঃ স পূর্বোক্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২

টিপ্পনী।—সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগী যতির পক্ষে শরীরধারণার্থ কর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপাদন করা হইল। কিন্তু অন্নাচ্ছাদন ব্যতিরেকে শরীরধারণ অসম্ভব, অতএব স্বচেষ্টায় ভিক্ষাদিদ্বারা অন্ন সম্পাদন করিতে হইবে; তাহার নিয়ম বলিতেছেন ;—শাস্ত্রানুমোদিত প্রযত্নাভাব 'যদৃচ্ছা'; যতিগণ,যদৃচ্ছায় যাহা লাভ করা যায়, তদ্দ্বারাই সন্তুষ্ট এবং প্রার্থনা না করার জন্য যদি শীতাদিনিবারক কন্থাপ্রভৃতি লাভ করা না যায়, তজ্জন্য চেষ্টাপরিশূন্য হইয়াই অবস্থান করিবেন, কেন না যতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবেন। শাস্ত্রে আছে, অযাচিত ভাবে সঙ্কল্পাদি ব্যতিরেকে যদৃচ্ছায় ভিক্ষা করিবে। গৃহীদিগকে উৎপাতাদিদ্বারা ভীত করিয়া শাস্ত্রীয় উপদেশ দানদ্বারা এবং

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩

নিমিত্ত দর্শাইয়া ভিক্ষা করিবেন না। ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ প্রভৃতি চেষ্টায় দোষ নাই। তাঁহাদের গ্রহণীয় বস্তুর কথাও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—কৌপীনযুগল এবং শীতনিবারণার্থ কন্থা ও পাদুকা গ্রহণ করিবেন, অন্য বস্তু গ্রহণ করিবেন না। সমাধি অবস্থায় তাঁহাদের শীতোষ্ণাদির অনুভবই থাকে না। ব্যুত্থান অবস্থায় শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়াও তাঁহারা ক্ষুব্ধ হন না, আত্মা পরমানন্দ অদ্বিতীয় অকর্ত্তা অভোক্তা, অতএব দুঃখই বা কাহার? দুঃখভোক্তাই বা কে? ঈদৃশ জ্ঞানদ্বারা তাঁহারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া থাকেন। নিজের অলাভে এবং পরের লাভে তাঁহারা মাৎসর্য্য পোষণ করেন না। অথবা যদৃচ্ছায় লাভে আনন্দিত ও অলাভে বিষণ্ণ হন না; তাঁহারা শরীররক্ষার্থ ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) [রাগদ্বেষাদিভিঃ] মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় (পরমেশ্বরারাধনার্থং) কর্ম্ম আচরতঃ (অনুতিষ্ঠতঃ) [সতঃ] সমগ্রং (সবাসনং) কর্ম্ম প্রবিলীয়তে (অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে) ॥ ২৩

অনু।—নিষ্কাম, রাগাদ্বেষাদিমুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী সাধুর বাসনা সমেত সমুদয় কর্ম্ম বিলয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অকর্ম্ম হইয়া যায় ॥ ২৩

স্বামী।—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষা-

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪

দিভির্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে, আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টিপ্পনী ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগী যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট যোগী, ভিক্ষাটন প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াও বন্ধ প্রাপ্ত হন না। তাহা হইলে গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞ জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণের যজ্ঞাদি কর্ম্ম বন্ধের হেতুভূত ইহাই বোধগম্য হয়, এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং" (৪র্থঃ অঃ ২০শ) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বিষয়ের বিশেষভাবে বিস্তার করিতেছেন। ক্রিয়মাণ কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য ভাবে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব ভাবনায় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া, "আমি কর্ম্ম করিতেছি, আমি এই কর্ম্মের ফলভোক্তা" ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকপ্রবৃত্তির জন্য যাঁহারা ভগবৎপ্রীত্যর্থে, অথবা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান করিয়া তদ্রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের সে কর্ম্ম অকর্ম্ম, অর্থাৎ অভিমানাদি কারণ বিদ্যমান না থাকায় তত্ত্বদর্শন নিবন্ধন সেই কর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—অর্পণং (স্রুবাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ (অর্প্যমাণং ঘৃতাদিকং) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) ব্রহ্মণা (কর্ত্রা) হুতং (হোমঃ) ব্রহ্ম,(অগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ) ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিঃ যস্য তেন) ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্ ॥২৪

অনু।—অর্পণ (স্রুবাদি) ব্রহ্ম, অর্প্যমাণ ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোমকর্ত্তা ব্রহ্ম, হোমও ব্রহ্ম—এই প্রকার কর্ম্মরূপ ব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত সমাহিত আছে, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন॥ ২৪

স্বামী।—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্ম্মৈব আরূঢ়াবস্থায়াম্ অকর্ম্মাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্ম্মৈবেতি "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যনেনোক্তঃ কর্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং কর্ম্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি ব্রহ্মৈব, অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ॥ ২৪

টিপ্পনী।—যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনেক কারকসাধ্য; দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের নাম যাগ, সেই যাগে ত্যজ্যমান দ্রব্যাদি অগ্নিতে আহুতি দিতে হয় বলিয়া তাহা, হোম নামেও অভিহিত হয়। যাঁহার উদ্দেশ্যে সেই হোম করা হয়, সেই দেবতা সম্প্রদান, হবিঃশব্দের বাচ্য ত্যজ্যমান দ্রব্য মুখ্য ক্রিয়ার (হু ধাতুর) কর্ম্ম, ক্রিয়ার ফল ব্যবহিত অর্থাৎ পরজন্মভাবী স্বর্গাদি ভাবনা ক্রিয়ার কর্ম্ম। এই হোম ক্রিয়ার করণ দ্বিবিধ, একটী সাক্ষাৎ ক্রিয়ার নিষ্পাদক, অপরটী জ্ঞাপক; অগ্নিতে হবিঃপ্রক্ষেপক্রিয়ার নিষ্পাদক বলিয়া জুহূপ্রভৃতি সাধকতম করণ এবং মন্ত্রাদি উক্ত ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞাপক করণ; এইরূপ ক্রিয়াও দুইটী, দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যাগ একটি, অগ্নিতে ত্যজ্যমান দ্রব্যাদির প্রক্ষেপরূপ হোম অপরটি। তন্মধ্যে যাগক্রিয়ার কর্ত্তা যজমান, হোমক্রিয়ার

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

কর্ত্তা যজমানের নিযুক্ত অধ্বর্য্যু, (হোমের আয়োজনকর্ত্তা,) প্রক্ষেপের অধিকরণ অগ্নি ও সর্ব্বক্রিয়াসাধারণ দেশকালাদি। যেমন রজ্জুতত্ত্বের জ্ঞান না থাকিলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, পুনশ্চ রজ্জু জ্ঞান হইলে সে ভ্রম দূরীভূত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত ক্রিয়াকারকাদি ব্যবহার ব্রহ্মাজ্ঞানকল্পিত, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে ইহার নিবৃত্তি হইয়া যায়। যদিও বাধিতানুবৃত্তিন্যায়ে পরমার্থদর্শিগণের যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তথাপি তাহা ফলপ্রসূ হয় না। যেমন দগ্ধ বস্ত্র দেখিতে ঠিক বস্ত্রের অনুরূপ হইলেও তাহা কোন ফলপ্রদ নহে, সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম অপরাপর কর্ম্মের তুল্য হইলেও তাহাদের ন্যায় বন্ধন-রূপ ফল জন্মাইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কারণ জুহূ ও মন্ত্র ব্রহ্ম, অগ্নিতে হূয়মান দ্রব্য হবিঃ-প্রভৃতি ব্রহ্ম, আহুতিক্রিয়ার অধিকরণ অগ্নি ব্রহ্ম, ত্যাগ ও প্রক্ষেপ রূপ ক্রিয়ার কর্ত্তৃদ্বয় যজমান ও অধ্বর্য্যুও ব্রহ্ম এবং যজ্ঞফল স্বর্গাদি গম্যলোকও ব্রহ্ম। এইরূপে সর্ব্বত্র কর্ম্মে যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি পরমানন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মেই গতিলাভ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে "গন্তব্যং" পদটি উভয়ত্রই অন্বিত। একপক্ষে গন্তব্য স্বর্গাদি, অপরপক্ষে গন্তব্য ব্রহ্ম। অথবা "অর্পণং" এই পদের যদুদ্দেশ্যে অর্পণ করা যায়, এই ব্যুৎপত্তিবলে স্বর্গাদি ফল অর্থ, তাহা হইলে "গন্তব্যং" এই পদটি 'তেন' এই তচ্ছব্দপ্রতিপাদ্যের ক্রিয়া-রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অপরে (অন্যে) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্তি); অপরে (জ্ঞান-

যোগিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব (উপায়েন, ব্রহ্মার্পণাদ্যুক্তপ্রকারেণ) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তি) ॥ ২৫

অনু ।—কোন কোন যোগী (কর্ম্মযোগিগণ) শ্রদ্ধাসহকারে দৈবযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন, জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যজ্ঞাদি সমুদয় কর্ম্মেরই লয়সাধন করেন। [ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ] ॥ ২৫

স্বামী ।—তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫

টিপ্পনী ।—ব্রহ্মজ্ঞান যজ্ঞরূপে বর্ণিত হইল, ইদানীং তাহারই প্রশংসার জন্য পুনরপি বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ করিতেছেন। কর্ম্মী যোগিগণ ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযজ্ঞ করেন না। তথাপি কর্ম্মযজ্ঞ সম্পাদনদ্বারাই তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। তদনন্তর সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অনন্তরূপ তৎ-পদার্থপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ত্বং-পদপ্রতিপাদ্য প্রত্যগাত্মাকে (জীবাত্মাকে) অভিন্নরূপেই দেখিতে পান ॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—অন্যে (নৈষ্ঠিকাঃ ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমাগ্নিষু (তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষু অগ্নিষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি (প্রবিলাপয়ন্তি, ইন্দ্রিয়াদি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ); অন্যে (গৃহস্থাঃ) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়াণ্যেব অগ্নয়স্তেষু) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি ॥ ২৬

অনু ।—কেহ কেহ (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন (অর্থাৎ তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থান করেন); কেহ কেহ (গৃহস্থগণ) ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহের লয় সাধন করেন ॥ ২৬

স্বামী ।—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি, ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ; ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান্, বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥২৬

টিপ্পনী ।—মুখ্য-গৌণভেদে দ্বিবিধ যজ্ঞের বিষয় বলা হইল। ইদানীং বৈদিক শ্রেয়ঃসাধন যাবতীয় বিষয়ই যজ্ঞ, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রত্যাহারপরায়ণ যোগিগণ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যদি এক-বিষয়ক হয়, তবেই তাহাকে সংযম বলে। তন্মধ্যে হৃৎপুণ্ডরীকাদিতে মনের চিরস্থিতির নাম ধারণা এবং অন্যাকার প্রত্যয়ব্যবহিত যে

ভগবদাকার বৃত্তিপ্রবাহ তাহা ধ্যান, (অর্থাৎ অন্তরান্তরা বিচ্ছিন্ন হইয়াও যে চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ ধ্যেয়াকারে আকারিত—ধ্যেয় বস্তুর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, সেই বৃত্তিপ্রবাহই ধ্যান)। সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় জ্ঞানদ্বারা অব্যবহিত সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহের নাম সমাধি। এই সমাধি আবার চিত্তের অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তের ভূমি—অবস্থা পঞ্চবিধ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। রাগদ্বেষাদিবশতঃ বিষয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত ক্ষিপ্ত, তন্দ্রাদিগ্রস্ত মূঢ়, সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত হইয়াও কদাচিৎ ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ত ক্ষিপ্ত হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বিক্ষিপ্ত। এই সকল অবস্থার মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ়চিত্তের সমাধি একান্ত অসম্ভব, বিক্ষিপ্তচিত্তে কখন কখন সমাধি হইলেও বিক্ষেপের প্রাধান্যনিবন্ধন প্রবাতস্থানবর্ত্তী দীপের ন্যায় তাহা তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়। এক বিষয়ে ধারাবাহিক বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্ত একাগ্র, এই একাগ্র চিত্তে রজোগুণনিবন্ধন চাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপ থাকে না, অতএব ইহা একবিষয়ক এবং তমোগুণকৃত তন্দ্রাদিরূপ লয়াভাব বশতঃ আত্মাকারাকারিত। চিত্তের ঈদৃশাবস্থারই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। এই সম্প্রজ্ঞাতে ধ্যেয় বস্তুর আকারে আকারিত বৃত্তি থাকে। ইহারও অভাব হইলে নিরুদ্ধচিত্তে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে, এই অবস্থায় যোগিগণ সমাধিফল এবং সুখাদিও অভিলাষ করেন না বলিয়া ইহাকে ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলা হয়। এই রূপে সংযমের বহুভেদ থাকায় "অগ্নিষু" এই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ ঈদৃশ সংযমাগ্নিতে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিসিদ্ধ্যর্থ ইন্দ্রিয় সকল লীন করেন। শ্লোকের এই অংশদ্বারা ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রত্যাহাররূপ যোগাঙ্গচতুষ্টয় বলা হইল। এখন বলা হইতেছে যে, ব্যুত্থান দশায় রাগ-দ্বেষরাহিত্যনিবন্ধন বিষয়ভোগও

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

যজ্ঞ। অপর ব্যুত্থিত ব্যক্তিগণ, স্পৃহাশূন্যভাবে শ্রোত্রাদিদ্বারা শব্দাদি অবিরুদ্ধ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের হোম॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এব অগ্নিঃ তস্মিন্) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি (প্রবিলাপয়ন্তি)॥ ২৭

অনু।—কেহ কেহ (ধ্যাননিষ্ঠগণ) জ্ঞান (ধ্যেয়বিষয়) দ্বারা উদ্দীপ্ত আত্মসংযমরূপ হোমাগ্নি'তে সমুদয় ইন্দ্রিয় কর্ম্ম এবং সমুদয় প্রাণকর্ম্ম আহুতিরূপে প্রদান করেন॥ ২৭

স্বামী।—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ম্মাণি—প্রাণস্য বহির্গমনম্ অপানস্যাধোনয়নং ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চন-প্রসারণাদীনি সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নন্ উদানস্য ঊর্দ্ধ-নয়নম্ "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুতকৃজ্ জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে॥ ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ"ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি। আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২৭

টিপ্পনী।—সমাধি দ্বিবিধ—লয়পূর্ব্বক ও বাধপূর্ব্বক। ব্যষ্টি পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত সমষ্টিরূপ বিরাটের কার্য্য, অতএব

তদ্ভিন্ন হইতে পারে না এবং সমষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য বলিয়া তদ্ভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপে কার্য্যকারণাত্মক প্রপঞ্চের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও কেবল চৈতন্যমাত্র গোচর যে সমাধি, তাহাকে লয়পূর্ব্বক সমাধি বলে, ইহাই পাতঞ্জলের মত। তন্মতানুসারেই পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইদানীং বেদান্তমতে বাধপূর্ব্বক সমাধির কথা বলা যাইতেছে। বৈদান্তিকেরা বলেন—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তমহাবাক্যের জ্ঞান না হইলে অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য সংসার প্রভৃতির উচ্ছেদ হয় না। কারণ থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী; যেমন নিদ্রা কোন না কোন সময়ে অপগত হইবেই এইরূপ কারণ থাকা নিবন্ধন লয় পূর্ব্বক সমাধিও কদাচিৎ বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব বাধপূর্ব্বক সমাধিই প্রশস্ত। যেহেতু 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের সাক্ষাৎকারে অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কারণ-বিনাশে কার্য্যও নাশ পায় এবং তাহার পুনরায় উত্থান হয় না। কার্য্যেরও পুনরুত্থানাভাববশতঃ নির্বীজ বাধপূর্ব্বক সমাধি হইয়া থাকে। শ্লোকার্থ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি অন্তরিন্দ্রিয়; ইহাদের কার্য্য যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দ,স্পর্শ,রূপ, রস, গন্ধ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের —বচন, আদান,বিহরণ,আনন্দ, উৎসর্গ। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্কল্প,অধ্যবসায়। এইরূপ পঞ্চপ্রাণের—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদানের বহির্নয়ন,অধোনয়ন,আকুঞ্চন, প্রসারণ, অশিতাদি সমীকরণরূপ পঞ্চ কার্য্য। দশ ইন্দ্রিয়,পঞ্চ প্রাণ,মন ও বুদ্ধির কার্য্য বলায় সপ্তদশাত্মক লিঙ্গ শরীরের কথাও বলা হইল, ইতি সূক্ষ্মভূতসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ। কোন যোগী "তত্ত্বমসি"প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্যদ্বারা জনিত ব্রহ্মাত্মৈক্য

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

রূপ জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা ও তৎকার্য্যনাশবশতঃ অত্যন্ত উজ্জ্বল আত্মসংযম যোগে—বাধপূর্ব্বক সমাধিতে এই সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্ম্ম অথবা সমষ্টি লিঙ্গশরীর প্রবিলুপ্ত করেন। ইহাই মধুসূদনের অভিপ্রায় ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে) [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে) [কেচিৎ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে) তথা অপরে (অন্যে) সংশিতব্রতাঃ (সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে) যতয়ঃ (প্রযত্নশীলাঃ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ (স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণ-মননাদিনা তত্ত্বদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে তথাবিধাঃ) ॥ ২৮

অনু—কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন; কেহ বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা সমাধিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অপর কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ বেদপাঠ ও বেদার্থ-জ্ঞানরূপ যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকেন ॥ ২৮

স্বামী।—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং, তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগ-যজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা তত্ত্বদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে। যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮

টিপ্পনী।—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয়ে পঞ্চপ্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, ইদানীং এই এক শ্লোকেই ছয়টি যজ্ঞের বিষয় বলা হইতেছে। পূর্ত্ত, দত্ত প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তীর্থাদিতে দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তপস্বিগণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যাকেই যজ্ঞ বলিয়া মনে করেন। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠানপরায়ণ যোগিগণ, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগকেই যজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ; তন্মধ্যে প্রত্যাহার "শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণ্যন্যে" (৪অঃ, ২৪শ) ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বিষয় "আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ" (৪অঃ, ২৭শ) ইত্যন্ত শ্লোকের সংযম ব্যাখ্যার অবসরে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণায়াম পরে" অপানে জুহ্বতি প্রাণং" (৪অঃ ২৯ শ) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইবে। যম, নিয়ম, আসন এই স্থানে ব্যাখ্যাত হইতেছে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চপ্রকার যম। নিয়মও শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান ভেদে পঞ্চ প্রকার। স্থৈর্য্যও সুখজনক আসন স্বস্তিকাদিভেদে নানাবিধ। এতাদৃশ যোগই যোগযজ্ঞ নামে অভিহিত। বেদাভ্যাস-পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বাধ্যায়ই (স্বশাখোক্ত বেদাধ্যয়নই) যজ্ঞ বলিয়া মনে করেন। ন্যায়ানুসারে বেদার্থনিশ্চয় জ্ঞানযজ্ঞ। যজ্ঞা-ন্তরের কথা বলিতেছেন—যাঁহাদের ব্রত অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে, তাঁহারা ব্রতযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। এই ব্রতও যোগশাস্ত্রানু-যায়ী। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ, কাল এবং সময়দ্বারা অনবচ্ছিন্ন না হয়, তবে তাহাই মহাব্রত নামে কথিত হয়। কেহ কেহ জাত্যাদ্যবচ্ছেদেও অহিংসা প্রভৃতি

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে ।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯

যমানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অহিংসা জাত্যবচ্ছিন্ন যথা. ব্রাহ্মণ বধ করিব না; দেশাবিচ্ছিন্ন যথা, গঙ্গাতীরে বধ করিব না; কালাবচ্ছিন্ন যথা—চতুর্দ্দশীতে বধ করিব না; সময়াবচ্ছিন্ন যথা, দেবতাদ্যুদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বধ করিব না। সত্যাদিরও এইরূপ জাত্যাদ্যবচ্ছেদ জানিবে। এইরূপ জাত্যাদ্যবচ্ছেদ অহিংসাদি নিকৃষ্ট, জাত্যাদ্যনবচ্ছেদে যে অহিংসাদি তাহাই মহাব্রত। জাত্যাদ্যনবচ্ছেদ যথা—কোন জাতিকে কোন স্থানে কোনকালে কোন প্রয়োজনেও বধ করিব না। ঈদৃশ মহাব্রত যদি দৃঢ় হয়, তবে নরকের দ্বারভূত কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ নিবৃত্তি হইয়া যায়; তন্মধ্যে অহিংসা ও ক্ষমাদ্বারা লোভের, ব্রহ্মচর্য্য ও সদসদ্ বস্তু বিচারদ্বারা কামের, অস্তেয় ও অপরিগ্রহরূপ সন্তোষদ্বারা লোভের এবং সত্যরূপ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা মোহের নিবৃত্তি হয় এবং তন্মূলক সমস্ত দোষের নাশ হয় ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—অপরে অপানে (অধোবৃত্তৌ) প্রাণম্ ঊর্দ্ধবৃত্তিং [পূরকেণ] জুহ্বতি (প্রাণম্ অপানেন একীকুর্ব্বন্তি) তথা [কুম্ভকেন] প্রাণাপানগতী (প্রাণাপানয়োঃ উর্দ্ধাধোগতী) রুদ্ধ্বা [রেচককালে] অপানং প্রাণে জুহ্বতি [এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ] প্রাণায়ামপরায়ণাঃ [ভবন্তি] অপরে নিয়তাহারাঃ (আহারসঙ্কোচমভ্যস্যন্তঃ) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি (স্বয়মেব জীর্য্যমাণেষু ইন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ) ॥ ২৯

অনু ।—কেহ কেহ [পূরককালে] অপানবৃত্তিতে প্রাণ-

বৃত্তি হোম করেন এবং [কুম্ভকে] প্রাণ-অপানের গতিরোধ করিয়া রেচককালে অপানকে প্রাণে হোম করেন; এইরূপ প্রাণায়াম-পরায়ণ হন। কেহ কেহ আহারসঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া স্বয়ং জীর্য্যমাণ ইন্দ্রিয়গণে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির হোম ভাবনা করেন ॥ ২৯

স্বামী।—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি, তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ, কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরক-রেচকয়োর্ব্বর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভি-ব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বপদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ ॥" ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরে কথ্যন্তে, তত্রায়মর্থঃ,—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জ্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥" ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি; কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেষ্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্ত যোগশাস্ত্রে—"যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥" ইতি ॥ ২৯

টিপ্পনী।—অতঃপর সার্দ্ধশ্লোকে প্রাণায়ামযজ্ঞ বলিতেছেন—

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১

কেহ কেহ অপানে প্রাণকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ বাহ্য-বায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশদ্বারা পূরক প্রাণায়াম করেন। অপর যোগী প্রাণে অপানবৃত্তিকে আহুতি দেন অর্থাৎ শরীর বায়ুর বহির্নির্গমনদ্বারা রেচক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। পূরক-রেচক বর্ণনদ্বারা তদবিনাভূত কুম্ভকদ্বয়ও কথিত হইল। শক্তি অনুসারে দেহের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করার নাম অন্তঃকুম্ভক এবং যথাশক্তি বায়ু ত্যাগ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধের নাম বহিঃকুম্ভক। মুখ-নাসিকাদ্বারা বায়ুর বহির্গমন শ্বাস—প্রাণের গতি এবং বহির্নির্গত বায়ুর অন্তঃপ্রবেশ প্রশ্বাস—অপানের গতি। পূরকে প্রাণের গতি রোধ এবং রেচকে অপানের গতি রোধ হয়, আর কুম্ভকে উভয় বৃত্তিরই নিরোধ হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া অপর যোগিগণ নিয়মভাবে আহার-বিহারাদি সম্পাদনপূর্ব্বক বাহ্যাভ্যন্তর কুম্ভকের অভ্যাসবশতঃ নিগৃহীত প্রাণবৃত্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ প্রাণ আহুতি দেন, অর্থাৎ চতুর্থ কুম্ভকদ্বারা প্রাণের বিলোপ সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ।—এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞজ্ঞাঃ) যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ (যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতপাপাঃ) [ভবন্তি] ; যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞা-বশিষ্টভোজিনঃ) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম [জ্ঞানদ্বারেণ] যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি); হে কুরুসত্তম ! অয়ম্ [অল্পসুখোঽপি] লোক

(মনুষ্যলোকঃ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য) নাস্তি ; অন্যঃ (বহুসুখঃ পরলোকঃ) কুতঃ ? ॥ ৩০।৩১

অনু।—ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবেত্তা এবং যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ ; যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতরূপ অন্নভোজনকারী ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞহীন ব্যক্তির পক্ষে এই [অল্পসুখময়] নরলোকও নাই ; অন্য [বহুসুখময়] পরলোক কোথা ? ॥ ৩০।৩১

স্বামী।—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্বেঽপ্যেতে ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা, যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে,যজ্ঞান্ কৃত্বাঽবশিষ্ট-কালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা,তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্প-সুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য, নাস্তি,কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ ? অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০।৩১

টিপ্পনী।—দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া ইদানীং তাহার ফল বলিতেছেন ; "যজ্ঞবিৎ"পদে যাঁহারা যজ্ঞ অবগত আছেন, অথবা যাঁহারা তাহার কর্ত্তা,ঈদৃশ যজ্ঞকর্ত্তা যজ্ঞদ্বারাই সমস্ত পাপ নাশ করিয়া এবং যজ্ঞাবসানে অমৃতকল্প যজ্ঞীয় অন্ন ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন, অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঈদৃশ যজ্ঞদ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে। যজ্ঞকরণে গুণ বলিয়া, অকরণে দোষ বলিতেছেন—এই সকল যজ্ঞের মধ্যে যাহারা একটিরও অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের এই অল্পসুখবিশিষ্ট মনুষ্যলোকও প্রাপ্তির অযোগ্য, অর্থাৎ লোক-নিন্দাবশতঃ তাহার সংসারে থাকাও দুষ্কর ; সবিশেষ সাধনসাধ্য লোকাদি বহু সুখময় লোক সুতরাং সুদূরপরাহত ॥ ৩০।৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) মুখে এবম্ (ইত্থং) বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (সাক্ষাদ্ বিহিতাঃ) [তথাপি] তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ (আত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্) বিদ্ধি (জানীহি); এবং জ্ঞাত্বা [জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্) বিমোক্ষ্যসে (সংসারান্মুক্তো ভবিষ্যতি) ॥ ৩২

অনু।—বেদমুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ সাক্ষাৎভাবে বিহিত আছে; [তথাপি] তৎসমুদয়কে কর্ম্মজ মনে করিবে; এইরূপ জানিয়া [জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া] মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৩২

স্বামী।—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতানাত্মস্বরূপ-সংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময়াৎ (দৈবাদিযজ্ঞাৎ) জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ [যতঃ] অখিলং (ফলসহিতং) সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

অনু।—হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ উৎকৃষ্ট; যেহেতু ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্মই জ্ঞানে সমাপ্ত হয় ॥ ৩৩

স্বামী।—কর্ম্মযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেষ্ঠত্বমাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

শ্রেষ্ঠঃ, যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপ্যাত্ম-স্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্য-ময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—[জ্ঞানিনাং] প্রণিপাতেন (দণ্ডবৎ নমস্কারেণ) পরিপ্রশ্নেন (জিজ্ঞাসয়া) সেবয়া (গুরুশুশ্রূষয়া) [চ] তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি (জানীহি) ; তত্ত্বদর্শিনঃ (অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাঃ) জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ) তে (তুভ্যং) জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি ॥ ৩৪

অনু।—জ্ঞানিগণের প্রণিপাত, প্রশ্ন ও গুরুসেবাদ্বারা সেই জ্ঞান অবগত হও; তত্ত্বদর্শী (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী) জ্ঞানীরা তোমায় জ্ঞানোপদেশ দিবেন ॥ ৩৪

স্বামী।—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ; ততঃ পরিপ্রশ্নেন কুতোঽয়ং মম সংসারঃ, কথং বা নিবর্ত্ততে ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ, জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপ-দেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪

টিপ্পনী।—"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ" (৪র্থ ৩৩শ) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,দ্রব্যময় যজ্ঞ অগ্নিষ্টোমাদি অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে সেই দৃশ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বক্ষ্যমাণ শ্লোকে বিবৃত করিতে-

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্য সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

ছেন :—আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া বিনয় সহকারে প্রণাম-পূর্ব্বক "আমি কে ? কেন সংসারে আছি, কিরূপে মুক্তিলাভ করিব" ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন এবং তাঁহার পরিচর্য্যাদ্বারা তুমি সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। তোমার তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে প্রসন্ন-চিত্ত আচার্য্য তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন, যেহেতু তাঁহারা জ্ঞানী এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা কৃতকৃত্য ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—হে পাণ্ডব! যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) পুনঃ এবং মোহঃ (বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মুগ্ধভাবং) ন যাস্যসি (ন প্রাপ্স্যসি) যেন (জ্ঞানেন) অশেষাণি (পিতৃপুত্রাদীনি) ভূতানি (প্রাণিনঃ) আত্মনি এব [অভেদেন] দ্রক্ষ্যসি অথো (অনন্তরং) ময়ি (পরমাত্মনি) [অভেদেন দ্রক্ষ্যসি] ॥ ৩৫

অনু।—হে পাণ্ডুনন্দন! যে জ্ঞানলাভ করিলে আর এই-রূপ বন্ধুবধাদি জন্য মোহপ্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্দ্বারা সমুদয় ভূত-গণকে আপনাতে অভিন্নভাবে দর্শন করিবে ॥ ৩৫

স্বামী।—জ্ঞানফলমাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌-জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যা-বিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (পাপকারিভ্যঃ) [ত্বং] পাপকৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপকারী) অসি (ভবসি) [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানপোতেন) সর্ব্বং বৃজিনং (পাপসমুদ্রং) সন্তরিষ্যসি (সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি) ॥৩৬

অনু।—যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞানপোতদ্বারা অনায়াসে সমগ্র পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥ ৩৬

স্বামী।—কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি,তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন ! যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে ; তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি (প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভাবং নয়তি) ॥ ৩৭

অনু।—হে অর্জ্জুন ! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি (প্রারব্ধ কর্ম্মফলব্যতীত) সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করে ॥ ৩৭

স্বামী।—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

টিপ্পনী।—ইতঃপূর্ব্বে "অপি চেদসি পাপেভ্যঃ" (৪র্থ, ৩৬শ) এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান-ভেলার সাহায্যে সমুদ্রবৎ পাপও উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। এখন আপত্তি হইতে পারে যে, সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে যেমন সমুদ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ পাপ উত্তীর্ণ হইলেও তাহার বিনাশ না হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্মীভূত করে, সেইরূপ যে কর্ম্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন পাপ-পুণ্য সাধারণ কর্ম্মই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়। শ্রুতি বলেন, যিনি পরাবর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি কামলোভাদি ভিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত আত্মানাত্মসংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধফলাতিরিক্ত কর্ম্ম সকল ক্ষয় পায়। যে সকল কর্ম্মের বিপাক বশতঃ এই দেহাদির আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধফল কর্ম্ম; দেহের বিনাশ ব্যতীত তাদৃশ কর্ম্মের বিলোপ হয় না। কেবল যে সকল এখন পর্য্যন্ত ফলোন্মুখ হয় নাই, অপিচ সূক্ষ্মরূপে দেহেই অবস্থান করিতেছে, জ্ঞানদ্বারা তাদৃশ কর্ম্মেরই বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—ইহ (তপোযোগাদিষু মধ্যে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানতুল্যং) পবিত্রং (শুদ্ধিকরং) ন হি বিদ্যতে (নাস্ত্যেব); আত্মনি (আত্মবিষয়ে) তৎ (জ্ঞানং) কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগেন যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ) স্বয়ম্ (অনায়াসেনৈব) বিন্দতি (লভতে) ॥ ৩৮

অনু।—তপস্যা, যোগ প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

আর কিছুই নাই ; কর্ম্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আত্মবিষয়ক সেই জ্ঞান যথাসময়ে আপনিই লাভ করেন ॥ ৩৮

স্বামী।—তত্র হেতুমাহ—ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধাবান্ (আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) জ্ঞানং লভতে ; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিং (মোক্ষম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৯

অনু।—গুরূপদেশে আস্তিক্য-বুদ্ধিমান্, ব্রহ্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন ; জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরকাল মধ্যে পরম শান্তি (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ৩৯

স্বামী।—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ, জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯

টিপ্পনী।—পূর্ব্বোক্ত প্রণিপাতাদি অপেক্ষাও যে উপায়-দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী তাহা বলিতেছেন—গুরু-বেদান্ত-

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০

বাক্যার্থে নিশ্চয়রূপ আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা। ঈদৃশ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষ জ্ঞান লাভ করেন। কেবল শ্রদ্ধাবান্ হইলে চলিবে না, বেদান্তাদি-বাক্যাভ্যাসে নিরলস হওয়া প্রয়োজন, এইজন্য বলিতেছেন—"তৎপরঃ" গুরুবেদান্তাদি-বাক্যার্থে একান্ত অভিনিবিষ্ট। শ্রদ্ধাবান্ ও অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হন,এই আশঙ্কায়"সংযতেন্দ্রিয়" এই বিশেষণ, তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ও অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যদি জিতেন্দ্রিয় হন, তবেই তিনি জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। এবম্বিধ উপায়দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি অচিরেই অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের বিলয়বশতঃ মুক্তিরূপ চরম শান্তি লাভ করেন। প্রণিপাতাদি উপায় বাহ্য,তদ্দ্বারা জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবিতা নাই,কারণ কোন দুষ্টব্যক্তি ছল করিয়াও তাদৃশ প্রণিপাতাদি কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা, নিরালস্য ও ইন্দ্রিয়সংযম, এতল্লিয়দ্বারা জ্ঞান অবশ্য লভ্য, ইহাতে অন্য কোনও প্রণিপাতাদির সাহায্য অপেক্ষা করে না। যেমন দীপ প্রজ্জ্বলিত হইবামাত্রই অন্ধকার বিদূরিত করে, তাহাতে অন্যের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ ঈদৃশ জ্ঞান উৎপত্তি হইবামাত্রই অজ্ঞান নিবৃত্তি পায়, তাহাতে অন্য কোন যোগাদির অপেক্ষা করে না ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—অজ্ঞঃ (গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীনঃ) সংশয়াত্মা (সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ) বিনশ্যতি (স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি); সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন [অস্তি], ন পরঃ (পরলোকোঽপি নাস্তি) ন চ সুখম্ ॥ ৪০

অনু।—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াকুল চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখ ও নাই ॥ ৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

স্বামী।—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ, জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি। এতেষু ত্রিষপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকা ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০

টিপ্পনী।—তোমার এই বিষয়ে সংশয় করা অনুচিত; যেহেতু আত্মজ্ঞানশূন্য শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি স্বার্থ হইতে স্খলিত হয়। অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ইহাদের মধ্যে সংশয়াত্মা সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ; যেহেতু সর্ব্বত্র সংশয়বশতঃ তাহার ধনাদি উপার্জ্জনের ক্ষমতা থাকে না বলিয়া সংসার তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত, ধর্ম্মজ্ঞানাদির অভাব নিবন্ধন স্বর্গমোক্ষাদি পরলোক তাহার অপ্রাপ্য এবং ভোজনাদিজনিত ঐহিক সুখেরও সে অভাজন; অতএব তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যোগেন ঈশ্বরে ন্যস্তকর্ম্মাণং) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানবিধ্বস্তদেহাত্মাভিমানম্) আত্মবন্তম্ (অপ্রমাদিনং) [জনং] কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১

অনু।—হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগদ্বারা পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন, জ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিধ সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, ঈদৃশ অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মসকল আসক্ত করিতে পারে না ॥ ৪১

স্বামী।—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্ম-

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

জ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্ত্ত্রা সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ [আত্মনঃ] অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং (হৃদি স্থিতম্) এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানখড়্গেন) ছিত্ত্বা যোগং (কর্ম্মযোগম্) আতিষ্ঠ (আশ্রয়) হে ভারত! উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধায় সজ্জীভব) ॥ ৪২

অনু।—অতএব আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গে হৃদয়স্থ অজ্ঞান-সম্ভূত সংশয় ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। হে ভারত! যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ॥ ৪২

স্বামী।—তস্মাজ্‌জ্ঞানেতি যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানে সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্ম-বিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত! ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্ম্মাত্মত্বং দর্শিতম্ ॥ ৪২

পুমবস্থাদিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্॥

ইতি শ্রীস্বামিকৃতায়াং গীতাটীকায়াং
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

টিপ্পনী।—অতঃপর ঈদৃশ সংশয় নিবাকরণের একমাত্র উপায় আত্মনিশ্চয় ইহা বলার অবসরে অধ্যায়দ্বয়োক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানময় দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার উপসংহার করিতেছেন। ভগবদারাধনা-লক্ষণ সমত্ব বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া যিনি আত্ম-নিশ্চয়রূপ জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করিয়াছেন, তাদৃশ বিষয়পরবশতা-রূপ প্রমাদশূন্য ব্যক্তির কর্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত হয় না। অতএব হে ধনঞ্জয়! অজ্ঞানসম্ভূত এই সংশয়কে জ্ঞানাসিদ্বারা ছেদন করিয়া সম্যক্ দর্শনের উপায় নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তুমি ভরতবংশ-সম্ভূত, তোমার উদ্যম নিষ্ফল হইবে না, অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হও। এই অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের ঈশ্বরত্ব খ্যাপন করিয়া অর্জ্জুনের ভক্তিশ্রদ্ধা দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন এবং কর্ম্মনিষ্ঠা যে জ্ঞানের হেতু, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন॥ ৪১।৪২

ইতি চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ সংশসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং [কথয়িত্বা] পুনঃ যোগঞ্চ সংশসি (কথয়সি) এতয়োঃ (কর্ম্ম-সন্ন্যাসয়োঃ) [মধ্যে] যৎ শ্রেয়ঃ (প্রশস্ততরং) তৎ একং মে (মহ্যং) সুনিশ্চিতং ব্রূহি ॥ ১

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মসমূহের সন্ন্যাস (ত্যাগ) উপদেশ দিয়া পুনরায় কর্ম্মযোগ কহিতেছ, এই দুইটির মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ, আমায় সেই একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ১

স্বামী।—নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগয়োঃ। জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ ॥ অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং, তত্র পূর্ব্বোপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি "জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ" ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি, ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকদৈব সম্ভবতঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োর্ম্মধ্যে একস্মিন্নহুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥ ১

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের নির্ণয় করিয়াছেন, সম্প্রতি দুই অধ্যায়ে কর্ম্ম ও কর্ম্মসন্ন্যাসের বিষয় বলিবেন। তৃতীয়

অধ্যায়ে অর্জ্জুন "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন" (৩য় ১ম) ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার বিশ্বাস, তবে কেন আমায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছ? তোমার বাক্যে কদাচিৎ জ্ঞানের প্রশংসা কদাচিৎ কর্ম্মপ্রশংসায় আমার বুদ্ধি মুগ্ধ হইতেছে, অতএব অবশ্য শ্রেয়ঃসাধন একটী নিশ্চয় করিয়া বল। তদুত্তরে ভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় অসম্ভব মনে করিয়া অধিকারিভেদেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিষয়ব্যবস্থা দেখাইবার জন্য "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (৩অঃ ৩য়) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন যে,তেজ ও তিমিরের ন্যায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব; কারণ কর্ম্মাধিকারহেতু ভেদজ্ঞান জ্ঞানে নাশ পায়,অতএব জ্ঞান কর্ম্মের বিরোধী; বিরোধী বস্তুদ্বয় একত্র থাকিতে পারে না, কাজেই সমুচ্চয় অসম্ভব। কর্ম্ম অথবা জ্ঞান এইরূপ বিকল্পও অসম্ভব, কারণ উভয়ের একার্থতা নাই। যে বস্তুদ্বয় একই প্রয়োজনে প্রযুক্ত, তাহাদেরই বিকল্প সম্ভব; কর্ম্ম ও জ্ঞান এক প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে না; যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞান নাশ করে, কর্ম্ম তাহাতে অসমর্থ। শ্রুতি বলেন—জ্ঞানভিন্ন মোক্ষলাভে দ্বিতীয় উপায় নাই। "যাবানর্থ উদপানে" (২য় ৪৬শ) ইত্যাদি শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে,জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। অতএব জ্ঞানিগণের কর্ম্মাধিকারিতা নিশ্চিত হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মবশে বৃথাচেষ্টারূপ কর্ম্ম তাঁহারা করিবেন, অথবা কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন, ইহাই নির্ব্বিবাদে চতুর্থে নির্ণীত হইয়াছে। অজ্ঞগণ জ্ঞানের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিবেন এবং জ্ঞানীও সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসদ্বারা জ্ঞান দৃঢ় করিবেন, অতএব কর্ম্ম ও কর্ম্মসন্ন্যাস উভয়ই জ্ঞানার্থ। কিন্তু এতদুভয়ের

সমুচ্চয় অসম্ভব, কারণ ইহারা বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; অতএব একত্র অবস্থান করিতে পারে না। আর এতদুভয় আত্মজ্ঞানরূপ এক কার্য্যকারী হইলেও দ্বারভেদে ভেদ থাকায় বিকল্পও সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু পাপক্ষয়রূপ কর্ম্মের দ্বার অদৃষ্ট, সন্ন্যাসের দ্বার সর্ব্ববিপক্ষাভাববশতঃ বিচারের অবকাশপ্রদান—অদৃষ্ট। অতএব ক্রমে উভয়েরই অনুষ্ঠান করা বিধেয়। তন্মধ্যে যদি সন্ন্যাস অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে পরিত্যক্ত কর্ম্মের পুনঃ গ্রহণবশতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ ও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় কর্ম্মানধিকার ও প্রাক্তন সন্ন্যাসের বৈয়র্থ্য আপতিত হয়। অতএব পূর্ব্বে ভগবদর্পণবুদ্ধিদ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবে। তৎপরে তীব্র-বৈরাগ্যদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসা দৃঢ়ীভূত হইলে শ্রবণ মননাদিরূপ বেদান্ত-বাক্যার্থ বিচারের জন্য সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তি আসক্ত অবস্থায় কর্ম্ম এবং বিরক্ত অবস্থায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এইরূপ বিষয়বিভাগ দ্বারা অজ্ঞাধিকারীর প্রতিই কর্ম্ম ও তৎসন্ন্যাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তির সন্ন্যাস জ্ঞানবলে অর্থসিদ্ধ,তদ্বিষয়ে বিচারের অবকাশ নাই, কেবল অজ্ঞের প্রতি জ্ঞানোৎপত্তির জন্য কর্ম্ম ও তৎত্যাগ বিহিত হইতেছে। তন্মধ্যে এতদুভয়ের বিরুদ্ধতানিবন্ধন যুগপৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব হেতু 'আমি কোন্‌টী অবলম্বন করিব' ইত্যাকার সন্দেহে অর্জ্জুন বলিতেছেন,—হে ভক্তদুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ! তুমি জিজ্ঞাসু অজ্ঞব্যক্তির প্রতি নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান কর, অথচ "নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা"(৪র্থ ২১শ) "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত" (৪র্থ ৭২শ) ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা দিতেছ, এক ব্যক্তি যুগপৎ এতদুভয়ের

শ্রীভগবানুবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অনুষ্ঠান করিতে পারে না, অতএব ইহার মধ্যে যে পন্থা প্রশস্ত তাহাই আমাকে বল ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—সন্ন্যাসঃ (কর্ম্মত্যাগঃ) কর্ম্ম যোগশ্চ উভৌ [অপি] নিঃশ্রেয়সকরৌ (মোক্ষসাধকৌ); তয়োস্তু [মধ্যে] কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ২

অনু।—শ্রীভগবান কহিলেন,—কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই [ভূমিকাভেদে] মুক্তিসাধক; পরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ প্রশংসনীয় ॥ ২

স্বামী।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়মভাবঃ,—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেণ শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ; তথাপি তয়োর্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—যঃ ন দ্বেষ্টি ন চ কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ হে মহাবাহো! হি (যতঃ) নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বহীনঃ) [জনঃ] সুখম্ (অনায়াসেনৈব) বন্ধাৎ (সংসারাৎ) প্রমুচ্যতে (প্রমুক্তো ভবতি) ॥ ৩

অনু।—যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তিনি নিত্যসন্ন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী) বলিয়া পরিগণিত; কারণ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তিই অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩

স্বামী।—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি স নিত্যঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ,—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—বালাঃ (অজ্ঞাঃ) [এব] সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ) পৃথক্ [ইতি] প্রবদন্তি; ন [তু] পণ্ডিতাঃ [অনয়োঃ] একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্ সন্) উভয়োঃ ফলং (কৈবল্যং) বিন্দতে (লভতে) ॥ ৪

অনু।—যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ ইহা বলেন, পণ্ডিতেরা নহে; এতদুভয়ের একটিও সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইলে উভয়েরই চরম ফল কৈবল্য লাভ করা যায় ॥ ৪

স্বামী।—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নো-

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

হজ্ঞানামেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি। সন্ন্যাস-কর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ—অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি, সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ ফলত্ব মনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪

টিপ্পনী।—পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,রাগদ্বেষাদিবিমুক্ত মহাত্মগণ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী। তদ্বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে যে,কর্ম্ম ও কর্ম্মসন্ন্যাস বিরুদ্ধ বস্তু,অতএব এতদ্দ্বয় একব্যক্তির অনুষ্ঠেয় কিরূপে হইতে পারে? যদি বল (নিষ্কাম) কর্ম্ম ও তৎ-সন্ন্যাসের ফল জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ একই, তাহাও অনুচিত; কেননা স্বরূ-পতঃ বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের ফলেও বিরোধ হওয়া উচিত। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "উভয়েই মোক্ষপ্রদ" এই কথাও বিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সাংখ্য শব্দে সম্যক্ আত্মবুদ্ধি, তাঁহার অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া সাংখ্যপদে কর্ম্মসন্ন্যাস, যোগশব্দে কর্ম্মযোগ। এতদুভয় বিরুদ্ধ ইহা শাস্ত্রার্থে জ্ঞানশূন্য মূর্খগণ বলিয়া থাকে,পণ্ডিতগণ বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, কর্ম্ম ও তৎসন্ন্যাসের যে কোন একটী আশ্রয় করিলেই উভয়ের ফল অর্থাৎ মোক্ষ পাওয়া যায় ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ) যৎ স্থানং (মোক্ষাখ্যং) প্রাপ্যতে যোগৈঃ (কর্ম্মযোগিভিঃ) অপি [জ্ঞানদ্বারেণ] তৎ [এব] গম্যতে (প্রাপ্যতে) ; [যতঃ] সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ একং পশ্যতি সঃ [এব] (সম্যক্) পশ্যতি ॥ ৫

অনু।—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা মোক্ষনামক যে গতি লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও [জ্ঞানদ্বারা] তাহাই প্রাপ্ত হন, যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়কেই এক দেখেন, তিনিই সম্যক্ দেখেন ॥ ৫

স্বামী।—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাঙ্খ্যৈরিতি। সাঙ্খ্যৈ-র্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভির্যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদ্বাপ্যতে। যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যস্তেন কর্ম্ম-যোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫

টিপ্পনী।—একের অনুষ্ঠান করিয়া কিরূপে উভয়ের ফল পাওয়া যায়, এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞান-নিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ ঐহিক কর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য হইয়াও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মদ্বারা চিত্তকে সংস্কৃত করত শ্রবণাদিপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা যে প্রসিদ্ধ মোক্ষরূপ স্থান প্রাপ্ত হন,যোগিগণ ফলাভিলাষ শূন্যভাবে ভগবদর্পণ-বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম করিয়াও সেই স্থানই লাভ করিয়া থাকেন। যোগ পদ এখানে 'যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ আছে ইহাদের' এই অর্থে অর্শ আদিত্যাদি অচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ যোগী—কর্ম্ম-যোগী। অতএব একফলতানিবন্ধন কর্ম্মযোগ ও তৎসন্ন্যাস যিনি এক দেখেন তিনি যথার্থই দ্রষ্টা ; বস্তুতঃ যাঁহার সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা দেখা যায়, তদ্দ্বারা অনুমিত হয় পূর্ব্ব যে, জন্মে তাঁহার

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

ভগবদর্পিত কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল এবং যাঁহাদের ভগবদর্পিত কর্ম্মে নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞান-নিষ্ঠা হইবে, ইহা অনুমান করা যায়; যে হেতু কারণকূট সমবেত হইলে কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। অতএব অজ্ঞ ব্যক্তি মোক্ষা-ভিলাষে অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবে পরে বৈরাগ্যের তীব্রতা জন্মিলে সন্ন্যাস স্বয়ংই উৎপন্ন হইবে ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সন্ন্যাসঃ আপ্তুম্ (অধিগন্তুং) দুঃখং; যোগযুক্তস্তু [শুদ্ধচিত্ততয়া] মুনিঃ (সন্ন্যাসী) [ভূত্বা] ন চিরেণ (অবিলম্বেন) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (অপরোক্ষং জানাতি) ॥ ৬

অনু।—হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া দুঃখজনক; পরন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি [চিত্তশুদ্ধিবশতঃ] মুনি (সন্ন্যাসী) হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানিতে পারেন ॥ ৬

স্বামী।—যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞান-নিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সংন্যাসস্থিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্-বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ” ॥ ইতি ॥ ৬

টিপ্পনী।—যদি বল সন্ন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠার কারণ, অতএব অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিও কেন প্রথমে সন্ন্যাস অবলম্বন করে না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যোগ অর্থাৎ অন্তঃকরণশোধক শাস্ত্রীয় কর্ম্মব্যতিরেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, তাহা কেবল দুঃখের কারণই হইয়া থাকে; যে হেতু অশুদ্ধান্তঃকরণবিধায় সন্ন্যাসের ফল জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা মননশীল হইয়া সত্য জ্ঞানাদিলক্ষণ আত্মাকে শীঘ্রই দর্শন করেন, অতএব একফলপ্রদ হইলেও সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ এই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই দৃঢ়ীকৃত হইল ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যোগযুক্তঃ [অত এব] বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্তঃ) [অত এব] বিজিতাত্মা (বশীকৃতদেহঃ) [অত এব] জিতেন্দ্রিয়ঃ [ততশ্চ] সর্ব্বভূতাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আত্মভূতঃ আত্মা যস্য সঃ) [কর্ম্ম] কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে (কর্ম্মণা ন বধ্যতে) ॥ ৭

অনু।—যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সমুদয় ভূতগণের আত্মাই যাঁহার আত্মস্বরূপ, ঈদৃশব্যক্তি লোক-সংগ্রহার্থ অথবা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥ ৭

স্বামী।—কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদনু-পরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ, অত এব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অত এব বিজিত আত্মা শরীরং যেন, অত এব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন ততশ্চ সর্ব্বেষাং

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯

ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭

টিপ্পনী।—কর্ম্মবন্ধনের হেতুভূত হইলেও তাহা যদি ফলাভিসন্ধিরাহিত্যে এবং ভগবদর্পণবুদ্ধিদ্বারা কৃত হয়, তবে যোগী প্রথমে বিশুদ্ধাত্মা হন, পরে দেহেন্দ্রিয়াদি বশীভূত করিয়া অবস্থান করেন। তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না॥ ৭

অন্বয়ঃ।—যুক্তঃ (কর্ম্মযোগেণ যুক্তঃ সমাহিতঃ) [ক্রমেণ] তত্ত্ববিৎ [ভূত্বা] পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্, উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্) কিঞ্চিৎ এব [অহং] ন করোমি ইতি মন্যেত ॥ ৮।৯

অনু।—কর্ম্মযোগে সমাহিত যোগী [ক্রমশঃ] তত্ত্ববিৎ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ—এই সকল কার্য্য করিয়াও "ইন্দ্রিয়-গণই স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, আমি কিছুই করি না" এইরূপ মনে করেন ॥ ৮।৯

স্বামী।—কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্নেত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মযোগেণ

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

যুক্ত ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত মন্যতে, তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমিষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—"তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি ॥ ৮।৯

অন্বয়ঃ।—যঃ ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) আধায় (সমর্প্য) [তৎফলে চ] সঙ্গম্ (আসক্তিং) ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি, সঃ অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন (পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা) ন লিপ্যতে ॥ ১০

অনু।—পরমেশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণ করিয়া [তাহার ফলে] আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনিও পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥১০

স্বামী।—তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলোপো দুর্ব্বারঃ, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ; সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ (কর্ম্মাভিনিবেশশূন্যৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈরপি আত্মশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১

অনু।—যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য কায়দ্বারা [স্নানাদি], মনদ্বারা [ধ্যানাদি] বুদ্ধিদ্বারা [তত্ত্ব-নিশ্চয়াদি] এবং কর্ম্মে অভিনিবেশশূন্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা [শ্রবণ কীর্ত্তনাদি] কর্ম্ম করেন ॥ ১১

স্বামী।—বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্ম ফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযোগিণঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা [কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি] নৈষ্ঠিকীম্ (আত্যন্তিকীং) শান্তিম্ আপ্নোতি; অযুক্তঃ (বহির্ম্মুখঃ) কামকারেণ (কামতঃ প্রবৃত্ত্যা) ফলে সক্তঃ (আসক্তঃ) নিবধ্যতে ॥ ১২

অনু।—পরমেশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া [কর্ম্ম করিয়াও] পরম শান্তি প্রাপ্ত হন; কিন্তু ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তি কামনার প্রেরণা-বশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয় ॥ ১২

স্বামী।—নন্থ কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

ইতি ব্যবস্থা, অত আহ—যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্তু বহির্ম্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—বশী (যতচিত্তঃ) দেহী [বিবেকযুক্তেন] মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য সুখং [যথা স্যাৎ তথা] নবদ্বারে পুরে (পুরবৎ অহঙ্কারশূন্যে দেহে) নৈব কুর্ব্বন্ নৈব কারয়ন্ আস্তে ॥ ১৩

অনু।—সংযতচিত্ত দেহী, বিবেকযুক্ত মনদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে সুখে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ংও কিছু করেন না, অন্যকেও করান না ॥ ১৩

স্বামী।—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্, ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যাহ—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ আস্তে। ক্বাস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে,নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি,অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নব দ্বারাণি; যস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী।—পূর্ব্বোক্ত কতিপয় শ্লোকে কেবল সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ ইহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইদানীং শুদ্ধচিত্ত

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ ইহা বলিতেছেন।—জিতেন্দ্রিয় দেহী নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মই অকর্ত্তৃ আত্মস্বরূপ জ্ঞানদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করেন। অবস্থানের অধিকরণ নির্ণয় করিতেছেন—শ্রোত্রছিদ্র দুইটী, নাসিকাছিদ্র দুইটি, চক্ষুছিদ্র দুইটি, মুখছিদ্র একটি, পায়ু ও উপস্থছিদ্র দুইটি, এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরে পরগৃহের ন্যায় অবস্থান করেন। অতিথি যেমন পরগৃহে উপস্থিত হইয়া তৎকৃত স্তুতি নিন্দাদিদ্বারা হৃষ্ট বা দুঃখিত হন না এবং তদ্‌গৃহে তাহার মমত্ববুদ্ধি প্রভৃতি উপস্থিত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসীও দেহে অহঙ্কারাদি পরিশূন্য হইয়া স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান করত অবস্থান করেন। অজ্ঞ ব্যক্তি দেহকেই আত্মস্বরূপ মনে করে অতএব সে দেহ, দেহী নহে। কারণ সে দেহে আছি এরূপ কদাচ মনে করে না, কিন্তু দেহাত্মবিবেকদর্শী সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া আমি দেহেই অবস্থান করি এইরূপ মনে করেন। অতএব অবিদ্যাদ্বারা আত্মায় আরোপিত দেহাদিব্যাপারের বিদ্যাদ্বারা বাধই সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস। ঈদৃশব্যক্তি নিজে কোন কর্ম্ম করেন না অথবা কাহারও দ্বারা করান না॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) লোকস্য (জীবলোকস্য) কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি ন [সৃজতি]; কর্ম্মফলসংযোগঞ্চ ন [সৃজতি] স্বভাবস্তু (অবিদ্যা) [কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ] প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

অনু।—বিশ্বপ্রভু জগদীশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন না, জীবকে কর্ম্মফলে যুক্তও করেন না;

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

পরন্তু স্বভাব—অবিদ্যাই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ১৪

স্বামী।—নন্থ "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষত এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রযোজককর্ত্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন কর্ত্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্ক্তে ন স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥ ১৪

টিপ্পনী।—দেবদত্তের গমনক্রিয়া আত্মনিষ্ঠ হইলেও যেমন তাহার একত্র অবস্থানকালে তাহাতে থাকে না, এইরূপ আত্মারও কি কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব স্বগত হইয়াও সন্ন্যাস অবস্থায় থাকে না? অথবা "আকাশতল মলিন" ইত্যাদি ভ্রম প্রতীতির ন্যায় বস্তুতই তাহাতে কর্ম্ম থাকে না? এই সন্দেহে বলিতেছেন—আত্মা দেহাদির কর্ত্তৃত্ব সৃজন করেন না, অর্থাৎ "তুমি কর" এইরূপ নিয়োগদ্বারা তাঁহার কারয়িতৃত্ব উপস্থিত হয় না এবং লোকের ঈপ্সিত কর্ম্ম ঘটপটাদি নিজে সৃষ্টি করেন না। কে তবে কর্ম্ম

করে অথবা করায়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী মায়া প্রকৃতিই তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—বিভুঃ (পূর্ণকামঃ ঈশ্বরঃ) কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে (গৃহ্লাতি) সুকৃতং (পুণ্যং) চ নৈব [আদত্তে] অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং, তেন [হেতুনা] জন্তবঃ (জীবাঃ) মুহ্যন্তি (ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫

অনু।—ঈশ্বর পূর্ণকাম; অতএব তিনি কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না; পরন্তু অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান সমাচ্ছন্ন আছে,এই কারণে জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্য অবলোকন করে ॥ ১৫

স্বামী।—যস্মাদেবং তস্মান্নাদত্ত ইতি। প্রযোজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ, যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ ন ত্বেতদস্তি আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নন্বু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

টিপ্পনী।—শ্রুতিতে আছে—ভগবান্ যাহাকে ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্ত করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন এবং যাহাকে অধোলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তদ্দ্বারা পাপ কর্ম্মানুষ্ঠান করাইয়া থাকেন। এই শ্রুতিদ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব ও ভোজয়িতৃত্ব প্রসক্ত

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌ ॥১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭

হইতেছে, অতএব তাঁহার পাপ পুণ্যও অবশ্যম্ভাবী, তবে প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়, এই বাক্যের কিরূপে সামঞ্জস্য হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন- পরমার্থতঃ ঈশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য বিধান করেন না। তবে শ্রুতি বাক্যের সত্যতারক্ষার উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত রহিয়াছে, তজ্জন্যই জীবগণ মুগ্ধ হইয়া জীবেশ্বরাদির ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। শ্রুতি মূঢ়গণের তাদৃশাবস্থার কথা বলিয়াছেন, অতএব কোনও বিরোধ ঘটিল না। ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবতঃ) জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তৎ জ্ঞানং তেষাম্‌ [অজ্ঞানং নাশয়িত্বা] পরং (পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপম্‌) আদিত্যবৎ (সূর্য্য ইব) প্রকাশয়তি ॥ ১৬

অনু ।—আত্মবিষয়ক জ্ঞানে যাঁহাদের সেই অজ্ঞান বিনাশিত হইয়াছে, সেই আত্মজ্ঞান তাঁহাদের [অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপকে আদিত্যবৎ প্রকাশিত করে ॥ ১৬

স্বামী ।—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্‌-জ্ঞানং যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥১৬

অন্বয়ঃ।—তদ্বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্নেব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্যেষাং তে) তদাত্মানঃ (তস্মিন্নেব আত্মা মনো যেষাং তে) তন্নিষ্ঠাঃ (তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং তে) তৎপরায়ণাঃ (তদেব পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যেষাং তে) [ততশ্চ] জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তে) [ঈদৃশাঃ জনাঃ] অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তিং) গচ্ছন্তি (যান্তি) ॥ ১৭

অনু।—তাঁহাতেই যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই যাঁহাদের মন, তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ নিরস্ত হইয়াছে, ঈদৃশ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৭

স্বামী।—এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তস্মিন্নেব আত্মা [মনঃ] প্রযত্নো যেষাং, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং,তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭

টিপ্পনী।—জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে তাহাতে যাঁহার বুদ্ধি পর্য্যবসিত হইয়াছে তিনি তদ্বুদ্ধিপদবাচ্য, তিনিই নির্ব্বীজ সমাধির অধিকারী। তাহা হইলে কি জীব ব্রহ্মের বোদ্ধৃ বোদ্ধব্য ভেদ আছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন "তদাত্মানঃ," ভেদ নাই কেন না সেই ব্রহ্মই তাঁহাদের আত্মা ; ভেদজ্ঞান অজ্ঞানকল্পিত, তাহা বস্তুতঃ অভেদের বিরোধী হইতে পারে না। যদিও ব্রহ্ম অজ্ঞানজ্ঞ যাবতীয় জীবের আত্মা, অতএব "তদাত্মানঃ" এই বিশেষণটী অব্যাবর্ত্তক, তথাপি অন্য আত্মার ব্যাবৃত্তির জন্য এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ যদিও ব্রহ্ম বস্তুতঃ সমস্ত জীবেরই আত্মা, তথাপি অজ্ঞগণ দেহাদিতেই আত্মাভিমান করিয়া থাকে, বিবেকী

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯

তাহা করেন না বলিয়া তদাত্মপদবাচ্য হন। তন্নিষ্ঠাপদে কর্ম্মানুষ্ঠান নিবন্ধন বিক্ষেপের অভাব এবং তৎপরায়ণ পদে কর্ম্মফলে অনাসক্তি দেখান হইল। "জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ" এই বিশেষণদ্বারা বলা হইল যে একবার মুক্ত হইলে আর দেহসম্বন্ধ ঘটে না॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে (চণ্ডালে) গবি হস্তিনি শুনি (কুক্কুরে) চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন এব [ভবন্তি]॥ ১৮

অনু ।—পণ্ডিতেরা বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে আর গো, হস্তী ও কুকুরে তুল্যদর্শী॥ ১৮

স্বামী ।—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো বৈষম্যং'গবি হস্তিনি শুনি চে'তি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮

টিপ্পনী—দেহপাতানন্তর জ্ঞানের ফল বিদেহ কৈবল্য বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, যদি প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহপাত না হয়, তবে সে ব্যক্তি 'জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। ঈদৃশ জীবন্মুক্ত পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণী,

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

গোরূপ মধ্যম প্রাণী এবং হস্তি কুকুর চণ্ডাল প্রভৃতি সর্ব্বনিকৃষ্ট প্রাণীতে তুল্যতাই দর্শন করিয়া থাকেন॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—যেষাং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং, তৈঃ ইহৈব (সংসারে) [জীবদ্ভিরেব] সর্গঃ (সংসারঃ) জিতঃ (নিরস্তঃ); হি (যতঃ) ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ)॥ ১৯

অনু।—যাঁহাদের মন সর্ব্বত্র সমত্বে অবস্থিত, তাঁহারা এই জীবনেই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন ; যেহেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, সুতরাং তাঁহারাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৯

স্বামী।—নহু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ ? যথাহ গৌতমঃ—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—সমায় পূজায়াং বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ, সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ, যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতং। তত্র হেতুঃ—হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ॥ ১৯

টিপ্পনী।—স্মৃত্যাদিতে সর্ব্বত্র সমদর্শনের নিন্দা থাকিলেও সমদর্শিগণের ইহলোকেই সংসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

তাহারা সেই নিন্দার বিষয়ীভূত নহেন। অজ্ঞান গৃহিগণই তাদৃশ স্মৃতি বাক্যের বিষয় ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[যঃ] ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞঃ) [ভূত্বা] ব্রহ্মণি [এব] স্থিতঃ [সঃ] স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্নঃ) অসংমূঢ়ঃ (নিবৃত্তমোহঃ) প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্যতি) অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্‌বিজেৎ (বিষীদতি) ॥ ২০

অনু।—যিনি ব্রহ্মবৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন তিনি স্থিরবুদ্ধি ও মোহবিমুক্ত; সুতরাং তিনি প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তুলাভে বিষণ্ণও হন না ॥ ২৯

স্বামী।—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ,অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য। তৎ কুতঃ? যতোঽসংমূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্তঃ) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ [উপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং] সুখং [তৎ] বিন্দতি (লভতে) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তঃ তদৈক্যং প্রাপ্তঃ আত্মা যস্য তাদৃশঃ) সঃ অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২১

অনু।—বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে যাঁহার চিত্ত আসক্ত নহে, তিনি অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ ভোগ করেন; সমাধিদ্বারা ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত সেই ব্যক্তি অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

স্বামী।—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ—বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে, স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! যে ভোগাঃ (সুখানি) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়জাতাঃ) তে দুঃখযোনয়ঃ (দুঃখস্যৈব কারণভূতাঃ) এব [তথা] আদ্যন্তবন্তশ্চ (উৎপত্তিবিনাশশীলাঃ) [অতঃ] বুধঃ (বিবেকী) তেষু ন রমতে (প্রীতিমনুভবতি) ॥ ২২

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! যে সকল সুখ বিষয় হইতে জন্মে, তৎসমুদয় দুঃখেরই কারণভূত এবং আদ্যন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ স্থায়ী নহে, অতএব বিবেকীরা সে সকল সুখে রত হন না ॥ ২২

স্বামী।—নন্বু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (যাবদ্দেহপাতং) কামক্রোধোদ্ভবং (কামক্রোধজাতং) বেগং (মনোনেত্রাদিক্ষোভম্)

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

ইহৈব (উদ্ভবসময়ে এব) সোঢ়ুং (প্রতিরোদ্ধুং) শক্নোতি, সঃ [এব] যুক্তঃ (সমাহিতঃ) সঃ [এব] নরঃ সুখী ॥ ২৩

অনু।—যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন মৃত্যু না হয়, কাম ও ক্রোধের বেগ উদ্ভব মাত্রেই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই সমাহিত যোগী এবং তিনিই সুখী ॥ ২৩

স্বামী।—তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগীত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবদ্দেহপাতমিত্যর্থঃ। য এবম্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতীভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—"প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ [কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ]।" ইতি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—যঃ অন্তঃসুখঃ (অন্তঃ আত্মনি এব সুখং যস্য নতু বিষয়েষু সঃ) অন্তরারামঃ (অন্তঃ আত্মনি এব আরামঃ প্রীতিঃ নতু বহিঃ যস্য সঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ (অন্তঃ জ্যোতিঃ দৃষ্টির্যস্য নতু গীতনৃত্যাদিষু সঃ) সঃ এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি স্থিতঃ সন্) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি লয়ম্) অধিগচ্ছতি ॥ ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥২৬

অনু।—যাঁহাদের আত্মাতেই (বিষয়ে নহে) সুখ, আত্মাতেই (বহিঃ পদার্থে নহে) প্রীতি, আত্মাতেই (গীতাদিতে নহে) দৃষ্টি, তিনিই ব্রহ্মে অবস্থিত যোগী এবং ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

স্বামী।—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অপি তু যোঽন্তরিতি অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্‌ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ক্ষীণকল্মষাঃ(ক্ষীণপাপাঃ) ছিন্নদ্বৈধাঃ(ছিন্নসংশয়াঃ) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্তাঃ) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (কৃপালবঃ) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষং) লভন্তে ॥ ২৫

অনু।—যাঁহাদের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সর্ব্ববিধ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা চিত্তকে সংযত করিয়াছেন এবং যাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিরত আছেন, এতাদৃশ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন ॥ ২৫

স্বামী।—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাং, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাং, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ।—কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং (সংযতচিত্তানাং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাং (সন্ন্যাসিনাম্) অভিতঃ (উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি লয়ঃ বর্ত্ততে ॥ ২৬

অনু —কামক্রোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীদিগের উভয়লোকেই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ঘটে; অর্থাৎ তাঁহারা যে মৃত্যুর পরেই মোক্ষ প্রাপ্ত হন, তাহা নহে; পরন্তু জীবদ্দশায়ও তাঁহারা মুক্ত ॥ ২৬

স্বামী।—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ, ন দেহান্তর এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—বাহ্যান্ স্পর্শান্ (ইন্দ্রিয়বিষয়ান্) বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ অন্তরে (ভ্রূমধ্যে) এব কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ [ঊর্দ্ধাধোগতিরোধেন] সমৌ কৃত্বা (কুম্ভকং কৃত্বা) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ সঃ সদা (জীবন্নপি) মুক্তঃ এব ॥ ২৭।২৮

অনু।—বহিঃস্থিত [রূপরসাদি] ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি বাহিরেই রাখিয়া অর্থাৎ সেগুলি চিন্তা না করিয়া, চক্ষুর্দ্বয় ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চরমাণ প্রাণ ও অপান

বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বিদূরিত করিয়াছেন, ঈদৃশ মোক্ষপরায়ণ যে মুনি, তিনি সর্ব্বদা অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মুক্ত ॥ ২৭।২৮

স্বামী।—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে, উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসর্পতি তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি, তথা চাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি,কিন্তু নাসামধ্য এব যাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যত ইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৭।২৮

টিপ্পনী।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়; তদনন্তর সন্ন্যাস, তদনন্তর মোক্ষসাধন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইদানীং সম্যক্ দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন পূর্ব্বোক্ত ধ্যানযোগ বিস্তারিতভাবে বলিবার জন্য ভগবান্ তিনটী শ্লোক বলিলেন। সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায় ইহার বিবরণস্বরূপ। তন্মধ্যে দুইটী দ্বারা যোগ এবং একটী দ্বারা যোগফল বলা হইতেছে।—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

শব্দাদি বিষয়কে অন্তঃকরণ হইতে বহির্ভূত করিয়া চক্ষুর্দ্বয় ভ্রূপ্রদেশের মধ্যস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক কুম্ভকদ্বারা প্রাণাপানের গতি সমান করিয়া ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করত মোক্ষপরায়ণ এবং মননশীল হইলে যোগিগণ স্বয়ংই মুক্ত হন; তাঁহাদের মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। বাহ্য শব্দের তাৎপর্য্য এই যে,শব্দাদি যদি স্বভাবতঃ অন্তঃস্থ হইত, তাহা হইলে তাহাকে বহির্ভূত করা অসাধ্য; কারণ যাহার যে স্বভাব তাহা হইতে তাহার মুক্ত হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ তাহা নহে; শব্দাদি বাহ্য পদার্থ কেবল অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে মাত্র; অতএব তাহাকে বহির্ভূত করা অসাধ্য নহে। ভ্রূমধ্যে নেত্রস্থাপনের উদ্দেশ্য,—নেত্র নিমীলিত করিলে লয়াত্মিকা নিদ্রাবৃত্তিদ্বারা চিত্ত লীন এবং উন্মীলিত করিলে প্রমাণাদি বৃত্তিচতুষ্টয়দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, এই জন্য ভ্রূমধ্যে চক্ষুর্দ্বয় স্থাপন করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত অবস্থায় রাখিবে॥২৭।২৮

অন্বয়ঃ।—যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং (পালকং) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং (নিরপেক্ষোপকারিণম্ অন্তর্য্যামিণং) মাং জ্ঞাত্বা [মৎপ্রসাদেন] শান্তিং (মোক্ষম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥২৯

অনু।—আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎ অর্থাৎ নিরপেক্ষ উপকারী জানিয়া মানবগণ শান্তি (মোক্ষ) লাভ করেন॥ ২৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫

স্বামী।—নম্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যান্ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা, সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং,সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষো-পকারিণমন্তর্য্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ২৯

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাংখ্যয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং গুরুম্॥
ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

টিপ্পনী।—উক্ত যোগের ফল বলিতেছেন—"যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, হিরণ্যগর্ভাদিরও ঈশ্বর, জীবগণের প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ উপকারী আমাকে তত্তৎরূপে অবগত হইয়া ঈদৃশ যোগিগণ মুক্তি লাভ করেন। অর্জ্জুন যদি বলেন যে, তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াও আমি মুক্ত হই না কেন? তজ্জন্য উক্ত বিশেষণ সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমাকে এইরূপে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়॥ ২৯

ইতি পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (অনপেক্ষমাণঃ) [সন্] কার্য্যম্ (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম করোতি, সঃ [এব] সন্ন্যাসী চ যোগী চ [জ্ঞাতব্য ইতি শেষঃ], ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্ম্মত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী) [সন্ন্যাসী যোগী চ জ্ঞেয়ঃ] ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী ; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি, অগ্নিদ্বারা সম্পাদনীয় নহে, এরূপ পূর্ত্তাদি (জলাশয় খননাদি) কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন—যোগীও নহেন ॥ ১

স্বামী ।—চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ । মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ, তত্র তাবৎ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে" ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখস্বরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি, স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী চ ॥ ১

টিপ্পনী।—পঞ্চমাধ্যায়ের শেষের তিনটি শ্লোকদ্বারা যোগ কথিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার নিমিত্ত ষষ্ঠ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগদ্বারা যোগ করিতে হইলে ত্যাজ্যত্ব-নিবন্ধন কর্ম্মের হীনতা আশঙ্কা করিয়া প্রথমতঃ শ্লোকদ্বয়ে কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন।—কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, সে কর্ম্মী হইয়াও সন্ন্যাসী এবং যোগী। সন্ন্যাস অর্থ ত্যাগ, অতএব কর্ম্মফল ত্যাগ দ্বারাই সন্ন্যাস সিদ্ধ হইয়াছে এবং চিত্তবিক্ষেপাভাবরূপ যোগও তাহার ফলতৃষ্ণারূপ চিত্তবিক্ষেপের অভাবনিবন্ধন অন্যথা-সিদ্ধ। এই শ্লোকে লক্ষণাদ্বারা ত্যাগ পদে সন্ন্যাস এবং ফলতৃষ্ণাই বিক্ষেপ। অতএব এই ব্যক্তি যদিও অগ্নিসাধ্য শ্রৌত কর্ম্ম ত্যাগ করে নাই এবং অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্তকর্ম্মও ত্যাগ করে নাই, তথাপি সন্ন্যাসী এবং যোগী—অথবা ইহার এইরূপ অর্থ—সেই ব্যক্তি নিরগ্নি সন্ন্যাসী এবং নিষ্ক্রিয় যোগী নহে; কিন্তু সাগ্নিক সন্ন্যাসী এবং সক্রিয় যোগী। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠায়ী যোগী এবং সন্ন্যাসী। এস্থলে অক্রিয় পদদ্বারাই সর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাসের লাভ হয়; অতএব নিরগ্নিপদ ব্যর্থ, এইজন্য অগ্নি শব্দ সমগ্র কর্ম্মের উপলক্ষণ, নিরগ্নি পদে সন্ন্যাসী এবং ক্রিয়াপদে চিত্তবৃত্তি, অক্রিয়পদে নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি যোগী ॥১

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে পাণ্ডব! যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ [কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাৎ] তং যোগং বিদ্ধি (জানীহি) হি (যস্মাৎ) অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ [কর্ম্মনিষ্ঠঃ জ্ঞাননিষ্ঠো বা] কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন ভবতি॥ ২

অনু।—হে পাণ্ডুনন্দন! পণ্ডিতেরা যাহাকে সন্ন্যাস বলেন, [কেবল ফলত্যাগবশতঃ] তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে ; কারণ, যিনি সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কর্ম্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞাননিষ্ঠই হউন, যোগী নহেন॥ ২

স্বামী।—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ "সংন্যাস এবাত্যাচরেৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ইতি, কেবলাৎ ফলসংন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি। কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি-শব্দোক্তো হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সংন্যস্তঃ ফল-সঙ্কল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ, ফল-সঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ॥২

অন্বয়ঃ।—যোগং (জ্ঞানযোগম্) আরুরুক্ষোঃ (প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ) মুনেঃ [তদারোহণে] কর্ম্ম [চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ] কারণম্ উচ্যতে ; যোগারূঢ়স্য তস্য (জ্ঞাননিষ্ঠস্য) শমঃ (সমাধিঃ) [জ্ঞানপরিপাকে] কারণম্ উচ্যতে॥ ৩

অনু।—জ্ঞানযোগ আরোহণেচ্ছু মুনির সম্বন্ধে [চিত্তশুদ্ধি-

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

কব বলিয়া] কর্ম্মই কারণ (সাধন) বলিয়া অভিহিত হয় এবং যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন; সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির সম্বন্ধে সমাধিই (চিত্তবিক্ষেপক কর্ম্মত্যাগই) সাধন বলিয়া উক্ত হয়॥ ৩

স্বামী।—তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্ম উচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ, জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—যদা না (পুরুষঃ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু বিষয়েষু) [তৎসাধনেষু] কর্ম্মসু [চ] ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) তদা সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী হি (নিশ্চিতং) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে॥ ৩

অনু।—যখন লোকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং তৎসাধন কর্ম্মসমূহে আসক্ত হন না, তখন সেই সর্ব্ববিধ-সঙ্কল্পপরিত্যাগী ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন॥ ৪

স্বামী।—কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, তত্র হেতুঃ

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬

আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, তদা যোগারূঢ় উচ্যতে॥ ৪

অন্বয়ঃ।—আত্মনা আত্মানং [সংসারাৎ] উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন অবসাদয়েৎ (অধো ন নয়েৎ); হি যস্মাৎ [মনঃসঙ্গাদ্যুপরতঃ] আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ অপকারকঃ॥ ৫

অনু।—[বিবেকযুক্ত] আত্মা—(মন) দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে ; আত্মাকে কদাচ অধঃপতিত করিবে না, কারণ আসক্তিহীন আত্মাই আত্মার উপকারী এবং বিষয়াসক্ত আত্মাই আত্মার রিপু॥ ৫

স্বামী।—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েৎ; অধো ন নয়েৎ। হি যস্মাৎ আত্মৈব মনঃসঙ্গাদ্যুপরতঃ আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যেন আত্মনা (জীবেন) [কার্য্যকারণসংঘাত-রূপঃ] আত্মা জিতঃ (বশীকৃতঃ) আত্মা তস্য আত্মনঃ (জীবস্য) বন্ধুঃ অনাত্মনস্তু (অজিতাত্মনস্তু) আত্মা (মনঃ) শত্রুত্বে এব (শত্রুভাবে এব) শত্রুবৎ বর্ত্তেত॥ ৬

অনু।—যিনি আত্মাকে (মনকে) বশীকৃত করিয়াছেন; আত্মা তাঁহার বন্ধু ; পরন্তু অজিতেন্দ্রিয়ের আত্মাই (মন) আত্মার শত্রুতাসাধনে শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

স্বামী—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ, কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত॥ ৬

অন্বয়ঃ।—জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য (রাগাদিশূন্যস্য) পরং (কেবলম্) আত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠঃ) [ভবতি]; [অথবা] তস্য পরমাত্মা [হৃদি] সমাহিতঃ (স্থিতঃ) ভবতি॥ ৭

অনু—যিনি জিতাত্মা ও বাসনাদিশূন্য, তাঁহারই আত্মা শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদিতে এবং মান ও অপমানে আত্মনিষ্ঠ থাকেন অথবা তাঁহার পরমাত্মা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন॥ ৭

স্বামী।—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্ফুটয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি নান্যস্য, যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি॥ ৭

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞানেন বিজ্ঞানেন চ নিরাকাঙ্ক্ষচিত্তঃ) [অতঃ] কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) [অতএব]

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯

বিজিতেন্দ্রিয়ঃ [অত এব] সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ] যোগী যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) উচ্যতে॥ ৮

অনু।—জ্ঞান (উপদেশজাত), বিজ্ঞান (প্রত্যক্ষানুভব) এতদুভয়দ্বারা যাঁহার চিত্ত আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অতএব নির্ব্বিকার এবং জিতেন্দ্রিয়, তজ্জন্য যাঁহার মৃৎখণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞান, তাদৃশ ব্যক্তি যোগারূঢ় নামে অভিহিত হন॥ ৮

স্বামী।—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাদ্যোপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অত এব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য, মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে॥ ৮

অন্বয়ঃ।—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষু পাপেষু চ অপি সমবুদ্ধিঃ (রাগদ্বেষাদিশূন্যবুদ্ধিঃ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি)॥ ৯

অনু।—যিনি সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু এবং সাধু ও পাপিষ্ঠে সমজ্ঞানী, তিনিই শ্রেষ্ঠ। (সুহৃৎ—যিনি স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী, মিত্র—যিনি স্নেহবশতঃ উপকারী, অরি—ঘাতুক, উদাসীন—বিবাদকারী উভয় পক্ষেরই উপেক্ষাকারী, মধ্যস্থ—বিবদমান উভয় পক্ষেরই হিতকামী, দ্বেষ্য—দ্বেষপাত্র, বন্ধু—সম্বন্ধবিশিষ্ট, সাধু—সদাচার, পাপিষ্ঠ—দুরাচার)॥ ৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

স্বামী।—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রঃ স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতুকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপা দুরাচারাঃ, এতেষু সমা রাগদ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—যোগী (যোগারূঢ়ঃ) সততং (নিরন্তরং) রহসি (একান্তে) স্থিতঃ [সন্] একাকী (নিঃসঙ্গঃ) যতচিত্তাত্মা (সংযতদেহচিত্তঃ) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষঃ নিরাহারো বা) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্যঃ) আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ)॥ ১০

অনু।—যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিয়া সঙ্গহীন সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ এবং নিরাকাঙ্ক্ষ (বা সংযতাহার) হইয়া পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে সমাহিত করিবেন॥ ১০

স্বামী।—এবং যোগারূঢ়লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিনা—স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগীতি। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতঃ সংযতঃ চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষো নিরাহারো বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ॥ ১০

টিপ্পনী।—অতীত শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ও ফল বলিয়া ইদানীং তাদৃশ ব্যক্তির সাঙ্গ যোগ "স যোগী পরমো

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

মতঃ" (৬ষ্ঠঅঃ, ৩২শ) ইত্যন্ত শ্লোকে বলিতেছেন—এইরূপ উত্তম ফলপ্রাপ্তির জন্য যোগারূঢ় ব্যক্তি ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমিতে চিত্তকে সমাহিত করিবেন। যোগের অপ্রতিবন্ধক দুর্জ্জনাদিবর্জ্জিত নির্জ্জন দেশ—গুহাদিতে অবস্থান করিবেন। বৈরাগ্যের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত তৃষ্ণাশূন্য ও পরিগ্রহরহিত হইয়া দেহ ও অন্তঃকরণ সংযত করিবেন ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—শুচৌ দেশে (শুদ্ধে স্থানে) আত্মনঃ (স্বস্য) স্থিরং (নিশ্চলং) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (নাত্যুচ্চং) ন অতিনীচম্ (অতিনিম্নং) চেলাজিনকুশোত্তরম্ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র (আসনে) উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং (বিক্ষেপরহিতং) কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ [সন্] আত্মশুদ্ধয়ে (আত্মনঃ মনসঃ শুদ্ধয়ে শুদ্ধিসাধনার্থম্ উপশান্তয়ে ইত্যর্থঃ) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যস্যেৎ) ॥ ১১।১২

অনু।—যোগী বিশুদ্ধ স্থানে আত্মশুদ্ধির জন্য (মনের উপশান্তির জন্য) স্বকীয় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক মনকে বিক্ষেপরহিত করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন। তাঁহার ঐ আসন যেন চাঞ্চল্যহীন (নড়াচড়া রহিত) হয়; উহা যেন অতিশয় উচ্চ বা অতিনিম্ন না হয়; প্রথমে কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্র এইরূপ ক্রমানুসারে স্থাপন করা হয় ॥ ১১।১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪

স্বামী।—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্য আসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশং? স্থিরম্ অচলং নাত্যুচ্ছ্রিতং ন চাতিনীচং, চেলং বস্ত্রম্ অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্মিন্ কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্র-মাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যস্যেৎ, যতা সংযতা চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে ॥ ১১।১২

অন্বয়ঃ।—কায়শিরোগ্রীবং সমম্ (অবক্রম্) অচলং (নিশ্চলং) ধারয়ন্ স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা) স্বং (স্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ) দিশশ্চ অনবলো-কয়ন্ [সন্] প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্তঃ) বিগতভীঃ (নির্ভীকঃ) ব্রহ্মচারিব্রতে (ব্রহ্মচর্য্যে) স্থিতঃ [সন্] মনঃ সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য) মচ্চিত্তঃ (ময্যর্পিতমনাঃ) মৎপরঃ (মদ্নিষ্ঠঃ) যুক্তঃ [ভূত্বা] আসীত (তিষ্ঠেৎ) ॥ ১৩।১৪

অনু।—দেহ মস্তক ও গ্রীবা অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরলভাবে ধারণ পূর্ব্বক দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ অর্দ্ধনিমীলিত-দৃষ্টি হইয়া অন্য কোন দিক্ অবলোকন না করিয়া যোগাভ্যাস করিবে। যুক্ত ব্যক্তি প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইবেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫

তিনি অন্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক আমাতে সমর্পণ করত মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১৩।১৪

স্বামী।—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য, বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য মযোব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩।১৪

অন্বয়ঃ।—এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (সমাহিতং কুর্ব্বন্) নিয়তমানসঃ (নিরুদ্ধচিত্তঃ) যোগী নির্ব্বাণপরমাং (মোক্ষনিষ্ঠাং) মৎসংস্থাং (মদ্রূপেণাবস্থিতাং) শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫

অনু।—এইরূপে সদা মনকে সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত যোগী আমাতে অবস্থিতিরূপা মোক্ষপ্রধানা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

স্বামী।—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি। কথম্ভূতাং? নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতাম্ ॥১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ॥
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্ম সু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—হে অর্জ্জুন ! অত্যশ্নতঃ (অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য) যোগঃ নাস্তি ; একান্তম্ অনশ্নতশ্চ (অভুঞ্জানস্য চ) [যোগঃ] নঃ ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রালোঃ) ; ন চৈব জাগ্রতঃ (অতি জাগরণশীলস্য) [যোগঃ অস্তি]॥ ১৬

অনু ।—হে অর্জ্জুন ! অতি ভোজনশীল ব্যক্তির যোগ হয় না ; আবার একান্ত অনাহারী, অতি নিদ্রাশীল ও অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না ॥ ১৬

স্বামী ।—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত শ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা (দুঃখনিবর্ত্তকঃ) ভবতি ॥ ১৭

অনু ।—যাঁহার আহার বিহার নিয়মিত, যিনি কর্ম্মসকলে নিয়মিত চেষ্টাশীল, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত, তাঁহারই যোগ দুঃখনিবর্ত্তক হয় ॥ ১৭

স্বামী ।—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিশ্চ যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—যদা বিনিয়তং (বিশেষেণ নিরুদ্ধং) চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং তিষ্ঠতি) [কিঞ্চ] সর্ব্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ (বিতৃষ্ণঃ) [ভবতি], তদা যুক্তঃ (প্রাপ্তযোগঃ) ইতি উচ্যতে ॥ ১৮

অনু —যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে এবং তিনি সর্ব্ববিধ কাম্যপদার্থে নিঃস্পৃহ হন, তখন তিনি যুক্ত এই নামে অভিহিত হন ॥ ১৮

স্বামী।—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়া-মাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি, কিঞ্চ সর্ব্বকামেভ্য ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—যথা নিবাতস্থঃ (বাতশূন্যে দেশে স্থিতঃ) দীপঃ ন ইঙ্গতে (চলতি) আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ (আত্মবিষয়ং যোগম্ অভ্যস্যতঃ) যতচিত্তস্য (নিয়তমানসস্য) যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা॥ ১৯

অনু।—যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে অবস্থিত প্রদীপ চঞ্চল হয় না, আত্মবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর তাহাই উপমা জানিবে॥ ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

স্বামী ।—আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি । বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ । কস্য ? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনঃ । যতং নিয়তং চিত্তং যস্য । নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চ অচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—যত্র (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসেন) নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে (উপরতং ভবতি), যত্র চ (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা) আত্মানং [ন তু দেহাদি] পশ্যন্ আত্মনি এব (নতু বিষয়েষু) তুষ্যতি [তং যোগসজ্ঞিতং বিদ্যাৎ] ॥ ২০

অনু ।—যে অবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসে নিরুদ্ধ চিত্ত উপরতি প্রাপ্ত হয় এবং যে অবস্থাবিশেষে বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিতে করিতে আত্মাতেই পরিতোষলাভ করেন, [তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে] ॥ ২০

স্বামী ।—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ । যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপং লক্ষণমুক্তম্ । তথাচ পাতঞ্জলসূত্রং—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি । ইষ্টপ্রাপ্তি-লক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি । যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২

শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদিনা যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যত্র (অবস্থায়াং) যৎতৎ (কিমপি অনির্ব্বাচ্যং) বুদ্ধিগ্রাহ্যং (বুদ্ধ্যৈব গ্রহণীয়ম্) অতীন্দ্রিয়ং (বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাতীতম্) আত্যন্তিকং (নিরতিশয়ং) সুখং বেত্তি, যত্র চ (অবস্থায়াং) স্থিতঃ [সন্] তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপাৎ) ন চলতি (বিচলিতো ন ভবতি) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ]॥ ২১

অনু।—যে অবস্থায় সেই অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিমাত্রলভ্য অর্থাৎ কেবল বুদ্ধি দ্বারা অনুভবনীয় বিষয়েন্দ্রিয়ের অতীত নিরতিশয় সুখ অনুভূত হয় এবং যে অবস্থায় তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, [তাহাকেই যোগশব্দবাচ্য জানিবে]॥২১

স্বামী।—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। নম্ব তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাত্তত্রাহ —অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অত এব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি॥২১

অন্বয়ঃ।—যম্ (অবস্থাবিশেষং) লব্ধ্বা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে (চিন্তয়তি), যস্মিন্ [চ] স্থিতঃ গুরুণা (মহতাপি)

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা ॥২৩

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪

দুঃখেন ন বিচাল্যতে (নাভিভূয়তে) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ] ॥ ২২

অনু।—যে অবস্থা বিশেষ লাভ করিয়া তদপেক্ষা অন্য কোন লাভ অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে অতি গুরুতর দুঃখেও অভিভূত হন না [তাহাকেই যোগশব্দ বাচ্য জানিবে] ॥ ২২

স্বামী।—অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখ-স্বরূপং লাভং লব্ধ্বা ততোঽধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদি-দুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—তম্ (অবস্থাবিশেষং) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখস্য বৈষয়িকসুখদুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তং) যোগসংজ্ঞিতং (যোগশব্দবাচ্যং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ), অনির্ব্বিণ্নচেতসা (নির্ব্বেদরহিতেন অন্তঃকরণেন) সঙ্কল্পপ্রভবান্ [যোগপ্রতিকূলান্] সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ (সবাসনান্) ত্যক্ত্বা [বিষয়দোষদর্শিনা] মনসা এব সমন্ততঃ (সর্ব্বতঃ প্রসরন্তম্) ইন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য (নিগৃহ্ন্) সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জনিতেন দার্ঢ্যেন) যোক্তব্যঃ (অভ্যসনীয়ঃ) ॥ ২৩।২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

অনু।—তাদৃশ অবস্থাবিশেষকে যোগশব্দবাচ্য জানিবে; ইহাতে বৈষয়িক সুখদুঃখের সংযোগ হইবামাত্র বিয়োগ হইয়া যায় অর্থাৎ সুখ বা দুঃখের সম্পর্ক মাত্রও থাকিতে পারে না; (দুঃখ-বুদ্ধিতে প্রযত্নের শিথিলতার নাম নির্ব্বেদ।] নির্ব্বেদশূন্য অন্তঃকরণে অর্থাৎ একান্ত অধ্যবসায় সহকারে সেই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। সঙ্কল্পজাত [যোগপ্রতিকূল] সমুদয় কামনা অশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া [বিষয়দোষদর্শী] অন্তঃকরণদ্বারা সর্ব্বতঃপ্রসারী ইন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশজাত দৃঢ়তা সহকারে অভ্যাস করিবে ॥ ২৩।২৪

স্বামী।—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তমিত্যর্দ্ধেন। দুঃখশব্দেন দুঃখসমাশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে,দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তম্ অবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ, যদ্বা দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্য-নির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্ন-শৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ। কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব

বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩।২৪

অন্বয়ঃ।—ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণাবশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থম্ (আত্মনি এব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং) কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ [নতু সহসা] উপরমেৎ কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

অনু।—ধারণাদ্বারা বশীকৃত বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্‌রূপে ন্যস্ত করিয়া অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে [সহসা অভ্যাস করিবে না] ; অন্য কিছুই করিবে না ॥

স্বামী।—যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ--শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ, তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরম-স্বরূপমাহ—"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টিপ্পনী।—ইতঃপূর্ব্বে সামান্যরূপে সমাধি বলিয়া নিরোধ সমাধি বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন। যে অবস্থায় যোগবিষয়ে পটুতা জন্মিলে নিরুদ্ধচিত্ত একাকার প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া ইন্ধনশূন্য অগ্নির ন্যায় বৃত্তিশূন্য হইয়া নিরোধরূপে পরিণত হয় ; যে পরিণামে শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তবৃত্তিদ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ দর্শন করিয়া পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মেই সন্তুষ্ট থাকে, দেহাদিতে অথবা ভোগ্য পদার্থে পরিতুষ্ট হয় না, তাদৃশ অন্তঃ-করণই সর্ব্বচিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ বলিয়া জানিবে। যে অবস্থায় অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিমাত্রগ্রাহ্য ব্রহ্মস্বরূপ অত্যন্ত সুখ যোগী

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
তততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬

অনুভব করেন, যে অবস্থাবিশেষে অবস্থিত যোগী বস্তুতঃ আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাহাকেই যোগ জানিবে। আত্যন্তিক পদ দ্বারা ব্রহ্মসুখের স্বরূপ বলা হইল। অতীন্দ্রিয় পদ দ্বারা বিষয়সুখের ব্যাবৃত্তি এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য এই বিশেষণ-দ্বারা সুষুপ্তিকালীন সুখের ব্যাবৃত্তি বলা হইল। সুষুপ্তিতে বুদ্ধির লয় হয়, সমাধি অবস্থায় তাহা বৃত্তিশূন্য অবস্থায় অবস্থান করে, ইহাই ব্রহ্মসুখ ও সুষুপ্তিকালীন সুখের ভেদ। তাদৃশ ব্যক্তি আত্মস্বরূপ হইতে কেন বিচলিত হন না, তাহা বলিতেছেন।—যে বৃত্তিশূন্য চিত্তের অবস্থাবিশেষকে প্রাপ্ত হইয়া যোগী অন্য কোন লাভ তাহা হইতে অধিক মনে করেন না এবং যে অবস্থায় শীতোষ্ণাদির কথা দূরে থাকুক, যোগী অস্ত্রাদির আঘাতেও বিচলিত হন না, ঈদৃশ অবস্থাবিশেষকেই যোগ জানিবে। যদিও ঈদৃশ অবস্থা সমগ্র দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ, তথাপি বিরোধলক্ষণাদ্বারা তাহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। "ইহা সুন্দর" ইত্যাদিরূপ সঙ্কল্পজনিত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবে। মনকে আত্মস্থ করিয়া—অর্থাৎ অপরাপর বৃত্তিনিরোধদ্বারা কেবল আত্মাকারাকারিত করিয়া আত্মানাত্ম কোন বস্তুরই চিন্তা করিবে না, যে হেতু অনাত্মাকার বৃত্তি হইলে তাহা ব্যুত্থান অবস্থা এবং আত্মাকার বৃত্তি হইলে তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে॥ ২০—২৫

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[স্বভাবতঃ] চঞ্চলং [ধার্য্যমাণমপি] অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ (যৎ যৎ বিষয়ং প্রতি) নিশ্চলতি (নির্গচ্ছতি) ততস্ততঃ নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত্য) আত্মনি এব বশং নয়েৎ (স্থিরং কুর্য্যাৎ)॥ ২৬

অনু।—[স্বভাবতঃ] চঞ্চল এবং [ধার্য্যমাণ হইলেও] অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি যায়, সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে॥ ২৬

স্বামী।—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যত ইত্যাদি। স্বভাবতশ্চঞ্চলঃ ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—শান্তরজসং (রজোগুণহীনম্) [অতএব] প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তম্) এনং (যোগিনং) হি (নিশ্চিতমেব) উত্তমং সুখং (সমাধিসুখং) [স্বয়মেব] উপৈতি (প্রাপ্নোতি)॥ ২৭

অনু।—রজোগুণ-বিহীন সুতরাং প্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত যোগীকে নিশ্চয়ই সমাধি-জনিত সুখ স্বয়ং আশ্রয় করিয়া থাকে॥ ২৭

স্বামী।—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্ম্মনো বশীকুর্ব্বন্ রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তেতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্, অত এব

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

প্রশান্তং মনো যস্য তম্ এনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনম্ উত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—এবম্ (অনেন প্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (বশীকুর্ব্বন্) বিগতকল্মষঃ (বিনষ্টপাপঃ) যোগী সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপম্) অত্যন্তং (নিরতিশয়ং সর্ব্বোত্তমং) সুখম্ অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)॥ ২৮

অনু।—এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিতে করিতে নিষ্পাপ হইয়া যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোত্তম সুখ লাভ করেন॥ ২৮

স্বামী।—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—যোগযুক্তাত্মা (যোগেন সমাহিতচিত্তঃ) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ [যোগী] আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু অবস্থিতম্) ঈক্ষতে (পশ্যতি) সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি [অভেদেন] ঈক্ষতে (পশ্যতি)॥ ২৯

অনু।—যে যোগ অভ্যাস করিতেছেন, তাহাতে একাগ্র

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

চিত্ত হইয়া যোগী সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন; তিনি সমুদয় ভূতগণকে আত্মাতে সমভাবে অবলোকন করেন এবং আত্মাকেও সর্ব্বভূতে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন॥ ২৯

স্বামী।—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষবস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি॥ ২৯

টিপ্পনী।—ঈদৃশ নিরোধ সমাধিদ্বারা তৎপদলক্ষ্য শুদ্ধ ব্রহ্মপদার্থ সাক্ষাৎকৃত হইলে তদৈক্যনিবন্ধন "তত্ত্বমসি" এই বেদান্তবাক্যজনিত নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মবিদ্যা নাম্নী বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তদনন্তর সমস্ত অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য নিবৃত্ত হইলে অত্যন্ত সুখ জন্মে, ইহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। নির্ব্বিকার বৈশারদ্যরূপ যোগদ্বারা যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে,তিনি স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় প্রাণীতে জড়াদি পদার্থভিন্নরূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মে স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিজাত মিথ্যাকল্পিত এবং ইহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ঋতম্ভর নামক ঈদৃশ যোগজ প্রত্যক্ষদ্বারা যোগী সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট সমস্তই তুল্যরূপে দর্শন করিয়া থাকেন॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—যঃ মাং (পরমেশ্বরং) সর্ব্বত্র (ভূতমাত্রে) পশ্যতি সর্ব্বং চ (প্রাণিমাত্রং) ময়ি পশ্যতি; অহং তস্য (ব্রহ্মমাত্রদর্শিনঃ)

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১

ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যো ন ভবামি) স চ মে ন প্রণশ্যতি (মমাদৃশ্যো ন ভবতি) ॥ ৩০

অনু :—যিনি আমাকে (পরমেশ্বরকে) সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন এবং আমাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ॥ ৩০

স্বামী ।—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ – যো মামিতি । মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি, প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্লামীত্যর্থ ॥ ৩০

টিপ্পনী ।—শুদ্ধ 'ত্বং'-পদার্থ নিরূপণ করিয়া শুদ্ধ 'তৎ'পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন—যে যোগী প্রপঞ্চকারণ-মায়োপাধিক তৎপদার্থপ্রতিপাদ্য আমাকে সদ্রূপে সমস্ত পদার্থে অনুস্যূত, অথচ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তরূপে দর্শন করেন—যোগজ প্রত্যক্ষদ্বারা অপরোক্ষ করেন ; সমস্ত প্রপঞ্চ মায়াদ্বারা আমাতে আরোপিত অথচ মৎসম্বন্ধহীন হইলে সকলই মিথ্যা এইরূপে দর্শন করেন, তাদৃশ বিবেকদর্শীর নিকট আমি পরোক্ষ হই না এবং তাদৃশ ব্যক্তিও আমার নিকট পরোক্ষ হন না ॥ ৩০

অন্বয়ঃ ।—যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বম [অভেদেন] আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ) [সন্] ভজতি, স যোগী (জ্ঞানী)

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

[সন্] সর্ব্বথা (কর্ম্মপরিত্যাগেন) বর্ত্তমানঃ অপি ময়ি [এব] বর্ত্ততে॥ ৩১

অনু।—যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে অবস্থিত হইয়া ভজন করেন অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভূতে অবস্থিত আমার সহিত একীভূত হইয়া আমার আরাধনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইলেও অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই অবস্থান করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন॥ ৩১

স্বামী।—ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদেন আস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! যঃ আত্মৌপম্যেন (আত্মসাদৃশ্যেন) সর্ব্বত্র (ভূতমাত্রে) সুখং বা যদি বা (অথবা) দুঃখং সমং পশ্যতি (অনুভবতি) সঃ যোগী পরমঃ (উৎকৃষ্টঃ) মতঃ (মমাভিপ্রেতঃ)॥৩২

অনু।—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের সুখ বা দুঃখ যিনি আত্মতুলনায় সমান দেখেন, তিনিই আমার অভিমত শ্রেষ্ঠ যোগী॥ ৩২

স্বামী।—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথা অন্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ॥ ৩২

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—হে মধুসূদন ! ত্বয়া সাম্যেন অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ (কথিতঃ) এতস্য (যোগস্য) স্থিরাং (দীর্ঘকালীনাং) স্থিতিং [মনসঃ] চঞ্চত্বাৎ অহং ন পশ্যামি ॥ ৩৩

অনু ।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে মধুসূদন ! তুমি সমতারূপ এই যে যোগ আমাকে বলিলে, মনের চঞ্চলতাবশতঃ আমি তাহার দীর্ঘকালস্থায়িত্ব দেখিতেছি না ॥ ৩৩

স্বামী ।—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ —যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—হে কৃষ্ণ! হি (নিশ্চিতং) মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি প্রমথনশীলং) বলবৎ (বিচারেণাপি জেতুম্ অশক্যং) দৃঢ়ং (দুর্ভেদ্যম্) [অতঃ] অহং তস্য (মনসঃ) নিগ্রহং (নিরোধং) বায়োঃ [নিরোধমিব] সুদুষ্করং (সর্ব্বথা অশক্যং) মন্যে ॥ ৩৪

অনু ।—হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল,দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষোভ-সম্পাদক, বিচার দ্বারাও জয় করিবার নহে এবং অতিশয় দুর্ভেদ্য ; অতএব যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অসম্ভব,সেইরূপ মনকে নিরোধ করাও দুঃসাধ্য মনে করি ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

স্বামী।—এতৎ স্ফুটয়তি—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলং, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ, কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যং, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবদ্ধিতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথা আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসোঽপি নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪

টিপ্পনী।—কৃষ্ণশব্দের অর্থ—যিনি ভক্তের পাপ কর্ষণ করেন, অথবা যিনি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য মোক্ষ আকর্ষণ করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণ। অর্জ্জুন এতাদৃশ অন্বর্থবিশিষ্ট কৃষ্ণনামদ্বারা সম্বোধন করিয়া জানাইতেছেন যে, চিত্তচাঞ্চল্য দুর্নিবার হইলেও তুমি তাহা দমন করিয়া অপ্রাপ্য সমাধিসুখ আমাকে প্রদান কর। অর্জ্জুন বলিলেন।—মন অত্যন্ত চঞ্চল ইহা প্রসিদ্ধ। মন যে কেবল চঞ্চল তাহা নহে, অপিচ সে আবার ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে। তাহাকে অভিপ্রেত বিষয় হইতে কোনরূপেও বিচলিত করা যায় না। যেমন আকাশে সর্ব্বদা সঞ্চরমাণ বায়ুকে নিশ্চল করা অসম্ভব, সেইরূপ অতি চঞ্চল ইন্দ্রিয়ক্ষোভক মনকে বৃত্তিশূন্যাবস্থায় অবস্থাপন করান অতীব দুষ্কর। যদিও স্বাভাবিক চিত্তপরিণাম যোগ দ্বারা কোনরূপে অভিভূত করা যায়, তথাপি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যেমন প্রারব্ধ কর্ম্মফল নিবারিত হয় না, সেইরূপ যোগদ্বারাও তাহার নিগ্রহ অসম্ভব বলিয়া আমি মনে করি॥৩৪

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ,—হে মহাবাহো ! মনঃ দুর্নিগ্রহং (নিগ্রহীতুমশক্যং) চলং (চঞ্চলম্) [ইতি যৎ বদসি, এতৎ] অসংশয়ং (নিঃসংশয়মেব) ; তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয় ! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন) গৃহ্যতে (নিগ্রহীতুং শক্যতে) ॥৩৫

অনু ।—হে মহাবাহো ! মন যে দুর্দ্দমনীয় এবং চঞ্চল ইহাতে সন্দেহ নাই ; পরন্তু হে কুন্তীনন্দন ! অভ্যাস এবং বিষয়-বিরাগদ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ৩৫

স্বামী ।—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি । চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যত্বদসি, এতন্নিঃসংশয়মেব । তথাপি তু বিষয়াচিন্তন-পূর্ব্বকম্ অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়য়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে, অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপ-প্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তদুক্তং যোগশাস্ত্রে,—"মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ । অসম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥" ইতি ॥ ৩৫

টিপ্পনী । --দ্বিবিধভাবে মনের নিগ্রহ হইতে পারে ; হঠাৎ ও ক্রমে ক্রমে । হঠনিরোধ যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ স্বাধিষ্ঠানভূত চক্ষুর্গোলকাদির নিরোধে হঠাৎ নিরুদ্ধ হয় । মনের হঠনিগ্রহ অসম্ভব, যে হেতু মনের অধিষ্ঠান হৃদয় নিরুদ্ধ করা যায় না, অতএব ক্রমনিগ্রহই উপযুক্ত । ক্রমনিগ্রহে নানা উপায় আছে—প্রথম অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তি, তদ্দ্বারা দৃশ্যপদার্থের মিথ্যাত্ব এবং দৃক্ পদার্থরূপ আত্মার পরমার্থ সত্যত্ব, আনন্দময়ত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব উপলব্ধি হয় । ঈদৃশ জ্ঞানদ্বারা মন দৃশ্য পদার্থের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া প্রয়োজনাভাব বশতঃ নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

স্বয়ং উপশান্ত হয়। যে ব্যক্তি তাদৃশ তত্ত্ববোধে অসমর্থ অথবা বুঝিয়া বিস্মৃত হয়, তাহার সাধুসঙ্গ দ্বিতীয় উপায় যে হেতু সাধুগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশদান দ্বারা অবুদ্ধ ও বিস্মৃত বিষয়ের স্পষ্টতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্ব্বাসনাবশতঃ সাধুসঙ্গ না করে,তাহার পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা বাসনাত্যাগ করা উচিত। যদি তাহাতেও বাসনা নিবৃত্ত না হয় তবে প্রাণস্পন্দননিরোধ করিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—চিত্তরূপ বৃক্ষের দুইটি বীজ, প্রাণস্পন্দন ও বাসনা ; তন্মধ্যে একটী ক্ষীণ হইলে শীঘ্র অপরটীও ক্ষীণ হয়। প্রাণস্পন্দন অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ হয় এবং বাসনা-পরিত্যাগের জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করা বিধেয়। সাধুসঙ্গ অভ্যাসের এবং আধ্যাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তি বৈরাগ্যের উপপাদক বলিয়া অনাথা সিদ্ধ। এই সকল মনে করিয়াই ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে মহাবাহো অর্জ্জুন ! তুমি চিত্তের কার্য্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ,বস্তুতই মন দুর্নিগ্রহ অর্থাৎ হঠাৎ নিগৃহীত করিতে পারা যায় না,কিন্তু ক্রমে অর্থাৎ প্রাণস্পন্দননিরোধ ও বাসনা পরি-ত্যাগকে দ্বার করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহার নিরোধ করা যাইতে পারে॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অসংযতাত্মনা (অবশীকৃতচিত্তেন) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুর্লভঃ) ইতি মে মতিঃ, [পরন্তু] বশ্যাত্মনা (সংযতচিত্তেন) [পুরুষেণ] উপায়তঃ (উপায়েন) যততা (প্রযত্নং কুর্ব্বতা) যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬

অনু।—যে ব্যক্তি অজিতচিত্ত, যোগ তাহার দুর্লভ ইহাই

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

আমার মত; পরন্তু অভ্যাস ও বিষয়বিতৃষ্ণাদ্বারা সংযতচিত্ত ব্যক্তি উপায় দ্বারা প্রযত্ন করিলে যোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৩৬

স্বামী।—এতাবাংস্থিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা উক্ত প্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন স্বরূপেণ অয়ং যোগঃ দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ, অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুন-শ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ! [প্রথমং] শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা) উপেতঃ (যুক্তঃ সন্) [যোগে যুক্তঃ], [ততশ্চ] অযতিঃ (প্রযত্নহীনঃ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ) যোগসংসিদ্ধিং (যোগফলং জ্ঞানম্) অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি? (প্রাপ্নোতি?) ॥ ৩৭

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি [প্রথমে] শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত, কিন্তু অবশেষে প্রযত্নহীন হইয়া যোগভ্রষ্ট হয়, সে যোগসংসিদ্ধি অর্থাৎ যোগফল জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া কীদৃশ গতি প্রাপ্ত হয়? ॥ ৩৭

স্বামী।—অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্‌জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ ন তু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ, তথা যোগাচ্চলিতং

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাস-বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়ঃ) [অতঃ] উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্মজ্ঞানমার্গভ্রষ্টঃ) [সঃ] ছিন্নাভ্রং (বিচ্ছিন্নমেঘঃ) ইব ন নশ্যতি কচ্চিৎ ॥ ৩৮

অনু ;—হে মহাবাহো! ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ে বিমূঢ় হইয়া সে ব্যক্তি অবলম্বন-বিহীন এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গভ্রষ্ট হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইবে কি? ॥ ৩৮

স্বামী।—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মণা-মীশ্বরেঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ ন কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়স্মাদ্ ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ় সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিংবা নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা—ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাৎ অভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং সৎ মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টিপ্পনী।—অর্জ্জুন বলিলেন, যে ব্যক্তির বেদান্তাদি বাক্যে অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং গুরূপদেশে শ্রবণ মননাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি আয়ুর অল্পতা-নিবন্ধন অথবা অন্য কোনও কারণবশতঃ যোগভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার কি গতি হইবে? পূর্ব্বমেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং উত্তর-বর্ত্তী মেঘের সহিত অসংযুক্ত মেঘখণ্ড যেমন বৃষ্টি না হওয়ায় উভয়

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

মেঘের মধ্যেই নাশ প্রাপ্ত হয় ; যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও কি তদ্রূপ পূর্ব্ব কর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এবং উত্তর জ্ঞানপথ প্রাপ্ত না হইয়া মধ্যস্থানেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানফল কর্ম্মফল এতদুভয়ের কিছুই কি সে লাভ করিতে পারে না ? ॥ ৩৭।৩৮

অন্বয়ঃ ।—হে কৃষ্ণ ! মে (মম) এতৎ (এনং) সংশয়ং (সন্দেহম্) অশেষতঃ (সাকল্যেন) ছেত্তুং (নিরসিতুম্) অর্হসি ; ত্বদন্যঃ (ত্বত্তঃ অন্যঃ) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (নিবর্ত্তকঃ) নহি উপপদ্যতে (প্রাপ্যতে) ॥ ৩৯

অনু ।—হে কৃষ্ণ ! আমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর ; তুমি ভিন্ন এই সন্দেহের নিবর্ত্তক আর দেখিতেছি না ॥ ৩৯

স্বামী ।—ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি । এতন্ম ইতি । এতৎ এনং, ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ ! ইহ (অস্মিন্ লোকে) অমুত্র (পরলোকে) চ তস্য (যোগভ্রষ্টস্য) বিনাশঃ (পাতিত্যং নরকপ্রাপ্তিশ্চ) ন বিদ্যতে (নাস্তি) ; হি (যতঃ) হে তাত ! কল্যাণকৃৎ (শুভকারী) কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে উভয়ভ্রংশনিবন্ধন পাতিত্যরূপ এবং পরলোকে নরকপ্রাপ্তিরূপ বিনাশ হয় না; যেহেতু হে বৎস! কোন শুভকারী ব্যক্তিই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০

স্বামী।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশঃ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্ অমুত্র পরলোকে নাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব, যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিণাং) লোকান্ প্রাপ্য [তত্র] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহূন্ বৎসরান্) উষিত্বা (বাসসুখমনুভূয়) শুচীনাং (সদাচারাণাং) শ্রীমতাং (ধনিনাং) গেহে (আলয়ে) অভিজায়তে (জন্ম প্রাপ্নোতি) ॥ ৪১

অনু।—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মদিগের লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহুকাল বাসসুখ ভোগ করিয়া সদাচার ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

স্বামী।—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ বহূন্ সংবৎসরান্ উষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩

অন্বয়ঃ ।—অথবা ধীমতাং (বুদ্ধিমতাং জ্ঞানিনাং) যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি (উৎপদ্যতে) ঈদৃশং যৎ জন্ম, এতৎ হি লোকে দুর্লভতরম্ ॥ ৪২

অনু ।—অথবা জ্ঞানবান্ যোগীদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ; সংসারে ঈদৃশ জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

স্বামী ।—অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, নতু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে, এতজ্জন্ম স্তৌতি—ঈদৃশং যৎ জন্ম । এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ ।—তত্র (দ্বিবিধে এব জন্মনি) পৌর্ব্বদেহিকং (পূর্ব্বদেহে ভবং) তং বুদ্ধিসংযোগং (ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং) লভতে (প্রাপ্নোতি) ততশ্চ হে কুরুনন্দন ! সংসিদ্ধৌ (মোক্ষে) ভূয়ঃ পুনরপি যততে চ (অধিকং প্রযত্নং করোতি) ॥ ৪৩

অনু ।—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি উক্তরূপ দুই প্রকার জন্মে পূর্ব্বদেহজাত বুদ্ধি লাভ করেন এবং হে কুরুনন্দন ! মোক্ষলাভ বিষয়ে পুনরায় অধিকতর প্রযত্ন করেন ॥ ৪৩

স্বামী ।—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন । স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—তেনৈব পূর্ব্বাভ্যাসেন অবশঃ (কুতশ্চিৎ অন্তরায়াৎ অনিচ্ছন্নপি) স (যোগভ্রষ্টঃ) হ্রিয়তে (বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে) যোগস্য [স্বরূপং] জিজ্ঞাসুরপি (জিজ্ঞাসুরেব) [নতু প্রাপ্তযোগঃ] শব্দব্রহ্ম (বেদম্) অতিবর্ত্ততে (বেদোক্তকর্ম্মফলানি অতিক্রামতি) ॥ ৪৪

অনু।—কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না থাকিলেও সেই পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তিনি বিষয়বিমুখ হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তখন যোগের স্বরূপ জ্ঞানে উৎসুক হইবামাত্র বেদোক্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল অতিক্রম করেন অর্থাৎ মুক্ত হন ॥ ৪৪

স্বামী।—তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যতে। ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং; ন তু প্রাপ্তযোগঃ, এবম্ভূতযোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্মফলান্যতিক্রামতি তেভ্যোঽধিকফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬

অন্বয়ঃ ।—প্রযত্নাৎ [উত্তরোত্তরং যোগে অধিকং] যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (বিধূতপাপঃ) [সন্] অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মোপচিতযোগে সম্যক্ সিদ্ধো জ্ঞানী ভূত্বা ইত্যর্থঃ) ততঃ পরাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং যাতি ॥ ৪৫

অনু ।—প্রযত্ন সহকারে [উত্তরোত্তর অধিক যত্নশীল] যোগী নিষ্পাপ হইয়া বহুজন্মের ক্রমশঃ বর্দ্ধিত যোগে সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া পরিশেষে পরম গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫

স্বামী ।—যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্ জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ ।—যোগী তপস্বিভ্যঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যঃ) অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ (শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যোঽপি) অধিকঃ কর্ম্মিভ্যঃ (ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ); [মম] মতঃ (অভিমতঃ), তস্মাৎ হে অর্জ্জুন ! [ত্বং] যোগী ভব ॥৪৬

অনু ।—যোগী তপোনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত ; অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬

স্বামী ।—যস্মাদেবং, তস্মাত্তপস্বিভ্য ইতি ; কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি। জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যোঽপি ;

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অভ্যাস-
যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

কর্ম্মিভ্যঃ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাত্ত্বং যোগী ভব॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—মদ্গতেন (ময্যাসক্তেন) অন্তরাত্মনা (মনসা) যঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ) [সন্] মাং (পরমেশ্বরং) ভজতে, সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাম্ অপি [মধ্যে] যুক্ততমঃ (যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ) মে (মম) মতঃ (সম্মতঃ) ॥ ৪৭

অনু।—মদ্গতচিত্তে যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি সমুদয় যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগযুক্ত ইহাই আমার অভিমত ॥৪৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬

স্বামী।—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগীনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥৪৭

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিঃ।
তং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ভক্তসেবধিম্ ॥
ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

টিপ্পনী।—ইদানীং ভগবান্ সর্ব্বযোগীর শ্রেষ্ঠ যোগীকে নির্দ্দেশ করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন।—রুদ্রাদিত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা-সেবকের মধ্যে যে ব্যক্তি পুণ্যপরিপাকবশতঃ মদ্‌গতচিত্তে আমার সেবাতেই সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে,সেই ব্যক্তিই সমস্ত যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই অধ্যায়ে কর্ম্মের বুদ্ধিশুদ্ধিকরত্ব এবং মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে, তৎপরে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীর অষ্টাঙ্গযোগ বিবৃত হইয়াছে; তদনন্তর আক্ষেপ-নিরসনপূর্ব্বক মনোনিগ্রহের উপায় কথিত হইয়াছে; যোগভ্রষ্টের নাশাশঙ্কা শিথিল ও "ত্বম্" পদার্থ নিরূপ করিয়াছেন। অতঃপর "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং (৬ষ্ঠ ৪৭) এই শ্লোকে সূচিত ভক্তি-যোগ ও ভজনীয় তৎপদার্থ নিরূপণের জন্য দ্বিতীয় ষট্‌কের আরম্ভ হইতেছে॥ ৪৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ।—হে পার্থ! ময়ি আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্টচিত্তঃ) মদাশ্রয়ঃ (অনন্যশরণঃ) [সন্] যোগং যুঞ্জন্ (অভ্যস্যন্) সমগ্রং (বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং) মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥ ১

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! আমাতে আসক্ত-চিত্ত এবং অনন্যশরণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিতে করিতে আমাকে যাহাতে সমুদয় বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য্যসহ সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১

স্বামী।—বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সংযোগং সমুদাহৃতম্। ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনা-ন্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কীদৃশত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্য-স্যন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ১

টিপ্পনী।—কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক সাধনপ্রধান প্রথম ষট্‌কে জ্ঞেয় ত্বংপদের লক্ষ্য এবং যোগ বর্ণনা করিয়া মধ্যম ষট্‌কে ধ্যেয়

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২

ব্রহ্মপ্রতিপাদনদ্বারা তৎপদার্থ ব্যাখ্যাত হইবে। তন্মধ্যে 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং' (৬ষ্ঠ ৪৭শ) ইত্যাদি শ্লোকে কথিত ভক্তজনের ব্যাখ্যার জন্য সপ্তম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যাত বিষয়ের মধ্যে অর্জ্জুনের দুইটী প্রশ্ন হইতে পারে, যথা—ভগবানের কীদৃশরূপের ভজনা করা কর্ত্তব্য? কিরূপেই বা ভগবানে চিত্ত স্থির করা যাইতে পারে? কিন্তু অর্জ্জুন প্রশ্নদুইটী প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরমকারুণিক ভগবান্ স্বয়ংই তাহার সমাধান করিতেছেন। সকল জগতের আয়তন এবং বিবিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন আমাতে বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া মন নিবিষ্ট কর, আমার শরণাগত হইয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক মনঃসমাধান করিয়া সংশয় রহিতভাবে ঐশ্বর্য্যাদিসমন্বিত আমাকে যেরূপে জানিতে পারিবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। "ময্যাসক্তমনা" "মদাশ্রয়" এইপদ দুইটীর ভাব—যেমন রাজার ভৃত্য প্রভুর আশ্রিত থাকিয়াও স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত থাকে, তোমার তদ্রূপ হইলে চলিবে না, তুমি আমারই আশ্রিত এবং আমাতেই আসক্তচিত্ত হও ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অহং তে (তুভ্যং) সবিজ্ঞানম্ (অনুভবসহিতম্) ইদং জ্ঞানং (মদ্‌বিষয়কং তত্ত্বজ্ঞানম্) অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা ইহ (শ্রেয়োমার্গে) [বর্ত্তমানস্য তব] ভূয়ঃ (পুনরপি) অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্টং ন ভবতি)॥২

অনু।—আমি তোমাকে প্রত্যক্ষানুভব সহিত মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি; যাহা জানিতে পারিলে, আর অন্য কিছুমাত্র জানিতে বাকি থাকিবে না॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

স্বামী।—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি, যজ্ জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু [মধ্যে] কশ্চিৎ (কোঽপি পুণ্যবান্) [প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ] সিদ্ধয়ে (আত্মজ্ঞানায়) যততে (প্রযততে); যততাং (প্রযত্নং কুর্ব্বতাং) সিদ্ধানাম্ অপি [সহস্রেষু] কশ্চিৎ মাং (পরমাত্মানং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানাতি) ॥ ৩

অনু।—সহস্র সহস্র মনুষ্যগণের মধ্যে কোনও পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভাগ্যবশে আত্মজ্ঞানলাভার্থ প্রযত্ন করিয়া থাকেন; আবার তাদৃশ [সহস্র সহস্র] প্রযত্নশীল মানবগণ মধ্যে কেহ বা পরমাত্ম-স্বরূপ আমায় প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন ॥ ৩

স্বামী।—মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্ জ্ঞানং দুর্ল্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি; মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্ম-জ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্ল্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি মজ্ জ্ঞানং তুভ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

টিপ্পনী। —আমার অনুগ্রহব্যতীত এই মহাফলবিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করা দুষ্কর। যেহেতু শাস্ত্রীয় জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগবিশিষ্ট সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে বহু জন্মকৃত পুণ্যের পরিপাকবশতঃ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকসম্পন্ন কোন এক ব্যক্তিই সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান উৎপত্তির চেষ্টা করে। তাদৃশ জ্ঞানসিদ্ধ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি-শালী, যতমান সাধকগণের মধ্যেও কোন একজন শ্রবণমননাদির পরিপাকান্তে ঈশ্বর আমাকে প্রত্যগাত্মার অভেদরূপে প্রত্যক্ষ করে। বস্তুতঃ মনুষ্যের মধ্যে আত্মজ্ঞানের জন্য সাধনকারী দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে আবার সাধনের ফলভোগী অত্যন্ত দুর্ল্লভ; অতএব ঈদৃশ জ্ঞানের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয় ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ইয়ং মে (মম) প্রকৃতিঃ (মায়াখ্যা শক্তিঃ) ভূমিঃ (ক্ষিতিঃ গন্ধতন্মাত্রম্,) আপঃ (জলং রসতন্মাত্রম্) অনলঃ (তেজঃ রূপতন্মাত্রং,) বায়ুঃ (মরুৎ স্পর্শতন্মাত্রং) খম্ (আকাশং শব্দতন্মাত্রং) মনঃ (মনঃ তৎকারণভূতঃ অহঙ্কারঃ) বুদ্ধিঃ (তৎ-কারণভূতং মহত্তত্ত্বম্) অহঙ্কারঃ (তৎকারণমবিদ্যা) এব চ ইতি অষ্টধা (অষ্টভিঃ প্রকারৈঃ) ভিন্না (বিভাগং গতা) ॥ ৪

অনু।—আমার এই যে প্রকৃতি মায়ানাম্নী শক্তি, ইহা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র) আর মনের কারণ অহঙ্কার, বুদ্ধির কারণ মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারের কারণ অবিদ্যা—এই অষ্টবিধ ভেদে বিভিন্ন ॥ ৪

স্বামী।—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন

প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদীনি পঞ্চভূতসূক্ষ্মাণি [ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিতন্মাত্রমপ্যুচ্যতে] মনঃশব্দেন তৎকারণ-ভূতোঽহঙ্কারঃ; বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না, যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহা-ভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারস্তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে, বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা চতুর্ব্বিংশতিভেদ-ভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথাচ বক্ষ্যমাণ-ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥" ইতি ॥ ৭

টিপ্পনী।—অপরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। সাঙ্খ্যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার এবং পঞ্চ পঞ্চতন্মাত্র এই আটটী প্রকৃতি, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন এই ষোড়শ পদার্থ বিকার। তন্মতানুসারেই এইস্থানে পরা প্রকৃতির নির্ণয় করিতেছেন। ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত দ্বারা ইহাদের সূক্ষ্মাবস্থারূপ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র লক্ষিত হইল। বুদ্ধি ও অহঙ্কার শব্দ স্বস্ব অর্থেই প্রযুক্ত, মন শব্দে পরিশিষ্ট প্রকৃতি উপলক্ষিত। অথবা—মনঃশব্দে তৎকারণ অহঙ্কার এবং অহঙ্কার শব্দে সর্ব্ববাসনাবাসিত অবিদ্যা-ত্মিকা প্রকৃতিই লক্ষিত হইতেছে, যাবতীয় জড়বর্গ ইহাদের মধ্যেই অন্তর্ভূত ॥ ৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা] ইয়ম্ অপরা (জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা) ইতঃ [সকাশাৎ] পরাং (প্রকৃষ্টাম্) অন্যাং জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে (মম) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি) হে মহাবাহো! যয়া (ক্ষেত্রজ্ঞরূপয়া চেতনয়া) ইদং জগৎ ধার্য্যতে ॥ ৫

অনু।—হে মহাবাহো! [যে অষ্টধা বিভক্ত প্রকৃতির কথা বলিলাম] ইহা অপরা (নিকৃষ্টা); ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অন্য জীবস্বরূপা আমার প্রকৃতি তুমি অবগত হও; ক্ষেত্রজ্ঞরূপা (চেতনাস্বরূপা) যে প্রকৃতি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫

স্বামী।—অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ,ইতঃসকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি, পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫

টিপ্পনী।—ক্ষেত্রস্বরূপা অপরা প্রকৃতির কথা বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপ পরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন।—যাবতীয় জড়বর্গরূপ যে অষ্টপ্রকার প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সে জড়, পরের জন্য প্রবৃত্ত এবং সংসারবন্ধনের হেতুভূত নিকৃষ্ট বলিয়া অপরা। তদ্বিলক্ষণ আমার আত্মভূত চেতনাত্মক বিশুদ্ধ জীবকে পরা প্রকৃতি বলিয়া

জানিবে। যে প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ বিধারণ করিয়া আছেন ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি এতদ্‌-যোনীনি (এতৎসম্ভূতানি) ইতি অবধারয় (বুধ্যস্ব) ; অহং কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ (পরমকারণং) তথা প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা) ॥ ৬

অনু।—স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় ভূতগণ এই দ্বিবিধ (পরা ও অপরা) প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, ইহা বুঝিবে; অতএব আমিই প্রকৃতিসমেত সমুদয় জগতের পরমকারণস্বরূপ এবং সংহারকর্ত্তা ॥ ৬

স্বামী।—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব, তত্র জড়া প্রকৃতির্দ্দেহরূপেণ পারিণমতে,চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী, মত্তঃ সম্ভূতে অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ,তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬

টিপ্পনী।—কার্য্যস্বরূপ চেতনাচেতন জগতের দ্বারা কারণ-স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয়ের অনুমান করিতেছেন।—যাবতীয় চেতনাচেতন উৎপত্তিধর্ম্মা প্রাণিগণ এই চেতনাচেতন প্রকৃতিদ্বয় হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেহেতু কার্য্যও চেতন এবং অচেতন এই দ্বিবিধ,এই-হেতু তৎকারণও চেতন ও অচেতনস্বরূপ পরা ও অপরা প্রকৃতি।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

এই দ্বিবিধ প্রকৃতিদ্বারাই আমি সমস্ত জগতের সৃষ্টির এবং বিনাশের হেতু হইয়া থাকি ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) পরতরং (শ্রেষ্ঠং) [জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং] কিঞ্চিৎ [অপি] ন অস্তি; সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সর্ব্বং [জগৎ] প্রোতং (প্রোথিতম্) ॥ ৭

অনু।—হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের শ্রেষ্ঠ কারণ আর নাই; সূত্রে নিবদ্ধ মণিগণের ন্যায় এই সমুদয় জগৎ আমাতে প্রোথিত আছে ॥ ৭

স্বামী।—যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি, ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭

টিপ্পনী।—যেহেতু আমিই মায়াকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধান করিয়া থাকি, এই জন্যই নিখিল দৃশ্য পদার্থের আকারে আকারিত মায়ার অধিষ্ঠান, সর্ব্বাবভাসক সমস্ত বস্তুতে সদ্রূপে এবং স্ফুরণরূপে অনুস্যূত আমা অপেক্ষা পরমার্থ সত্য অপর কোনও বস্তু নাই। যেমন সূত্রে মণিসমূহ প্রোত থাকে, সেইরূপ দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বস্তুই আমাতে অনুস্যূত ॥ ৭

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! অহম্, অপ্সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃষু (মানবেষু) পৌরুষম্ অস্মি॥ ৮

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! আমি জলে রস (রসতন্মাত্র), চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভা, সমুদয় বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ এবং মানবগণে পৌরুষ অর্থাৎ উদ্যমরূপে অবস্থিত আছি॥ ৮

স্বামী।—জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপতয়া বিভূত্যা আশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, অন্যত্রাপি এবং দ্রষ্টব্যং। বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণবঃ, ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি। উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি॥ ৮

অন্বয়ঃ।—[অহং] পৃথিব্যাং পুণ্যঃ (অবিকৃতঃ) গন্ধঃ, বিভাবসৌ অগ্নৌ তেজঃ, সর্ব্বভূতেষু জীবনং (প্রাণবায়ুঃ) তপস্বিষু (বানপ্রস্থাদিষু) তপঃ (দ্বন্দ্বসহনরূপম্) অস্মি॥ ৯

অনু।—আমি পৃথিবীতে পবিত্র (অবিকৃত) গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে প্রাণবায়ুরূপে এবং তপস্বিগণে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহনরূপ তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি॥ ৯

স্বামী।—কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধ-তন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহং, সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহরূপং তপোঽস্মি॥ ৯

টিপ্পনী।—"রসাদিতে জলাদিই অনুস্যূত, তুমি নহ" অর্জ্জুনের এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন।—যাবতীয় জলের সারভূত পুণ্য ও মধুর যে রস, তাহা আমিই সুতরাং আমাতেই জল অনুস্যূত। এইরূপ আমি শশী ও সূর্য্যের প্রভারূপ, অর্থাৎ প্রকাশসামান্যরূপে আমাতে চন্দ্রসূর্য্য প্রোথিত। সমস্ত বেদে অনুস্যূত ওঙ্কার আমিই এবং আকাশে আমিই শব্দরূপে অনুস্যূত। যাবতীয় পুরুষে অনুস্যূত যে পুরুষত্ব তাহাও আমি॥ ৯

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ মাং সর্ব্বভূতানাং (চরাচরাণাং ভূতানাং) সনাতনং (নিত্যং) বীজং বিদ্ধি (জানীহি), [তথা] বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (সংজ্ঞা) তেজস্বিনাং (প্রগল্ভানাং) তেজঃ (প্রাগল্ভ্যং) চ অস্মি॥ ১০

অনু।—হে পার্থ! আমাকে চরাচর সমুদয় ভূতগণের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে এবং আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজ॥ ১০

স্বামী।—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসমর্থং সনাতনং নিত্যম্ উত্তরোত্তর-সর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতং তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, ন তু প্রকৃতি-

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

ব্যক্তিরিব নশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ সংজ্ঞাঽহমস্মি, তেজস্বিনাং তেজঃ, প্রগল্ভানাং প্রাগল্ভ্যমহম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ ।—হে ভরতর্ষভ ! অহং বলবতাং (বলশালিনাং) কামরাগবিবর্জ্জিতং (কামরাগহীনং) বলং (সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্যং) [তথা] ভূতেষু (প্রাণিষু) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ) কামঃ অস্মি ॥ ১১

অনু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি বলশালিগণের কামনা ও আসক্তিরহিত বল অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্য এবং সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম ॥ ১১

স্বামী ।—কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তেষু বস্তুষভি-লাষো রাজসঃ, রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপর্য্যায়স্তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলমস্মি সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ, ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—যে চ [অন্যেঽপি] এব সাত্ত্বিকাঃ (শমদমাদয়ঃ) রাজসাঃ (দ্বেষদর্পাদয়ঃ) তামসাশ্চ (শোকমোহাদয়ঃ) ভাবাঃ [জায়ন্তে] তান্ [সর্ব্বান্] মত্তঃ এব [জাতান্] বিদ্ধি (জানীহি) তেষু [ভাবেষু] অহং নতু [বর্ত্তে] তে তু [ভাবাঃ] ময়ি [বর্ত্তন্তে] ॥ ১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

অনু।—অন্যান্য যে সকল সাত্ত্বিক (শমদমাদি) রাজসিক (দ্বেষদর্পাদি) তামসিক (শোকমোহাদি) ভাবসমূহ প্রাণিগণে [তাহাদের কর্ম্মবশে] উদ্ভূত হয়, তৎসমুদয় আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে ; পরন্তু আমি কদাপি ঐ সকল ভাবে অবস্থিত নহি, সে গুলি কিন্তু আমাতেই অবস্থিত ॥ ১২

স্বামী।—কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ দ্বেষদর্পাদয়ঃ, তামসাশ্চ শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেম্বহং ন বর্ত্তে জীববৎ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্তে ॥ ১২

টিপ্পনী।—পূর্ব্ব কতিপয় শ্লোকে ভগবান্ই যে সর্ব্বত্র অনুস্যূতে তাহাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হইয়াছে, এক্ষণে পুনরায় সংক্ষেপে তাহাই বলিতেছেন। অবিদ্যা এবং কর্ম্মাদিবশে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক প্রভৃতি যে সকল চিত্তপরিণাম উৎপন্ন হয়,তাহা আমা হইতেই সম্ভূত হয়। যদিও সমস্তই আমাতে অনস্যূত,তথাপি আমি তাহাদের দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হই না। কিন্তু সেই সকল সাত্ত্বিকাদি ভাব রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আমাতে কল্পিত, আমার সত্তা-বশতঃ স্ফূরণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—এভিঃ. ত্রিভিঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ ত্রিবিধৈঃ) গুণ-ময়ৈঃ (গুণবিকারৈঃ) ভাবৈঃ (. স্বভাবৈঃ) ইদং সর্ব্বং জগৎ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

মোহিতম্; [অতঃ] এভ্যঃ (ভাবেভ্যঃ) পরম্ (এভিঃ অসংস্পৃষ্টম্) অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) মাং ন অভিজানাতি ॥ ১৩

অনু।—পূর্ব্বোক্ত এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবে এই সমুদয় জগৎ মোহিত আছে, অতএব এই সকল ভাবের অতীত এবং ইহাদের নিয়ন্তাস্বরূপ নির্ব্বিকার আমাকে জানিতে পারে না॥ ১৩

স্বামী।—এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরমব্যয়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈ-র্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ; অতো মাং নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম্ এতেষাং নিয়ন্তারম্ অত এবাব্যয়ং নির্ব্বিকার-মিত্যর্থঃ ॥১৩

টিপ্পনী।—ভগবান্ স্বতন্ত্র এবং নিত্যশুদ্ধ,নিত্যবুদ্ধ,নিত্যমুক্ত হইলে তদাত্মক জগতের উৎপত্তি বিনাশ কেন হয়? যদি বল,—ভগবৎস্বরূপ না জানার জন্যই ইহা হইয়া থাকে,তবে ভগবৎস্বরূপই বা জানিতে পার না কেন? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ভাবদ্বারা সমস্ত প্রাণিজাত মুগ্ধ হইয়া আছে, এজন্য তাহাদের বিবেকজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, অতএব আমি যে এই গুণত্রয়ের অতীত সর্ব্ববিকারপরিশূন্য অনন্ত কল্যাণের আকর তাহা তাহারা না জানিয়া উৎপত্তি-বিনাশশীল হইয়া পৃথিবীতে যাতায়াত করিতেছে॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—এষা গুণময়ী (গুণবিকারাত্মিকা) দৈবী

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫

(অলৌকিকী) মম মায়া (শক্তিঃ) হি (নিশ্চিতং) দুরত্যয়া (দুস্তরা), যে মামেব [অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা] প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি), তে এতাং মায়াং তরন্তি ॥ ১৪

অনু ।—আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা ; যাঁহারা [অচলা ভক্তিদ্বারা] আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৪

স্বামী ।—কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ—দৈবীতি । দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥১৪

টিপ্পনী ।—যদিও জীব ঈদৃশ অনাদিসিদ্ধ মায়াগুণত্রয়দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি ভগবদাশ্রয়দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়, ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ চৈতন্যে তাঁহার আশ্রিতরূপে কল্পিতা, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাত্মিকা, তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের প্রতিবন্ধক ও মিথ্যাজ্ঞান প্রতিভাসের কারণীভূত অবিদ্যাস্বরূপ আমার মায়া দুরত্যয়া অর্থাৎ ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ভিন্ন অনপনেয়া হইলেও যে ব্যক্তি সর্ব্বোপাধিরহিত অখণ্ড চিদানন্দ স্বরূপ আমাকে "তত্ত্বমস্যাদি" বেদান্তবাক্যজন্য নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকাররূপ নিদিধ্যাসনপরিপাকপ্রসূত অনির্ব্বাচ্য চিত্তবৃত্তিদ্বারা বিষয়ীভূত করে, সেই ব্যক্তি এই সমস্ত অনর্থের মূল দুরতিক্রমণীয় মায়াকে অনায়াসে অতিক্রম করে ॥১৪

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬

অন্বয়ঃ।—দুষ্কৃতিনঃ (পাপশীলাঃ) মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্যাঃ) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (নিরস্তজ্ঞানাঃ) আসুরং ভাবং (প্রকৃতিম্) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] মাং ন প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) ॥ ১৫

অনু।—পাপশীল বিবেকহীন জনগণ ঐ মায়ায় হৃতজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে না ॥১৫

স্বামী।—যদ্যেবং [কিমিতি] তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তীত্যত আহ—ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ,তৎ কুতঃ ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা ; অতএব "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

টিপ্পনী।—তবে ঈদৃশ মায়াকে অতিক্রমণ করার জন্য সকলেই কেন তোমার ভজনা করে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন।—তাদৃশ ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ মায়াদ্বারা শরীরেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রমবশতঃ বিবেকসামর্থ্যহীন হয়, পরে তন্নিবন্ধনই ইহা অর্থসাধন এবং ইহা অনর্থসাধন ঈদৃশ জ্ঞানবিরহিত হয় এবং বিবেকশূন্য হইয়া অনর্থহেতু পাপ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করত আমার ভজনা করে না ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন ! আর্ত্তঃ (রোগাদ্যভিভূতঃ) জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ) অর্থার্থী (অত্র পরত্র বা ভোগসাধন-

ভূতার্থলিপ্সুঃ) জ্ঞানী (আত্মবিৎ) চ [ইতি] চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ (পূর্ব্বজন্মসু কৃতপুণ্যাঃ) মাং ভজন্তে (আরাধয়ন্তি) ॥ ১৬

অনু।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! রোগাদিতে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, ইহলোকে বা পরলোকে ভোগসাধক অর্থাভিলাষী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ—এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজনা করে ॥ ১৬

স্বামী।—সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যা জনাস্তে মাং ভজন্তি, তে তু চতুর্ব্বিধা,—আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থার্থী অত্র পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬

টিপ্পনী।—যাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যের পরিপাকবশতঃ সফলজন্মা, তাঁহারাই আমার ভজনা করেন। তন্মধ্যে তিনজন সকাম, একজন নিষ্কাম, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার সেবাপরায়ণ। প্রথম আর্ত্ত,—শত্রু ব্যাধি প্রভৃতি জনিত বিপদগ্রস্থ, ইহারা বিপৎপ্রতিকারের কামনায় আমার ভজনা করে। যেমন যজ্ঞনাশে কুপিত ইন্দ্র ব্রজবাসিগণের বিনাশসাধন করিতে উদ্যত হইলে, তাহারা আমার আশ্রিত হইয়াছিল; অথবা যেমন কুম্ভীরগ্রস্থ গজেন্দ্র আমার আরাধনা করিয়াছিল তদ্রূপ। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু,—আত্মজ্ঞানার্থী মুমুক্ষু। ইহারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করে, যেমন মুচুকুন্দ, জনক, শুকদেব প্রভৃতি। তৃতীয় অর্থার্থী,—ইহকাল অথবা পরকালের ভোগোপকরণলিপ্সু। ইহারাও তত্ত্বৎ

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭

ভোগোপকরণ লাভের জন্য আমার সেবা করিয়া থাকে। ইহকালের ভোগোপকরণলিপ্সু যেমন সুগ্রীব, বিভীষণ, উপমন্যু প্রভৃতি; পরলোকের ভোগোপকরলিপ্সু প্রহ্লাদ প্রভৃতি। এই তিন জনই ভগবদ্ভজন দ্বারা মায়া অতিক্রম করে; তন্মধ্যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা সাক্ষাৎই মায়া অতিক্রম করে; আর্ত্ত ও অর্থার্থী ক্রমে জিজ্ঞাসু হইয়া মায়া অতিক্রমণ করে ইহাই বিশেষ। ইহারা সকাম; নিষ্কাম চতুর্থের কথা বলিতেছেন, জ্ঞানী—ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা যোগযুক্ত, নির্ম্মায়, নিষ্কাম। যেমন সনক, নারদ, শুক প্রভৃতি। এতন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তিই ভগবদ্‌ভক্ত, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি জিজ্ঞাসু প্রভৃতির মধ্যে কীদৃশ ভক্ত, ইহার আশঙ্কা করিও না; কেন না, যে কোন ভক্ত হইতে পারিলেই তুমি কৃতার্থ হইবে ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—তেষাং [মধ্যে] নিত্যযুক্তঃ (সদা মন্নিষ্ঠঃ) এক-ভক্তিঃ (একস্মিন্ ময্যেব ভক্তিঃ যস্য তাদৃশঃ) জ্ঞানী বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি); হি (যতঃ) অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ (অত্যন্তং) প্রিয়ঃ স চ [জ্ঞানী] মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অনু।—তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতেই নিষ্ঠাবান্ এবং একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; কারণ আমি সেই জ্ঞানীর অতিমাত্র প্রিয় আর তিনিও আমার প্রিয় ॥ ১৭

স্বামী।—এতেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্রঃ হেতব—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ। জ্ঞানিনো দেহাত্মভিমানাভাবেন

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮

চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য,অত-এব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ, স চ মম। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভি-শ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৭

টিপ্পনী।—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই সুকৃতী বটে, তথাপি পুণ্যাধিক্য নিবন্ধন জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি নিত্যযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যগভিন্ন ভগবানে সমাহিতচিত্ত; অতএব একমাত্র ভগবানেই তাঁহার অনুরক্তি হইয়া থাকে। এই হেতু তিনি আমার নিরুপাধি প্রেমের আস্পদ, আমিও তাঁহার প্রেমের আশ্রয় হইয়া থাকি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ (মহান্তঃ মোক্ষভাজ ইত্যর্থঃ) জ্ঞানী তু (পুনঃ) আত্মা এব [ইতি] মে (মম) মতং (নিশ্চয়ঃ) হি (যতঃ) যুক্তাত্মা (মদেকচিত্তঃ) সঃ (জ্ঞানী) অনুত্তমাং (সর্ব্বোত্তমাং) গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্)॥১৮

অনু।—ইহারা সকলেই মহান্ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য, পরন্তু জ্ঞানী আমারই স্বরূপ ; কারণ, তিনি আমাতেই সমর্পিতচিত্ত, এজন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত থাকেন ॥১৮

স্বামী।—তর্হি কিম্ ইতরে ত্বদ্ভক্তাঃ সংসরন্তি ? নহি নহীত্যাহ—উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ, জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

টিপ্পনী।—তবে কি আর্ত্ত প্রভৃতি তোমার প্রিয় নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বশ্লোকের "অত্যর্থ" এই বিশেষণের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণদ্বারা পরিব্যক্ত করিতেছেন।—যেমন "বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা যাহাই করা হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবৎ" ইহা বলিলে তদ্ভিন্ন দ্বারা কৃতকর্ম্ম অল্প বলবৎ ইহাই বুঝা যায়,সেইরূপ "জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়" ইহা বলিলে আর্ত্ত প্রভৃতি সামান্য প্রিয়, ইহাই বুঝা যায়; প্রিয় নহে এরূপ প্রতীতি হয় না। তবে আর্ত্ত প্রভৃতির কাম্যমান বস্তুও প্রিয়, আমিও প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানীর একমাত্র আমিই প্রিয়, এই হেতু তাঁহারাও আমার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে,আমাকে যে যে ভাবে পাইতে ইচ্ছা করে,আমিও তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—বহূনাং জন্মনাং [কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন] অন্তে (চরমে জন্মনি) জ্ঞানবান্ [সন্] সর্ব্বম্ (ইদং চরাচরং) বাসুদেবঃ [এব] ইতি [সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা] মাং প্রপদ্যতে (ভজতি); স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

অনু।—ঈদৃশ ব্যক্তি বহুজন্মের [কিছু কিছু পুণ্য সঞ্চয়-দ্বারা] অন্তিম জন্মে জ্ঞানবান্ হন এবং এই চরাচর সমুদয় জগৎই বাসুদেব,—এইরূপ দৃষ্টিতে তিনি আমাকে ভজনা করেন (আমাকে লাভ করেন); তাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্লভ ॥ ১৯

স্বামী।—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

জন্মনি জ্ঞানবান্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ॥১৯

অন্বয়ঃ।—তৈঃ তৈঃ (পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ) কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতবিবেকাঃ) [সন্তঃ] তং তম্ (উপবাসাদিলক্ষণং) নিয়মম্ আস্থায় (স্বীকৃত্য) স্বয়া (স্বীয়য়া) প্রকৃত্যা (পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া) নিয়তাঃ (বশীকৃতাঃ) [সন্তঃ] অন্যদেবতাঃ (ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতাঃ) প্রপদ্যন্তে [ভজন্তি] ॥ ২০

অনু।—[পুত্রকীর্ত্তি শত্রুজয়াদিবিষয়ক] সেই সেই কামনাদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া [উপবাসাদি] নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বাভ্যাস বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ভূত, প্রেত ও যক্ষাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার সেবা করিয়া থাকে ॥ ২০

স্বামী।—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্তে ইত্যুক্তং, যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি। কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি চ স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তো দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০

টিপ্পনী।—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত" (৭ম ১৭শ) ইত্যাদি

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তমেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

শ্লোকে আর্ত্তাদিত্রয়াপেক্ষায় জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ—ইহা বলিয়া তৎপরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে তাহা উপপন্ন করা হইল। "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে" (৭ম ১৮শ) এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ভেদদর্শিত্ব ও সকামত্ব সমান হইলেও অন্য দেব-ভক্তের অপেক্ষা আর্ত্ত প্রভৃতি মদ্ভক্তেরা শ্রেষ্ঠ। ইদানীং বর্ত্তমান শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভগবান্ তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন—আমার ভক্তগণ সকাম ও ভেদদর্শী হইলেও তাহারা ভূমিকাক্রমে মোক্ষ-লাভেও সমর্থ হইবে। কিন্তু ক্ষুদ্রদেবতাভক্তেরা ক্ষুদ্রফল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াতই করে। অন্য দেবতার সেবায় যে সকল মারণ,উচ্চা-টন প্রভৃতি ক্ষুদ্র কামনা পরিপূর্ণ হয়, ভগবৎসেবায় তাহা হয় না, এই জন্যই তাহারা ভগবান্ হইতে চিত্তকে পরাঙ্মুখ করিয়া তত্তৎ-ফলদায়ী দেবতার প্রতি চিত্তনিবেশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বাভ্যাস-বাসনাবশতঃ তাহারা জপোবাসাদি নিয়ম আশ্রয় করিয়া সেই সেই দেবগণের সেবা করিয়া থাকে ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[তেষাং মধ্যে] যো যো ভক্তঃ [দেবতারূপাং] যাং যাং তনুং (মূর্ত্তিং) শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি (প্রবর্ত্ততে) তস্য তস্য [ভক্তস্য] তাম্ এব [ভক্তমূর্ত্তিবিষয়াং] শ্রদ্ধাম্ অচলাং [দৃঢ়াং] বিদধামি (করোমি) ॥ ২১

অনু।—[তাহাদের মধ্যে] যে যে ভক্ত দেবতারূপা মদীয় যে যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক সেই শ্রদ্ধাই সুদৃঢ় করিয়া থাকি ॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

স্বামী।—যো যো যামিতি। তেষাং যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্য্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—সঃ [ভক্তঃ] তয়া (দৃঢ়য়া) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্যাঃ (তনোঃ) রাধনম্ (আরাধনম্) ঈহতে (করোতি) ততশ্চ (দেবতাবিশেষাৎ) ময়া এব [তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা] বিহিতান্ (নির্ম্মিতান্) হি (নিশ্চিতমেব) তান্ কামান্ (সঙ্কল্পিতার্থান্) লভতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২

অনু।—সেই ভক্ত সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতারূপ মদীয় তনুর আরাধনা করিয়া থাকে; অনন্তর তাহা হইতেই (সেই দেবতাবিশেষ হইতেই) সেই সকল দেবতার অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমারই প্রদত্ত স্ব স্ব অভিলষিত অর্থ লাভ করে ॥ ২২

স্বামী।—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি, ততশ্চ যে সঙ্কল্পিতাঃ কামাস্তাংস্ততো দেবতাবিশেষাৎ লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্; হি স্ফুটমেব; তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং) তেষাং তৎফলম্ অন্তবৎ (নশ্বরং) [ভবতি] ; দেবযজঃ (দেবপূজকাঃ) [অন্তবতঃ] দেবান্ যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) মদ্ভক্তাঃ [অনাদ্যনন্তং পরমানন্দং] মাং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৩

অনু।—পরন্তু সেই সকল অল্পদর্শী ব্যক্তিগণের সেই সকল ফল [মৎপ্রদত্ত হইলেও] বিনশ্বর; দেবপূজকগণ বিনশ্বর দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আদ্যন্তবিহীন পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৩

স্বামী।—তদেবং যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতা মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাঽহমেব। তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি। তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবান্ অন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩

টিপ্পনী।—যদিও সমস্ত দেবতাগণই আমার মূর্ত্তিস্বরূপ এবং তাঁহাদের আরাধনাও বস্তুতঃ আমারই আরাধনা, যদিও আমিই অন্তর্য্যামিরূপে তত্তৎ কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকি, তথাপি মদ্ভক্ত ও অন্যদেবতাভক্তের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত ফলবৈষম্য ঘটিয়া থাকে, ইহাই শ্লোকে বলিতেছেন।—অল্পজ্ঞব্যক্তির বস্তুবিবেকহীনতাবশতঃ তৎতৎ দেবতারাধনজন্য ফল মদ্দত্ত হইলেও অন্তবৎ—বিনাশী। আমার ভক্তের ন্যায় তাহাদের ফল অনন্ত নহে। যেহেতু তাহারা বিনাশশীল ইন্দ্রাদিরই ভজনা করে, কিন্তু আমার ভক্ত আর্ত্তাদি তিনজন সকাম হইলেও মদারাধনদ্বারা প্রথমতঃ

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥২৫

অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়; তৎপর ভূমিকাভেদে অবিনাশী আনন্দঘন আমাকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই মদ্‌ভক্ত ও অন্য দেবতাভক্তের বৈলক্ষণ্য ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধয়ঃ) মম অব্যয়ং (নিত্যম্) অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তমং) পরং ভাবং (স্বরূপম্) অজানন্তঃ অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীতং) মাং ব্যক্তিম্ (মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবম্) আপন্নং (প্রাপ্তং) মন্যন্তে ॥ ২৪

অনু।—অল্পবুদ্ধি জনগণ আমার নিত্য ও সর্ব্বোত্তম পরম ভাব বুঝিতে না পারিয়া প্রপঞ্চের অতীত আমাকে মনুষ্য মৎস্য কূর্ম্মপ্রভৃতি ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে ॥ ২৪

স্বামী—ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে গতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্য-কূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অজানন্তঃ; কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তং ভাবম্ অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানা-বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং 'পরমেশ্বরং স্বকর্ম্মনির্ম্মিতভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ [সন্] সর্ব্বস্য [লোকস্য] প্রকাশঃ (প্রকটঃ) ন [ভবামি], [অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে] মূঢ়ঃ (সন্) অয়ং লোকঃ অজম্ (উৎপত্তিহীনম্) অব্যয়ং (নিত্যং) মাং ন অভিজানাতি॥ ২৫

অনু।—আমি যোগমায়ায় সমাবৃত হওয়ায় সকলের নিকট প্রকট ভাবে প্রকাশিত নহি; [অতএব আমার স্বরূপ জ্ঞানে] বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ আমায় জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত হইতে পারে না॥ ২৫

স্বামী।—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তানামেব, যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞা-বিলাসঃ স এব মায়া অঘটনঘটনা-[চাতুর্য্য] পটীয়স্ত্বাৎ, তয়া সংছন্নঃ, অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! সমতীতানি [বিনষ্টানি] বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি (ভাবীনি) চ [ত্রিকালবর্ত্তীনি] ভূতানি [স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণি] অহং বেদ [জানামি]; তু [কিন্তু] কশ্চন কোঽপি মাং [পরমাত্মানং] ন বেদ (জানাতি)॥ ২৬

অনু।—হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

ত্রিকালবর্ত্তী স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণকে আমি জানি; কিন্তু কেহই পরমাত্মস্বরূপ আমায় জানে না ॥ ২৬

স্বামী।—সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজ্ঞানন্ত ইত্যুক্তং; তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং; মান্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—হে পরন্তপ (শত্রুতাপন) ভারত! সর্গে (স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাম্) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছাদ্বেষজাতেন) দ্বন্দ্বমোহেন (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বজনিতেন মোহেন বিবেকভ্রংশেন) সর্ব্বভূতানি সংমোহং যান্তি (অহং সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়মভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৭

অনু।—হে পরন্তপ ভারত! সৃষ্টিকালে অর্থাৎ যখন জীবগণের স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, সেই সময় ভূতগণ পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ইচ্ছাদ্বেষজাত সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ বোধযুক্ত হয় ॥ ২৭

স্বামী।—এবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা তৎ প্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি-

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

দ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৭

টিপ্পনী।—পূর্ব্বে যোগমায়াকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে, ইদানীং দেহেন্দ্রিয়সংঘাত অর্থাৎ শরীরবিষয়ক অভিমানবশতঃ ভোগে অত্যন্ত অভিলাষও যে তাহার প্রতিবন্ধক ইহাই বলিতেছেন।—স্থূলদেহের উৎপত্তির পর সমস্ত জীবগণই অনুকূলবিষয়কপ্রীতি এবং প্রতিকূলবিষয়ক দ্বেষসমুদ্ভূত এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহদ্বারা অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি বিপর্য্যয় জ্ঞানদ্বারা মোহপ্রাপ্ত হয়। কোন প্রাণীই ইচ্ছা দ্বেষের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ইচ্ছা দ্বেষাদির দ্বারা অভিভূত জীবের বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানই অসম্ভব। আত্মবিষয়ক জ্ঞানের আর কথা কি? এই জন্যই তাহারা আত্মভূত আমাকে না জানিয়া আমার সেবা করে না। "ভারত" এবং "পরন্তপ" এই সম্বোধন পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, তুমি বিশুদ্ধ বিমল ভারতবংশে উৎপন্ন এবং তুমি পরন্তপ অর্থাৎ বীর, ইচ্ছা দ্বেষ, দ্বন্দ্ব এবং মোহাদি শত্রু তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—যেষাং তু পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যাচরণশীলানাং) জনানাং পাপম্ অন্তগতং (বিনষ্টং) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্ব-নিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ) তে দৃঢ়ব্রতাঃ (একান্তিনঃ) [সন্তঃ] মাং ভজন্তে ॥ ২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯

অনু।—পরন্তু সে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মা জনগণের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ অপগত হওয়ায় তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার ভজনা করেন॥ ২৮

স্বামী।—কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে॥ ২৮

টিপ্পনী।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সমস্ত লোকই মোহ প্রাপ্ত হয়, তবে "চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি আমার ভজনা করে" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সত্যতা কিরূপে রক্ষিত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, অনেক জন্মে পুণ্যাচরণশীল সফলজন্মা যে যে ব্যক্তির তৎতৎ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের রাগদ্বেষাদি-নিবন্ধন বিপর্য্যয় জ্ঞান স্বভাবতঃই নির্ম্মূল হইয়াছে, "ভগবানই ভজনায় এবং ঈদৃশ তাঁহার স্বরূপ" এই সঙ্কল্প তাঁহাদের দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। তথাবিধ ব্যক্তির কথাই "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং" (৭ম ১৭শ) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। প্রাণিগণ সম্মোহ প্রাপ্ত হয় এইটী উপসর্গাবধি এবং তন্মধ্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি আমার ভজনা করে এইটি অপবাদ বিধি। অতএব কোনও বিরোধ ঘটিল না॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—যে [জনাঃ] জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি, (যতন্তে; প্রযত্নং কুর্ব্বন্তি) তে তৎ পরং ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মং (প্রত্যোগাত্মবিষয়ম্) অখিলং (সমগ্রং) কর্ম্ম চ বিদুঃ॥ ২৯

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

অনু।—যাঁহারা জরামরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং নিখিল কর্ম্ম অবগত হন ॥ ২৯

স্বামী।—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থাঃ ভবন্তীত্যাহ—জরেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ,তৎসাধন-ভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—যে চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ মাং বিদুঃ (জানন্তি) তে যুক্তচেতসঃ (ময্যাসক্তমনসঃ) প্রয়াণকালেঽপি (মরণসময়েঽপি) মাং (পরমাত্মানং) বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ৩০

অনু।—যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ আমায় অবগত হন, তাঁহারা আমাতে সমাহিতচিত্ত হওয়ায় মরণকালেও আমায় জানিতে পারেন অর্থাৎ সে সময়েও আমায় বিস্মৃত হন না।

ইতি সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭

স্বামী।—ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—সাধি-ভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যা-

স্তুতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে ভজন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণ-সময়েঽপি মাং বিদুর্জানন্তি,ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি, অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ॥ ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যো সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্॥

ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

টিপ্পনী।—ইদানীং অর্জ্জুনের প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অভিলাষে অষ্টম অধ্যায়ে সূত্রভূত দুইটি শ্লোক বলিতেছেন; সমস্ত অষ্টম অধ্যায় ইহার বৃত্তিস্থানীয়। যাঁহারা সংসারদুঃখে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া জরামরণাদি বিবিধ দুঃসহ সংসার দুঃখ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করত দুঃখনাশের হেতুভূত আমাকে সগুণ রূপেও আশ্রয় করিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ মদর্পিত ফলাভিসন্ধিশূন্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ক্রমে বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সমস্ত জগৎ কারণ মায়াধিষ্ঠান, শুদ্ধ,তৎপদলক্ষ্য আমাকে জানিতে পারে। শরীরাদিতে প্রকাশমান ত্বং পদলক্ষ্যও তাহার জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। এতদুভয়জ্ঞানের কারণ গুরুসমীপগমন, শ্রবণ, মননাদি নিখিল কর্ম্ম তাহার অজ্ঞাত থাকে না। ঈদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়-গ্রাম অবশ হইলেও আমাকে বিস্মৃত হন না। যেহেতু অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত যাঁহারা আমাকে চিন্তা করে, তাহারা যুক্তচিত্ত হইয়া সেই সংস্কারের পটুতাবশতঃ মরণকালে ইন্দ্রিয়চয়ের অবশতা সত্ত্বেও অযত্নেই আমার প্রসাদে আমাকে জানিতে পারে। মৃত্যুকালে তত্তৎ সংস্কারপাটবে তাহাদের চিত্তবৃত্তি মদাকারাকারিতই হইয়া থাকে। অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি শব্দ পরবর্ত্তী

অধ্যায়ে ভগবান্ স্বয়ংই বিবৃত করিবেন। এই অধ্যায়ে তৎপদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম উত্তমাধিকারীর প্রতি জ্ঞেয়রূপে এবং মধ্যমাধি-কারীর প্রতি ধ্যেয় রূপে লক্ষণা ও মুখ্যবৃত্তিদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে॥ ২৯।৩০

ইতি সপ্তম অধ্যায়॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—হে পুরুষোত্তম! তৎ (পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং) ব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্মং কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে? হে মধুসূদন! অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ (দেহস্থযজ্ঞে অধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ) কঃ? [সঃ অধিযজ্ঞঃ] কথম্ [অস্মিন দেহে] [স্থিতঃ]? প্রয়াণকালে (অন্তকালে চ) কথং নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ) জ্ঞেয়ঃ অসি? ১।২

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মই বা কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈবই বা কাহাকে বলে! হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, প্রয়োজক ও ফলদাতা কে? তিনি কিরূপে এই দেহে অবস্থিত আছেন? মরণকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিরা তোমাকে কি উপায়ে জানিতে পারেন? ১।২

স্বামী।—ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ। ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদি সপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—কিং

তদ্‌ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ। কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো বর্ত্ততে,তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি॥

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্" (৭ম ২৯শ) ইত্যাদি, "প্রয়াণকালেঽপি চ তে মাং বিদুর্যুক্তচেতসঃ" (৭ম ৩০শ) ইত্যন্ত সার্দ্ধ শ্লোকে সাতটী দুরূহ পদার্থ জ্ঞেয়রূপে ভগবান নিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহার বিবরণ করিবার জন্য অষ্টম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। সপ্ত পদার্থ যথা—এক ব্রহ্ম, দুই অধ্যাত্ম, তিন কর্ম্ম, চার অধিভূত, পাঁচ অধিদৈব, ছয় অধিযজ্ঞ, সাত মরণ-সময়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান। এই সাতটী জ্ঞেয় পদার্থ বুঝিবার অভিলাষে প্রথমতঃ দুই শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন।—হে পুরুষোত্তম! তুমি জ্ঞেয়রূপে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছ, তা কি সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? দেহাদি আশ্রয় করিয়া তদধিষ্ঠানে অবস্থিত অধ্যাত্মপদবাচ্য কি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল অথবা প্রত্যগাত্মা? শ্রুতিতে দ্বিবিধ কর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায়, যজ্ঞরূপ ও তদিতর। ত্বদুক্ত কর্ম্ম কীদৃশ, যজ্ঞরূপ অথবা অন্য কিছু? অধিভূত কি? পৃথিব্যাদি ভূত আশ্রয় করিয়া সমুৎপন্ন যে কোন কার্য্যই কি অধিভূত শব্দের অর্থ অথবা সমস্ত কার্য্য? আর অধিদৈবশব্দে কি দেবতাবিষয়ক চিন্তন অথবা আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী তেজঃপদার্থ? (এই সকল প্রশ্নের যথাশ্রুত অর্থ—ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত কি এবং অধিদৈব কি?)

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

ভগবান্ যদি বলেন যে, তুমি আমি তুল্য, অতএব আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন প্রথমেই "পুরুষোত্তম" সম্বোধন করিয়াছেন; তুমি পুরুষোত্তম, তুমিই সকল বিষয় অবগত আছ, আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি ইহার কি জানিব? এই শ্লোকে পাঁচটি প্রশ্ন কথিত হইল, অপর দুইটি অন্য শ্লোকে বলা হইয়াছে।

অধিযজ্ঞ কি? দেবতাত্মা অথবা পরব্রহ্ম? তাঁহাকে কি প্রকারে চিন্তা করা যাইতে পারে? তিনি দেহে অথবা বাহিরে অবস্থান করেন? যদি দেহে অবস্থান করেন,তবে সে বুদ্ধি অথবা তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু? মধুসূদন সম্বোধনদ্বারা সূচিত হইল যে, ভগবান্ পরম কারুণিক এবং সর্ব্বোপদ্রবনিবারক, তিনি অনায়াসেই আমার উপদ্রব নিবারণ করিতে পারিবেন। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যস্ত থাকে, অতএব তৎকালে যোগের অনুপপত্তিনিবন্ধন ভগবদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নসমূহের উত্তর সকল তুমি কৃপা করিয়া আমার নিকট বল ॥ ১।২

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ,—পরমং [যৎ] অক্ষরং (জগতাং মূলকারণং) [তৎ] ব্রহ্ম; স্বভাবঃ (স্বস্যৈব ব্রহ্মণঃ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং, স এব) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনং তৌ করোতীতি) [সঃ] বিসর্গঃ (দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপঃ যজ্ঞঃ) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ) ॥ ৩

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যিনি পরম অক্ষর অর্থাৎ জগতের মূল কারণ, তিনি ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীবরূপে যে উৎপত্তি—ইহাই স্বভাব—এই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা যায়; ভূতগণের উৎপত্তি এবং ক্রমশঃ উপচয়, এতদুভয়ের উদ্দেশে যে বিসর্গ অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগস্বরূপ যে যজ্ঞ, তাহাই কর্ম্মশব্দবাচ্য—অর্থাৎ তাহাকেই বস্তুতঃ কর্ম্ম বলা হয়॥ ৩

স্বামী।—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, ননু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমঃ যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্‌ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্ত্বা উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ 'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ' ইতি ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ॥ ৩

টিপ্পনী।—অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নসপ্তকের যথাক্রমে তিনটি শ্লোকে ভগবান্ উত্তর বলিতেছেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমান শ্লোকে তিনটির, পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনটির এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে একটি প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন।—"ব্রহ্ম কি সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, মদুক্ত ব্রহ্মপদে অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ নিরুপাধিক ব্রহ্মই অভিমত; ইনিই পর অর্থাৎ স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপ। "কিং তদ্‌ব্রহ্ম" এই প্রশ্নের উত্তর করা হইল, ইদানীং "কিমধ্যাত্ম" এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪

প্রত্যক্ চৈতন্যই অধ্যাত্ম, কিন্তু ব্রহ্মসম্বন্ধী দেহাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহ অধ্যাত্ম নহে। "কিং কর্ম্ম" এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যাগ-দান-হোমাত্মক যে ত্যাগ, তাহাই কর্ম্মশব্দের অর্থ; ঈদৃশ কর্ম্মের ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকরত্ব স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।—অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্যাদির বৃদ্ধি হয়, তৎপরে শস্যাদিদ্বারা প্রজাগণ উৎপত্তি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে দেহভৃতাংবর (দেহিশ্রেষ্ঠ!) ক্ষরঃ (বিনশ্বরঃ) ভাবঃ (দেহাদিপদার্থঃ) [ভূতং প্রাণিমাত্রম্ অধিকৃত্য ভবতীতি] অধিভূতম্ [উচ্যতে]; পুরুষঃ (বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,) [স্বাংশভূতসর্ব্বদেবানামধিপতিঃ] অধিদৈবতম্ [উচ্যতে]; অত্র দেহে [অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতঃ] অহমেব অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ তৎফলদাতা চ) ॥ ৪

অনু।—হে জীবশ্রেষ্ঠ! বিনশ্বর দেহাদিপদার্থ [প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থিত এজন্য] অধিভূত নামে অভিহিত; পুরুষ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিরাট্ [ইনি স্বীয় অংশভূত সমুদয় দেবতাগণের অধিপতি বলিয়া] অধিদৈবত নামে প্রসিদ্ধ; এই দেহে [অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত] আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলদাতা ॥ ৪

স্বামী।—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবঃ

দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতি-রধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধি-যজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ, কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্; অন্তর্য্যামিণোঽসঙ্গত্বা-দিভিগুণৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তবর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ; তথাচ শ্রুতিঃ,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবম্ভূতমন্তর্য্যামিণং পরাধীন-স্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি॥ ৪

টিপ্পনী।—"অধিভূত কি" এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন, ভূতপদে উৎপত্তিশীল যে কোন বস্তু, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া যিনি আছেন, তিনি অধিভূত দেহাদিপদার্থ। অতএব ক্ষর অর্থাৎ বিনাশশীল দেহাদি পদার্থই অধিভূত। অগ্নীন্দ্রাদি দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের অনুগ্রাহক অর্থাৎ প্রেরক, তিনিই অধিদৈব—সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ। অধিযজ্ঞ-পদে যজ্ঞফলদাতা অথবা যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু নামক দেবতাবিশেষ। তিনি কোথায় অবস্থিত আছেন এবং কিরূপে তাঁহার চিন্তা করা যাইতে পারে? এই অবান্তর প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, তিনি যজ্ঞরূপে মনুষ্যদেহেই বর্ত্তমান আছেন। এই বিষ্ণু আমিই, আমা হইতে ভিন্ন নহেন; অতএব আমার অভিন্নরূপেই ইঁহার চিন্তা করা উচিত॥ ৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—অন্তকালে (মরণসময়ে) মামেব (অন্তর্য্যামিলক্ষণং পরমেশ্বরং) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) কলেবরং (দেহং) মুক্ত্বা যঃ প্রযাতি (প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ যাতি) সঃ মদ্ভাবং (মদ্রূপতাং) যাতি অত্র সংশয়ঃ নাস্তি ॥ ৫

অনু ।—মৃত্যুকালে [অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরস্বরূপ] আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া [অর্চ্চিরাদি পথে] প্রয়াণ করেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫

স্বামী ।—প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি । মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্য্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি, স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫

টিপ্পনী ।—মৃত্যুকালে তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পারা যায় ? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন ।—অধ্যাত্মাদি পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সগুণ নির্গুণ অথবা অধিযজ্ঞভাবে কূটস্থ স্বপ্রকাশানন্দরূপ আমাকে যিনি চিন্তা করেন, তিনি সংস্কারনিবন্ধন সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল হইলেও মৃত্যুকালে আমাকেই স্মরণকরতঃ দেহত্যাগের পর দেবযান-পথে ক্রমে পিতৃযান অতিক্রমণ করিয়া হিরণ্যগর্ভলোক ভোগ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন । যাঁহারা তাদৃশ সময়ে নির্গুণ ব্রহ্মের স্মরণ করেন, তিনি সাক্ষাৎই দেহত্যাগ

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা মদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। 'দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপলাভ করেন' ইহা লোকদৃষ্টিতে বলা হইল, বস্তুতঃ তাঁহার মৃত্যু হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহত্যাগ করে না, ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়" ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! অন্তে (মরণসময়ে) যং যং ভাবং (দেবতান্তরম্) [অন্যম্] অপি বা ভাবং স্মরন্ কলেবরং (দেহং) ত্যজতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (তস্য ভাবেন বাসিতচিত্তঃ) [সঃ] তং তমেব [ভাবম্] এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৬

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যে যে ভাব অর্থাৎ দেবান্তর অথবা অন্য যে কোন ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে চিত্ত অনুরক্ত থাকায় সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬

স্বামী।—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কি তর্হি—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি, অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি। সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

টিপ্পনী।—হে কুন্তীনন্দন! কেবল মানব যে আমাকে চিন্তা করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয় ইহা নহে; তৎকালে মানব যে কোন বস্তুর চিন্তা করুক না কেন, তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। 'কৌন্তেয়' এই

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

সম্বোধনদ্বারা জানাইতেছেন যে, তুমি স্নেহের পিতৃষ্বসার পুত্র—আমার অনুগ্রহের পাত্র, অতএব তোমাকে প্রতারণা করা সম্ভব হয় না; আমি যাহা বলিলাম, ইহা ধ্রুব সত্য, ইহাতে সংশয় করিও না ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর (অনুচিন্তয়) যুধ্য চ (যুধ্যস্ব চ); [এবং] ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [ত্বম্] অসংশয়ঃ (সংশয়শূন্যঃ) [সন্] মামেব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৭

অনু।—অতএব সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিতে পারিলে, তুমি সন্দেহশূন্য হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭

স্বামী।—তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন হি তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি, তস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, সন্ততস্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি, অতো যুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ, এবং ময্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি। অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা (একাগ্রেণ) চেতসা দিব্যং (দ্যোতনাত্মকং) পরমং পুরুষং (পরমেশ্বরম্) অনুচিন্তয়ন্ [তমেব] যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০

অনু।—হে পার্থ! অভ্যাসরূপ উপায়যুক্ত হইয়া একাগ্র-চিত্তে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন॥ ৮

স্বামী।—সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ অত এব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ! তমেব যাতীতি॥ ৮

টিপ্পনী।—সাতটি প্রশ্নের উত্তর বলিয়া মরণকালে ভগবচ্চিন্তায় যে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, তাহার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।—অভ্যাস অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ,তদ্রূপ যোগদ্বারা যুক্ত চিত্ত অনন্যগামী হইলে সেই যোগী আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পূর্ণ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন॥ ৮

অন্বয়ঃ।—কবিং (সর্ব্বজ্ঞম্) পুরাণম্ (অনাদিসিদ্ধম্) অনুশাসিতারং (নিয়ন্তারম্) অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ অপি) অণীয়াংসং (সূক্ষ্মতরং) সর্ব্বস্য ধাতারং (পোষকম্) (অচিন্ত্যরূপং) মলীমসয়োঃ

মনোবুদ্ধ্যোঃ অগোচরম্) আদিত্যবর্ণম্ (আদিত্যবৎ স্বপর-প্রকাশাত্মকস্বরূপং) তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্তাৎ [বর্ত্তমানং] পুরুষং প্রয়াণকালে (মরণসময়ে) ভক্ত্যা যুক্তঃ [সন্] অচলেন (বিক্ষেপরহিতেন) মনসা যোগবলেন চ এব ভ্রুবোঃ মধ্যে সম্যক্ (সুষুম্ণামার্গেণ) প্রাণম্ আবেশ্য (সংস্থাপ্য) যঃ অনুস্মরেৎ সঃ তৎ পরং দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়ং) পুরুষং (পরমাত্মস্বরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৯।১০

অনু।—কবি (সর্ব্বজ্ঞ) অনাদি, বিশ্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সর্ব্ববিধাতা, অচিন্ত্যরূপ (মলিন মন ও বুদ্ধির অগোচর) সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত এতাদৃশ পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে মৃত্যুকালে ভক্তিযুক্ত অবিচলিত মানসে যিনি ভ্রূযুগলের মধ্যে সুষুম্ণামার্গে প্রাণকে স্থাপনপূর্ব্বক স্মরণ করেন, তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯।১০

স্বামী।—পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্ অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্ অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্ আকাশকালদিগ্‌ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরং সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্ অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্ম্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানং "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ। সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি, এবম্ভূতং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ; মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্ণামার্গেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি॥৯।১০

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—বেদবিদঃ (বেদজ্ঞাঃ) যৎ অক্ষরং বদন্তি বীতরাগাঃ (আসক্তিহীনাঃ) যতয়ঃ (প্রযত্নবন্তঃ) যৎ বিশন্তি, যৎ [জ্ঞাতুম্] ইচ্ছন্তঃ [গুরুকুলে] ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং (প্রাপ্যং বস্তু ব্রহ্মাখ্যং) তে (তুভ্যং) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) প্রবক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি) ॥ ১১

অনু।—বেদবিদ্গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, আসক্তিহীন যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিবার জন্য গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আমি সেই প্রাপ্য বস্তু (পরব্রহ্ম) প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে বলিব ॥ ১১

স্বামী।—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদান্তজ্ঞা বদন্তি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১

টিপ্পনী।—কোন নামবিশেষের উল্লেখ না থাকায় ধ্যানকালে যে কোন নাম দ্বারা ভগবানের স্মরণ করা যাইতে পারে ইহাই প্রতীত হয়, এইজন্য প্রণবের দ্বারাই ভগবানকে স্মরণ

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

করা উচিত, ইহাই নিয়মিত করার উপক্রম করিতেছেন। বেদবিদ্গণ যে অবিনাশী ওঙ্কারাখ্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সম্যক্ দর্শন দ্বারা যে ব্রহ্মের একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ গুরুকুলবাস প্রভৃতি তপশ্চর্যা করিয়া থাকেন, সেই ওঙ্কারাখ্য গম্য বস্তু তোমার নিকট সরল ভাবে অথচ সংক্ষেপে বলিতেছি; অতএব কিরূপে সেই অক্ষর পদার্থ আমি জানিতে পারিব ইহা ভাবিয়া আকুল হইও না। পর শ্লোক হইতে যোগধারণার সহিত ওঙ্কার উপাসনা, তাহার ফল, তাহা হইতে মোক্ষ এবং তৎপথ এই সকল বিষয় অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিবৃত হইবে॥ ১১

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বদ্বারাণি (সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি) সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য) মনঃ হৃদি নিরুধ্য (বিষয়স্মরণমপি অকুর্ব্বন্) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুবোর্মধ্যে) প্রাণম্ আধায় যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্ সন্) ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি সঃ পরমাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং (মদ্গতিং) যাতি (প্রাপ্নোতি)॥ ১২।১৩

অনু।—সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় চিন্তা না করিয়া ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক

একাক্ষর ব্রহ্ম প্রতিপাদক ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক যিনি দেহত্যাগ করিয়া [দেবযানমার্গে] প্রয়াণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন ॥ ১২।১৩

স্বামী।—প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ—সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্। ওমিতি ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, প্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১২।১৩

টিপ্পনী।—পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিশ্রুত বিষয়ের নিরূপণ করিতেছেন।—পুনঃপুনঃ বিষয়দোষ দর্শন করতঃ তাহাতে বিমুখীকৃত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করিয়া, ষষ্ঠাধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে কথিত অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা হৃদয়দেশে মনকে নিরুদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য ভাবে অবস্থাপন করতঃ ক্রিয়াদ্বার প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে। অনন্তর আত্মবিষয়ক সমাধিস্বরূপ যোগধারণা অবলম্বনে ওঁ এই একটি মাত্র অক্ষর ব্রহ্মের অভিধায়ক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব জপ করতঃ তদ্বাচ্য আমাকে চিন্তা করিলে মস্তকস্থ নাড়ীদ্বারা দেহত্যাগের সময় সেই ব্যক্তি প্রথমে দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তদ্ভোগাবসানে মদ্রূপা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। একটি মাত্র অক্ষর বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা জপ করিতে কোনই কষ্ট নাই, প্রত্যুত অনায়াসেই জপ করা যাইতে পারে। অথবা "একাক্ষরং" এই

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

পদটী "মাং" এই পদের বিশেষণ ; তদ্দ্বারা "প্রণব জপ করতঃ এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, অক্ষর—অবিনাশী আমাকে চিন্তা করিয়া পরম গতি লাভ করে" এই অর্থ করা যাইতে পারে। পাতঞ্জলে "সমাধি-সিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, ভগবচ্চিন্তা দ্বারা সমাধি সিদ্ধ হয়,এখানে ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষই প্রতি-পাদিত হইয়াছে ; এই বিরোধের সমাধান করিবার জন্য সরস্বতী মহোদয় অন্যবিধ অন্বয় করিয়া শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন যে, "ওঁ এই অক্ষর জপ করিয়া ভগবচ্চিন্তন দ্বারা আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ ধারণা আশ্রয় করিবেন।" এই অর্থে কোনই বিরোধ হয় না॥ ১২।১৩

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যঃ অনন্যচেতাঃ (একাগ্রচিত্তঃ) [সন্] নিত্যশঃ (প্রতিদিনং) সততং (নিরন্তরং) মাং স্মরতি অহং নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতস্য) তস্য যোগিনঃ সুলভঃ (সুখেন লভ্যঃ) [অস্মি]॥ ১৪

অনু।—হে পার্থ! যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রত্যহ সর্ব্বক্ষণ আমার স্মরণ করেন, আমি সেই সমাহিত যোগীর অনায়াস-লভ্য॥ ১৪

স্বামী।—এবঞ্চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাস ব[শ]ত এব ভবতি, নান্যস্যেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অন-ন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নান্যস্যেতি॥ ১৪

টিপ্পনী।—যে ব্যক্তি এইরূপে প্রাণনিরোধ করিতে অসমর্থ

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

হইয়া ভ্রূমধ্যে প্রাণ স্থাপনপূর্ব্বক মস্তকস্থ নাড়ী দ্বারা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারে না, তাহার কি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন।—যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে আমাকে নিরন্তর যত্নের সহিত ভজনা করে, এবম্বিধ নিত্যযুক্ত যোগী আমাকে সহজেই পাইতে পারেন ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—মহাত্মানঃ (উক্তলক্ষণাঃ মদ্ভক্তাঃ) মাম্ উপেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ দুঃখালয়ং (দুঃখাশ্রয়ম্) অশাশ্বতম্ (অনিত্যং) জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি; [যতঃ] [তে] পরমাং সংসিদ্ধিং (সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৫

অনু।—পূর্ব্বোক্ত মদ্ভক্ত মহাত্মারা আমায় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখের আলয়স্বরূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কারণ তাঁহারা পরমা সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫

স্বামী।—যদ্যপ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জ্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোকম্ অভিব্যাপ্য) লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ) তু (কিন্তু) হে

কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য (প্রাপ্য) [বর্ত্তমানানাং জনানাং] পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

অনু।—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয় লোক পুনরায় জন্মিয়া থাকে; পরন্তু হে কুন্তীনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম আর গ্রহণ করিতে হয় না॥ ১৬

স্বামী।—এতদেব সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি—আব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ, তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম, যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথাচ,—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ, কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জ্জন্ম নাস্ত্যেবেতি॥ ১৬

টিপ্পনী।—পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, ভগবানকে যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় সংসারে আগমন করেন না; ইহা দ্বারা তদ্বিমুখ অসম্যক্‌দর্শী যে পুনরাগমন করে, তাহা অর্থলভ্য, ইহাই বলিতেছেন:—ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক অর্থাৎ মদ্বিমুখ অসম্যগ্‌দর্শিগণের ভোগস্থান আবর্ত্তনশীল, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। অর্জ্জুন ও কৌন্তেয় এই সম্বোধনদ্বয়ে বলা হইল যে, তুমি স্বয়ং মহানুভব এবং তোমার মাতা কুন্তীদেবীও মহানুভবসম্পন্না, অতএব তুমি মদারাধনাদ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে॥ ১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ।—সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (দিনং) [তথা] সহস্রান্তাং রাত্রিঞ্চ [যোগবলেন] যে বিদুঃ (জানন্তি) তে [এব] [সর্ব্বজ্ঞাঃ] জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ ॥ ১৭

অনু।—দেবগণের চতুঃসহস্রযুগে ব্রহ্মার একটি দিন এবং দেবগণের চতুঃসহস্রযুগে ব্রহ্মার একটি রাত্রি হয় ; যাঁহারা [যোগ-বলে] ইহা অবগত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই প্রকৃত প্রস্তাবে অহোরাত্রবেত্তা ॥ ১৭

স্বামী।—নমু চ "তপস্বিনো দানশীলাঃ বীতরাগা-স্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতম্॥" ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে, বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যা-শয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রিলোক্যা উৎপত্তি-নিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ, যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্ত এব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং, তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতম্ "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ। ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদি-বাসিনামুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং, তাবৎ পরিমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭

টিপ্পনী।—"ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক পুনর্ব্বার আবর্ত্তন করে, কেননা তাহারা কালপরিচ্ছিন্ন" ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। মনুষ্য পরিমাণের চার হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং রাত্রিও তৎপরিমাণ; ইহা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই দিবারাত্রি জ্ঞানে পটু যোগী; যাঁহারা সূর্য্য ও চন্দ্রের আবর্ত্তন দ্বারা দিবারাত্রি বিভাগ করেন, তাঁহারা অল্পদর্শী ও বাস্তবিক অহোরাত্র বিষয়ে অজ্ঞান ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে) অব্যক্তাৎ (কারণরূপাৎ) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (চরাচরাণি ভূতানি) প্রভবন্তি (প্রাদুর্ভবন্তি), রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মণঃ শয়নে) তত্রৈব (তস্মিন্নেব) অব্যক্তসংজ্ঞকে (কারণরূপে) প্রলীয়ন্তে (প্রলয়ং যান্তি) ॥ ১৮

অনু।—ব্রহ্মার দিবসসমাগমে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে চরাচর ভূতগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণরূপ অব্যক্তেই তাহারা বিলীন হইয়া যায় ॥ ১৮

স্বামী।—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিত্যাদি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজ্যন্তে অভিব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি, তানি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি; কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্র-বিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে, কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্ব্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমে অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্ত ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮

টিপ্পনী।—পূর্ব্বোক্ত অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ এবং মাসাদির নিরূপণে পূর্ণ একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু ইহা শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এইজন্য কালাবচ্ছিন্ন, অতএব তল্লোক হইতে জীবগণের পুনরাবর্ত্তন যুক্তিসঙ্গত। যাহারা তাহার অর্ব্বাচীন অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী, তাহাদের ব্রহ্মার একদিন মাত্র আয়ু; অতএব তত্তৎলোক হইতে যে পুনরাবর্ত্তন হইবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই শ্লোকে দৈনন্দিন প্রলয়ের কথাই বলা হইতেছে, দৈনন্দিন প্রলয়ে আকাশাদি নিত্যপদার্থ বর্ত্তমান থাকে, অতএব এখানে অব্যক্তশব্দে অব্যাকৃত অবস্থা লক্ষিত নহে, কিন্তু ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থাই অভিপ্রেত; অব্যক্তশব্দে নিদ্রিত প্রজাপতি। শ্লোকার্থ।—অহরাগমে অর্থাৎ নিদ্রিত প্রজাপতির জাগরণ সময়ে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত শরীরবিষয়াদিরূপ ভোগস্থান সকল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কার্য্যলক্ষণরূপে অভিব্যক্ত হয়। রাত্রির আগমে—ব্রহ্মার নিদ্রাসময়ে যাহা হইতে আবির্ভূত সেই অব্যক্তসংজ্ঞকে নিদ্রিত প্রজাপতিতে বিলীন হয় ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! [যঃ প্রাগাসীৎ] অয়ং স এব ভূতগ্রামঃ (চরাচরপ্রাণিসমূহঃ) অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিনস্য আগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মণো রাত্রেঃ আগমে) প্রলীয়তে।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

[পুনরপি অহরাগমে] অবশঃ (কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ) [সন্] প্রভবতি (জায়তে) ॥ ১৯

অনু।—হে অর্টি! [পূর্ব্বকল্পে যে প্রাণিসমূহ বর্ত্তমান ছিল] সেই ভূতগণই ব্রহ্মার দিবসাগমে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে বিলীন হইয়া যায়; পুনরায় তাঁহার দিবসাগমে স্ব স্ব কর্ম্মাদি-পরতন্ত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯

স্বামী।—তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ যঃ প্রাগাসীৎ স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে; প্রলীয় পুনমরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—তু (কিন্তু) তস্মাৎ (চরাচরকারণভূতাৎ) ব্যক্তাৎ পরঃ (তস্যাপি কারণভূতঃ) অন্যঃ (তদ্বিলক্ষণঃ) অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদ্যগোচরঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ) যঃ ভাবঃ (পরব্রহ্মাখ্যঃ) [বিদ্যতে] সঃ সর্ব্বেষু (কার্য্যকারণলক্ষণেষু) ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অনু।—পরন্তু সেই চরাচরের কারণস্বরূপ সেই অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাহারও কারণভূত অন্য যে ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত অনাদি ভাব (পরব্রহ্ম) বিদ্যমান আছেন, সমস্ত ভূত নষ্ট হইলেও তঁহারা বিনষ্ট হন না ॥ ২০

স্বামী।—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি তাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণ-

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

ভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্‌দক্ষিণোপঽব্যক্তে- শ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ, স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণ- লক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[যঃ] অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ) অক্ষরঃ (প্রবেশ- নাশশূন্যঃ) ইতি উক্তঃ তৎ পরমাং গতিং (গম্যং পুরুষার্থম্) আহুঃ ; যং (ভাবং) প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম (স্বরূপম্) ॥ ২১

অনু।—যাহা অতীন্দ্রিয় এবং অব্যয়ভাব বলিয়া শ্রুতিত উক্ত আছে, তাহাকেই পরমা গতি অর্থাৎ প্রাপ্য পুরুষার্থে বল যার্থ ; যাহাকে পাইলে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম (স্বরূপ) ॥ ২১

স্বামী।—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিষক্ষরঃ ইত্যুক্তং, তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী রাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১

টিপ্পনী।—অবশভাবে প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখাইয়া ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোকই যে পুনরাবর্ত্তনশীল তাহা নির্ণীত হইল। ইদানীং ভগবানকে পাইয়া যে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, তাহাই শ্লোকদ্বয়ে বিবৃত করিতেছেন। স্থূল প্রপঞ্চের কারণ

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্তের ইতর এবং তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত বিলক্ষণ, রূপাদির অভাব নিবন্ধন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে ভাব সমস্ত পদার্থে সদ্রূপে অনুগত আছে; যাহা হিরণ্যগর্ভাদির ন্যায় সমগ্র প্রাণিবর্গের উৎপত্তিতে উৎপন্ন হয় না এবং তাহাদের বিনাশেও বিনষ্ট হয় না; যাহাকে অব্যক্ত এবং অক্ষরাদি পদদ্বারা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয় না, তাহাই আমার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ ॥ ২০।২১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি (মধ্যস্থিতানি) যেন চ [কারণভূতেন] ইদং সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং) সঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) পুরুষঃ (অহম্) অনন্যয়া (একাগ্রয়া) ভক্ত্যা লভ্যঃ (প্রাপ্যঃ) ॥ ২২

অনু ;—হে পার্থ! ভূতগণ যাঁহাতে অবস্থিত আছে এবং যিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই পরম পুরুষস্বরূপ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য ॥ ২২

স্বামী।—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা, পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেন ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্॥ ২২

অগ্নির্জ্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—হে ভরতর্ষভ ! যত্র কালে প্রয়াতা যোগিনঃ অনাবৃত্তিং যান্তি [যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতাঃ] আবৃত্তিং চ যান্তি, তং কালং বক্ষ্যামি ॥ ২৩

অনু ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে কালে(কালাভিমানিনী দেবতাগণের উপলক্ষিত পথে) প্রয়াণ করিয়া যোগিগণ সংসারে অপুনরাগমন এবং যে কালে প্রয়াণ করিয়া পুনরাগমন করেন, সে কালের বিষয় বলিব ॥ ২৩

স্বামী ।—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্ত, ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেতি । যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ । অত্র চ রশ্ম্যনুসারী অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণ ইতি সূচিতন্যায়েনো ভয়ায়নাদিকালবিশেষমরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দ্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ যান্তি,তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ, তৎসাহচর্য্যাদাম্রবণমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—অগ্নির্জ্জ্যোতিঃ (শ্রুত্যুক্তা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা)শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভিমানিনী

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫

দেবতা) উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণরূপাঃ) ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা) [এবম্ভূতো যো মার্গঃ] তত্র (মার্গে) প্রয়াতাঃ (গতাঃ) ব্রহ্মবিদঃ (ভগবদুপাসকাঃ) জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৪

অনু।—অগ্নি ও জ্যোতিঃ অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অহঃ অর্থাৎ দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ণ ছয়মাস অর্থাৎ উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইত্যাদি আতিবাহিকী দেবতাগণের উপলক্ষিত পথে ব্রহ্মবিদ্গণ দেহান্তে ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে অবশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

স্বামী।—তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ – অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্, এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ,—"তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্" ইতি। ন হি সদ্যো মুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতির্ব্বা ক্বচিদস্তি, 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) দক্ষিণায়নং ষণ্মাসাঃ (দক্ষিণায়নরূপাঃ ষণ্মাসাঃ তদভিমানিনী দেবতা)[এতাভিঃ

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬

দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গঃ] তত্র (মার্গে) [প্রয়াতঃ] যোগী (কর্ম্মযোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং) প্রাপ্য [তত্র ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা] নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে)॥২৫

অনু —ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইত্যাদি অতিবাহিকী দেবতাগণের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিতে করিতে কর্ম্মযোগী চন্দ্রমার জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া [তথায় ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফল ভোগান্তে] পুনরাবর্ত্তিত হন ॥ ২৫

স্বামী।—আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপ-ষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দেবতাভিরূপ-লক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপ-লক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরা-বর্ত্ততে, অত্রাপি শ্রুতিঃ—"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিঃ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রম-মুক্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মণান্তু জনানাম্ অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—জগতঃ (জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জীবস্য) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ) এতে দ্বিবিধে (গতী

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ২৭

মার্গৌ) শাশ্বতে (অনাদী) মতে (সম্মতে); [তয়োঃ মধ্যে] একয়া (শুক্লয়া গত্যা) অনাবৃত্তিং (মোক্ষং) যাতি, অন্যয়া (কৃষ্ণয়া গত্যা) পুনঃ আবর্ত্ততে॥ ২৬

অনু।—জগতের অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকারী জীবের শুক্লা কৃষ্ণা—এই দ্বিবিধ গতি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; তন্মধ্যে প্রথমটিদ্বারা অনাবৃত্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরটি দ্বারা সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়॥ ২৬

স্বামী।—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চ্চি-রাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! এতে (মোক্ষ-সংসার-প্রাপকৌ) গতী (মার্গৌ) জানন্ কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন মুহ্যতি; তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! [ত্বং] সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব॥ ২৭

অনু।—হে পার্থ! মোক্ষ ও সংসার-সাধক এই দ্বিবিধ মার্গ অবগত হইয়া কোন যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও॥ ২৭

স্বামী।—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ! মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ—স্পষ্টমন্যৎ॥ ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব,
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা,
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অভ্যাস-
যোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং [শাস্ত্রেষু] প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্টম্) ইদম্ (অষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং) বিদিত্বা [ততশ্চ জ্ঞানী ভূত্বা] যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি (অতিক্রামতি), [ততশ্চ] আদ্যং (জগন্মূলভূতং) পরম্ (উৎকৃষ্টং) স্থানং (বিষ্ণোঃ পরং পদং মোক্ষাখ্যম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) চ ॥২৮

অনু ।—বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যে পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, এই অষ্টপ্রশ্ননির্ণয়ে মদুক্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগী তৎসমস্তই অতিক্রম করেন, অর্থাৎ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন ; অনন্তর জ্ঞানী হইয়া জগতের মূলভূত পরম-পদ (বিষ্ণুপদ) প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

স্বামী ।—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্য-ফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বমত্যেতি, ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং

প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা তত্শ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রপ্নোতি ॥ ২৮

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্টসংস্পৃষ্টার্থবিনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধাপ্রাপ্তিঃ স্পষ্টিতোৎকৃষ্টবর্ত্মনা ॥
ইতি স্বামিকৃতটীকায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

টিপ্পনী।—সমিৎপাণি হইয়া গুরুর নিকট গমন করতঃ বেদ অধ্যয়ন করিলে, শ্রদ্ধানুসারে সাঙ্গোপাঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মন, বুদ্ধি প্রভৃতি একাগ্র করিয়া তপশ্চর্য্যা করিলে, তুলাপুরুষাদিতে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিলে যে সকল পুণ্যফল উপদিষ্ট আছে, পূর্ব্বোক্ত অষ্টপ্রশ্ন নিরূপণদ্বারা কথিত বিষয় সকল সম্যক্‌রূপে জানিয়া এবং অনুষ্ঠান করিয়া যোগী তৎসমস্ত অতিক্রম করিয়া ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করেন। এই অধ্যায়ে ধ্যেয়রূপে তৎপদার্থ নিরূপিত হইল ॥ ২৮

ইতি অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—ইদং গুহ্যতমম্ (অতিরহস্যং) বিজ্ঞানসহিতং (বিজ্ঞানম্ উপাসনং তৎসহিতং) জ্ঞানম্ (ঈশ্বর-বিষয়ম্) অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিরহিতায়) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ (সংসারবন্ধাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) ॥ ১

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—তুমি অসূয়াবিহীন; এজন্য এই অতিরহস্য উপাসনা সহিত পরমাত্মজ্ঞান তোমায় কহিতেছি; যাহা জ্ঞাত হইলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে॥ ১

স্বামী।—পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে। নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥ এবং তাবৎ সপ্তমাষ্ট-ময়োঃ স্বকীয়পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং, নান্যথেত্যুক্তমিদানী-মচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদন্ত্বিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞান-মুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহি-তায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি। তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতম-মিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং

গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্‌গুহ্যতমং, যজ্‌-জ্ঞাত্বাঽশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ১

* টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে মস্তকস্থ নাড়ীদ্বারা হৃদয়,কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য-প্রদেশে প্রাণধারণা করিয়া যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া স্বেচ্ছায় যাহাদের প্রাণ বহির্গত হয়, তাহারা অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া সম্যক্‌জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কল্পান্তে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ক্রমমুক্তি লাভ করে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপর "এইরূপেই মুক্তি হয়, অন্য প্রকারে নহে" এই আশঙ্কা করিয়া "অনন্যচেতাঃ সততং" (৮ম ১৪শ) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সাক্ষাৎই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রতি আবার অনন্যভক্তিই যে কারণ, তাহা "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ" (৮ম ২২শ) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন। ইদানীং পূর্ব্বোক্ত যোগধারণাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ এবং অর্চ্চিরাদি পথে গমন কালবিলম্বসহ ও ক্লেশকর বলিয়া তদ্ব্যতিরেকেও সাক্ষাৎ মোক্ষ যাহাতে হইতে পারে, তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তি ও তদ্ভক্তের বিশেষ বোধের জন্য নবম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ধ্যাননিষ্ঠের গতি বলা হইয়াছে, নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠের গতি বলা হইতেছে—পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, পরে বলা হইবে এবং ইদানীংও তোমাকে আমি বলিতেছি যে, এই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জানিতে পারিলে তুমি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ইহা অতিশয় গোপনীয়, কারণ ইহাতে ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে; তথাপি আমি তোমাকে ইহা বলিতেছি, কারণ তুমি অসূয়াশূন্য, অতএব শিষ্যের উপযুক্ত॥ ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ইদং (জ্ঞানং) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজা) রাজগুহ্যং (গুহ্যানাঞ্চ রাজা) [বিদ্যাসু গোপ্যেষু চ অতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ] উত্তমং পবিত্রম্ (অত্যন্তপাবনং) [জ্ঞানিনাং] প্রত্যক্ষাবগমং (দৃষ্টফলং) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতং) কর্ত্তুং সুসুখং (সুখেন কর্ত্তুং শক্যম্) অব্যয়ঞ্চ ॥ ২

অনু।—এই জ্ঞান রাজবিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যাসমূহের রাজা এবং রাজগুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় বিদ্যার মধ্যে গোপনীয়তম; পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষফলপ্রদ, ধর্ম্মসঙ্গত, সুখসম্পাদ্য ও অব্যয় ॥ ২

স্বামী।—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, গুহ্যানাঞ্চ রাজা রাজগুহ্যং বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্যাপি পরত্বম্। রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমো বোধো যস্য তৎপ্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলম্ ইত্যর্থঃ, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্ত-সর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ, কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ, অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২

টিপ্পনী।—ঈদৃশ জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবিশেষ উৎপাদনের জন্য পুনর্ব্বার তাহার প্রশংসা করিতেছেন।—এই জ্ঞান সমস্ত অবিদ্যার নাশক বলিয়া বিদ্যার রাজা স্বরূপ এবং গোপনীয় যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে ইহাই অত্যন্ত গোপনীয়, যে হেতু অনেক জন্মের অনুষ্ঠিত সুকৃতিবশেই ইহা পাওয়া যায় বলিয়া

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

বহুলোকেরই অজ্ঞাত। ইহা অত্যন্ত পবিত্র; কারণ প্রায়শ্চিত্তাদিতে কোন একটী পাপই নিবৃত্ত হয় এবং নিবৃত্ত হইয়া সেই পাপ কারণে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না; যে হেতু সেই পাপের পুনরায় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই জ্ঞান সহস্র সহস্র জন্মসঞ্চিত স্থূল সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যাবতীয় পাপের এবং তাহার কারণ অবিদ্যার সদ্যঃ উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকে; অতএব অতিশয় পবিত্র। ইহার স্বরূপ ও ফল এতদুভয়ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এইজন্য অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মাদির ন্যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; যেহেতু ধর্ম্মও অতীন্দ্রিয় এবং তৎফলও অতীন্দ্রিয়, কিন্তু এই জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ, ইহার ফলও প্রত্যক্ষতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অনেক জন্মসঞ্চিত ধর্ম্মের ফল হইলেও কষ্টসাধ্য নহে; আর অনায়াস-সাধ্য বলিয়া লঘু ফল নহে, যেহেতু এই জ্ঞান অব্যয় অর্থাৎ ইহার ফল অবিনাশী, অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্মের ফলই বিনাশশীল। এই সমস্ত কারণে এই জ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ (আস্তিক্যেন অস্বীকুর্ব্বন্তঃ) পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুসংসারপথে) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমন্তি)॥ ৩

অনু।—হে পরন্তপ! যাহারা এই কর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা আমায় না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে॥ ৩

স্বামী।—নন্বেবমপ্যতিসুকরশ্চেন কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪

ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানাঃ আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্তঃ উপায়ান্তরৈঃ মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥৩

অন্বয়ঃ।—অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অতীন্দ্রিয়স্বরূপেণ) ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং (ব্যাপ্তং) সর্ব্বভূতানি (চরাচরাণি) মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) অহং চ তেষু (ভূতেষু) ন অবস্থিতঃ ॥ ৪

অনু।—আমি অতীন্দ্রিয়-স্বরূপে এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি; চরাচর ভূতগণ আমাতেই অবস্থিত আছে; কিন্তু আমি [আকাশবৎ অসঙ্গ বলিয়া] তৎসমূহে অবস্থিত নহি ॥ ৪

স্বামী।—তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি—দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, অত এব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি, এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪

টিপ্পনী।—পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত ব্যক্তব্য জ্ঞানের বিধিমুখে ও নিষেধমুখে প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ে একাগ্র করত ভগবান্ পুনর্ব্বার বলিতেছেন—

যেমন রজ্জুজ্ঞানদ্বারা তদজ্ঞানকল্পিত সর্পধারণা পরিব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই জগৎ অর্থাৎ সমস্ত ভূতভৌতিক এবং তৎকারণরূপ

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

সমস্ত দৃশ্য পদার্থ মদজ্ঞানকল্পিত হইয়া আমার পরমার্থসত্তাবশতঃ সৎরূপে এবং স্ফুরণ রূপে আমা দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। যদি বল "তুমি পরিচ্ছিন্ন অতএব তোমা দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত কিরূপে হইল এবং প্রত্যক্ষেও তাহা দেখিতেছি না" তদুত্তরে বলিতেছেন।—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বপ্রকাশ, সদানন্দমূর্ত্তিদ্বারা আমি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছি, এই দৃশ্যমান দেহদ্বারা নহে। এইজন্যই ভূতসমূহ মদ্রূপে স্ফুরিত হইতেছে, বস্তুতঃ কল্পিত ভূতসমূহে আমি অবস্থিত নহি; কারণ কল্পিত ও অকল্পিত বস্তুদ্বয় একত্র থাকিতে পারে না॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ভূতানি [মম অসঙ্গত্বাৎ] ন চ মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি); মে (মম) ঐশ্বরম্ (অসাধারণং) যোগং (যুক্তিং) পশ্য, মম আত্মা ভূতভৃৎ (ভূতধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) [অপি] ভূতস্থঃ ন [ভবতি]॥ ৫

অনু।—ভূতগণ [আমি নিঃসঙ্গ বলিয়া] আমাতে অবস্থিত নহে; আমার ঐশ্বরিক অসাধারণ যোগ (অঘটন ঘটনাচাতুর্য্য) অবলোকন কর; আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ করিয়া আছে, ভূতগণকে পোষণও করিতেছে,—কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে॥ ৫

স্বামী।—কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম, নমু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বম্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ, ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূত-ভাবনঃ এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ—যথা জীবো দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চাহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্ট-স্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি ন তেষু তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫

টিপ্পনী।—হে অর্জ্জুন! সূর্য্যদেব আকাশে থাকিলেও যেমন "জলের মধ্যে সূর্য্য" এই প্রতীতিদ্বারা সূর্য্যের জলবৃত্তিত্ব কল্পিত হয়, বস্তুতঃ তাহাতে জলবৃত্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ এই জগৎ আমাতে কল্পিত হইলেও বস্তুতঃ আমাতে তাহারা বর্ত্তমান নহে। তুমি প্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার অঘটনঘটনপটু ঐশ্বরিক প্রভাব অবলোকন করিলে ইহার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবে। আমি যাবতীয় কার্য্যের ভরণ, পোষণ ও উৎপাদন করিলেও বস্তুতঃ ভূতসম্বন্ধী নহি; যে হেতু আমি সচ্চিদানন্দঘন, অদ্বিতীয় ও সঙ্গরহিত ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—বায়ুঃ নিত্যং (সদা) সর্ব্বত্রগঃ [অপি] মহান্ [অপি] যথা আকাশস্থিতঃ [তথাপি আকাশেন ন সংশ্লিষ্যতে] তথা সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমানি) মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) ইতি উপধারয় (জানীহি) ॥ ৬

অনু।—যেমন বায়ু সর্ব্বদা সর্ব্বত্রগামী এবং মহান্ও বটে; কিন্তু তাহা যেমন আকাশে অবস্থিত [তথাপি আকাশের সহিত

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

সংশ্লিষ্ট নহে] সেইরূপ নিখিল ভূতগণ আমাতে অবস্থিত,—ইহা জানিবে ॥ ৬

স্বামী ।—অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। অবকাশং বিনা অবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬

অন্বয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বভূতানি মামিকাং (মদীয়াং) প্রকৃতিং যান্তি (ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে); পুনঃ কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) অহং তানি বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি) ॥ ৭

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! প্রলয়কালে সমুদয় ভূতগণ আমার ত্রিগুণময়ী মায়াতে লীন হয় ; সৃষ্টিকালে আমি পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৭

স্বামী ।—তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ—সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি, ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭

টিপ্পনী ।—উৎপত্তিকালে ও স্থিতিকালে কল্পিত প্রপঞ্চের সহিত অসঙ্গ আত্মার সম্বন্ধাভাব বলিয়া প্রলয়কালেও অসঙ্গতা নির্দ্দেশ করিতেছেন ।—

সমস্ত প্রাণিবৃন্দ প্রলয়কালে আমার শক্তিরূপে কল্পিত স্বকারণ,

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে লীন হয়। পুনর্ব্বার সৃষ্টি-সময়ে প্রকৃতিতে একতাপ্রাপ্ত সেই সমস্ত ভূতগণকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তি ঈশ্বর আমিই বিভাগদ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ৭

অন্বয়ঃ —স্বাং (স্বাধীনাং) প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য (অধিষ্ঠায়) ইমং কৃৎস্নং (সমস্তম্) অবশং (কর্ম্মাদিপরবশং ভূতগ্রামং (ভূতসমূহং) প্রকৃতের্ব্বশাৎ (প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত তত্তৎ-স্বভাববশাৎ) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি ॥ ৮

অনু।—আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠান করিয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মজন্য স্বভাব-বশে এই সমুদয় কর্ম্মাদি পরতন্ত্র ভূত-সমূহকে বারংবার সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৮

স্বামী।—নম্বসঙ্গো নির্ব্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্ব্বভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃপুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথম্? প্রকৃতের্ব্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববলাৎ ॥ ৮

টিপ্পনী।—প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবানের এই সৃষ্টি কি জন্য? তাঁহার নিজের জন্য হইতে পারে না; কেননা, সর্ব্ব-সাক্ষীভূত চৈতন্যমাত্র ভগবানের ভোক্তৃত্ব থাকিতে পারে না, থাকিলেও তাঁহাতে সংসারিত্ব প্রসক্ত হইয়া ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত জন্মে; অপর কোনও ভোক্তা নাই, যাহার জন্য এই সৃষ্টি হইতে পারে, কারণ ঈশ্বরই সর্ব্বত্র জীবরূপে অবস্থিত। মোক্ষের জন্যও সৃষ্টি

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯

হইতে পারে না; কেননা, বন্ধের অভাববশতঃ কাহার মুক্তি হইবে? অপিচ সংসার মোক্ষের বিরোধী। এই সমস্ত অনুপপত্তি আশঙ্কা করিয়া সৃষ্টির মায়ামযত্ব এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বক্ষ্যমাণ শ্লোকত্রয়ে প্রতিপাদন করিতেছেন।—মায়াখ্য অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার বশে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশরূপ ক্লেশের কারণ আবরণ-বিক্ষেপাত্মক শক্তিপ্রভাবে উৎপদ্যমান এই জগৎকে আমি মায়াবীর ন্যায় কল্পনামাত্রেই পুনঃ পুনঃ সৃজন করি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হে ধনঞ্জয়! তানি (বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি) কর্ম্মাণি তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ (অনাসক্তম্) উদাসীনবৎ আসীনম্ (অবস্থিতং) মাং ন নিবধ্নন্তি (মম কর্ম্মবন্ধং নোৎপাদয়ন্তি) ॥ ৯

অনু।—হে ধনঞ্জয়! সেই সকল বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ তত্তৎকর্ম্মে অনাসক্ত এবং উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৯

স্বামী।—নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ—ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি, অতস্তানি উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধনং নোৎপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯

টিপ্পনী।—যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নবিষয়ক কোন বস্তুর সহিত পরমার্থতঃ কোন সম্পর্ক থাকে না, মায়াবীরও যেমন মায়াকল্পিত

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০

সেই সেই বস্তুর সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ মৎকৃত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কার্য্যজাত আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহদ্বারা সুকৃত-দুষ্কৃতের ভাগী করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মধ্যস্থ ব্যক্তি বিবাদকারী উভয় পক্ষেরই জয়পরাজয়ে অসংস্পৃষ্ট থাকায় তন্নিবন্ধন সুখ-দুঃখের অংশী হন না, আমিও সেইরূপ মৎকৃত কর্ম্মের সুখ-দুঃখের ভাগী না হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অধ্যক্ষেণ (অধিষ্ঠাত্রা) ময়া (নিমিত্তভূতেন) প্রকৃতিঃ সচরাচরং [বিশ্বং] সূয়তে (জনয়তি); হে কৌন্তেয়! অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ জায়তে) ॥১০

অনু।—আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে; এই হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০

স্বামী।— তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতি সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জ্জায়তে সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০

টিপ্পনী।—আমি ভূতসমূহ সৃষ্টি করি অথচ উদাসীন ভাবে অবস্থান করি, এই বাক্যদ্বয়ের বিরোধ পরিহারের জন্য পুনর্ব্বার জগতের মায়াময়ত্ব প্রকাশ করিতেছেন।—আমি দৃশিমাত্রস্বরূপ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ এবং বিকারহীন, অতএব আমার বস্তুতঃ সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব, তবে আমার অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ নিয়ন্তৃত্বে

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

নিয়তা প্রকৃতিই সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করে, হে কৌন্তেয় ! এই জগৎ অনবরত জন্ম-বিনাশাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, অতএব আমার নিয়ন্তৃত্ব-রূপ ব্যাপার আছে বলিয়া আমি সৃষ্টি করি, এই কথা বলিয়াছি এবং তাদৃশ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব থাকিলেও সূর্য্যের ন্যায় সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব না থাকায় আমি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি, এই উক্তিও বিরুদ্ধ হইল না ॥ ১০

অন্বয়ঃ ।—মম ভূতমহেশ্বরং (ভূতানাং মহান্তম্ ঈশ্বরং) পরং ভাবং (তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (মূর্খাঃ) মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি (অবমন্যন্তে) ॥ ১১

অনু ।—আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বর পরম তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া মূঢ়গণ আমাকে নরদেহধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে ॥ ১১

স্বামী ।—নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানহেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—[কিঞ্চ] মোঘাশাঃ (বিফলাশাঃ) মোঘকর্ম্মাণঃ (মদ্‌বিমুখত্বাৎ মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তাদৃশঃ) মোঘজ্ঞানাঃ (মোঘং নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তাদৃশাঃ)

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

[অত এব] বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ) [তে] মোহিনীং (বুদ্ধিভ্রংশকরীং) রাক্ষসীম্ আসুরীঞ্চ প্রকৃতিং (স্বভাবং) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ ভবন্তি) ॥ ১২

অনু।—উঁহারা [অন্য দেবতা শীঘ্র ফল দান করেন এই ভাবিয়া আমার আরাধনা ত্যাগ করায়] বিফল আশাবিশিষ্ট নিষ্ফলকর্ম্মা ও বিফলজ্ঞানযুক্ত; সুতরাং বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া থাকে ॥১২

স্বামী।—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অত এব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলাণি কর্ম্মাণি যেষাং তে,মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অত এব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ; সর্ব্বত্র হেতুঃ রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীঞ্চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! তু (পরন্তু) মহাত্মানঃ (কামাদ্যনভিভূতাঃ) [সাধবঃ] দৈবীং প্রকৃতিং (স্বভাবম্) আশ্রিতাঃ [অত এব] অনন্যমনসঃ (একাগ্রচিত্তাঃ) [সন্তঃ] ভূতাদিং (জগৎকারণম্) অব্যয়ং জ্ঞাত্বা মাং ভজন্তি ॥ ১৩

অনু।—হে পার্থ! পরন্তু কামাদিতে অনভিভূতচিত্ত মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আমাকে সর্ব্বভূতের কারণস্বরূপ এবং অব্যয়রূপে একাগ্রচিত্তে আরাধনা করেন ॥ ১৩

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

স্বামী।—কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ অত এব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি"রিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ অত এব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩

টিপ্পনী।—ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের ফলাভিলাষ ও তৎপ্রযুক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান, তৎপ্রযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই ব্যর্থ, অতএব তাহারা পারলৌকিক ফল ও তৎসাধনশূন্য, অবিবেকিতাবশতঃ ঐহিক ফলও তাহাদের কিছুই নাই, অতএব সমস্ত পুরুষার্থপরিভ্রষ্ট হইয়া তাহারা শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র ভগবানের আশ্রিত ভক্তগণই সমস্ত পুরুষার্থের অধিকারী, ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।—অনেক জন্মের পুণ্যফলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া অনন্যচিত্তে সর্ব্বজগৎকারণ অনাদি বিনাশরহিত আমাকে ঈশ্বররূপে জানিতে পারিয়া ভজনা করে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[কেচিৎ] সততং (সর্ব্বদা) [স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ] কীর্ত্তয়ন্তঃ মাম্ উপাসতে (ভজন্তে); [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়নিয়মসম্পন্নাঃ) [সন্তঃ] যতন্তশ্চ (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তশ্চ) [মাম্ উপাসতে]; [কেচিৎ] ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ (প্রণমন্তশ্চ) [মাম্ উপাসতে]; [অন্যে চ কেচিৎ] নিত্যযুক্তাঃ (অনবরতম্ অবহিতাঃ) [সন্তঃ] [মাম্ উপাসতে] ॥ ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

অনু।—[তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ] সর্ব্বদা [স্তোত্র-মন্ত্রাদিদ্বারা] কীর্ত্তন করিয়া, কেহ বা দৃঢ়নিয়মস্থ হইয়া, কেহ বা ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া, আর কেহ কেহ বা সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪

স্বামী।—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চে-শ্বরজ্ঞানাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু চ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ, কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ, অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতম্ অবহিতাঃ সর্ব্বে সেবন্তে, ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিম্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অন্যেঽপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) মাম্ উপাসতে (সেবন্তে) [তত্রাপি কেচিৎ] একত্বেন (একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপয়া অভেদভাবনয়া) [কেচিৎ] পৃথক্ত্বেন (দাসোঽহমিতি পৃথগ্ভাবনয়া) [কেচিত্তু] বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাত্মকং মাং) বহুধা (ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণ) [উপাসতে—সেবন্তে] ॥ ১৫

অনু।—অন্য কোন কোন সাধক জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া আমার সেবা করেন, (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ) একত্ব ভাবনায় অর্থাৎ "একমেব পরং ব্রহ্ম" এইরূপ পরমার্থ দর্শনরূপ অভেদ ভাবনাদ্বারা আমার আরাধনা করেন ; কেহ বা "আমি দাস, তিনি প্রভু" এইরূপ পৃথক্ ভাবনাদ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্মরুদ্র প্রভৃতিরূপে আরাধনা করেন ॥ ১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

স্বামী।—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং জ্ঞানং তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন দাসোঽহমিতি পৃথগ্ভাবনয়া, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫

টিপ্পনী।—যাহারা পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুপযুক্ত, তাহারা উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ত্রিবিধ, ইহারা সকলেই নিজ নিজ অধিকারানুসারে আমার সেবা করিয়া থাকে, ইহাই শ্লোকে কথিত হইয়াছে।—পূর্ব্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানে অসমর্থ কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার উপাসনা করে, অর্থাৎ অন্যসাধনে নিঃস্পৃহ হইয়া উপাস্য-উপাসক ভেদ কল্পনা না করিয়া অভেদে আমার উপাসনা করিয়া থাকে, ইহারা উত্তম মধ্যম অধিকারিগণ উপাস্য-উপাসক ভেদজ্ঞান করিয়া আমাকে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযজ্ঞদ্বারাই ভজনা করে; অপর মন্দাধিকারীরা অন্যোপাসনায় অসমর্থ হইয়া অপর কোন কর্ম্মাদি না করিয়া অন্যদেবতাকে ও আমাকে ভিন্ন কল্পনা করিয়া বহুপ্রকারে উপাসনা করে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অহং ক্রতুঃ (শ্রৌতঃ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞঃ) অহং যজ্ঞঃ (স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ) অহং স্বধা (পিত্রর্থঃ শ্রাদ্ধাদিঃ) অহম্ ঔষধম্ (ওষধিপ্রভবম্ অন্নম্) অহং মন্ত্রঃ (যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ) অহমেব আজ্যং (হোমাদিসাধনম্) অহম্ অগ্নিঃ (আহবনীয়াদিঃ) অহং হুতং (হোমঃ) ॥ ১৬

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

অনু।—আমি ক্রতু (বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ), আমি যজ্ঞ (স্মৃত্যুক্ত পঞ্চ যজ্ঞাদি), আমি স্বধা (পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি), আমি ঔষধ (ওষধিজাত অন্নাদি অথবা রোগাদিনিবারক ঔষধ), আমি মন্ত্র, আমিই আজ্য (হোমাদিসাধক ঘৃতাদি), আমি অগ্নি, আমিই হোম ॥ ১৬

স্বামী।—সর্ব্বাত্মত্বং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্রর্থঃ শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধম্ ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥ ১৬

টিপ্পনী।—এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বহুরূপেই উপাসনা করে, তবে তোমার উপাসনা করা হইল কি প্রকারে? তদুত্তরে নিজের বিশ্বরূপত্ব নিরূপণদ্বারা সর্ব্বপ্রকার উপাসনাই যে ভগবানের, তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকচতুষ্টয়ে বিবৃত করিতেছেন। শ্লোকার্থ স্পষ্ট ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—অহম্ অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা,(কর্ম্মফল-বিধাতা) পিতামহঃ, বেদ্যং (জ্ঞেয়ং বস্তু) পবিত্রং (শোধকম্) ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) ঋক্ সাম যজুশ্চ [অহমেবাস্মি] ॥ ১৭

অনু।—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফল-বিধান-

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯

কর্ত্তা, পিতামহ; আমিই জ্ঞেয় বস্তু, বিশুদ্ধিসাধক, প্রণব এবং ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদস্বরূপ ॥ ১৭

স্বামী।—কিঞ্চ পিতামহস্তেতি; ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগ্বেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—[কিঞ্চ] [অহং] গতিঃ (ফলং) ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা) নিবাসঃ (ভোগস্থানং) শরণং (রক্ষকঃ) সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা) প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা) স্থানম্ (আধারঃ) নিধানং (লয়স্থানং) বীজং (কারণং) [তথাপি] অব্যয়ম্ (অবিনাশি) ॥ ১৮

অনু।—আমি এই জগতের কর্ম্মফল, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও বীজস্বরূপ; তথাপি অবিনাশী ॥ ১৮

স্বামী।—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! অহম্ [আদিত্যাত্মনা] তপামি (নিদাঘে জগতস্তাপং করোমি); [বৃষ্টিসময়ে] বর্ষং উৎসৃজামি

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

(বিমুঞ্চামি) [কদাচিত্তু] বর্ষং নিগৃহ্নামি (আকর্ষামি) চ অহম্ অমৃতং (জীবনং) মৃত্যুঃ (নাশঃ) সৎ (স্থূলং বস্তু) অসচ্চ (সূক্ষ্মমদৃশ্যঞ্চ) ॥ ১৯

অনু ।—হে অর্জ্জুন! আমি আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে জগতের তাপ দান করি, বর্ষাসময়ে আমি বারি বর্ষণ করি, আবার কখনও কখনও বৃষ্টি আকর্ষণও করিয়া থাকি; আমি অমৃত অর্থাৎ জীবনস্বরূপ, আমি সৎ (স্থূল বস্তু), আবার আমিই অসৎ (সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু) ॥ ১৯

স্বামী ।—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্নামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্ এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি। এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—ত্রৈবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরাঃ) যজ্ঞৈঃ (বেদত্রয়বিহিতৈঃ) মাম্ ইষ্ট্বা (সম্পূজ্য) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি তথা) [তেনৈব]] পূতপাপাঃ (শোধিতকল্মষাঃ) [সন্তঃ] স্বর্গতিং (স্বর্গং প্রতি গতিং) প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যং

(পুণ্যফলরূপং) সুরেন্দ্রলোকং (স্বর্গম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তমান্) দেবভোগান্ অশ্নন্তি (ভুঞ্জতে) ॥ ২০

অনু।—বেদোক্ত কর্ম্মপরায়ণ সাধুগণ ত্রিবেদ-বিহিত যজ্ঞসমূহদ্বারা আমার পূজা করিয়া [যজ্ঞশেষ] সোমরস পান করিয়া তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ প্রার্থনা করেন. তাঁহারা পুণ্যফললভ্য দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে অত্যুত্তম দেবভোগ্য উপভোগ করেন ॥ ২০

স্বামী।—তদেবম্ "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি-শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং ভজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ, "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইত্যাদিনা চ ভক্তাঃ উক্তাস্তত্রৈক-ত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যু-প্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। ঋগ্‌যজুঃ-সামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যাঃ এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেঽণ্। তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকর্ম্মতৎপরা ইত্যর্থঃ, বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মাম্ এবেষ্ট্বা সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগান্ অশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০

টিপ্পনী।—একরূপে পৃথক্‌রূপে এবং বহুরূপে উপাসনাকারী ত্রিবিধ ব্যক্তিই নিষ্কাম হইয়া ভগবানের উপাসনা করে; তদনন্তর তাহাদের চিত্তশুদ্ধ হইলে, জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা ক্রমে মুক্তি-লাভ হয়। যাহারা সকাম হইয়া কোন প্রকারে ভগবানের উপা-

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

সনা করে না, প্রত্যুত নিজ নিজ অভিলাষ সিদ্ধির জন্য কেবল কাম্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা চিত্তশুদ্ধির অভাব নিবন্ধন জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণ করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণদ্বারা সংসার-দুঃখ ভোগ করে, ইহা দুই শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন।—ত্রিবেদবিৎ যাজ্ঞিকগণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা ক্রমে ত্রিকালে বসু, রুদ্র আদিত্যরূপ আমাকেই, আমার অজ্ঞানে অর্থাৎ তাঁহারা যে আমি, ইহা না জানিয়া পূজা করত সোমপান করিয়া নিষ্পাপচিত্তে স্বর্গ কামনা করে; কিন্তু তাহারা চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি আকাঙ্ক্ষা করে না। তাদৃশ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে পুণ্যফলস্বরূপ ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইয়া দিব্য ভোগলাভ করিয়া থাকে॥ ২০

অন্বয়ঃ।—তে (স্বর্গকামাঃ) তং বিশালং (বিপুলং) স্বর্গলোকং (তৎ সুখং) ভুক্ত্বা [ভোগপ্রাপকে] পুণ্যে ক্ষীণে [সতি] মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, এবং ত্রয়ীধর্ম্মং (বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মম্) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুগতাঃ) কামকামাঃ (ভোগান্ কাময়মানাঃ গতাগতং (যাতায়াতং) লভন্তে॥ ২১

অনু।—সেই স্বর্গকামীগণ বিপুল সুরলোকে তত্রত্য সুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন; এইরূপে বেদত্রয়-বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ ভোগাভিলাষী হইয়া সংসারে গতায়াত করিতে থাকেন॥ ২১

স্বামী।—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩

প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—অনন্যাঃ (অনন্যচিত্তাঃ) [সন্তঃ] যে জনাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে (সেবন্তে) অহং নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বথা মন্নিষ্ঠানাং) তেষাম্ যোগক্ষেমং (যোগং ধনাদিলাভং, ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষং বা) বহামি (প্রাপয়ামি) ॥ ২২

অনু ।—যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমার চিন্তা করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন, সেই মদেক-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমি যোগক্ষেম বহন করি। [যোগ—ধনাদি লাভ, ক্ষেম—তৎসংরক্ষণ অথবা মোক্ষ] ॥ ২২

স্বামী ।—মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং ভজনীয়ং দেবতান্তরং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদি-লাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্তাঃ)

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

ভক্তাঃ [সন্তঃ] যে অন্যদেবতাঃ (ইন্দ্রাদিরূপাঃ) অপি যজন্তে, তে অপি মামেব যজন্তি, [ইতি সত্যং, কিন্তু] অবিধিপূর্ব্বকং (মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা) [যজন্তি আরাধয়ন্তি; অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ইতি ইতি ভাবঃ] ॥ ২৩

অনু।—হে কুন্তীনন্দন ! শ্রদ্ধান্বিত ভক্তগণ অন্য দেবতার আরাধনা করিলেও তাঁহারা আমারই আরাধনা করেন বটে, কিন্তু সে আরাধনা মোক্ষ-সাধক বিধিবিহীন হয়,[এজন্য তাঁহারা পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করেন] ॥ ২৩

স্বামী।—ননু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরন্ তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩

টিপ্পনী।—যদি বল, তুমি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু না থাকায় অন্য দেবতাও তুমি, অন্য দেবতার ভক্তেরাও তোমারই ভজনা করে, অতএব কোনও বিশেষ না থাকায় "অন্য-দেবতা-ভক্তেরা সংসারে যাতায়াত করে এবং তোমার ভক্তেরা কৃত্যকৃত্য হয়" ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন।—

যেমন আমার ভক্তগণ আমারই উপাসনা করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন অন্যদেবতাভক্তেরাও আমারই ভজনা করিয়া থাকে। বিশেষ এই যে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমাকে সর্ব্বাত্মরূপে

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥২৫

না জানিয়া এবং বসুপ্রভৃতি দেবগণকে আমা হইতে ভিন্ন কল্পনা করিয়া যাগ করিয়া থাকে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হি (যতঃ) অহমেব সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুশ্চ (স্বামী ফলদাতা চ) তে তু তত্ত্বেন মাং ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে) ॥ ২৪

অনু।—আমি সমুদয় যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা ও স্বামী; পরন্তু তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না, এই জন্যই সংসারে পুনরাগমন করিয়া থাকে ॥ ২৪

স্বামী।—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন তথা নাভিজানন্তি, অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে, যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্য্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪

টিপ্পনী।—পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, অন্যদেবতাভক্তেরাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই ভজনা করিয়া থাকে,তাহাদের ভজনা অবিধিপূর্ব্বক কেন তাহা এবং তজ্জন্য তাহাদের ফলাপ্রাপ্তি বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন।—আমি নিখিল শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত যাগের তৎতৎ দেবতারূপে ভোক্তা এবং অন্তর্য্যামিরূপে যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বলিয়া সে সকলের প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা; কিন্তু অন্যদেবতার ভক্তগণ আমাকে ঈদৃশ রূপে না জানিয়া বহু আয়াসে যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলেও, তৎতৎ কর্ম্ম আমাতে অর্পিত না হওয়ায় ধূমাদি পথে সেই সেই

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

দেবলোকে গমন করে এবং ভোগজনক সেই সেই কর্ম্মের ক্ষয়-বশতঃ পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া দেহ ধারণ করে ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—দেবব্রতাঃ (যজ্ঞকারিণঃ) দেবান্ যান্তি (লভন্তে) পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ) পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যা (বিনায়কাদিপূজকাঃ) ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি (মৎপরায়ণা অপি) মাং (পরমানন্দরূপং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৫

অনু।—দেবযাজিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; ভূতযজ্ঞকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, আর মৎপরায়ণগণ পরমানন্দরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

স্বামী।—তদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষ্বিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং তে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি, মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—যঃ মে ((মহ্যং) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (জলং) ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি (প্রদদাতি) অহং প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্ত্যা সমর্পিতং) তৎ (পত্র-পুষ্পাদিকমপি) অশ্নামি (গৃহ্লামি) ॥ ২৬

অনু।—যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল বা

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭

জল প্রদান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তি-সহকারে সমর্পিত সেই পত্র-পুষ্পাদিও গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬

স্বামী।—তবেদং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বং স্বভক্তের্দর্শয়তি—পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্ণামি। ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ; কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ, অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তমনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬

টিপ্পনী।—অন্যদেবতারাধনা পরিত্যাগ করিয়া অনায়াস-কর অথচ বহুফলদায়ী ভগবানের আরাধনাই করা উচিত, এই শ্লোকে ইহা বলিতেছেন। প্রীতিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি, পত্র পুষ্প, ফল, জল অথবা অন্য যে কোন বস্তু আমাকে প্রদান করে, আমি তৎ-প্রদত্ত সেই সেই অতি তুচ্ছ দ্রব্যও অত্যন্ত প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। যে হেতু তাহা ভক্তিভাবে প্রদত্ত; ভক্তিভাবে যাহাই প্রদত্ত হউক না কেন, তদ্দ্বারাই আমার সন্তোষ হইয়া থাকে; অন্য দেবতার ন্যায় মহামূল্য বলি উপহারাদি আমার সন্তোষের কারণ নহে ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! [ত্বং] যৎ (কিমপি কর্ম্ম) করোষি, যৎ অশ্নাসি, (খাদসি) যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপ-

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

স্যসি (তপঃ করোষি) তৎ (সর্ব্বমেব) মদর্পিতং [যথা ভবতি এবং] কুরুষ ॥ ২৭

অনু ;—হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সকল যেরূপ ভাবে করিলে আমাতে অর্পিত হইতে পারে, এরূপ ভাবে কর ॥ ২৭

স্বামী ।—ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্য-বন্মদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং, কিন্তর্হি যৎ করোষীতি।—স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি, তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—এবং [কুর্ব্বন্] শুভাশুভফলৈঃ (ইষ্টানিষ্টফলৈঃ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মনিমিত্তৈঃ বন্ধনৈঃ) মোক্ষ্যসে (বিমুক্তো ভবিষ্যসি) বিমুক্তঃ [ত্বং] মাম্ উপৈষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ২৮

অনু ।—এইরূপ করিতে করিতে তুমি কর্ম্মজনিত শুভ বা অশুভ ফল হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং বিমুক্ত হইয়া তৎপরে আমাতে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে ॥ ২৮

স্বামী ।—এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ—শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্ট-ফলৈর্ম্মুক্তো ভবিষ্যসি ; কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফল-

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯

সম্বন্ধানুপপত্তেঃ তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টিপ্পনী।—এইরূপে আমার ভজনা করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পিত হওয়ায় তুমি শুভাশুভ কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইবে; যেহেতু তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিল না। তৎপর সর্ব্বকর্ম্মের মদর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে জীবিতাবস্থায় কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ; [অতঃ] মে (মম) দ্বেষ্যঃ প্রিয়শ্চ ন [অস্তি]; [এবং সত্যপি] যে তু মাং ভজন্তি তে ময়ি [বর্ত্তন্তে] অহম্ অপি চ তেষু [বর্ত্তে] ॥ ২৯

অনু।—আমি সর্ব্বভূতে সমান (একরূপ; অতএব আমার দ্বেষের বা প্রীতির পাত্র কেহই নাই; [তাহা হইলেও] যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে, আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থান করি ॥ ২৯

স্বামী।—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যঃ তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষ্বহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব, এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে,

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

অহমপি তেষমনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ,—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯

টিপ্পনী।—যদি ভগবান্ ভক্তেরই অনুগ্রহ করেন অভক্তের করেন না, তবে রাগদ্বেষ থাকায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে রক্ষিত হইবে এই জন্য বলিতেছেন যে, আমি সর্ব্বভূতেই সমভাবে অবস্থিত আছি; যেমন আকাশব্যাপী সূর্য্যতেজের কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয় নাই, সেইরূপ আমারও কেহ অত্যন্ত প্রিয় এবং অপ্রিয় নাই। তথাপি তাহাদের ফলবৈষম্য হয় কেন? যেহেতু আমাকে যে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহার মদর্পিত কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাদৃশ শুদ্ধচিত্তে তাহারা মদাকারা বৃত্তি উৎপন্ন করিয়া আমাতে বর্ত্তমান থাকে, আমিও তাহাদের অতি স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাতে বর্ত্তমান থাকি। স্বচ্ছপদার্থের স্বভাবই এই—যাহার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহার আকার গ্রহণ করে এবং স্বচ্ছদ্রব্যসম্বন্ধী বস্তুরও স্বভাব যে, তাহাতে প্রতিফলিত হয়। যেমন সর্ব্বত্র প্রসৃত সূর্য্যতেজ দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু ঘটে প্রতিবিম্বিত হয় না এবং তদ্দ্বারা যেমন সূর্য্যের দর্পণের প্রতি অনুরাগ অথবা ঘটের প্রতি বিরাগ প্রতীত হয় না, সেইরূপ স্বচ্ছ ভক্তচিত্তে প্রতিফলিত হইয়া এবং অস্বচ্ছ অভক্তচিত্তে অভিব্যক্ত না হইয়া আমি কাহারও প্রতি অনুরাগী এবং কাহারও প্রতি বিরাগী নহি। কারণ

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

সমষ্টির যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া তন্নিবন্ধন কার্য্যের প্রতি অনুযোগ দেওয়া অন্যায় ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি অনন্যভাক্ (অনন্যভজনশীলঃ) [সন্] মাং ভজতে [তর্হি] সঃ সাধুঃ (শ্রেষ্ঠঃ) এব মন্তব্যঃ, হি (যতঃ) সঃ সম্যক্‌ব্যবসিতঃ (শোভনং ব্যবসায়ং কৃতবান্) ॥ ৩০

অনু।—যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অন্যদেবতার ভজন না করিয়া আমার আরাধনা করে, তবে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা উচিত; কেন না তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর ॥ ৩০

স্বামী।—অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যং প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্‌দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা নরো দেবতান্তরভক্তিম-কুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোঽসৌ সম্যগ্‌ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যা-মীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্] ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মচিত্তঃ) ভবতি; [ততশ্চ] শশ্বচ্ছান্তিং (শাশ্বতীমুপ-শান্তিং) নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি); হে কৌন্তেয়! মে (মম) ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি [ইতি] প্রতিজানীহি (নিঃশঙ্কং প্রতিজ্ঞাং কুরু) ॥ ৩১

অনু।—অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমার উপাসনা করিতে করিতে শীঘ্রই ধর্ম্মপরায়ণ হয়, চিরকাল শান্তিলাভ করে।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও প্রনষ্ট হয় না, ইহা তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার ॥ ৩১

স্বামী।—নম্বু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্ম্মন্তব্যস্তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি, ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপশান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি; কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি। প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাৎ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যে অপি পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্টজন্মানঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য (সংসেব্য) পরাং (সর্ব্বোত্তমাং) গতিং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) হি (নিশ্চিতম্) ॥ ৩২

অনু।—হে পার্থ! যাহারা নিকৃষ্টকুলে জন্মিয়াছে এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য অথবা শূদ্র—যে কেহই হউক না কেন, আমার আশ্রয় করিলে, তাহারা সকলেই পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২

স্বামী।—আচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং, যতো মদ্ভক্তঃ দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারা-

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যা-
রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, তথা স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—পুণ্যাঃ (সুকৃতিনঃ) ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ [পরাং গতিং যান্তি ইতি] কিং পুনঃ [বক্তব্যম্] ? [অতঃ ত্বম্] ইমম্ অনিত্যম্ (অধ্রুবং) অসুখং (সুখরহিতঞ্চ) লোকং (মর্ত্ত্যলোকং) প্রাপ্য মাং ভজস্ব ॥ ৩৩

অনু।—সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করেন, ইহাও কি আর বলিতে হইবে ? অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখলেশহীন মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া [অবিলম্বে] আমাকে ভজন কর ॥ ৩৩

স্বামী।—যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি এবম্ভূতাশ্চ

পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বম্ ইমং রাজর্ষি-রূপং প্রাপ্য লব্ধা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবম্ অসুখং সুখ-রহিতঞ্চেমং মর্ত্ত্যলোকং প্রাপ্য। অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—[ত্বং] মন্মনাঃ (মদর্পিতচিত্তঃ) মদ্ভক্তঃ (মৎসেবকঃ) (মৎপূজনশীলঃ) ভব; মাং নমস্কুরু; এবম্ (এভিঃ প্রকারৈঃ) মৎপরায়ণঃ [সন্] আত্মানং (মনঃ) [ময়ি] যুক্ত্বা (সমাধায়) মামেব (পরমানন্দরূপম্) এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি)॥ ৩৪

অনু।—তুমি আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর, আমারই সেবা কর, আমারই পূজনপরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার কর; এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া মনকে আমাতে সমাহিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৪

ইতি নবম অধ্যায়॥ ৯

স্বামী।—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাস্ত্বং ভব, তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব, মদ্যাজী মৎপূজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু, এবমেভিঃ প্রকারৈর্ম্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি॥ ৩৪

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ॥
ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

টিপ্পনী।—ভগবানের ভজনপ্রকার প্রদর্শন করত উপ-সংহার করিতেছেন।—রাজভক্ত রাজভৃত্য স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তমনা

হইয়াও তাহাদের ভক্ত নহে, এই জন্য বলিতেছেন যে, তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। বাক্য, মন ও শরীরদ্বারা আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর; এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে চিত্ত সমাধান করতঃ স্বপ্রকাশ আনন্দঘন সর্ব্বোপদ্রবশূন্য আমাকে প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৪

ইতি নবম অধ্যায়॥ ৯

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে মহাবাহো ! ভূয়ঃ এব (পুনরপি) মে (মম) পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) বচঃ (বাক্যং) শৃণু ; যৎ প্রীয়মাণায় (মদ্‌বচনামৃতেন প্রীতিং প্রাপ্নুবতে) তে (তুভ্যম্) অহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো ! পুনরায় আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর ; আমার বচনামৃতে তুমি প্রীতিলাভ করিতেছ, এজন্য তোমার হিতার্থ ইহা বলিতেছি ॥ ১

স্বামী ।—উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ । দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥ এবং তাবৎ সপ্তমাদিভি-স্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে "রসোঽহমপ্সু" ইত্যাদিনা, সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ, অষ্টমে চ "অধি-যজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদিনা, নবমে চ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ" ইত্যাদিনা । অথেদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চা-বশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি । মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা হে মহাবাহো ! ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু । কথম্ভূতম্ ?

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২

পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্ মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১

টিপ্পনী।—সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে সোপাধিক এবং নিরুপাধিক ভগবত্তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ধ্যানের উপযোগিবিধায় সোপাধিক ভগবানের বিভূতি এবং জ্ঞানের উপযোগিবিধায় নিরুপাধিক ভগবানের বিভূতি "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" (৭ম ৮ম) ইত্যাদি এবং "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" (৯ম ১৬শ) ইত্যাদি শ্লোকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ইদানীং ধ্যানের জন্য সেই সমস্ত বিভূতির বিস্তার আবশ্যক এবং জ্ঞানের জন্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা নিবন্ধন ভগবত্তত্ত্বও পুনর্ব্বার বলা প্রয়োজন; এই নিমিত্ত দশম অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন।—ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি পুনর্ব্বার আমার উৎকৃষ্ট বচন শ্রবণ কর। আমি মনে করি আমার বাক্যামৃত পানে তুমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছ, অতএব আমি যাহা বলি তাহা পুনর্ব্বার শ্রবণ কর ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সুরগণাঃ (দেবাঃ) মহর্ষয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়শ্চ) মে (মম) প্রভবং (নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং) ন বিদুঃ (জানন্তি); হি (যতঃ) অহং দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ) আদিঃ (কারণম্)॥ ২

অনু।—দেবগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আমার প্রভব অর্থাৎ নানাবিধ বিভূতিতে আমার আবির্ভাব অবগত নহেন। কারণ, আমি দেবগণের ও মহর্ষিগণের [উৎপাদক বলিয়া] সর্ব্বপ্রকারে আদি অর্থাৎ কারণ ॥ ২

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩

স্বামী।—উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানা-বিভূতিভির্য়াবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়োঽপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ,—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ, অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ॥ ২

টিপ্পনী।—যদি বল এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে বহু বলা হইয়াছে, তবে পুনর্ব্বার বলিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন।—'আমার প্রভাব, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ভৃগু প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণও অবগত নহেন; কারণ আমি সমস্ত দেবগণের, নিখিল মহর্ষিগণের উৎপাদক ও বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তক বলিয়া আদি কারণ; অতএব তাহারা আমার বিকারভূত বলিয়া আমার প্রভাব অবগত নহে॥ ২

অন্বয়ঃ।—যঃ মাম্ অনাদিম্ (আদিহীনম্) অজং (জন্মশূন্যং) লোক-মহেশ্বরং (লোকানাং মহান্তম্ ঈশ্বরং) চ বেত্তি (জানাতি) সঃ মর্ত্ত্যেষু (মনুষ্যেষু) অসম্মূঢ়ঃ (সম্মোহরহিতঃ) [সন্] সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩

অনু।—যিনি আমায় আদিহীন, জন্মহীন এবং সর্ব্ব-লোকের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া অবগত আছেন, তিনি মনুষ্যলোকে সম্মোহ-বিরহিত হইয়া সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন॥ ৩

স্বামী।—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্ব্ব-কারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্ অত

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

এবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স মনুষ্যেষু সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ সুখং দুঃখং ভবঃ অভাবঃ ভয়ঞ্চ অভয়ম্ এব চ ; অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপঃ দানং যশঃ অযশঃ [এতে] ভূতানাং (প্রাণিনাং) পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) এব ভবন্তি (জায়ন্তে)॥ ৪ । ৫

অনু ।—বুদ্ধি (সার ও অসারসম্বন্ধে বিবেকনৈপুণ্য), জ্ঞান (আত্মবিষয়ক বোধ), অসম্মোহ (ব্যাকুলতার অভাব), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্য (যথার্থকথন), দম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), শম (অন্তঃকরণের সংযম), সুখ (অনুকূল বিষয়প্রাপ্তিজাত সন্তোষ), দুঃখ (প্রতিকূল বিষয়প্রাপ্তি-জনিত অসন্তোষ), ভব (উদ্ভব), অভাব (নাশ), ভয় (ত্রাস), অভয় (ভয়হীনতা), অহিংসা (পরপীড়া-নিবৃত্তি), সমতা (রাগদ্বেষাদিহীনতা), তুষ্টি (দৈবলব্ধ অর্থে সন্তোষ), তপঃ (শারীরাদি ১৮শ অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইবে), দান (ন্যায়োপর্জ্জিত ধনাদির সৎপাত্রে অর্পণ), যশঃ (কীর্ত্তি), অযশঃ (দুষ্কীর্ত্তি)—প্রাণিগণের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ । ৫

স্বামী ।—লোকমহেশ্বরতাং স্ফুটয়ন্তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ । বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্, অসম্মোহো

র্য্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ, সুখমনুকূলসংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতম্, ভব উদ্ভবঃ, অভাবস্তদ্বিপরীতঃ, ভয়ং ত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতম্। অস্য লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যন্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা, পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা রাগদ্বেষাদি-রাহিত্যং, মিত্রামিত্রতুল্যতা চ; তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদি বক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ সৎপাত্রেঽর্পণং, যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ, অযশো দুষ্কীর্ত্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতা-শ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৪।৫

টিপ্পনী।—ভগবানের সর্ব্বলোক-মহেশ্বরত্ব বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন।—বুদ্ধি অর্থ—অন্তঃকরণের সূক্ষ্মবিষয়বিবেচনাশক্তি, জ্ঞান—আত্মানাত্ম যাবতীয় বস্তুবিবেক, অসংমোহ—জ্ঞাতব্য এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে অব্যাকুলভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রবৃত্তি, ক্ষমা—প্রহৃত অথবা তিরস্কৃত ব্যক্তির নির্ব্বিকারচিত্ততা, সত্য—প্রমাণনিশ্চিত বিষয়ের তৎপ্রকারে কথন, দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্তি, শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের স্বকীয় বিষয় হইতে নিবৃত্তি, সুখ—ধর্ম্মজন্য অনুকূলরূপে অধিগত বস্তু, দুঃখ—অধর্ম্মজন্য প্রতিকূলবেদনীয় বস্তুবিশেষ, ভব—উৎপত্তি, অভাব—নাশ, ভয়—ত্রাস, তদ্বিপরীত অভয়, অহিংসা—প্রাণিবর্গের পীড়ানিবৃত্তি, সমতা—চিত্তের রাগদ্বেষাদি রহিতাবস্থা, তুষ্টি—ভোগ্য পদার্থে পর্য্যাপ্ততাবোধ, তপঃ—শাস্ত্রীয় পথে কায়েন্দ্রিয়াদির শোষণ, দান—দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাশক্তি অর্থাদি প্রদান, যশঃ—ধর্ম্ম নিমিত্ত লোকপ্রশংসারূপ প্রসিদ্ধি, অযশ—অধর্ম্ম নিমিত্ত লোকনিন্দারূপ

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

প্র সিদ্ধি; যাবতীয় প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তবৈচিত্র্যে পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন বুদ্ধ্যাদি ভাবসমূহ এবং তাহার কারণসমূহ আমা হইতে উৎপন্ন, অপর কোন ব্যক্তি হইতে নহে, অতএব আমার মহিমার কথা আর কি বলিব ? ॥ ৪।৫

অন্বয়ঃ।—সপ্ত মহর্ষয়ঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ) [তেভ্যঃ] পূর্ব্বে [অন্যে] চত্বারঃ (মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ) তথা মনবঃ (স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ) মদ্‌ভাবাঃ (মদীয়প্রভাবযুক্তাঃ) মানসা জাতাঃ (মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাৎ জাতাঃ) লোকে [বর্দ্ধমানাঃ] ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ) যেষাং প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ শিষ্যাদয়ো বা) ॥ ৬

অনু।—ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, [তাঁহাদেরও] পূর্ব্বতন সনকাদি চারিটি মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু, ইঁহারা সকলে আমারই প্রভাবযুক্ত ও হিরণ্যগর্ভস্বরূপ আমারই সঙ্কল্পমাত্র হইতে জাত ; লোকে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মণাদি যাঁহাদের সন্তান-সন্ততি অথবা শিষ্য ॥ ৬

স্বামী।—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ, "সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা" ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধা-স্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মদ্ভাবা মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্য-গর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮

যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্ত্তন্তে ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানাতি) সঃ অবিকম্পেন (নিঃসংশয়েন) যোগেন (সম্যগ্-দর্শনেন) যুজ্যতে (যুক্তো ভবতি) অত্র সংশয়ঃ ন [অস্তি] ॥ ৭

অনু।—যিনি আমার এই বিভূতি এবং ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যোগ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনি সংশয়বিহীন যোগে (জ্ঞানে) যুক্ত হন ; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৭

স্বামী।—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

টিপ্পনী।—সোপাধিক ভগবানের প্রভাব বলিয়া তাহার জ্ঞানফল বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধ্যাদিরূপ আমার বিভূতি এবং তন্নির্ম্মাণশক্তিরূপ যোগ যে ব্যক্তি অবগত আছে, সে সম্যক্ জ্ঞানের স্থিরতালক্ষণ অবিচলিত যোগসমন্বিত হয়, এ বিষয়ে কেহই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অহং সর্ব্বস্য [জগতঃ] প্রভবঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি মত্বা (অববুধ্য) বুধাঃ (বিবেকিনঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) মাং ভজন্তে (আরাধয়ন্তি) ॥ ৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

অনু।—আমি সমুদয় জগতের উৎপত্তির হেতু; আমা হইতে সমুদয় উদ্ভূত হয়; ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে আরাধনা করেন॥ ৮

স্বামী।—যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানা-বাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি-চতুর্ভিঃ। অহং সর্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদি-মন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ, মত্ত এব চ অস্য সর্বস্য বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ ইত্যাদি সর্বং প্রবর্ত্ততে,ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে॥ ৮

টিপ্পনী।—যাদৃশ বিভূতি এবং যোগ জানিতে পারিলে জীবের অবিচলিত যোগ লাভ হয়, তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকচতুষ্টয়ে বলিতেছেন।—আমি বাসুদেব রূপে পরব্রহ্ম এবং সমস্ত জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; নিখিল বিশ্ব নিজ নিজ সীমা অতিক্রমণ না করিয়া সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ অন্তর্য্যামী আমা দ্বারাই চালিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে; পণ্ডিতগণ এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরমার্থতত্ত্বগ্রহণরূপ প্রেমসমন্বিত হইয়া আমাকে ভজনা করেন॥ ৮

অন্বয়ঃ।—মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ (ময্যর্পিতেন্দ্রিয়াঃ) [বুধাঃ] পরস্পরম্ (অন্যোন্যং) বোধয়ন্তঃ নিত্যং (সর্বদা) কথয়ন্তশ্চ (সঙ্কীর্ত্তয়ন্তশ্চ) তুষ্যন্তি (অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি) রমন্তি চ (নির্বৃতিং যান্তি চ)॥ ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

অনু।—সেই বিবেকিগণ আমাতে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গ অর্পণ করিয়া পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সর্ব্বদা আমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হন, এবং শান্তি লাভ করেন॥ ৯

স্বামী।—প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমেবাহ—মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণা ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা, এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্ব্বোধয়ন্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সততযুক্তানাং (ময্যাসক্তচিত্তানাং) প্রীতিপূর্ব্বকং [মাং] ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপম্ উপায়ং) দদামি, যেন (উপায়েন) তে মাম্ উপযান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ১০

অনু।—আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সকল বিবেকিগণকে আমি এরূপ বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি—যাহাতে তাঁহারা আমায় প্রাপ্ত হইতে পারেন॥ ১০

স্বামী।—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি, তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ (অনুগ্রহার্থম্) এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ) [সন্] ভাস্বতা (বিস্ফুরতা) জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ (সংসারাখ্যং) নাশয়ামি ॥ ১১

অনু।—তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া উজ্জ্বল জ্ঞানময় প্রদীপদ্বারা অজ্ঞানজাত অন্ধকার বিনষ্ট করি॥ ১১

স্বামী।—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমাবিষ্কৃত্য অবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি; কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়ামীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি॥ ১১

টিপ্পনী।—ভগবৎপ্রদত্ত বুদ্ধিযোগের ফল আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি। ভগবান্ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার বলিতেছেন।—তাহাদের কিরূপে শ্রেয় হইবে এই জন্য আমি আত্মাকার চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত হইয়া মদ্বিষয়ক অন্তঃকরণরূপ দীপতুল্য অত্যুজ্জ্বল চিদাভাসযুক্ত জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানজাত মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ তমঃ অর্থাৎ জ্ঞানাবরণ অন্ধকার বিনাশ করি। যেমন দীপ অন্ধকার বিনাশ-বিষয়ে দীপোৎপত্তিভিন্ন কর্ম্ম অথবা অভ্যাসাদির অপেক্ষা করে না এবং তদ্দ্বারা বিদ্যমান বস্তুরই প্রকাশ হয়, কিন্তু অনুৎপন্ন কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, সেরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান নিবর্ত্তন-

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥১৩

বিষয়ে স্বোৎপত্তিভিন্ন কর্ম্ম অথবা অভ্যাসের অপেক্ষা করে না। এবং তদ্দ্বারা বিদ্যমান মোক্ষের অভিব্যক্তি হয় মাত্র, কিন্তু অনুৎপন্নের উৎপত্তি হয় না—যন্নিবন্ধন তাহার ক্ষয়িত্ব অথবা কর্ম্মাপেক্ষিত্ব হইতে পারে। "ভাস্বতা" এই বিশেষণদ্বারা তীব্রপবনরূপ অসম্ভাবনাদি প্রতিবন্ধকের অভাব সূচিত হইল। দীপ যেমন স্বকীয় আবরণ দূর করে, নিজের কার্য্যে স্বজাতীয় অপরের অপেক্ষা করে না এবং স্বোৎপত্তিব্যতিরিক্ত অন্তের মুখাপেক্ষী নহে, জ্ঞানও তদ্রূপ বলিয়া রূপকদ্বারা এই বিষয়টী পরিস্ফুট করা হইল॥ ১১

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম (আশ্রয়ং) পরমং পবিত্রম্ [এব চ]; সর্ব্বে ঋষয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসশ্চ ত্বাং শাশ্বতং (নিত্যং) পুরুষং [তথা] দিব্যং (দ্যোতনাত্মকং স্বয়ম্প্রকাশম্) আদিদেবং (দেবানামাদিভূতম্) অজম্ (অজন্মানং) বিভুং চ (ব্যাপকঞ্চ) আহুঃ (বদন্তি) [ত্বং] স্বয়ঞ্চ মে (মহ্যং) ব্রবীষি॥ ১২।১৩

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন—তুমি পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয়, পরম পবিত্র। সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস, ইঁহারা সকলে তোমাকে চিরন্তন পুরুষ, জ্যোতির্ম্ময় আদিদেব

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবান্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪

জন্মহীন এবং বিভু (সর্ব্বব্যাপক) বলিয়া থাকেন; তুমি স্বয়ং ও আমার নিকট সেইরূপ বলিতেছ ॥ ১২।১৩

স্বামী।—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভবানেব; কুত ইত্যত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ম্প্রকাশম্, আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজম্ অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। কে ত ইত্যাহ—আহুরিতি ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে,দেবর্ষিশ্চ নারদঃ অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি ॥ ১২।১৩

অন্বয়ঃ।—হে কেশব! যৎ মাং [প্রতি] বদসি এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং (সত্যং) মন্যে; হি (যতঃ) হে ভগবন্! তে (তব) ব্যক্তিম্ (আবির্ভাবং) দেবাঃ ন বিদুঃ (জানন্তি) দানবাশ্চ ন ॥ ১৪

অনু।—হে কেশব! আমায় যাহা বলিতেছ, এ সকলই আমি সত্য মনে করি; যেহেতু হে ভগবন্! তোমার আবির্ভাব সম্বন্ধে দেবগণ বা দানবগণ কেহই কিছু অবগত নহেন ॥ ১৪

স্বামী—অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সর্ব্বমেতদিতি। এতদ্বচনৈব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ" ইত্যাদি. তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি॥ ১৪

টিপ্পনী।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কেশব অর্থাৎ ব্রহ্ম-রুদ্র প্রভৃতিরও অনুগ্রাহক, এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়া তোমার অবিদিত কিছুই নাই; তুমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছ যে, তোমার কথিত বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় নাই; হে সমগ্র ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত! তোমার প্রভাব অতিশয়জ্ঞানসম্পন্ন দেবগণও পরিজ্ঞাত নহেন, দানব এবং ঋষিগণও পরিজ্ঞাত নহেন॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! (ভূতোৎপাদক) হে ভূতেশ! (ভূতানাং নিয়ন্তঃ), দেবদেব! (দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক); হে জগৎপতে! (বিশ্বপালক) ত্বং স্বয়মেব আত্মনা (স্বেনৈব) আত্মানং (স্বং) বেত্থ॥ ১৫

অনু।—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতোৎপাদক! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি স্বয়ংই আপনার দ্বারাই আপনাকে অবগত আছ [অন্যে জানে না]॥ ১৫

স্বামী।—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি নান্যঃ তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভসম্বোধনানি—হে ভূতভাবন! ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ! নিয়ন্তঃ! দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব! প্রকাশক! জগৎপতে! বিশ্বপালক!॥ ১৫

বক্তু মর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬

টিপ্পনী ।—যেহেতু তুমি আমাদের আদি ও অজ্ঞেয়, এই জন্য তুমি অন্যের উপদেশ ব্যতিরেকে নিজেই নিজেকে অবগত আছ। তোমার দ্বিবিধ রূপ, নিরুপাধিক ও সোপাধিক; নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তিমান্ বলিয়া সোপাধিক,প্রত্যগাত্মবিষয়তা-নিবন্ধন নিরুপাধিক। তুমি নিজের এই দ্বিবিধ স্বরূপই অবগত আছ। অন্যের অজ্ঞেয় বিষয় আমি কিরূপে অবগত হইব? এই আশঙ্কা দূর করিয়া প্রেম ও উৎকণ্ঠাবশতঃ বহুপ্রকারে সম্বোধন করিতেছেন।—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তম অর্থে যাবতীয় পুরুষের শ্রেষ্ঠ; তোমার অপেক্ষা যাবতীয় পুরুষই নিকৃষ্ট, অতএব তাহাদের অজ্ঞাত বিষয়ও তোমার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। ভগবানের পুরুষোত্তমত্ব পরবর্ত্তী সম্বোধনচতুষ্টয়ে প্রকাশ করিতেছেন।—"হে ভূতভাবন"! সর্ব্বভূতজনক! পিতা হইয়াও কেহ কেহ ইষ্ট হয় না এইজন্য বলিতেছেন, "হে ভূতেশ"! প্রাণিগণের নিয়ন্তা, নিয়ন্তাও আরাধ্য না হইতে পারেন তজ্জন্য "দেবদেব" অর্থাৎ সর্ব্বারাধ্য দেব-গণেরও আরাধনীয়; আরাধ্য ব্যক্তিও পালয়িতারূপ পতি না হইতে পারে এই জন্য "জগৎপতে" অর্থাৎ হিতাহিতের উপদেশকর্ত্তা। এতাদৃশ বিশেষণবিশিষ্ট তুমি সকলের পিতা, গুরু, রাজা, অতএব সর্ব্বপ্রকারে সকলের আরাধনীয়॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—যাভিঃ বিভূতিভিঃ ত্বম্ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি [তাঃ] দিব্যাঃ (অত্যদ্ভুতাঃ) আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ (সাকল্যেন) বক্তুম্ অর্হসি (যোগ্যো ভবসি)॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

অনু।—তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই [ভূলোকাদি] সমুদয় লোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, তোমার সেই সমুদয় অতি অদ্ভুত বিভূতিগুলি আমাকে সম্যক্‌রূপে বল ॥ ১৬

স্বামী।—যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়স্তস্মাদ্বক্তুমর্হসীতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বাঃ বক্তুং ত্বমেবার্হসি, যোগ্যোঽসি যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—হে যোগিন্! সদা [ত্বাং] পরিচিন্তয়ন্ অহং ত্বাং কথং (কৈর্ব্বিভূতিভেদৈঃ) বিদ্যাং (জানীয়াম্), হে ভগবন্! কেষু কেষু ভাবেষু (পদার্থেষু) চ [ত্বং] ময়া চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়ঃ) অসি ॥ ১৭

অনু।—হে যোগিন্! সর্ব্বদা তোমার চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমায় কিরূপে জানিতে পারিব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তুমি চিন্তনীয়? ॥ ১৭

স্বামী।—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্! কথং কৈর্ব্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং (সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি-লক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং) বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ (পুনঃ)

কথয় ; হি (যতঃ) অমৃতম্ (অমৃতরূপং বাক্যং) শৃণ্বতঃ মম তৃপ্তিঃ নাস্তি ॥ ১৮

অনু ।—হে জনার্দ্দন ! তুমি স্বীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি-রূপ যোগৈশ্বর্য্য এবং বিভূতি আমায় সবিস্তরে পুনরায় বল ; যেহেতু তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৮

স্বামী ।—তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতি-ভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরে-ণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিলক্ষণং যোগৈ-শ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮

টিপ্পনী ।—অতএব তোমার বিভূতি ও যোগ সংক্ষিপ্তভাবে সপ্তম ও নবমে উক্ত হইলেও বিস্তার বর্ণন কর ; জনার্দ্দন এই সম্বোধন দ্বারা জানাইতেছেন যে, সমস্ত জীবনই তোমার নিকট অভ্যুদয় ও মোক্ষ প্রার্থনা করে, অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা আমার অনুচিত নহে। যদি বল উক্ত বিষয় বলিবার জন্য যাচ্ঞা কেন ? তাহাতে বলিতেছেন যে, তোমার বাক্য শুনিয়া আমার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে না ; নিরন্তরই শুনিতে স্পৃহা হইতেছে, যেহেতু তোমার বাক্য অমৃততুল্য ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ। হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ ! দিব্যাঃ [যাঃ]

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

আত্মবিভূতয়ঃ [তাঃ] প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি, হি [যস্মাৎ] মে (মম) বিস্তরস্য (বিভূতিবিস্তরস্য) অন্তঃ নাস্তি ॥ ১৯

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার যে সকল অলৌকিক বিভূতি আছে, তোমাকে তাহার প্রধান প্রধান গুলি বলিতেছি; কারণ আমার বিভূতির শেষ নাই ॥ ১৯

স্বামী।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনে, দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—হে গুড়াকেশ! অহং সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তঃকরণেষু নিয়ন্তৃত্বেন অবস্থিতঃ) আত্মা; [অহং] ভূতানাম্ আদিঃ (জন্ম) মধ্যং (স্থিতিঃ) অন্তঃ (সংহারঃ) এব চ ॥ ২০

অনু।—হে অর্জ্জুন! আমি সমুদয় ভূতগণের অন্তঃকরণে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত আত্মা, আমি ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপ ॥ ২০

স্বামী।—তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্, আদির্জন্ম মধ্যং স্থিতিঃ অন্তঃ সংহারঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০

টিপ্পনী।—ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতি

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

শ্রবণের পূর্ব্বে প্রধান চিন্তনীয় একটী বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আনন্দঘন চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা আমি, ইহা তুমি চিন্তা করিবে। গুড়াকেশ অর্থে জিতনিদ্র, এই সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের ধ্যানসামর্থ্য সূচিত হওয়ায় তিনি যে তাদৃশ চিন্তার অধিকারী ইহা বলা হইল। ভূতগণের আদি উৎপত্তি স্থান, মধ্য স্থিতি, অন্ত বিনাশ অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি, নাশরূপে আমিই চিন্তনীয় ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অহং [দ্বাদশানাম্] আদিত্যানাং [মধ্যে] বিষ্ণুঃ (বামনঃ) জ্যোতিষাং (প্রকাশকানাং) [মধ্যে] অংশুমান্ (বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তঃ) রবিঃ (সূর্য্যঃ); মরুতাং (বায়ূনাং) [মধ্যে] মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং [মধ্যে] শশী ॥ ২১

অনু —আমি দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু [বামনদেব]; প্রকাশক পদার্থনিচয়মধ্যে আমি বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত সূর্য্য; মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণ মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ২১

স্বামী।—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাঞ্চ দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং, জ্যোতিষাং প্রকাশানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপি-রশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহং, মরুতাং বায়ূনাং মধ্যে মরীচি-র্নামাহমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা দেহবিশেষাস্তেষাং মধ্যে; নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্। (অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণু-রিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, ক্বচিচ্চ ভূতানামস্মি

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ)। বিষ্ণু-রিত্যাদিষ্ববতারোঽপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃ পরঞ্চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১

টিপ্পনী।—যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যানে অশক্ত তাহার বহির্ব্বিষয়ক ধ্যান করা কর্ত্তব্য, এইজন্য অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত নিজ বহির্ব্বিভূতির কথা বলিতেছেন।—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। উনপঞ্চাশদ্ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি-নামক বায়ুবিশেষ; জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে আমিই বিশ্বব্যাপী তেজঃসম্পন্ন রবি, আমিই নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র। (ইতঃপর এই অধ্যায় স্পষ্ট বলিয়া সরস্বতী মহোদয় কদাচিৎ কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বিশেষ জ্ঞাতব্য না থাকায় অল্পস্থানেই টিপ্পনী দেওয়া হইল) ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—[অহং] বেদানাং [মধ্যে] সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং [মধ্যে] বাসবঃ (ইন্দ্রঃ) অস্মি; ইন্দ্রিয়াণাং [মধ্যে] মনশ্চ অস্মি; ভূতানাং [সম্বন্ধিনী] চেতনা (জ্ঞানশক্তিঃ) [অস্মি] ॥ ২২

অনু।—আমি বেদগণের মধ্যে সামবেদ, দেবগণমধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে মন এবং প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা (জ্ঞানশক্তি) ॥ ২২

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

স্বামী। - বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ। ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি॥ ২২

অন্বয়ঃ।—অহং রুদ্রাণাং [মধ্যে] শঙ্করশ্চ অস্মি যক্ষরক্ষসাং [মধ্যে] বিত্তেশঃ (কুবেরঃ); বসূনাং [মধ্যে] পাবকশ্চ (অগ্নিশ্চ) [অস্মি]; শিখরিণাং (শিখরবতাং) [মধ্যে] মেরুঃ অস্মি॥ ২৩

অনু।—আমি রুদ্রগণ মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসগণ মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক এবং পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু॥ ২৩

স্বামী।—রুদ্রাণামিতি। রক্ষসামপি ক্রূরত্বাদিসাম্যাৎ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি, পাবকোঽগ্নিঃ, শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মেরু॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! মাং পুরোধসাং মুখ্যং (প্রধানং) বৃহস্পতিং বিদ্ধি; সেনানীনাং [মধ্যে] অহং স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়ঃ) সরসাং (স্থিরজলাশয়ানাং) [মধ্যে] সাগরঃ (সমুদ্রঃ) অস্মি॥ ২৪

অনু।—আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে [দেবপুরোহিত বলিয়া] শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিবে; আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র॥ ২৪

স্বামী।—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি; সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি; সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অহং মহর্ষীণাং [মধ্যে] ভৃগুঃ; গিরাং (বাক্যানাং) [মধ্যে] একম্ অক্ষরম্ (ওঁকারঃ) অস্মি; যজ্ঞানাং [মধ্যে] জপযজ্ঞঃ; স্থাবরাণাং [মধ্যে] হিমালয়ঃ অস্মি॥ ২৫

অনু।—আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে একাক্ষর (ওঁকার); যজ্ঞগণের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়॥ ২৫

স্বামী।—মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদম্। যজ্ঞানাং শ্রৌতস্মার্ত্তানাং জপরূপো যজ্ঞোঽস্মি॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—[অহং] সর্ব্ববৃক্ষাণাং [মধ্যে] অশ্বত্থঃ দেবর্ষীণাঞ্চ [মধ্যে] নারদঃ গন্ধর্ব্বাণাং [মধ্যে] চিত্ররথঃ; সিদ্ধানাং [মধ্যে] কপিলো মুনিশ্চ [অস্মি]॥ ২৬

অনু।—আমি বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বত্থ; দেবর্ষিগণমধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণমধ্যে চিত্ররথ; সিদ্ধগণমধ্যে কপিলমুনি॥ ২৬

স্বামী।—অশ্বত্থ ইতি; দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি; সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি॥ ২৬

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—অশ্বানাং [মধ্যে] মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং [বিদ্ধি], [তথা] গজেন্দ্রাণাং [মধ্যে] [অমৃতোদ্ভবম্] ঐরাবতং [বিদ্ধি]; নরাণাঞ্চ [মধ্যে] নরাধিপং (রাজানং) বিদ্ধি ॥ ২৭

অনু।—অশ্বগণ মধ্যে আমাকে অমৃত-মথনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ জানিবে এবং গজেন্দ্রগণমধ্যে ঐরাবত জানিবে, নরগণমধ্যে আমায় রাজা জানিবে ॥ ২৭

স্বামী।—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদধিমথনাদুদ্ভূতম্ উচ্চৈঃশ্রবসনামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সম্বধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অহম্ আয়ুধানাং [মধ্যে] বজ্রং; ধেনূনাং [মধ্যে] কামধুক্ অস্মি; অহং প্রজনঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) কন্দর্পঃ অস্মি; [সবিষাণাং] সর্পাণাং [রাজা] বাসুকিঃ অস্মি ॥ ২৮

অনু।—আমি অস্ত্রগণমধ্যে বজ্র; ধেনুগণমধ্যে কামধেনু; আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু মদন; সবিষ সর্পগণমধ্যে আমি বাসুকি ॥ ২৮

স্বামী।—আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রং, কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্। প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

কামোঽস্মি ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাসুকিরস্মি॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[অহং] [নির্ব্বিষাণাং] নাগানাং [রাজা] অনন্তঃ অস্মি; যাদসাং (জলচরাণাং) [রাজা] বরুণঃ [অস্মি]; পিতৃণাং [রাজা] অর্য্যমা চ অস্মি, সংযমতাং (নিয়মং কুর্ব্বতাং) [মধ্যে] যমঃ [অস্মি]॥ ২৯

অনু।—আমি নির্ব্বিষ নাগগণের রাজা অনন্ত; আমি জলচরগণের [রাজা] বরুণ, পিতৃগণের [রাজা] অর্য্যমা; সংযমকারিগণমধ্যে আমি যম॥ ২৯

স্বামী।—অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্ব্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্য্যমাস্মি সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[অহং] দৈত্যানাং [মধ্যে] প্রহ্লাদশ্চ অস্মি; কলয়তাং (বশীকুর্ব্বতাং) [মধ্যে] অহং কালঃ; মৃগাণাং [মধ্যে] অহং মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ) পক্ষিণাং [মধ্যে] বৈনতেয়ঃ (গরুড়ঃ) [অস্মি]॥ ৩০

অনু।—আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ; বশীকরণকারিগণ মধ্যে কাল; মৃগগণের মধ্যে সিংহ; পক্ষিগণমধ্যে গরুড়॥ ৩০

স্বামী।—প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি, মৃগেন্দ্রঃ সিংহ; পক্ষিণাং মধ্যে গরুড়োঽস্মি॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—[অহং] পবতাং (বেগবতাং) [মধ্যে] পবনঃ অস্মি; শস্ত্রভৃতাং [মধ্যে] রামঃ [অস্মি]; [অহং] ঝষাণাং (মৎস্যানাং) [মধ্যে] মকরশ্চ অস্মি; স্রোতসাং (প্রবাহ-জলানাং) [মধ্যে] জাহ্নবী [অস্মি] ॥ ৩১

অনু।—আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, মৎস্যগণের মধ্যে মকর; শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রাম, স্রোতস্বতীদিগের মধ্যে জাহ্নবী (গঙ্গা) ॥ ৩১

স্বামী।—পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৄণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং মধ্যে রামো দাশরথিঃ,যদ্বা পরশুরামঃ; ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্যজাতিবিশেষ-স্তিমিঙ্গিলোঽহং; স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! অহং সর্গাণাম্ (সৃষ্টপদার্থানাম্) আদিঃ অন্তঃ মধ্যঞ্চ [অস্মি]; বিদ্যানাং [মধ্যে] অহম্ অধ্যাত্ম-বিদ্যা (আত্মবিদ্যা); প্রবদতাং (বাদিনাং) [সম্বন্ধী] বাদঃ [অস্মি] ॥ ৩২

অনু।—হে অর্জ্জুন! আমি সৃষ্টপদার্থসমূহের আদি, অন্ত ও মধ্য; বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা; বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ শিষ্য ও আচার্য্যমধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে কথোপ-কথন হয়, আমি তাহাই ॥ ৩২

স্বামী।—সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়-স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহম্; 'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ' ইত্যত্র সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্বং পরমৈশ্বর্য্যমুক্তম্, অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহং, যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহৈর্দূষ্যতে স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়ো-র্ব্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্য য়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনিরূপণফলশ্চ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতি-রিত্যর্থঃ॥ ৩২

টিপ্পনী।—সর্গ অর্থে অচেতন সৃষ্টি, আমি এই সর্গের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়। পূর্ব্বে "অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ" (১০ম ২০শ) এই স্থলে জীবাধিষ্ঠ চেতনরূপে প্রসিদ্ধ জীবগণের কথা বলা হইয়াছে, এই স্থানে অচেতন-সৃষ্টির বিষয় বলিতেছেন, অতএব পুনরুক্তি দোষ হইল না। যাবতীয় বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ মোক্ষহেতু আত্মতত্ত্ব বিদ্যা। বিবাদকারিগণ সম্বন্ধী বাদ, জল্প, বিতণ্ডার মধ্যে আমি তত্ত্বনির্ণয়াত্মক বাদ। "প্রবদৎ" শব্দের অর্থ বিবাদকারী, কিন্তু নির্দ্ধারণ (বহু সজাতীয়ের মধ্যে ক্রিয়া অথবা গুণাদিদ্বারা একের উৎকর্ষকথন) রক্ষার অভিপ্রায়ে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, যেমন "ভূতানামস্মি চেতনা" (১০ম ২২) এই স্থলে ভূতপদে ভূতসম্বন্ধী পরিণাম লক্ষিত হইয়াছে (ইহাও তাঁহারই ব্যাখ্যা), সেইরূপ এই স্থলেও "প্রবদৎ"

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

পদে প্রবদৎসম্বন্ধী বাদজল্পাদি লক্ষিত, অন্যথা "প্রবদতাং" এই স্থলে নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে সম্বন্ধে ষষ্ঠী করিতে হয়। ভূতানামস্মি চেতনা এই স্থলেও পূর্ব্বোক্ত অর্থ না করিলে সম্বন্ধেই ষষ্ঠী। বাদ অর্থে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু জয়পরাজয়ে নিঃস্পৃহ সতীর্থদ্বয়ের অথবা গুরু-শিষ্যের প্রমাণ ও তর্কদ্বারা উপস্থাপিত হেতুর দোষারোপরূপ পক্ষপ্রতিপক্ষভাব অবলম্বন করা। তত্ত্বজ্ঞানপর্য্যন্ত ইহার অবস্থিত। বাদফল তত্ত্বনির্ণয়ের সংরক্ষণার্থ কুতর্ককারী বাদিগণকে পরাজিত করিবার জন্য বিজয়েচ্ছু বাদি-প্রতিবাদীর আলাপবিশেষ জল্প ও বিতণ্ডা। বিতণ্ডায় একব্যক্তি স্বপক্ষ স্থাপন করে, অপরে তৎপ্রতি দোষারোপ করে, জল্পে বাদপ্রতিবাদী উভয়েই স্থাপন করে আবার উভয়েই পর পর পক্ষের প্রতি দোষারোপণ করে। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে বলিয়া এই স্থলে বাদের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—[অহম্] অক্ষরাণাং [মধ্যে] অকারঃ অস্মি; সামাসিকস্য (সমাসসমূহস্য) [মধ্যে] দ্বন্দ্বঃ; অহমেব অক্ষয়ঃ (প্রবাহরূপঃ) কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা (সর্ব্বকর্ম্ম-ফলবিধাতা)॥ ৩৩

অনু।—আমি অক্ষরসমূহমধ্যে অকার; সমাসমধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, আমি প্রবাহরূপ অক্ষয়কাল; আমি সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধাতা॥ ৩৩

স্বামী।—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪

অকারোঽস্মি তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ—অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি শ্রূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং, সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি 'কালঃ কলয়তামহম্' ইত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সংবৎসরশতাত্মায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষরঃ কালঃ উচ্যতে ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাঽহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টিপ্পনী ।—সমস্ত বর্ণের আমি অকার। শ্রুতিতে আছে "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" অর্থাৎ অকার সমস্ত বাক্যস্বরূপ অতএব অকার শ্রেষ্ঠ। সমাসসমূহের মধ্যে আমিই উভয়পদপ্রধান দ্বন্দ্ব; তৎপুরুষে উত্তর পদার্থ প্রধান; বহুব্রীহিতে অপর পদার্থ প্রধান; অতএব উভয়পদের সাম্যাভাববশতঃ অন্য সমাস নিকৃষ্ট; আমি অক্ষয় কাল, কর্ম্মফলদাতৃগণের মধ্যে আমিই সর্ব্বতোমুখ ধাতা ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—[সংহারকাণাং মধ্যে] অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ। ভবিষ্যতাম্ (ভাবিকল্পানাম্ প্রাণিনাম্) উদ্ভবশ্চ (অভ্যুদয়শ্চ); নারীণাং [মধ্যে] কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ [সপ্তদেবতারূপাঃ স্ত্রিয়ঃ অহমেব] ॥ ৩৪

অনু ।—আমি সংহারকগণের মধ্যে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু; ভাবী কল্পের আমি অভ্যুদয়; নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী,

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই সপ্ত দেবতারূপ স্ত্রী আমিই ॥ ৩৪

স্বামী ।—মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহং; ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং [কল্যানাং] প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহং; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং যাসামাভাসমাত্রযোগেণ প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ ।—অহং সাম্নাং [মধ্যে] সাম; অহং ছন্দসাং (ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং) [মধ্যে] গায়ত্রী, মাসানাং [মধ্যে] মার্গশীর্ষঃ; ঋতূনাং [মধ্যে] অহং কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ) ॥ ৩৫

অনু ।—আমি সাম সকলের (সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের) মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহমধ্যে আমি গায়ত্রী; মাস সকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস; ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫

স্বামী—বৃহদিতি। "ত্বাম্ ইন্দ্র হবামহে" ইত্যস্যাং ঋচি গীয়মানং বৃহৎ সামাহং তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠং দর্শিতম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহং দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—[অহং] ছলয়তাম্ (অন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং) [সম্বন্ধি] দ্যূতম্ অস্মি; তেজস্বিনাং (প্রভাববতাং) তেজঃ (প্রভাবঃ)

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮

অস্মি; অহং [জেতৃণাং] জয়ঃ অস্মি; [ব্যবসায়িনাং] ব্যবসায়ঃ অস্মি; সত্ত্ববতাং, (সাত্ত্বিকানাং) সত্ত্বম্ [অস্মি] ॥ ৩৬

অনু।—আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিগণের দ্যূতক্রীড়া; আমি তেজস্বিগণের তেজ, জয়শীলগণের জয়; অধ্যবসায়িগণের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্ব ॥ ৩৬

স্বামী।—দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি; তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোঽস্মি জেতৃণাং জয়োঽস্মি ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি, তত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ; পাণ্ডবানাং [মধ্যে] ধনঞ্জয়ঃ, অহং মুনীনামপি ব্যাসঃ; কবীনাং [মধ্যে] উশনাঃ [নাম] কবিঃ ॥ ৩৭

অনু।—আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব; পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়; মুনিগণের মধ্যে ব্যাস; কবিগণের মধ্যে কবি —শুক্র ॥ ৩৭

স্বামী।—বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি; ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ; মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি, কবীনাং কাব্যদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—অহং দময়তাং (দমনকর্ত্তৃণাং) (সম্বন্ধী) দণ্ডঃ অস্মি জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) (সম্বন্ধিনী) নীতিঃ অস্মি; গুহ্যানাং (গোপ্যানাং) মৌনঞ্চ (অবচনম্) এব অস্মি; জ্ঞানবতাং (তত্ত্বজ্ঞানিনাং) জ্ঞানম্ অস্মি॥ ৩৮

অনু।—আমি দমনকারীদিগের সম্বন্ধে দণ্ড; জয়াভিলাষীদিগের নীতি; গোপনীয় বিষয়ের [গোপনহেতুভূত] মৌনভাব; তত্ত্বজ্ঞানীর তত্ত্বজ্ঞান॥ ৩৮

স্বামী।—দণ্ড ইতি দময়তাং দমনকর্ত্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি যেন সংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুমৌনবচনমহমস্মি, ন হি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে, জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্জ্ঞানং তদহমস্মি॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! যৎ চ সর্ব্বভূতানাং বীজং (প্ররোহকারণং) তৎ অহম্ এব; ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং নাস্তি॥ ৩৯

অনু।—হে অর্জ্জুন! যাহা সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ, তাহা আমিই; আমি ভিন্ন যাহা থাকিতে পারে, এই চরাচর মধ্যে এমন কোন ভূত বিদ্যমান নাই॥ ৩৯

স্বামী।—যচ্চাপীতি। যদপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকরণং তদহং, তত্র হেতু—ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ তচ্চরাচরং ভূতং নাস্ত্যেবেতি॥ ৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—হে পরন্তপ! মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ নাস্তি; এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ ॥ ৪০

অনু।—হে পরন্তপ! আমার অলৌকিক বিভূতিসমূহের অন্ত নাই; আমি তোমায় আমার এই বিভূতিবাহুল্য সংক্ষেপে কহিলাম ॥ ৪০

স্বামী।—প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বা-দ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে, এষ তু বিভূতের্বিস্তরঃ উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তম্) ঊর্জ্জিতং (প্রভাববলাদিনা গুণেন অতিশয়িতং) যদ্ যৎ সত্ত্বং (বস্তুমাত্রং) [ভবেৎ] তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ (প্রভা-বস্য অংশেন সম্ভূতম্) অবগচ্ছ (জানীহি) ॥ ৪১

অনু।—জগতে ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীসম্পন্ন এবং প্রভাব ও বল প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠ যে যে বস্তু থাকিতে পারে, তৎ তৎ সমস্তই, আমার প্রভাবের অংশমাত্রে উৎপন্ন জানিবে ॥ ৪১

স্বামী।—পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্‌যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্, ঊর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্‌যৎ সত্ত্বং

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতি
যোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

বস্তুমাত্রং ভবেৎ তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতম্ অব-
গচ্ছ জানীহি ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ।—অথবা হে অর্জ্জুন ! তব এতেন বহুনা (পৃথক্
পৃথক্) জ্ঞানেন কিম্ ? অহম্ ইদং কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাং-
শেন (একদেশমাত্রেণ) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা) স্থিতম্ ॥ ৪২

অনু ।—অথবা হে অর্জ্জুন ! [আমার বিভূতি সম্বন্ধে]
এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া ফল কি ? আমি এই সমগ্র জগৎ
একাংশমাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থিত আছি ॥ ৪২

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

স্বামী ।—অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন সর্ব্বত্র
সমদৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ—অথবেতি । বহুনা পৃথক্ জ্ঞাতেন কিং
তব কার্য্যং, যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য
ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তঃ কিঞ্চিদস্তি
"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি ।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দ্দশমেঽব্রবীৎ ॥
ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

টিপ্পনী।—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভূতি বলিয়া সাকল্যে বলিতেছেন।—অথবা হে অর্জ্জুন! অংশক্রমে তোমার ইহা জানিবার প্রয়োজন কি? আমি এই সমস্ত বিশ্ব কেবল একদেশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি, তুমি এই মাত্রই অবগত হও; অতএব এই পরিচ্ছিন্নভাবে আমাকে দর্শন করিও না, সর্ব্বত্রই মদ্দৃষ্টিপন্ন হও॥ ৪২

ইতি দশম অধ্যায়॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচঃ—মদনুগ্রহায় (শোকনিবৃত্তয়ে) পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) গুহ্যং (গোপ্যম্) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়কং) যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ (তমঃ) বিগতঃ (বিনষ্টঃ)॥ ১

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহার্থ [শোক নিবৃত্তিজন্য] তুমি পরমাত্মনিষ্ঠ গোপনীয় আত্মানাত্ম-বিবেক-বিষয়ক যে বাক্য বলিলে, তদ্দ্বারা "আমি হন্তা ইহারা বধ্য" এইরূপ মোহ বিনষ্ট হইল॥ ১

স্বামী।—বিভূতের্বৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ। দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যার্থে বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মদনুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং, তেন মমায়ং মোহঃ—অহং হন্তা, এতে হন্যন্ত ইত্যাদিলক্ষণভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ॥ ১

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে নানা বিভূতি বর্ণনা করিয়া

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

অবশেষে ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছি।" তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত অর্জ্জুন সেই সর্ব্বাত্মক রূপদর্শনে অভিলাষী হইয়া ভগবানের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রশংসা করত: বলিলেন,—আমার শোক-নিবৃত্তিরূপ অনুগ্রহের জন্য পরম গোপনীয় অধ্যাত্মবিষয়ক যে বাক্য তুমি বলিয়াছ, সেই বাক্য দ্বারা "আমি ইহাদের হন্তা, ইহারা আমার বধ্য" এইরূপ বিপর্য্যাসলক্ষণ মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। কারণ তাহাতে বার বার আত্মার সর্ব্ববিকারশূন্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১

অন্বয়ঃ।— হে কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্তঃ (ভবৎসকাশাৎ) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ (সৃষ্টিপ্রলয়ৌ) ময়া বিস্তরশঃ (পুনঃপুনঃ) শ্রুতৌ; অব্যয়ম্ (অক্ষয়ং) মাহাত্ম্যমপি (মহত্ত্বঞ্চাপি) চ [শ্রুতম্] ॥ ২

অনু।—হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার নিকট আমি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ বারংবার শ্রবণ করিলাম; তোমার অক্ষয় মহিমাও শ্রবণ করিলাম ॥ ২

স্বামী।— কিঞ্চ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টি-প্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য তব হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং শ্রুতং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্র-ফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতম্‌ "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" ইতি, "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" ইতি, "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি" ইতি, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদিনা চ। অতস্তৎপরতন্ত্রত্বাদপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদিমদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

টিপ্পনী।—সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত তৎপদার্থ-নির্ণয়-প্রধান তোমার বাক্যসমূহও শ্রবণ করিয়াছি; ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন।—প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমার নিকট বিস্তাররূপে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। কেবল যে প্রাণিগণের উৎপত্তি বিনাশই শ্রবণ করিয়াছি তাহা নহে, মহাত্মা তোমার মাহাত্ম্য অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব সত্ত্বেও অবিকারিত্ব, শুভাশুভ কার্য্যের কারয়িতার অবৈষম্য, বন্ধমোক্ষাদি বিচিত্র ফলদাতারও অসঙ্গ ঔদাসীন্য এবং অন্যান্য ঐশ্বর্য্যও শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে পরমেশ্বর! যথা ত্বম্‌ আত্মানম্‌ আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবম্‌ এব [অত্র মে অবিশ্বাস এব নাস্তীত্যর্থঃ]; [তথাপি] হে পুরুষোত্তম! তব ঐশ্বরং রূপম্‌ [অহং] দ্রষ্টুম্‌ ইচ্ছামি ॥ ৩

অনু।—হে পরমেশ্বর! তুমি আপনার বিষয় যেরূপ বলিলে তাহা এইরূপই বটে; [তাহাতে আমার সন্দেহ নাই] তথাপি আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

স্বামী।—কিঞ্চ এবমেতদিতি। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানা"-মিত্যাদি, ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যেবং কথয়সি, হে পরমেশ্বর!

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

এতদেব অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি; তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বর্য্যজ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে প্রভো! যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে, ততঃ (তর্হি) হে যোগেশ্বর! (যোগিনামীশ্বর) ত্বং মে (মহ্যং) অব্যয়ম্ (নিত্যম্) আত্মানং দর্শয় ॥ ৪

অনু।—হে প্রভো! যদি সেইরূপ আমি দেখিতে সমর্থ এরূপ মনে কর, তবে হে যোগীশ্বর! আমায় সেই অব্যয় পরমাত্ম-রূপ দেখাও ॥ ৪

স্বামী।—ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যম্ কিং তর্হি মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বর! ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি ত্বদ্রূপং পরামাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ! মে (মম) দিব্যানি (অলৌকিকানি) নানাবিধানি (নানাপ্রকারাণি) নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য ॥ ৫

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! আমার অলৌ-

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬

কিন্তু নানাবিধ এবং নানা বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ অবলোকন কর॥ ৫

স্বামী।—এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবেত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনম্, অপরিমিতানি অনেকপ্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য, বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ নানা অনেকবর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! [মম দেহে] আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ [এবঞ্চ] বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য॥ ৬

অনু।—হে ভারত! আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীযুগল, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বহু বস্তু অবলোকন কর॥ ৬

স্বামী।—তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য, মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্, অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া চান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টাপি বা আশ্চর্য্যাণ্যত্যদ্ভুতানি॥ ৬

টিপ্পনী।—সামান্যতঃ প্রথমে "আমার দিব্যরূপ দর্শন কর" ইহা বলিয়া ইদানীং তাহা পৃথক্ ভাবে বলিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছেন "শতশোঽথ সহস্রশঃ" "নানাবিধানি" অর্থাৎ অনেক প্রকার শত শত তদনন্তর সহস্র সহস্র বিভূতি দর্শন কর; তাহারই বিবরণ অত্রত্য "বহূনি" ও "আদিত্যান্" এই পদদ্বয়, ইহার অর্থ অনেক আদিত্যাদি

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮

বিভূতি। এইরূপ পূর্ব্বশ্লোকীয় "দিব্যানি" ইহার বিবরণ "অদৃষ্টপূর্ব্বাণি"; "নানাবর্ণাকৃতীনি" ইহার বিবরণ এই শ্লোকের "আশ্চর্য্যাণি" এই পদ, এইরূপে পূর্ব্বশ্লোকের বিবরণ বলা হইল॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হে গুড়াকেশ! ইহ (অস্মিন্) মম দেহে কৃৎস্নং (সমগ্রং) সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং) জগৎ অন্যচ্চ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি [তৎ] একস্থম্ (একত্রাবস্থিতম্) অদ্য (অধুনা) পশ্য ॥ ৭

অনু।—হে গুড়াকেশ! আমার এই দেহে সমগ্র চরাচরাত্মক জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দেখিতে চাও, তৎসমস্ত একত্র অবস্থিত দর্শন কর॥ ৭

স্বামী।—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য, যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্ব্বং পশ্য॥ ৭

অন্বয়ঃ।—তু (কিন্তু) অনেন স্বচক্ষুষা (স্বকীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা) এব মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে; [অতঃ] তে (তুভ্যং) দিব্যং (জ্ঞানাত্মকং) চক্ষুঃ দদামি, মে (মম) ঐশ্বরম্ (অসাধারণং) যোগম্ (অঘটনঘটনসামর্থ্যং) পশ্য ॥ ৮

অনু।—পরন্তু তোমার এই স্বকীয় চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমাকে

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব তোমায় দিব্য অর্থাৎ জ্ঞানময় চক্ষু দিতেছি;তুমি আমার অসাধারণ অঘটন-ঘটন সামর্থ্য দর্শন কর ॥৮

স্বামী ।—যদুক্তমর্জ্জুনেন "মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্" ইতি তত্রাহ—ন তু মামিতি। অনেনৈব তু স্বকীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটন-সামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ—হে রাজন্! (ধৃতরাষ্ট্র) মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস॥৯

অনু ।—সঞ্জয় কহিলেন—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তৎপরে অর্জ্জুনকে স্বকীয় পরম ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ৯

স্বামী ।—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্টার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগদুপস্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ অনেক-দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানু-লেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ (প্রকাশময়ম্) অনন্তম্ (আদ্যন্ত-বিহীনং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতো মুখবিশিষ্টং) [তৎ স্বকং রূপং দর্শিতবান্] ॥ ১০।১১

অনু।—[হরির সেই রূপ] অনেক মুখ ও নেত্র বিশিষ্ট, নানাবিধ অদ্ভুত দর্শনীয় ব্যাপারসম্বলিত, নানারূপ অলৌকিক আভরণ-সুশোভিত, নানা দিব্যাস্ত্রধারী, দিব্য মাল্য ও দিব্যবস্ত্র-বিশিষ্ট, স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্য ও অনুলেপনচর্চ্চিত, সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্যময়, প্রকাশাত্মক, আদ্যন্তহীন এবং সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট ॥ ১০।১১

স্বামী—কথম্ভূতং তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ অনেকেষামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তং, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তং, দিব্যান্যনে-কানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তং। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ, তথা দিব্যো গন্ধো যস্য তাদৃশমনু-লেপনং যস্য তং, সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রচুরং, দেবং দ্যোতনাত্মকম্, অনন্ত-মপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্মিংস্তৎ ॥ ১০।১১

অন্বয়ঃ।—দিবি যুগপৎ সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্রাদিত্যানাং) ভাঃ (প্রভা) যদি উত্থিতা ভবেৎ [তর্হি] সা (প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (বিশ্বরূপস্য) ভাসঃ (প্রভায়াঃ) সদৃশী (তুল্যা) স্যাৎ ॥ ১২

অনু।—যদি নভোমণ্ডলে একাকালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

হয়,তবে সেই প্রভা মহাত্মা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভার তুল্য হইতে পারে॥ ১২

স্বামী।—বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরুপমত্বমাহ—দিবি সূর্য্যেতি। দিবি আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা তদা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ; তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—তদা পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং (নানাবিভাগেন অবস্থিতং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একস্থম্ (একত্র ব্যবস্থিতম্) অপশ্যৎ॥ ১৩

অনু।—তখন অর্জ্জুন ভগবান দেবদেবের দেহে বহুধা বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্র অবস্থিত অবলোকন করিলেন॥ ১৩

স্বামী।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগৎ দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেন একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনঃ অপশ্যৎ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিতঃ) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিতকলেবরঃ) [সন্] দেবং (ভগবন্তং) শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] অভাষত (উক্তবান্)॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অনু।—অনন্তর অর্জ্জুন বিস্ময়ান্বিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া সেই দ্যোতনাত্মক ভগবান্‌কে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন॥ ১৪

স্বামী।—এবং দৃষ্টা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টরোমা হৃষ্টানি উৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তো ভূত্বা অভাষত উক্তবান্॥ ১৪

টিপ্পনী।—অর্জ্জুন ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়াও ভীত হইলেন না বা সম্ভ্রমবশতঃ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না, অথবা সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন না; কিন্তু ধীরভাবে ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন। যিনি উত্তর গোগৃহে একরথে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কুরুবীরগণকে পরাজিত করিয়া গোধন আহরণ করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহার এই ধৈর্য্যাবলম্বন আশ্চর্য্যজনক নহে, ইহাই ধনঞ্জয় এই শব্দে সূচিত হইল॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ (আদিত্যাদীন্) তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (জরায়ুজানাম্ অণ্ডজাদীনাঞ্চ

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

সমূহান্) দিব্যান্ ঋষীন্ (বশিষ্ঠাদীন্) উরগাংশ্চ (তক্ষকাদীন্) ঈশং (তেষাং দেবাদীনাং স্বামিনং) কমলাসনস্থং (ত্বন্নাভিপদ্মাসনস্থিতং ব্রহ্মাণঞ্চ) পশ্যামি ॥ ১৫

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে দেব! আমি তোমার দেহে আদিত্যাদি সমুদয় দেবতা, জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত নিখিল ভূতগণ, বশিষ্ঠাদি দিব্য মহর্ষিগণ, তক্ষকাদি সমুদয় সর্পগণ এবং তোমার নাভিপদ্মে সমাসীন নিখিল দেবগণেরও প্রভু ব্রহ্মাকে দর্শন করিতেছি ॥ ১৫

স্বামী।—ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন্ পশ্যামি, তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সঙ্ঘাংশ্চ তথা দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্ তথা দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথম্ভূতং? কমলাসনস্থঃ পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা ত্বন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! অনেকবাহূদরবক্ত্র-নেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি; পুনঃ (কিন্তু) [সর্ব্বগতত্বাৎ] তব ন অন্তং, ন মধ্যং ন চ আদিং পশ্যামি ॥ ১৬

অনু।—হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! আমি বহুসংখ্যক বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট তোমার অনন্তরূপ দেখিতেছি বটে; কিন্তু

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭

[তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া] তোমার না অন্ত, না আদি, না মধ্য দেখিতেছি (কিছুই দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ১৬

স্বামী।—কিঞ্চ অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—কিরীটিনং (মুকুটবন্তং) গদিনং (গদাবন্তং) চক্রিণং (চক্রবন্তং) চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং (তেজঃপুঞ্জরূপং) দুনি-রীক্ষ্যং (দ্রষ্টুমশক্যং) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ [অত এব] অপ্রমেয়ং (পরিমাতুমশক্যং) চ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি ॥ ১৭

অনু।—আমি কিরীটধারী, গদা ও চক্রবিশিষ্ট, সর্ব্বতঃ প্রভাময়, সুদুর্দ্দর্শ, প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য দ্যুতিময় সুতরাং অপ্রমেয় তোমায় সকল দিকেই অবলোকন করিতেছি ॥ ১৭

স্বামী।—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং মুকুটবন্তং গদিনং গদাবন্তং চক্রিণং চক্রবন্তং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জ-রূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং, তত্র হেতুঃ—দীপ্তয়োরনলার্কয়ো-র্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তম্ অত এব অপ্রমেয়ম্ এবম্ভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭

টিপ্পনী।—বিশ্বরূপ ভগবানের প্রকারান্তর বর্ণনা করি-তেছেন।—দীপ্তিমান্ তোমার তেজোরাশি চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হওয়ায়

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

তুমি দুর্নিরীক্ষ্য—অলক্ষ্য হইয়াছ, প্রদীপ্ত বহ্নি অথবা সূর্য্যের ন্যায় তোমার তেজ হওয়ায় তুমি "এইরূপ" এই ভাবে তোমাকে নির্ণয় করা যাইতেছে না। তথাপি দিব্য চক্ষুদ্বারা আমি তোমাকে দেখিতেছি। "দুর্নিরীক্ষ্য" বস্তু দেখিতেছি বলায়ও কোন বিরোধ হইল না, কারণ দুর্নিরীক্ষ্য অর্থ সাধারণের অলক্ষ্য ; কিন্তু আমি তোমার কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সমস্তই দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—ত্বম্ অক্ষরং পরমং (পরং ব্রহ্ম), বেদিতব্যং (মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং), ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ) ; ত্বম্ অব্যয়ঃ (নিত্যঃ), শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (নিত্যধর্ম্মপালকঃ), ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ মে মতঃ ॥ ১৮

অনু।—তুমি অক্ষর, পরব্রহ্ম, তুমি মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য বস্তু ; তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ; তুমি নিত্য, তুমি নিত্যধর্ম্মের পালক, তুমি চিরন্তন পুরুষ বলিয়া আমি স্বীকার করিতেছি ॥ ১৮

স্বামী।—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম। কথম্ভূতম্ ? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ, শাশ্বতস্য নিত্যস্য

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো মতো মে মম সম্মতোঽসি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—অনাদিমধ্যান্তম্ (উৎপত্তি-স্থিতি-নাশহীনম্) অনন্তবীর্য্যম্ (অমিতপ্রভাবম্) অনন্তবাহুম্ (অসংখ্যবাহুসমন্বিতং) শশিসূর্য্যনেত্রং (চন্দ্রসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তং) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্ত-বহ্নিমুখং) স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং (সন্তাপয়ন্তং) ত্বাং পশ্যামি ॥১৯

অনু।—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-রহিত, অমিতপ্রভাব, অনন্ত বাহুসমন্বিত, চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত বহ্নিবদন এবং স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বের সন্তাপকর— এবম্ভূত তোমাকে অবলোকন করিতেছি ॥ ১৯

স্বামী।—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তি-স্থিতিলয়রহিতম্, অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্, অনন্তবাহুম্ অনন্তা বাহবো যস্য তং, শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশং পশ্যামি; তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্ব্বক্ত্রে যস্য তং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি ॥ ১৯

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—হে মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ (অন্তরীক্ষম্) একেন ত্বয়া হি (নিশ্চিতং) ব্যাপ্তং ; [তথা] সর্ব্বাঃ দিশশ্চ [ব্যাপ্তাঃ] ; তব অদ্ভুতম্ (অদৃষ্টপূর্ব্বম্) ইদম্ উগ্রং (ঘোরং) রূপং দৃষ্টা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্ (অতিভীতং) [পশ্যামি ইতি শেষঃ]॥ ২০

অনু।—হে মহাত্মন্! [আমি দেখিতেছি] একমাত্র তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী এতদুভয়ের অন্তরাল (অন্তরীক্ষ) এবং দিক্‌সমূহ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; তোমার এই অপূর্ব্ব ঘোররূপ দর্শনে ত্রিলোক অতিমাত্র ভীত হইয়াছে॥ ২০

স্বামী।—কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্টা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বস্যৈবানুষঙ্গঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অমী সুরসঙ্ঘাঃ (দেবসমূহাঃ) হি (নিশ্চিতং) ত্বাং বিশন্তি (শরণং প্রবিশন্তি) ; [তেষাং মধ্যে] কেচিৎ ভীতাঃ [সন্তঃ] প্রাঞ্জলয়ঃ (বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ) গৃণন্তি (জয় জয় রক্ষ রক্ষ ইতি প্রার্থয়ন্তে) ; মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ (শ্রেষ্ঠাভিঃ) স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি॥ ২১

অনু।—এই সকল দেবগণ নিশ্চয়ই তোমার শরণাগত

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২

হইতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয় জয় রক্ষ রক্ষ বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তবসমূহে তোমার স্তুতিবাদ করিতেছেন॥২১

স্বামী।—কিঞ্চ অমী হীতি সুরসঙ্ঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে, স্পষ্টমন্যৎ॥ ২১

টিপ্পনী।—ইদানীং নিজ ভূভারহারিত্ব-প্রকাশকারী ভগবানকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন।—দেবগণ ভূভারহরণের জন্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করতঃ তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছেন। উভয় সেনার মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া অঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক তোমার স্তব করিতেছে। নারদাদি ঋষিগণ পরিপূর্ণার্থক স্তুতিবাক্য দ্বারা সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য তোমার স্তব করিতেছেন॥ ২১

অন্বয়ঃ।—রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ [নাম দেবাঃ] [তথা] বিশ্বে (বিশ্বেদেবাঃ) অশ্বিনৌ মরুতঃ (বায়বঃ) উষ্মপাঃ (পিতরঃ) গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে॥ ২২

অনু।—[একাদশ] রুদ্র [দ্বাদশ] আদিত্য, [অষ্ট]

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

বসু, সাধ্য নামক দেবগণ, [ঊনপঞ্চাশৎ] মরুৎ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ, বিশ্বেদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইহাঁরা সকলে বিস্মিত হইয়া তোমায় অবলোকন করিতেছেন ॥ ২২

স্বামী।—কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ অশ্বিনৌ দেবৌ মরুতো মরুদ্গণাশ্চ উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ। "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স্মৃতিশ্চ—"যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥" গন্ধর্ব্বাশ্চ যক্ষাশ্চ অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহূরুপাদং বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং তে (তব) মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ (অতিভীতাঃ) তথা অহম্ [প্রব্যথিত ইতি শেষঃ] ॥ ২৩

অনু।—হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট বহুসংখ্যক বাহু, উরু ও পদসমন্বিত, বহু উদরযুক্ত, বহু দন্ত বিশিষ্ট হওয়ায় অতীব ভীষণ এই রূপদর্শনে লোক সমুদয় অতীব ভীত হইয়াছে; আমিও বড়ই ভয় পাইয়াছি ॥ ২৩

স্বামী।—কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো! মহদত্যূর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ,

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪

তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি। কীদৃশং রূপং দৃষ্টা? বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্, বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ, বহ্বীভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ॥ ২৩

টিপ্পনী।— পূর্ব্বে বলিয়াছেন "তোমার রূপদর্শনে লোকত্রয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে" তাহার উপসংহার করিতেছেন। হে মহাবাহো! তোমার রূপ দর্শন করিয়া জগতের সমস্ত প্রাণীই ভয়ে ব্যথিত হইতেছে, যেহেতু বিশ্বব্যাপী তোমার অপ্রেমেয় বদন ও নেত্রসমূহ অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং তোমার হস্তপদাদি বিশাল ও অনেকরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, তোমার বিকশিত দন্তসমূহ বদনের ভীষণতা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হে বিষ্ণো! (বিশ্বব্যাপিন্) নভঃস্পৃশম্ (অন্তরীক্ষব্যাপিনং) দীপ্তং (তেজোময়ম্) অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং (বিবৃতমুখং) দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অতিভীতমনাঃ) অহং ধৃতিং (ধৈর্য্যং) শমম্ (উপশমং) চ ন বিন্দামি (ন লভে)॥ ২৪

অনু।—হে বিষ্ণো! অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, নানাবর্ণসমন্বিত, বিবৃতাস্য, প্রদীপ্ত বিশাললোচনবিশিষ্ট তোমায় অবলোকন

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

করিয়া আমি অত্যন্ত সভয়চিত্ত হইয়াছি; এজন্য ধৈর্য্য বা শান্তি-লাভ করিতে পারিতেছি না। ॥ ২৪

স্বামী।—ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নভঃস্পৃশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষব্যাপিন-মিত্যর্থঃ, দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্য তম্ অনেকবর্ণং, ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি যস্য তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্। এবম্ভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪

টিপ্পনী।—কেবল আমিই যে ব্যথিত হইয়াছি এমন নহে, অপিচ তোমার অন্তরীক্ষব্যাপী প্রজ্বলিত আকৃতি, বিস্তীর্ণ মুখ-গহ্বর ও প্রজ্বলিত বিশাল-চক্ষু দর্শন করিয়া আমার অন্তরাত্মাও ব্যথিত হইতেছে; তজ্জন্য আমি ধৈর্য্য ও চিত্তের প্রসাদ লাভ করিতে পারিতেছি না। ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—হে দেবেশ! দংষ্ট্রাকরালানি (দশনবিকৃতানি) কালানলসন্নিভানি (প্রলয়াগ্নিসদৃশানি) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] দিশঃ ন জানে (বেদ্মি) শর্ম্ম (সুখং) চ ন লভে; হে জগন্নিবাস! (জগদাধার) প্রসীদ ॥ ২৫

অনু।—দেবেশ! তোমার দংষ্ট্রা করাল, প্রলয়াগ্নিতুল্য

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

প্রভাময় মুখসমূহ অবলোকনে আমি দিগ্ভ্রান্ত হইয়াছি, সুখ ও পাইতেছি না ; হে জগদাধার ! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৫

স্বামী।—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি, শর্ম্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস। প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা? দংষ্ট্রাভিঃ করালানি কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) অবনিপালসঙ্ঘৈঃ (অন্যরাজবৃন্দৈঃ) সহ, অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ (যোদ্ধৃপ্রধানৈঃ) চ সহ ত্বরমাণাঃ (ধাবন্তঃ) তে (তব) দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাভিঃ ভীষণানি) বক্ত্রাণি (মুখানি) বিশন্তি ; [তেষাং মধ্যে] কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (শিরোভিঃ) [উপলক্ষিতাঃ] দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) বিলগ্নাঃ (সংশ্লিষ্টাঃ) সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৬।২৭

অনু।—ঐ দেখ, ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮

ও সেই প্রসিদ্ধ সূতপুত্র কর্ণ, রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোধগণ সহ প্রধাবিত হইয়া তোমার ভীষণদংষ্ট্রাসমন্বিত ভয়ানক মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে ; তাহাদের কাহারও কাহারও চূর্ণিত মস্তক তোমার দন্তসন্ধিস্থলে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে দেখিতেছি ॥ ২৬।২৭

স্বামী ।—যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্ আহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে, অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রশ্চ কর্ণঃ, ন কেবলং ত এব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ বক্ত্রাণীতি। এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৬।২৭

টিপ্পনী ।—দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র, শল্য-প্রভৃতি রাজগণের সহিত বেগে তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। এমন কি যাঁহারা জগতে অজেয় বলিয়া সকলের সম্মানার্হ, তাদৃশ

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণও আমাদের বলের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। তন্মধ্যে কাহার কাহার মস্তক বিচূর্ণ হইয়াছে এবং কেহ কেহ তোমার দন্তের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে॥ ২৬।২৭

অন্বয়ঃ।—যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহাঃ) অভিমুখাঃ (সাগরাভিমুখাঃ) [সন্তঃ] সমুদ্রমেব দ্রবন্তি (বিশন্তি) তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিতঃ জ্বলন্তি (সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি) তব বক্ত্রাণি (মুখানি) বিশন্তি॥ ২৮

অনু।—যেমন নদীসমূহের বহুসংখ্যক জলপ্রবাহ সাগরাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ সকল নরলোকবীরগণ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত তোমার মুখ-বিবর-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে॥ ২৮

স্বামী।—প্রবেশনে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো জ্বলন্তি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি॥ ২৮

টিপ্পনী।—ভগবানের মুখে কিরূপে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন।—নানা পথে গমনশীল নদীগণের

লেলিহ্যসে গ্রসমানং সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০

জলপ্রবাহসমূহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া যেরূপ সমুদ্রমধ্যেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সমস্ত বীরপুরুষগণ তোমার প্রজ্বলিত বদনে প্রবেশ করিতেছে॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—যথা পতঙ্গাঃ (শলভাঃ) সমৃদ্ধবেগাঃ [সন্তঃ] নাশায় (মরণায়) [এব] প্রদীপ্তং (জ্বলন্তং) জ্বলনম্ (অগ্নিং) বিশন্তি, তথা এব লোকাঃ অপি সমৃদ্ধবেগাঃ [সন্তঃ] তব বক্ত্রাণি (মুখানি) বিশন্তি॥ ২৯

অনু।—যেমন পতঙ্গসমূহ মহাবেগে মরণের জন্যই প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ লোকসমূহও প্রবৃদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে॥ ২৯

স্বামী।—অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগদৃষ্টান্ত উক্তঃ, বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলন্তমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় প্রবিশন্তি॥ ২৯

টিপ্পনী।—পূর্ব্ব শ্লোকে অচেতন নদীবেগ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, বর্ত্তমান শ্লোকে চেতন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশের কথা বলিতেছেন।—শলভগণ যেমন সজ্ঞানেই আত্মবিনাশের জন্য অতিবেগে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই রকম এই প্রাণিবৃন্দও মরণের জন্যই অতিবেগে তোমার বদনে প্রবেশ করিতেছে॥ ২৯

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) লেলিহ্যসে (অতিশয়েন ভক্ষয়সি) হে বিষ্ণো! তব উগ্রাঃ (তীব্রাঃ) ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) তেজোভিঃ (বিস্ফুরণৈঃ) সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য (ব্যাপ্য) প্রতপন্তি (সন্তাপয়ন্তি)॥ ৩০

অনু।—জ্বলন্ত বদনসমূহ দ্বারা তুমি লোকসমূহকে গ্রাস করিতেছ; হে বিষ্ণো! তোমার তীব্র দীপ্তি প্রচণ্ড তেজে সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে॥ ৩০

স্বামী।—ততঃ কিমত আহ—লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানোঽপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্ব্বানেতান্ বীরান্ সর্ব্বতো লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ? জ্বলদ্ভির্ব্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো! তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভির্ব্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ [ইতি] মে (মহ্যম্) আখ্যাহি (ব্রূহি); হে দেববর! তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু; প্রসীদ (প্রসন্নো ভব); আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুং (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি; হি (যস্মাৎ) তব প্রবৃত্তিং (চেষ্টাং) ন প্রজানামি॥ ৩১

অনু।—উগ্ররূপধারী তুমি কে? আমায় বল। হে দেববর! তোমায় প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন হও, আদি পুরুষ তোমায় বিশেষ-

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

রূপে জানিতে বাসনা করি ; যেহেতু, কি জন্য তোমার ঈদৃশ চেষ্টা, তাহা আমি অবগত নহি ॥ ৩১

স্বামী ।—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি । ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়, তুভ্যং নমোঽস্তু । দেববর ! প্রসীদ প্রসন্নো ভব । ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি, যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি,এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।— শ্রীভগবান্ উবাচ,—[অহং] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কর্ত্তা) প্রবৃদ্ধঃ (উৎকটঃ) কালঃ অস্মি ; লোকান্ (প্রাণিনঃ) সমাহর্ত্তুম্ (সংহর্ত্তুং) ইহ (লোকে) প্রবৃত্তঃ ; ত্বাম্ ঋতেঽপি (ত্বাং হন্তারং বিনাপি) প্রত্যনীকেষু (ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু) যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ [তে] সর্ব্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি (জীবিষ্যন্তি) ॥ ৩২

অনু ।—শ্রীভগবান কহিলেন,—আমি লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল ; লোকসমূহকে বিনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত রহিয়াছি ; প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদলে যে যে বীরপুরুষগণ বর্ত্তমান দেখিতেছ,তুমি বধ না করিলেও ইহারা কেহই জীবিত থাকিবে না। ॥ ৩২

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

স্বামী।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি ; অতঃ ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনাপি ন ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যাঃ এতে, তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে ? প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি ॥ ৩২

টিপ্পনী।—অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, তুমি কে এবং তোমার কোন্ কার্য্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়, তদুত্তরে ভগবান্ নিজ-স্বরূপ এবং যন্নিমিত্ত প্রবৃত্তি তৎসমুদয় বলিতেছেন।—আমি সর্ব্বসংহর্ত্তা কাল, দুর্য্যোধনাদি দুষ্ট রাজবৃন্দকে বিনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ভাবিও না যে, তুমি যুদ্ধ না করিলে ইহারা মরিবে না ; শত্রুপক্ষে যত সৈন্য আছে, সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আমিই ইহাদিগকে বধ করিয়াছি বলিয়া ইহার বিনষ্ট হইবে, এ বিষয়ে তোমার যুদ্ধাদিচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর মাত্র ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব ; শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব ; ময়া এব এতে পূর্ব্বমেব নিহতাঃ, হে সব্যসাচিন্! ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

অনু।—অতএব তুমি উঠ, যশোলাভ কর ; [অনায়াসেই] শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, আমি পূর্ব্বেই উহাদিগকে বধ করিয়া রাখিয়াছি। হে সব্যসাচিন্! এক্ষণে তুমি [ইহাদের বধে] নিমিত্ত মাত্র হও॥ ৩৩

স্বামী।—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ, দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবম্ভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি, অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব, এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্! সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে॥ ৩৩

টিপ্পনী।—যখন তোমার যুদ্ধাদি ব্যাপার বিনাও ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি উঠ ; দেবগণেরও অজেয় ভীষ্ম-দ্রোণাদি অতিরথগণের জয়-জন্য অতুল যশ লাভ কর। অযত্নে দুর্য্যোধনাদি শত্রু-বধ করিয়া উপার্জ্জিত বস্তুর ন্যায় নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। তোমার এই শত্রুগণকে আমিই কালরূপে বধ করিয়াছি, কেবল তোমার যশোবৃদ্ধি করিবার জন্য ইহাদিগকে রথ হইতে ভূমিতে পাতিত করি নাই, অতএব তুমি কেবল নিমিত্ত অর্থাৎ "অর্জ্জুনই ইহাদিগকে বধ করিয়াছে" এইরূপ লোক-

প্রশংসার ভাগী হও। "সব্যসাচী" শব্দের অর্থ, যিনি উভয় হস্তেই সমান শরসন্ধান করিতে পারেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে "সব্যসাচী" সম্বোধনে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, যদিও আমিই বস্তুতঃ ইহাদিগকে বধ করিয়াছি, তথাপি লোকে তোমাকেই তাহাদের বধ-কর্ত্তা মনে করিবে, যেহেতু তুমি সব্যসাচী—উভয় হস্তেই সমান বাণসন্ধান করিতে পার; অতএব ভীষ্ম-দ্রোণাদিগকে বধ করা তোমার মত বীরপুরুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া লোকে মনে করিবে না॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ত্বং ময়া হতান্ (পূর্ব্বমেব বিনাশিতান্) দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণঞ্চ তথা অন্যান্ যোধবীরানপি জহি (ঘাতয়) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (শোকং মা কার্ষীঃ) রণে সপত্নান্ (শত্রূন্) জেতাসি (জেষ্যসি) [অতঃ] যুধ্যস্ব॥ ৩৪

অনু।—আমি যাহাদিগকে পূর্ব্বেই মারিয়া রাখিয়াছি, সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে সংহার কর; শোক করিও না; যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবে; অতএব যুদ্ধ কর॥ ৩৪

স্বামী।—"ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ু"রিতি যা আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতান্ ত্বং জহি ঘাতয়, মা ব্যথিষ্ঠাঃ শোকং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি॥ ৩৪

টিপ্পনী।—ভগবান্ "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব" (১১শ। ৩৩) ইত্যাদিশ্লোকে বলিয়াছেন যে, তুমি ইহাদিগকে বধ করিয়া যশোলাভ কর এবং অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর। এতদ্বিষয়ে অর্জ্জুন আশঙ্কা

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

করিতে পারেন যে, দ্রোণ ব্রাহ্মণ এবং আমাদের আচার্য্য, তাহাতে আবার তাঁহার অনেক উত্তম অস্ত্র পরিজ্ঞাত আছে; সেইরূপ ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু, তিনি দিব্য অস্ত্রপ্রভাবে পরশুরামের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধেও পরাজিত হন নাই; ঈদৃশ বীরপুরুষদ্বয়কে আমি কিরূপে পরাজিত করিয়া যশ ও রাজ্য লাভ করিব। তৎপরে জয়দ্রথকে বধ করাও অসম্ভব; কেননা, তাহার পিতা তপশ্চর্য্যা করিয়া বর লাভ করিয়াছে যে,যে ব্যক্তি তাহার পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিবে, তাহার মস্তকও দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমিতে পড়িবে। সূর্য্যপুত্র কর্ণও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং তাঁহার আরাধনায় দিব্য অস্ত্রলাভ করিয়াছে; ইন্দ্রও তাহাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ করা অসম্ভব। তদ্ভিন্ন কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণও দুর্জ্জয়, কিরূপেই বা আমি ইহাদিগকে বধ করিব এবং কিরূপেই বা যশ ও রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইব। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে—হে অর্জ্জুন! তোমার আশঙ্কার বিষয় ভীষ্ম,দ্রোণ,জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীরগণকে আমি বধ করিয়াছি; তুমি লোকপ্রত্যয়ার্থ তাহাদিগকেই বধ কর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে কেবল রথ হইতে পাতিত কর। মৃতব্যক্তি বধে তোমার কতই বা পরিশ্রম হইবে; অতএব "কিরূপে ইহাদিগকে

বধ করিব" এইরূপ ভয়জন্য পীড়া প্রাপ্ত হইও না। তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ করিতে পারিবে ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয় উবাচ—কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ) [সন্] কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা (নমস্কৃত্য) ভীতভীতঃ এব (ভীতাদপি ভীতঃ) [সন্] প্রণম্য (অবনতো ভূত্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) সগদ্গদং (কণ্ঠকম্পনেন সহ) আহ (উক্তবান্) ॥ ৩৫

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে কম্পান্বিত-কলেবর অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া অবনত হইয়া পুনরায় গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

স্বামী।—ততো যদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। এতৎ পূর্ব্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্। কথমাহ,—ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাদ্ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা, কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা আহ ॥ ৩৫

টিপ্পনী।—কৃষ্ণার্জ্জুনের ধারাবাহিক বচনাবলীর মধ্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সঞ্জয়ের বাক্য বলার উদ্দেশ্য—ধৃতরাষ্ট্রকে বিবেচনার সুযোগ প্রদান করা; বৃদ্ধ কৃষ্ণার্জ্জুনের বাক্যশ্রবণে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ যাত্রায় ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিস্তার নাই এবং তাঁহারা নিহত হইলে দুর্য্যোধনেরও জয়ের আশা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক; এই সকল বিবেচনা করিয়া পুত্রস্নেহে অন্ধ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
　　জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
　　সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬

ধৃতরাষ্ট্র যদি পাণ্ডবের সহিত সন্ধি করার প্রস্তাব করেন, তবে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা মনে করিয়া সঞ্জয় তৎপরে কি ঘটিল ইহা বলিবার ছলে একটু অবকাশ লইলেন। শ্লোকার্থ স্পষ্ট ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্ত্যা [মহাত্ম্যসঙ্কীর্ত্তনেন] জগৎ প্রহৃষ্যতি (অতীব হর্ষং প্রাপ্নোতি) অনুরজ্যতে চ (অনুরাগম্ উপৈতি চ) [তথা] রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ [প্রতি] দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) [ইতি যৎ], সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ (তপোযোগমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সমূহাঃ) নমস্যন্তি চ (প্রণমন্তি) [ইতি যৎ] [এতৎ সর্ব্বমেব] স্থানে (যুক্তমেব) ॥ ৩৬

অনু ।—অর্জ্জুন কহিলেন,হে হৃষীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে জগতীস্থ সকলেই যে অতীব আনন্দিত হয় এবং অনুরাগ-সম্পন্ন হয়, রাক্ষসেরা ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে সভয়ে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ যে সমবেত হইয়া প্রণাম করেন—এ সকলই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬

স্বামী ।—স্থান ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনোক্তিঃ । স্থান ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে । হে হৃষীকেশ ! যত এবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্ত-বৎসলশ্চ অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি, কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

এতত্তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ, সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

টিপ্পনী।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ! তুমি অত্যন্ত ভক্তবৎসল এবং অদ্ভুতপ্রভাবসমন্বিত, এইজন্য তোমার গুণকীর্ত্তনদ্বারা কেবল যে আমিই আনন্দিত হই তাহা নহে, চৈতন্যবিশিষ্ট সকল জগৎই অত্যন্ত হর্ষ অনুভব করে এবং তাহা যুক্তই, তোমার প্রতি তাহাদের অনুরাগও যুক্তিযুক্তই হইয়া থাকে। সেইরূপ তোমার গুণকীর্ত্তনে রাক্ষসগণ যে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে তাহাও যুক্ত, কপিল প্রভৃতি সিদ্ধসমূহ যে তোমাকে নমস্কার করেন,ইহাও যুক্ত। সর্ব্বত্রই "তব প্রকীর্ত্ত্যা" অর্থাৎ তোমার গুণকীর্ত্তনদ্বারা এবং "স্থানে" অর্থাৎ যুক্ত এই পদদ্বয়ের অন্বয় হইবে। শ্লোকটী রাক্ষসঘ্ন মন্ত্ররূপে মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥৩৬

অন্বয়ঃ।—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (গুরুতরায়) আদিকর্ত্রে (তস্যাপি জনকায়) তে (তুভ্যং) কস্মাৎ ন নমেরন্ (নমস্কারং ন কুর্য্যুঃ) সৎ (ব্যক্তম্) অসৎ (অব্যক্তম্) পরং (মূলকারণং) যৎ অক্ষরং (ব্রহ্ম) তৎ চ ত্বম্ [এব] ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

অনু ।—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! দেবেশ! হে জগদাধার! তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, তাঁহারও জনক; ঈদৃশ তোমাকে সকলে কেন না নমস্কার করিবে? ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং নিখিলের মূলকারণ যে ব্রহ্ম, তাহাও একমাত্র তুমিই ॥ ৩৭

স্বামী ।—তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে মহাত্মন্! হে জগন্নিবাস! কস্মাদ্ধেতোঃ তে তুভ্যং ন নমেরন্ নমস্কারং কুর্য্যুঃ। কথম্ভূতায়? ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়, কিঞ্চ সদ্ব্যক্তম্ অসদব্যক্তঞ্চ তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ত্বমেব, এতৈর্বহুভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টিপ্পনী ।—ভগবদ্বিষয়ক হর্ষাদির কারণ বলিতেছেন।—হে মহাত্মন্! তুমি অনন্ত অর্থাৎ কোন বস্তুদ্বারাই পরিচ্ছিন্ন নহ এবং তুমি দেবেশ—হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণেরও নিয়ন্তা; তুমি জগন্নিবাস অর্থাৎ সকলের আশ্রয় এবং বিধাতারও শ্রেষ্ঠ ও উৎপাদক। এতাদৃশ বহুতর গুণবিশিষ্ট তোমাকে কেনই বা সিদ্ধগণ নমস্কার করিবেন না। বহু সম্বোধনের তাৎপর্য্য—এই সকল গুণের এক একটিই নমস্কার কার্য্যের প্রতি পর্য্যাপ্ত হেতু, তোমাতে কিন্তু ইহার সমস্ত গুণই বিশেষভাবে বর্ত্তমান; অতএব সিদ্ধগণের তোমাকে নমস্কার করা আশ্চর্য্যজনক নহে। জগতে ব্যক্তাব্যক্ত যাবতীয় পদার্থ

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

আছে, সমস্তই তুমি; ব্যক্তাব্যক্তব্যতিরিক্ত যে মূলকারণ ব্রহ্ম, তাহাও তুমি, তুমি ভিন্ন কোন পদার্থ নাই ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—হে অনন্তরূপ! ত্বম্ আদিদেবঃ (দেবানামাদিঃ) [যতঃ] পুরাণঃ (অনাদিঃ) পুরুষঃ; [অত এব] ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (লয়স্থানং); [তথা] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং (জ্ঞাতব্যবস্তুজাতং) পরং ধাম (বৈষ্ণবং পদং) চ; [অতঃ] ত্বয়া বিশ্বং ততম্ (ব্যাপ্তম্) ॥ ৩৮

অনু।—হে অনন্তরূপ! তুমি দেবগণেরও আদি; [কারণ] তুমি অনাদি পুরুষ; [অতএব] তুমি এই বিশ্বের পরমনিধান (লয়স্থান); আর তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম (বিষ্ণুপদ), অতএব তুমি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ ॥ ৩৮

স্বামী।—কিঞ্চ ত্বমাদিদেব ইতি। ত্বম্ আদিদেবো দেবানামাদিঃ যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্; অত এব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বং যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি; অত এব হে অনন্তরূপ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভি স্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮

স্বামী।—ত্বং বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ, (চন্দ্রঃ) প্রজাপতিঃ (পিতামহঃ) প্রপিতামহশ্চ (তস্যাপি জনকশ্চ);

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽপি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

[অতঃ] তে (তুভ্যং) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রশঃ) নমঃ অস্তু, পুনশ্চ [সহস্রকৃত্বঃ] নমঃ [অস্তু]; ভূয়ঃ (পুনঃ) অপি [সহস্রকৃত্বঃ] নমো নমঃ ॥ ৩৯

অনু।—তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি চন্দ্র, তুমি প্রজাপতি (পিতামহ), তুমি প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও জনক); অতএব তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করি ॥ ৩৯

স্বামী।—ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি। বায়াদিরূপস্ত্বমিতি। সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তং, প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্; অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—হে সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মন্!) তে (তব) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) নমঃ; তে (তব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাসু দিক্ষু) এব নমঃ অস্তু; হে অনন্তবীর্য্য (অসীমশক্তিশালিন্) অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং (বিশ্বং) সমাপ্নোষি (ব্যাপ্য বর্ত্তসে) ততঃ [ত্বং] সর্ব্বঃ (সর্ব্বরূপং) অসি ॥ ৪০

অনু।—হে সর্ব্বাত্মন্! আমি তোমার সম্মুখে প্রণাম করি,

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

তোমার পশ্চাদ্ভাগে নমস্কার করি, তোমার সকল দিকে নমস্কার করি; হে অসীমশক্তিশালিন! তুমি অতুল্য-পরাক্রম; তুমি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; এজন্য তুমি সর্ব্ব-স্বরূপ ॥ ৪০

স্বামী।—ভক্তিশ্রদ্ধাদরাতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধি-গচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু। সর্ব্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্ব্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি, সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিস্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে; ততঃ সর্ব্ব-রূপোঽসি ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—তব ইদং (বিশ্বরূপং) মহিমানং (মাহাত্ম্যং) [চ] অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইতি প্রসভং(হঠাৎ তিরস্কারেণ)যৎ উক্তম্

হে অচ্যুত ! বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ (কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) অথবা তৎসমক্ষং (তেষাং সখীনাং পুরতঃ) অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ (তিরস্কৃতঃ) অসি, অহম্ অপ্রমেয়ম্ (অচিন্ত্যপ্রভাবং) ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি) ॥ ৪১।৪২

অনু ।—তোমার এই বিশ্বরূপ এবং মহিমা না জানিয়া আমি মোহবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ তোমাকে সখা মনে করিয়া—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এই বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তোমাকে একাকী ও বন্ধুগণের সমক্ষে বিহার, শয়ন, উপবেশ ও ভোজন-সময়ে উপহাস করিবার জন্য যে তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, হে অচ্যুত ! অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪১।৪২

স্বামী ।—ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি— সখেতি দ্বাভ্যাম্। ত্বাং প্রকৃতঃ সখেতি মত্বা প্রসভং হঠেন তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ ক্ষাময়ে স্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং তৎ ? হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ। সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত ! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতো-ঽসি একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ। অথবা তৎ-সমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখানাং সমক্ষং পুরতোঽপি, তৎসর্ব্ব-মপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়ম্ অচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪১।৪২

টিপ্পনী ।—তোমার মহিমা না জানিয়া আমি যে অজস্র অপরাধ করিয়াছি, তাহা পরমকারুণিক তোমাকে নমস্কার করিয়া ক্ষমা করাইব, এই বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন।—তোমাকে

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩

সখা মনে করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনরূপ তিরস্কারদ্বারা তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়া অথবা চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ কিম্বা স্নেহে হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদিরূপে যে সকল সম্বোধন করিয়াছি এবং ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদিতে একাকী অথবা উপহাসকারী সখাদিগের সমক্ষে উপহাসের জন্য তোমাকে যে তিরস্কার করিয়াছি, হে অচ্যুত—নির্ব্বিকার পরমপুরুষ! সেই সকল অযোগ্য সম্বোধনরূপ এবং তিরস্কাররূপ অপরাধসমূহ তোমাকে ক্ষমা করাইতেছি। হে কৃষ্ণ! তুমি অচিন্ত্যপ্রভাবসমন্বিত, স্তুতি-নিন্দাদিতে নির্ব্বিকার এবং পরম কারুণিক; অতএব অজ্ঞতা-বশতঃ আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর॥ ৪১।৪২

অন্বয়ঃ।—হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা (জনকঃ) অসি, [অত এব] ত্বং পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ (আচার্য্যশ্চ) গরীয়াংশ্চ (গুরোরপি গুরুতরশ্চ) [অসি]; [অতঃ] লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসমঃ নাস্তি; অভ্যধিকঃ (ত্বত্তোঽধিকঃ) কুতঃ [স্যাৎ]॥ ৪৩

অনু।—হে অতুল্যপ্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, অতএব তুমি পূজনীয় এবং গুরু অপেক্ষাও গুরু; ত্রিলোকমধ্যে তোমার সমান কেহই নাই; তোমা অপেক্ষা অধিক আর কে কোথায় আছে?॥ ৪৩

স্বামী।—অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪

প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ; অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি পরমেশ্বরাদন্যস্যাভাবাৎ ত্বত্তোঽধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ ॥ ৪৩

টিপ্পনী।—এই চরাচর লোকসমূহের তুমি পিতা, পূজনীয়, শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরু এবং সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ; অতএব তোমার তুল্য কেহ নাই, অধিক আর কিরূপে থাকিবে। হে অমিতপ্রভাব-শালিন্! দ্বিতীয় ঈশ্বরের অভাব-নিবন্ধন তোমার তুল্যই কেহ নাই, তোমার শ্রেষ্ঠ কোথা হইতে হইবে। সর্ব্বদাই ত্বত্তুল্য ব্যক্তির সম্ভব হয় না। ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—হে দেব! অস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় (দণ্ডবৎ নিপাত্য) প্রণম্য (প্রকর্ষেণ নত্বা) ঈড্যং (স্তুত্যং) ত্বাং প্রসাদয়ে (প্রসাদং কারয়ামি); পুত্রস্য [অপরাধং] পিতা ইব, সখ্যুঃ [অপরাধং] সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ [অপরাধং] প্রিয় ইব সোঢুম্ অর্হসি ॥ ৪৪

অনু।—হে দেব! এজন্য আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি স্তবার্হ। যেমন পুত্রের অপরাধ পিতা সহ্য করেন, মিত্রের অপরাধ মিত্র সহ্য করেন,

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

প্রিয়তমার অপরাধ স্বামী সহ্য করেন, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ সহ্য (ক্ষমা) কর ॥ ৪৪

স্বামী।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্ ঈড্যং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথম্? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি ; কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং স কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা (সন্ধিরার্ষঃ) নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥ ৪৪

টিপ্পনী।—যেহেতু তুমি জগতের পিতা, পূজনীয়, গুরু এবং গুরু হইতেও গুরুতর, এইজন্য নমস্কারপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। অতএব হে দেব! পিতা পুত্রের অপরাধের ন্যায়, সখা সখার অপরাধের ন্যায়, পতি পতিব্রতা স্ত্রীর অপরাধের ন্যায় তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যেহেতু আমি অনন্যশরণ ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং [তব রূপং] দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ (হৃষ্টঃ) অস্মি ; [তথা] ভয়েন চ মে (মম) মনঃ প্রব্যথিতম্ (প্রচলিতং) ; [তস্মাৎ মম ব্যথানিবৃত্তয়ে] তদেব রূপং মে (মহ্যং) দর্শয় ; হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ ॥ ৪৫

অনু।—হে দেব! তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শনে আমি সুখী

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্ট মহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬

হইতেছি, পরন্তু ভয়ে আমার হৃদয় ব্যথা পাইতেছে। অতএব [আমার হৃদয়ব্যথা নিবারণার্থ] তোমার সেই [পূর্ব্ব]রূপ প্রদর্শন করাও; হে দেবেশ! হে জগদাধার! প্রসন্ন হও॥ ৪৫

স্বামী।—এবং ক্ষাময়িত্বা—প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষ্টোঽস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—অহং তথা এব ত্বাং কিরীটিনং (কিরীটবন্তং) গদিনং (গদাবন্তং) চক্রহস্তং (চক্রধরং) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! [ইদং রূপম্ উপসংহৃত্য] তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব (আবির্ভব)॥ ৪৬

অনু।—আমি পূর্ব্বমত তোমাকে কিরীটধারী, গদাধর এবং চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি; হে সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্ত্তে! [এই রূপ উপসংহার করিয়া] সেই চতুর্ভুজরূপেই আবির্ভূত হও॥ ৪৬

স্বামী।—তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি—পূর্ব্বং যথা দৃষ্টবানস্মি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনং পূর্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে, যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে "কিরীটিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী"তি তদ্বহুকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ, যদ্বা এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যং তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেব তত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্য-বিরোধঃ ॥ ৪৬

টিপ্পনী।—হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার এই রূপ পরিত্যাগ কর; তোমাকে আমি কিরীটযুক্ত গদাসমন্বিত চক্রধারিরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপই ধারণ কর। ইহা দ্বারা অর্জ্জুন যে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই সর্ব্বদা দর্শন করিতেন, ইহা প্রতীত হয় ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ (আত্মনো যোগমায়াসামর্থ্যাৎ) তব ইদং তেজোময়ং বিশ্বং (বিশ্বাত্মকম্) অনন্তম্ আদ্যং মে (মম) পরং (পরমং) রূপং দর্শিতং, যৎ (মে রূপং) ত্বদন্যেন (ত্বাদৃশাদ্ ভক্তাদন্যেন) ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ (পূর্ব্বং দৃষ্টম্) ॥ ৪৭

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় যোগমায়াপ্রভাবে তোমাকে এই তেজোময় বিশ্বাত্মক

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

অনন্ত ও আদ্য পরমরূপ প্রদর্শন করাইলাম; তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই রূপ কখনও দেখে নাই ॥ ৪৭

স্বামী।—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন! কিমিতি ত্বং বিভেষি যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্; আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

টিপ্পনী।—এইরূপ স্তবাদিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভীত বিবেচনা করিয়া বিশ্বরূপ উপসংহার করত যথোচিত বাক্যদ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।—হে অর্জ্জুন! তুমি ভয় করিও না, যেহেতু তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমি যোগৈশ্বর্য্যদ্বারা তোমাকে এই বিশ্বরূপাত্মক তেজোময় পরম শ্রেষ্ঠরূপ দর্শন করাইলাম; আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন্ন ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ দর্শন করে নাই ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—হে কুরুপ্রবীর! ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ, ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন চ উগ্রৈঃ তপোভিঃ (চান্দ্রায়ণাদিভিঃ) এবংরূপঃ অহং ত্বদন্যেন (ত্বত্তঃ অন্যেন) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

অনু ।—হে কুরুপ্রবীর ! বেদাধ্যয়নে, যজ্ঞবিদ্যার আলোচনে, দানে, ক্রিয়াকলাপে, অত্যুগ্রতপঃপ্রভাবে এই মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন আমার এবম্বিধ রূপদর্শনে কেহ সমর্থ নহে ॥ ৪৮

স্বামী ।—এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধবা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—বেদেতি । বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ, যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে । বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ, ন চ দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভির্ন চোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবংরূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্টা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮

টিপ্পনী ।—এই বিশ্বরূপদর্শনাত্মক আমার প্রসাদ লাভ করিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, ইহাই বলিতেছেন ।—চতুর্ব্বেদের অক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়নদ্বারা এবং যজ্ঞের অর্থাৎ বেদবোধিত কর্ম্মসমূহের অর্থবিচাররূপ অধ্যয়নদ্বারা ; তুলাপুরুষাদি দানদ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্মদ্বারা, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি শরীরেন্দ্রিয়শোষণকারী উগ্র তপশ্চর্য্যাদ্বারাও আমার এই রূপ মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন কেহ দর্শন করিতে পারে না ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ ।—ঈদৃক্ ঘোরং মম ইদং রূপং দৃষ্টা তে (তব)

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা॥ ৫০

ব্যথা মা [অস্তু], বিমূঢ়ভাবশ্চ [মা অস্তু]; ত্বং ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়ঃ) প্রীতমনাঃ চ [সন্] পুনঃ মে (মম) ইদং তৎ এব (পূর্ব্বদৃষ্টং) রূপং প্রপশ্য॥ ৪৯

অনু :—আমার এই ভয়াবহ রূপ দর্শন করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ়ভাব যেন না হয়; তুমি নির্ভয় হইয়া প্রীতমনে পুনরায় আমার সেই [পূর্ব্বদৃষ্ট] রূপ দর্শন কর॥ ৪৯

স্বামী।—এবমপি চেত্ত্বমেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাস্তু, বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য॥ ৫৯

টিপ্পনী।—তোমারই অনুগ্রহের জন্য আবিষ্কৃত আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া তুমি ভয়নিমিত্ত পীড়া অনুভব করিও না এবং মদ্রূপদর্শনে তোমার যে বিমূঢ়ভাব, তাহাও অপগত হউক, ইদানীং নির্ভীক ও প্রীতমনে আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন কর॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয় উবাচ—বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ (পুনরপি) তথা (কিরীটাদিযুক্তং) স্বকং (স্বকীয়ং) রূপং

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।৫১

দর্শয়ামাস ; [ততশ্চ] মহাত্মা (বাসুদেবঃ) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নবপুঃ) ভূত্বা পুনঃ ভীতম্ এনম্ (অর্জ্জুনম্) আশ্বাসয়ামাস ॥ ৫০

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বীয় পূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন এবং প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বরূপদর্শনে ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৫০

স্বামী।—এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জ্জুনমেবমুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসী-ত্তথৈব কিরীটাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দ্দর্শয়ামাস। এনমর্জ্জুনং ভীতমেব প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপং কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে জনার্দ্দন ! তব ইদং সৌম্যং (প্রশান্তং) মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ অহং সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ (জাতঃ) প্রকৃতিং (স্বাস্থ্যং) চ গতঃ (প্রাপ্তঃ) [অস্মি] ॥ ৫১

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন ! তোমার এই প্রশান্ত মানবমূর্ত্তি দর্শনে অধুনা আমি সুস্থচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১

স্বামী।—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি ; প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥৫৩

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি দেবা অপি নিত্যম্ অস্য রূপস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—তুমি আমার যে দুর্নিরীক্ষ্য রূপ দর্শন করিলে, দেবগণও নিয়ত ঐ রূপ দেখিতে অভিলাষ করেন॥ ৫২

স্বামী।—স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দ্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দ্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্, অতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যন্তি॥ ৫২

টিপ্পনী।—ইদানীং ভগবান্ স্বকৃত অনুগ্রহের অতি দুর্লভত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ভগবান্ কহিলেন,—আমার যে রূপ তুমি দর্শন করিলে, ইহা অত্যন্ত দুর্দ্দর্শ; যেহেতু দেবগণও এই রূপ নিত্যই দর্শন করিতে অভিলাষী; কিন্তু তাঁহারা তোমার ন্যায় এই বিশ্বরূপ ইতিপূর্ব্বে দর্শন করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও দর্শন করিবেন না, ইহাই অভিলাষের নিত্যত্ব কথনের উদ্দেশ্য॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—যথা মাং দৃষ্টবান্ অসি, এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা, ন দানেন, ন চ'ইজ্যয়া (যজ্ঞেন) দ্রষ্টুং শক্যঃ॥ ৫৩

অনু।—তুমি আমার যেরূপ দর্শন করিলে, ঈদৃশ আমাকে

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

না বেদ, না তপস্যা, না দান, না যজ্ঞ—কিছুরই দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৫৩

স্বামী।—তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যয়া (মদেকনিষ্ঠয়া) ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তত্ত্বেন (পরমার্থতঃ) [শাস্ত্রতঃ] জ্ঞাতুং [প্রত্যক্ষতঃ] দ্রষ্টুং [তাদাত্ম্যেন] প্রবেষ্টুঞ্চ শক্যঃ ॥ ৫৪

অনু।—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার প্রতি একাগ্রভক্তি-দ্বারা এবংবিধ আমাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে যথাশাস্ত্র অবগত হইতে, প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে এবং তাদাত্ম্যভাবে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ॥ ৫৪

স্বামী।—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি তত্রাহ—ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽহং, তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ। (শক্য ইতি ছান্দসত্বাৎ বিসর্গলোপঃ) ॥ ৫৪

টিপ্পনী।—যদি তোমাকে বেদাধ্যয়ন, তপশ্চর্য্যা, তুলা-পুরুষাদি এবং যজ্ঞদ্বারাও দর্শন করা না যায়, তবে কোন্ উপায়ে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়; ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, কেবল মন্নিষ্ঠ নিরতিশয় প্রীতিরূপ ভক্তিদ্বারা শাস্ত্রানুসারে ঈদৃশ দিব্যরূপধারী আমাকে জানিতে পারে। অনন্য ভক্তিদ্বারা শাস্ত্রানুসারে আমাকে কেবল যে জানিতে পারে তাহা নহে, অপিচ

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-
যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

তাদৃশ ভক্তিদ্বারা আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে; তদনন্তর স্বরূপ-সাক্ষাৎকার নিবন্ধন অবিদ্যা এবং তৎকার্য্যসমূহের নিবৃত্তি হইলে আমাকে মৎস্বরূপে লাভ করিতে পারে ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্মকৃৎ, মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ [পুত্রাদিষু] সঙ্গবর্জ্জিতঃ (আসক্তিহীনঃ) সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরশ্চ সঃ মাম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৫

অনু।—হে অর্জ্জুন! যিনি মদর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, যিনি মৎপরায়ণ, যিনি আমার একান্ত ভক্ত, যিনি [পুত্রাদিতে] আসক্তি-হীন এবং সর্ব্বভূতে যিনি নির্ব্বিরোধ, ঈদৃশ ব্যক্তি আমাকে লাভ করিতে পারেন ॥ ৫৫

স্বামী।—অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমরহস্যং শৃণ্বিত্যাহ—মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু এবম্ভূতো স মাং প্রাপ্নোতি নান্য ইতি ॥

দেবৈরপি সুদুর্দ্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥ ৫৫

ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

টিপ্পনী।—ইদানীং মোক্ষার্থিগণের অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের সারভূত বিষয় এই এক শ্লোকে উপনিবদ্ধ করিতেছেন। যে ব্যক্তি আমার প্রয়োজনে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে অভিন্নরূপে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যদি বল স্বর্গাদিফল কামনা থাকিলে তাহা অসম্ভব, এইজন্য বলিলেন—"মৎপরম"অর্থাৎ আমিই যাহার পরম প্রাপ্তব্যরূপে নিশ্চিত হইয়াছি, স্বর্গাদি লোক নহে, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সর্ব্বথা আমার ভজনপরায়ণ হইবে, অপত্যাদিতে স্নেহবশতঃ ঈদৃশ ভক্তি অসম্ভব, অতএব সঙ্গবর্জ্জিত—বাহ্য পদার্থে নিঃস্পৃহ হওয়া প্রয়োজন; শত্রুতে দ্বেষ থাকিলে ইহা হইবে না, এইজন্য "নির্ব্বৈর" অর্থাৎ অপকারী ব্যক্তির প্রতিও দ্বেষশূন্য হইতে হইবে। এবম্বিধ বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই আমাকে অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়টিই তোমার জ্ঞাতব্য; এইজন্য আমি বলিলাম—"এতদতিরিক্ত তোমার জ্ঞাতব্য নাই"॥ ৫৫

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ।—এবং [সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা] সততযুক্তাঃ (সদা ত্বন্নিষ্ঠাঃ) [সন্তঃ] যে ভক্তাঃ ত্বাং (বিশ্বরূপং) পর্য্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি), যে চাপি অব্যক্তং (নির্ব্বিশেষম্) অক্ষরং (ব্রহ্ম) [পর্য্যুপাসতে], তেষাম্ (উভয়েষাং) [মধ্যে] কে যোগবিত্তমাঃ (অতিশয়েন যোগবিদঃ) ॥ ১

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন,—এইরূপে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণাদি-দ্বারা সর্ব্বদা তোমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ তোমার আরাধনা করেন, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা অধিকতর যোগবেত্তা ? ॥ ১

স্বামী।—নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ। শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎ-পরমো মদ্ভক্তঃ"ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্, 'কৌন্তেয়! প্রতি জানীহি' ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্, তথা "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদিনা, "সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" ইত্যাদিনা, চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্ এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং " সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততযুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে

ধ্যায়ন্তি যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নির্বিশেষমুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—মদীয় কর্ম্মকারী মদ্ভক্ত ও আমিই যাহার প্রাপ্য বস্তুরূপে নিশ্চিত, তাদৃশ ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে অর্জ্জুনের সন্দেহ হইতেছে যে, এই স্থানে মৎ শব্দে কি ভগবান্ নিরাকার অথবা সাকার বস্তুর কথা উল্লেখ করিতেছেন; ভগবানের এই দ্বিবিধ ভাবেরই ইতিপূর্ব্বে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "বহূনাং জন্মনামন্তে" (৭ম ১৯শ) ইত্যাদি শ্লোকে নিরাকারের কথা উক্ত হইয়াছে। বিশ্বরূপ দর্শনান্তে "নাহং বেদৈর্ন তপসা" (১১শ ৫৩শ) ইত্যাদি শ্লোকে সাকারের কথা বলা হইয়াছে। ভগবান্ অধিকারি-ভেদেই উভয় উপদেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যথা বিরোধ অপরি-হার্য্য হইয়া উঠে। এইরূপ হইলে আমি মুক্তিলাভ ইচ্ছা করিয়া কি নিরাকার বস্তুর চিন্তা করিব. অথবা সাকারের এইরূপ, নিজ অধিকার নিশ্চয় করিবার জন্য সগুণ ও নির্গুণ-বিদ্যার বিশেষ জানিবার অভিলাষে অর্জ্জুন বলিলেন,—এইরূপ অর্থাৎ "মৎকর্ম্ম-কৃৎ" ইত্যাদি শ্লোকোক্তপ্রকারে, নিরন্তর ভগবৎ-কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল সাকার বস্তু আশ্রয় করিয়া তোমার সাকাররূপের যাহারা চিন্তা করে এবং যাহারা সকল বিষয় হইতে বিরক্ত হইয়া সমগ্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করত ইন্দ্রিয়ের অগোচর অবিনাশী সর্ব্বো-পাধিবিনির্ম্মুক্ত নিরাকার তোমার উপাসনা করে, তাহাদের উভয়-পক্ষের মধ্যে কাহারা প্রধান যোগবেত্তা; যদি উভয়েই যোগবিৎ, তথাপি তন্মধ্যে কাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাহাদের জ্ঞান আমি অনুসরণ করিব? ॥ ১

ভগবানুবাচ—

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ি (পরমেশ্বরে) মনঃ আবেশ্য (একাগ্রং কৃত্বা) নিত্যযুক্তাঃ (সদা মন্নিষ্ঠাঃ) [সন্তঃ] পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (যুক্তাঃ) যে মাম্ উপাসতে (আরাধয়ন্তি) তে যুক্ততমাঃ মে (মম) মতাঃ (অভিমতাঃ)॥ ২

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যাঁহারা পরমেশ্বর আমাতে মন একাগ্র করিয়া, সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া, পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাকে আরাধনা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া আমার অভিমত॥ ২

স্বামী।—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তর শ্রীভগবানুবাচ—ময্যাতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ॥ ২

টিপ্পনী।—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনের সগুণবিদ্যারই অধিকার প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতি সগুণ বিদ্যা এবং অধিকার অনুসারে ন্যূনাধিকভাবে সাধনসমূহও বিধান করিলেন, অতএব প্রথমে সাকার বিদ্যা বুঝাইবার নিমিত্ত তাহার প্রশংসা করত প্রথম অর্থাৎ সাকার বস্তুর উপাসকই শ্রেষ্ঠ ইহা উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন;—ভগবান্ বাসুদেব পরমেশ্বরস্বরূপ সগুণ ব্রহ্মরূপী আমাতে নিরতিশয় প্রীতিসহকারে নিরাশ্রয়ভাবে মন আবিষ্ট করিয়া যাহারা প্রকৃষ্ট সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বযোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ,

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪

সমস্ত কল্যাণের আকর আমায় নিরন্তর চিন্তা করে, তাহারাই যোগবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহাই আমার অভিমত। যে হেতু তাহারা সর্ব্বদাই আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া বিষয়ান্তরে অনাসক্ত ভাবে আমাকে অহোরাত্র চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করে; অতএব তাহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ॥ ২

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামম্ (ইন্দ্রিয়সমূহং) সংনিয়ম্য (সম্যক্ সংযম্য) অনির্দ্দেশ্যং (শব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্) অব্যক্তং (রূপাদিহীনং) সর্ব্বত্রগং (সর্ব্বব্যাপি) অচিন্ত্যং (চিন্তাতীতং) কূটস্থং (মায়াপ্রপঞ্চে অবস্থিতম্) অচলং (স্পন্দনরহিতম্) [অতএব] ধ্রুবং নিত্যম্ অক্ষরং (ব্রহ্ম) পর্য্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি), সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি (লভন্তে)॥ ৩।৪

অনু।—সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমান্ যে সকল ব্যক্তি নিখিল ইন্দ্রিয়-সমূহ সম্যক্‌রূপে সংযত করিয়া, শব্দাতীত রূপাদিবিহীন, সর্ব্বব্যাপী চিন্তাতীত, কূটস্থ, স্পন্দনবিহীন, অতএব নিত্য—এতাদৃশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সর্ব্বভূতহিত-সাধনে অবহিতচিত্ত সেই সাধকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ ৩।৪

স্বামী।—তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি মামেব প্রাপ্নু-বন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যং

শব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যং যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠাতৃত্বেনাবস্থিতম্ অচলং স্পন্দনরহিতম্ অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩।৪

টিপ্পনী।—নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকারীর কি উৎকর্ষ যে তদ্দ্বারা ভগবান্ তাহাদিগকেই "যুক্ততম" বলিয়া বিবেচনা করিলেন? এই সন্দেহ নিরাসের জন্য ভগবান্ প্রথমতঃ তাহাদের উৎকর্ষপ্রকাশক নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির প্রস্তাব করিতেছেন। যাঁহারা অক্ষর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। অক্ষরত্বের প্রতিপাদক পরবর্ত্তী সপ্ত বিশেষণ, প্রথম—"অনির্দ্দেশ্য" শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য, তাহার কারণ "অব্যক্ত" অর্থাৎ শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত জাতি-গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধরহিত। যদি বল জাতি গুণাদিব্যতিরেকে নির্ব্বিশেষ বস্তুতে শব্দপ্রবৃত্তি অসম্ভব, অতএব জাত্যাদিরাহিত্য কিরূপে সম্ভব হয়? এইজন্য বলিতেছেন যে, সেই অক্ষর "সর্ব্বত্রগ" সর্ব্বব্যাপী; পরিচ্ছিন্ন কার্য্যবস্তুরই জাত্যাদি ব্যবহার প্রসিদ্ধ, অতএব সর্ব্বব্যাপী অক্ষরের জাত্যাদিরাহিত্য অসঙ্গত নহে। এই জন্যই তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ শব্দবৃত্তির ন্যায় মনোবৃত্তিরও অবিষয়; পঞ্চম বিশেষণ "কূটস্থ", যাহা বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকেই লোকে কূট বলিয়া থাকে; যেমন—"কূটসাক্ষী" অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষী, সেইরূপ মায়াখ্য অজ্ঞান তদীয় কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত মিথ্যা হইয়াও সত্য বলিয়া লোকে প্রতীত হয়, এই জন্য তাহারা কূটপদবাচ্য; তাদৃশ কূটে যিনি অধ্যস্ত—আরোপিত অর্থাৎ আধ্যাসিক সম্বন্ধে তাহাদের

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫

অধিষ্ঠান—আশ্রয়রূপে তাহাতে অবস্থিত তিনিই কূটস্থ; তিনি অচল, সমস্ত বিকারজাতের অবিদ্যাকল্পিতত্বনিবন্ধন তাহাদের অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্য নির্ব্বিকার, অচল বলিয়াই ধ্রুব—অপরিণামী, এতাদৃশ শুদ্ধব্রহ্ম আমাকে বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহরূপ নিদিধ্যাসনদ্বারা বিষয়ীকৃত করিবে। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ বর্ত্তমান থাকিলে বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহের পরিহার অসম্ভব বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিবে। এতাদৃশ ইন্দ্রিয়সংযমও বিষয়ভোগ-বাসনাসত্ত্বে অসম্ভব; এই জন্য বলিতেছেন যে, তিনি সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইবেন অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ মান অপমান তুল্যজ্ঞান করিবেন। জ্ঞানদ্বারা বাসনার কারণ অজ্ঞান দূরীভূত হইলে বিষয়-দোষদর্শনের অভ্যাস পরিপক্ক হওয়ার জন্য বিষয়স্পৃহা অপনীত হওয়ায় তাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া থাকেন। ক্রমে হিংসার কারণ দ্বেষ অপনীত হওয়ায় তাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত থাকেন। এবম্বিধ যোগিগণ অক্ষয় ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩।৪

অন্বয়ঃ।—অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অক্ষরে ব্রহ্মণি নিবিষ্ট-চিত্তানাং) তেষাং অধিকতরঃ ক্লেশঃ [ভবতি]; হি (যতঃ) দেহবদ্ভিঃ (দেহভিঃ) অব্যক্তা (অব্যক্তবিষয়া) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখং [যথা স্যাৎ তথা] অবাপ্যতে (লভতে) ॥ ৫

অনু।—যাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনায় আসক্তচিত্ত, তাঁহাদের অধিকতর ক্লেশ হয়; কারণ দেহিগণ অতিকষ্টে অব্যক্ত-গতি (ব্রহ্মনিষ্ঠা) লাভ করেন ॥ ৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭

স্বামী।—নমু চ তেঽপি [যদি] ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হী-তরেষাং যুক্ততমত্বং কুত ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্ব্বিশেষঽক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভি-মানিভির্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্‌প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৫

টিপ্পনী।—ইদানীং সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণের অপেক্ষা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের যে অধিক ক্লেশ হয়,তাহা দেখাইতেছেন।—সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণের ও বিষয় হইতে চিত্ত আহৃত করিয়া সগুণ ব্রহ্মে নিবিষ্ট করা এবং শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া নিরন্তর তৎকর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া ক্লেশসাধ্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক-গণের ক্লেশ তদপেক্ষা ও অধিক। এ বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ংই কারণ দেখাইতেছেন।—যেহেতু অক্ষরাত্মক ফলভূত গন্তব্য ব্রহ্ম দেহাভি-মানী ব্যক্তিগণ অতি ক্লেশে—সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক গুরুসমীপে গমন করিয়া বেদান্ত-বাক্যের তত্তৎ বিচারদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হইলে লাভ করিতে সমর্থ হন, এই জন্য তাঁহাদেরই অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। যদিও উভয়ের একই ফল, তথাপি যাঁহারা তাহা অল্প ক্লেশে প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহারা অধিক ক্লেশে প্রাপ্ত হন তাঁহারা অপকৃষ্ট॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ [সন্তঃ] অনন্যেন যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে (সেবন্তে), হে পার্থ! ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ অহং ন চিরাৎ (শীঘ্রমেব) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ॥ ৬। ৭

অনু।—যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অনন্য-ভক্তিযোগসহকারে আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবেশিতচিত্ত সেই সাধকগণকে আমি অবিলম্বে মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬।৭

স্বামী।—মদ্ভক্তানান্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতী-ত্যাহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ। তেষা-মিতি এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরা-দহং সম্যগুদ্ধর্ত্তা অচিরেণৈব ভবামি ॥ ৬।৭

টিপ্পনী।—আশঙ্কা হইতেছে যে, ফল তুল্য হইলে ক্লেশের আধিক্য এবং অল্পতাদ্বারা উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ হইতে পারে, কিন্তু এই স্থলে ফলেরই তুল্যতা হইতে পারে না; যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের ফল অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যসমূহের নিবৃত্তিদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ লাভ, সগুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের ফল—অবিদ্যা নিবৃত্তির অভাবনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যবিশেষ লাভদ্বারা কার্য্য ব্রহ্মলোক গমন; অতএব ফলাধিক্যনিবন্ধন অধিক ক্লেশ ন্যূনতার কারণ হইতে পারে না; ইহাও বলিতে পার না, কেননা, সগুণোপাসনদ্বারা তাহাদের ব্রহ্ম প্রাপ্তির সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হয় এবং গুরূপাসনা ও শ্রবণ মননাদি ক্লেশ ব্যতিরেকেই স্বয়ং আবির্ভূত বেদান্ত বাক্য-

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊৰ্দ্ধং ন সংশয় ॥ ৮

দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যভোগাবসানে নির্গুণ বিদ্যার ফল পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকে। অতএব প্রাগুক্ত ক্লেশ না করিয়াই সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ ভগবৎপ্রসাদে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল লাভ করে, ইহাই বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে কথিত হইতেছে।—"তু" শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিরাকরণার্থ। যাহারা আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া মৎপর হইয়া অনন্যাবলম্বী যোগদ্বারা আমার দ্বিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি যে কোন মূর্ত্তির ধ্যান করে, আমি মদাসক্ত সেই যোগিগণকে মৃত্যুব্যাপ্ত সংসাররূপ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি—অনায়াসে সর্ব্বাধার অবধিভূত শুদ্ধ পরব্রহ্মে বিলীন করি ॥ ৬।৭

অন্বয়ঃ ;—[তস্মাৎ] ময়ি এবমনঃ আধৎস্ব (স্থিরীকুরু) ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় [এবং কুর্ব্বন্ জ্ঞানী সন্] অতঃ ঊর্দ্ধং (দেহান্তে মরণাদনন্তরং ময়ি এব নিবসিষ্যসি (নিবৎস্যসি) [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি] ॥ ৮

অনু।—অতএব আমাতেই মন স্থির কর; আমাতেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিবেশিত কর; [এইরূপ করিতে করিতে] দেহত্যাগান্তে আমাতেই বাস করিতে পারিবে(একান্তভাবে আমায় প্রাপ্ত হইতে পারিবে), ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮

স্বামী।—যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি। মযোব সঙ্কল্প-বকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু; বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং মযোব নিবেশয়। এবং কুর্ব্বন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

ঊর্দ্ধং দেহান্তে মরণান্তরং ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি; নাত্র সংশয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ;—"দেহান্তে দেবস্তারকং পরং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে" ইতি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হে ধনঞ্জয়! অথ (যদি) ময়ি চিত্তং স্থিরং [যথা স্যাৎ তথা] সমাধাতুং (ধারয়িতুং) ন শক্নোষি (শক্তো ন ভবসি) ততঃ (তর্হি) অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুং (লব্ধুম্) ইচ্ছ প্রযত্নং কুরু) ॥ ৯

অনু।—হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রযত্ন কর ॥ ৯

স্বামী।—অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্ন কুরু ॥ ৯

টিপ্পনী।—ইদানীং সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে অসমর্থ ব্যক্তিগণের অশক্তির অল্পাধিক্যবশতঃ প্রথমতঃ বাহ্য প্রতিমাদিতে ভগবানের ধ্যানভ্যাস; তাহাতে অশক্ত হইলে, ভগবানের প্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; ইহাতেও অশক্ত হইলে, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করা বিধেয়, এই তিনটি সাধন শ্লোকত্রয়ে বলিতেছেন।—যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তবে কোন প্রতিমাদিতে অভ্যাসযোগদ্বারা অর্থাৎ চিত্তের পুনঃ পুনঃ স্থাপনরূপ সমাধিদ্বারা

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। "ধনঞ্জয়" এই সম্বোধনের তাৎপর্য্য এই যে, তুমি রাজসূয় যজ্ঞকালে বহু শত্রু জয় করিয়া অনেক ধন আহরণ করিয়াছ, ইদানীং একমাত্র মনঃশত্রুকে জয় করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ ধনাহরণ তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[যদি পুনঃ] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি [তর্হি] মৎকর্ম্মপরমঃ (মৎপ্রাপ্তিসাধকে কর্ম্মণি একান্তনিষ্ঠঃ) ভব ; মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিং (মোক্ষম্) অবাপ্স্যসি ॥ ১০

অনু।—[পরন্তু যদি] অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, সেই সকল কর্ম্মে আসক্ত হও ; আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ কর্ম্ম করিলেও তুমি [ক্রমশঃ] মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১০

স্বামী।—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি যদি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাসব্রতপূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ত্তনাদিনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব, এবম্ভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—অথ, (যদি) এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ (অসমর্থঃ) অসি, ততঃ (তর্হি) মদ্‌যোগং (মদেকশরণত্বম্)

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২

আশ্রিতঃ (অবলম্বমানঃ) যতাত্মবান্‌ (সংযতচিত্তঃ) [সন্‌] সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ॥ ১১

অনু।—আর যদি ইহাতেও অসমর্থ হও, তবে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১

স্বামী।—অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোমি তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্‌ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণাং ফলানি নিরতচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি ফলং পুনর্দ্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্‌ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[সম্যগ্‌জ্ঞানরহিতাৎ] অভ্যাসাৎ [যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং] জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে (বিশিষ্টং ভবতি) ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ [শ্রেয়ান্‌] ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ (সংসারশান্তিঃ) [ভবতি] ॥ ১২

অনু।—[সম্যক্‌ জ্ঞানরহিত] অভ্যাস অপেক্ষা [যুক্তি সহিত উপদেশপূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ ; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; তাদৃশ কর্ম্মফলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে শান্তি উৎপন্ন হয় ॥ ১২

স্বামী।—তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। সম্যক্

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতেঃ, তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্মাদেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা তৎপ্রসাদেন সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি॥ ১২

টিপ্পনী।—এই শ্লোকে সাধননিরূপণের অবসান হওয়ায় শেষোক্ত সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের প্রশংসা করিতেছেন। জ্ঞানার্থ শ্রবণাভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শব্দ ও যুক্তিদ্বারা আত্মনিশ্চয় প্রশস্ত, সেই শ্রবণমননদ্বারা সুনিষ্পন্ন জ্ঞান অপেক্ষা নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ; কেননা, ধ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু; তাহা হইতেও অজ্ঞপুরুষ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলত্যাগ বিশিষ্ট; নিয়ত চিত্ত পুরুষদ্বারা অনুষ্ঠিত সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগহেতুক শান্তিলাভ হইয়া থাকে। "প্রজহাতি যদা কামান্" (২য় ৫৫শ) ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বকামত্যাগই মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (কেবল অজ্ঞানুষ্ঠিত কর্ম্মত্যাগ নহে) এস্থলে কথিত কর্ম্মফলও কামস্বরূপ, অতএব তাহার ত্যাগও কামত্যাগস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বকামত্যাগের ফলই কর্ম্মফলত্যাগের ফল বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে মাত্র; যেমন অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এই জন্য তজ্জাতীয় আধুনিক

ব্রাহ্মণগণ সেই সেই কার্য্যে অসমর্থ হইলেও অপরিমেয় পরাক্রম-শালী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ কর্ম্মফল ত্যাগদ্বারা পরম কৈবল্যলাভ হইতে পারে না ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণঃ চ এব, নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩।১৪

অনু।—যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষপরিশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন এবং দয়ালু অর্থাৎ উত্তমে দ্বেষশূন্য, সমানে মিত্রতাসম্পন্ন এবং হীন-জনে কৃপালু, আর মমত্বহীন, অহঙ্কারশূন্য, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমা-তেই মনোবুদ্ধিসমর্পণকারী ঈদৃশ মদ্‌ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৩।১৪

স্বামী।—এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্ম্মানাহ—অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ,—উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবান্যৈঃ সহ সমে সুখ-দুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ। সন্তুষ্ট ইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযত-স্বভাবঃ দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন এব-ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩।১৪

টিপ্পনী।—এইরূপে ভগবান্ মন্দাধিকারীর প্রতি অক্ষরো-পাসনার অতি দুষ্করত্বনিবন্ধন সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নিরূপণ করিয়া শক্তির তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন সাধনও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে অক্ষরে ব্রাহ্মোপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা তাহার হেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য নহে; কিন্তু সগুণ ব্রহ্মোপাসনার

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

প্রশংসার জন্য। যেমন উদিত হোমের বিধানপ্রস্তাবে অনুদিত হোমের নিন্দা তাহার অপকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করে না, কিন্তু উদিত হোমের প্রাশস্ত্যই প্রকাশ করে সেইরূপ; ন্যায়ও দেখা যায় যে, "নিন্দা নিন্দিত বিষয়ের তিরস্কারের জন্য প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসার জন্যই"। অতএব বস্তুতঃ অক্ষরোপাসকই শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ; ভগবান্ স্বয়ং ও "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতঃ" (৭ম ১৭শ ১৮শ) ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদেরই জ্ঞান ও ধর্ম্মজাত তোমার অনুসরণ করা উচিত, ইহাই অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য পরমহিতৈষী ভগবান্ কৃতকৃত্য অক্ষরোপাসকগণের প্রস্তাব করিতেছেন।—সকল প্রাণিবর্গকে যিনি আত্মতুল্য,অবলোকন করিয়া দুঃখে প্রতিকূল বুদ্ধির অভাব নিবন্ধন দুঃখদায়ক হইলেও তাহাদের প্রতি দ্বেষ করে না,প্রত্যুত তাহাদের প্রতি স্নেহবানই হইয়া থাকেন। যিনি দুঃখিতের প্রতি দয়াবান্, যিনি দেহেও মমতাহীন, যাঁহার অহঙ্কার বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহার দ্বেষ ও রাগাদির অভাববশতঃ সুখ-দুঃখে তুল্য জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধনই যিনি তিরস্কৃত অথবা প্রহৃত হইয়াও বিকার প্রাপ্ত হন না,যিনি শরীরধারণোপযোগী ধনাদির লাভালাভে সমান সন্তুষ্ট, যিনি সমাহিত চিত্ত ও যতাত্মা, যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ শুদ্ধ ব্রহ্মবিৎ ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্‌বিজতে (ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি) যশ্চ লোকাৎ ন উদ্‌বিজতে (উদ্‌বেগং নাপ্নোতি)

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ [ঈদৃশঃ যো মদ্ভক্তঃ] স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

অনু।—যাঁহা হইতে লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না; যিনি লোক হইতেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, আর যিনি হর্ষ অমর্ষ (অন্যের লাভে অসহিষ্ণুতা) ভয় এবং উদ্বেগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—ঈদৃশ মদ্ভক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১৪

স্বামী।—কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সাকাশাৎ লোকো জনঃ নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকাৎ নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ, তত্র হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তচিত্তক্ষোভঃ এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

টিপ্পনী।—পুনর্ব্বার তাহারই বিশেষণ সকল উপন্যস্ত হইতেছে। সর্ব্বভূতের অভয়দাতা যে সন্ন্যাসী হইতে প্রাণিসমূহ উদ্বিগ্ন হয় না এবং নিরপরাধ ব্যক্তিরও উদ্বেগজনক খল ব্যক্তি হইতেও যিনি উদ্বিগ্ন—সন্তপ্ত হন না, যিনি নিজের লাভে হর্ষ ও পরের অভ্যুদয়ে অমর্ষ—দ্বেষ, ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ মদ্ভক্ত ব্যক্তিই আমার প্রিয় ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহঃ) শুচিঃ (শৌচসম্পন্নঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ) উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্যঃ) গতব্যথঃ (আধিশূন্যঃ) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বোদ্যমত্যাগী) [এবম্ভূতং] যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

অনু।—স্পৃহাহীন, শুচি, আলস্যহীন, পক্ষপাতশূন্য, মনঃ-

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

পীড়াশূন্য এবং সর্ব্ববিধ উদ্যমপরিত্যাগী—ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৬

স্বামী।—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ, শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোঽনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথঃ আধিশূন্যঃ, সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

টিপ্পনী।—আর যিনি নিরপেক্ষ—দৈববশতঃ উপস্থিত ভোগোপকরণেও স্পৃহাশূন্য, শুচি—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচসমন্বিত, যিনি কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিষ্পাদন ও বোধে সমর্থ, যিনি উদাসীন অর্থাৎ মিত্রাদির পক্ষ ভজনা করেন না, যিনি গতব্যথ—পর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও পীড়াহীন, যিনি ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, তাদৃশ সন্ন্যাসী ব্যক্তিই আমার প্রিয় ভক্ত ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—যঃ [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি [অপ্রিয়ঃ প্রাপ্য] ন দ্বেষ্টি; [ইষ্টনাশে] ন শোচতি, [অপ্রাপ্তমর্থং] ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভপরিত্যাগী (পুণ্যপাপত্যাগী) যঃ ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অনু।—যিনি [প্রিয়লাভে] হৃষ্ট হন না, [অপ্রিয়সংঘটনে বিষণ্ণ হন না, [ইষ্টনাশে] শোক করেন না, [অপ্রাপ্ত অর্থ] আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

স্বামী।—কিঞ্চ য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

টীপ্পনী।—পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই আমার প্রিয়; তাঁহারা কিরূপে সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন হন, বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাই বিবৃত করিতেছেন। যিনি অভিমত বস্তুলাভে হৃষ্ট এবং অনভিমত বস্তুলাভে দ্বেষসম্পন্ন হন না, যিনি ইষ্ট বস্তুর অভাবনিবন্ধন শোক এবং ইষ্ট বস্তুর লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি সুখসাধন এবং দুঃখসাধন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। এই শ্লোকের "শুভাশুভ-পরিত্যাগী" এই অংশটি পূর্ব্বশ্লোকীয় "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" এই পদের বিস্তার মাত্র ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (অনাসক্তঃ) তুল্যনিন্দা-স্তুতিঃ মৌনী (সংযতবাক্) যেন কেনচিৎ (যথালব্ধেন) সন্তুষ্টঃ অনিকেত, (নিয়তবাসশূন্যঃ) স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ) [এবম্ভূতঃ] ভক্তিমান্ নরঃ মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৮।১৯

অনু।—যিনি শত্রু মিত্রে সমভাবাপন্ন, মান ও অপমানে

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

অবিকৃত, শীত গ্রীষ্ম সুখ ও দুঃখে নির্ব্বিকার চিত্ত, আসক্তিবিহীন নিন্দা ও প্রশংসায় নির্ব্বিকার, মৌনী, যথালব্ধ অর্থে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানহীন, স্থিরচিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥১৮।১৯

স্বামী।—কিঞ্চ সম ইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সম একরূপঃ মানাপমানয়োরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতঞ্চয়োঃ সুখদুঃখশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ক্বচিদপ্যনাসক্তঃ। কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ মৌনী সংযতবাক্ যেন কেনচিৎ, যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ স্থিরমতিঃ, ব্যবস্থিতচিত্তঃ এবম্ভূতো মদ্ভক্তিমান্ যঃ স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮।১৯

টিপ্পনী।—যিনি সঙ্গবর্জ্জিত অর্থাৎ চেতন অচেতন যাবতীয় বিষয়ে সৌন্দর্য্যবোধরহিত—সর্ব্বপ্রকারে হর্ষবিষাদশূন্য, সুখদুঃখে তুল্যজ্ঞাননিবন্ধন সুখদুঃখজনক স্তুতি নিন্দায় যাহার সমজ্ঞান, যিনি বাক্য সংযত করিতে পারিয়াছেন, যিনি বাক্যের ব্যবহারব্যতিরেকেই কোন চেষ্টাদি না করিয়া বলবান্ প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা সমানীত, শরীররক্ষণোপযোগী ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট, যিনি একত্র বহুকাল বাস করেন না, যিনি পরমার্থবিষয়ক মতি স্থির করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। ভক্তিই মুক্তির শ্রেষ্ঠ কারণ

ইহাই দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদনের জন্য পুনঃ পুনঃ ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন॥ ১৮।১৯

অন্বয়ঃ।—যে তু যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতম্ (অমৃতত্বসাধনং ধর্ম্মং) পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ) মৎপরমাঃ [সন্তঃ] ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ॥ ২০

অনু।—যাঁহারা উক্ত প্রকার অমৃতত্বসম্পাদক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ সেই সকল ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয়॥ ২০

স্বামী।—উক্তং ধর্ম্মজাতং সফলমুপসংহরতি যে ত্বিতি যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্ম্মমেবামৃতম্ অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি॥ ২০

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিসৎপথবান্ ভজেৎ॥

ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২

টিপ্পনী।—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" (১২শ ১৩শ) ইত্যাদি শ্লোকসমূহদ্বারা অক্ষরোপাসক সন্ন্যাসিগণের লক্ষণভূত স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মসমূহ নিরূপিত হইল। এই অক্ষরোপাসক সন্ন্যাসীর ধর্ম্মসমূহই পূর্ব্বে (২য় ৪৫শ) ইত্যাদি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মসমূহ যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে মুমুক্ষুব্যক্তির মোক্ষ সাধনা হইয়া থাকে ইহা প্রতিপাদন করত অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন।—যে মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণ এই মোক্ষসাধক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, যত্নপূর্ব্বক "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি শ্লোকসমূহদ্বারা প্রতিপাদিত অমৃতের আস্বাদযুক্ত এই ধর্ম্মের অনুশীলন করে, অক্ষর

ব্রহ্মরূপী আমিই একমাত্র যাহার গম্য, এবম্বিধ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই আমার অত্যন্ত প্রিয়। পূর্ব্বসূচিত "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং" (৭ম ১৭শ) এই শ্লোকের এইটী উপসংহার। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান-পরিপাকবশতঃ নির্গুণব্রহ্মচিন্তক সন্ন্যাসীর অদ্বেষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ঈদৃশ মুখ্যাধিকারীর বেদান্তার্থ শ্রবণ মননাদির দ্বারা বেদান্ত বাক্যার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার হওয়ায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; অতএব বেদান্তবাক্যার্থের অন্বয়যোগ্য, তৎপদার্থের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, ইহা মধ্যম ষট্‌কে নিরূপিত হইল ॥ ২০

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥]

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥১

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ এব, জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ এব—এতৎ বেদিতুং (জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি। [শ্লোকোঽয়ং বহুষেব পুস্তকেষু নাস্তি। ন চ কৈরপি টীকাকৃদ্ভিঃ শ্লোকোঽয়ং ব্যাখ্যাতঃ]॥

অনু।—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! আমি প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই গুলির তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে, যঃ এতৎ বেত্তি (জানাতি) তদ্‌বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকজ্ঞাঃ) তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ॥১

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কুন্তীনন্দন! এই ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত; যিনি ইহাকে জানেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন॥১

স্বামী।—ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ। ত্রয়ো-

দশেঽথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥ "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ" ইতি পূর্ব্বং প্রতি-জ্ঞাতং ; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানো-পদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে ; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরবিভক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ভোগায়তন শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ, এতদ্যো বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ কৃষীবলবত্তৎফল-ভোক্তৃত্বাৎ ; তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকজ্ঞাঃ॥ ১

টিপ্পনী।—প্রথম ও মধ্যম ষট্‌কে তৎ ও তং পদার্থের বিষয় বলা হইয়াছে, ইদানীং সম্যক্ জ্ঞানপ্রধান শেষ ষট্‌ক আরব্ধ হই-তেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছেন "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" (১২শ ৭ম) অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি, কিন্তু আত্মজ্ঞানরূপ মৃত্যু হইতে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে উদ্ধার অসম্ভব, অতএব যাদৃশ আত্মজ্ঞানদ্বারা মৃত্যুসংসারের নিবৃত্তি হয় এবং যাদৃশ আত্মজ্ঞানদ্বারা সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বোক্ত অদ্বেষ্টৃত্বাদিগুণালঙ্কৃত হন, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান বলা আবশ্যক, ঈদৃশ জ্ঞানের পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদই বিষয় অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানদ্বারা জীবপরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই হইয়া থাকে, যে হেতু তাহাদের ভেদজ্ঞানরূপ ভ্রমই যাবতীয় অনর্থের মূল॥ এ বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন সংসারী জীবের সহিত অসংসারী এক আত্মার অভেদ কিরূপে সম্ভব

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

হয়, ইহার উত্তরে ইহাই বলা উচিত যে, সংসার এবং ভেদ অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া আত্মার ধর্ম্ম নহে, অতএব জীবের সংসারিত্ব ও ভিন্নত্ব হইতে পারে না। এতদর্থে দেহ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণরূপ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ ভিন্ন ও প্রতিক্ষেত্রে এক, তিনি নির্ব্বিকার জীব, ইহা প্রতিপাদনের জন্য এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেচনা করিবেন। এতন্মধ্যে সপ্তমাধ্যায়ে যে ভূম্যাদি ও জীবকে পরাপর-রূপা দ্বিবিধ প্রকৃতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনিরূপণ করিবার অভিলাষে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত এই দেহই ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে ইহাকে অবগত আছে, অর্থাৎ ইহাতে "অহং মম" ইত্যাদি অহঙ্কার করে,তাহাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্গণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। যেমন কৃষক ক্ষেত্রের ফলভোক্তা সেইরূপ তিনিই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ ক্ষেত্রের ফলভোক্তা বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু মাং চাপি ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ [বৈলক্ষণ্যেন] যৎ জ্ঞানং, তৎ জ্ঞানং মম মতম্ (অভিপ্রেতম্)॥ ২

অনু।—হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞসম্বন্ধে যে বৈলক্ষণ্যজ্ঞান, আমার মতে তাহাই প্রকৃত জ্ঞান॥ ২

স্বামী।—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তমিদানীং তস্যৈব

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

পারমার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি, "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপস্যোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতজ্‌জ্ঞানং স্তৌতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যদ্বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানং মম মতম্; অন্যত্তু বৃথা পাণ্ডিত্যং বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং,—"তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্॥" ইতি॥ ২

অন্বয়ঃ।—তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ, যাদৃক্ চ, যদ্‌বিকারি (যৈঃ ইন্দ্রিয়াদিবিকারৈঃ যুক্তং), যতশ্চ [ভবতি], যচ্চ (যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈঃ ভিন্নং) [ভবতি]; স চ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) যঃ যৎপ্রভাবশ্চ, তৎ সমাসেন (সংক্ষেপেণ) মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু॥ ৩

অনু।—সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যে প্রকার [ধর্ম্মবিশিষ্ট], যে যে ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবলে উদ্ভূত এবং স্থাবর-জঙ্গমাদিভেদে যেরূপ বিভিন্ন আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা, যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, তৎসমুদয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৩

স্বামী।—অত্র যদ্যপি চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেন অবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থম্ "ইদং শরীরং ক্ষেত্রজ্ঞম্" ইত্যুক্তম্; তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া তৎক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়-দৃশ্যাদিস্বভাবং, যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদি-

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

ধর্ম্মকং, যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতি-পুরুষসংযোগাদ্ভবতি, যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈ-র্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ যৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য-যোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্ব্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[এতৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ স্বরূপম্] ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠাদিভিঃ) বহুধা গীতং (নিরূপিতম্); বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ [বহুধা গীতং], বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈঃ) হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ) পৃথক্ [বহুধা গীতম্] ॥ ৪

অনু।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ঋষিগণ বহু প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন; তাঁহারা নানাবিধ বেদবাক্যদ্বারা এবং সন্দেহবিনাশক হেতুবিশিষ্ট ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ (উপনিষদ্বাক্য) দ্বারা পৃথক পৃথক্ ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৪

স্বামী।—কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্থায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়া-মাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদি-বিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈ-র্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মাদি--বিষয়ৈশ্ছন্দোভেদৈর্নানাপূজ-নীয়দেবতারূপেণ গীতং, ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূচ্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি। তথা ব্রহ্ম পদ্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়তে" ইতি। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে; তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমদ্ভিঃ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্, আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—মহাভূতানি (ভূম্যাদীনি পঞ্চ) অহঙ্কারঃ (তৎকারণভূতঃ) বুদ্ধিঃ (জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্) অব্যক্তং (মূলপ্রকৃতিঃ) এব, দশ ইন্দ্রিয়াণি একং (মনঃ) চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ (শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ) [ইতি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি]; ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সঙ্ঘাতঃ (শরীরং), চেতনা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্যম্), এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপেণ) উদাহৃতম্ (উক্তম্)॥ ৫।৬

অনু।—ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, যে সকলের কারণস্বরূপ অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয় আর ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা (জ্ঞানা-

ত্মিকা মনোবৃত্তি) ও ধৈর্য্য—এই কয়েকটি ইন্দ্রিয়াদি বিকার সমেত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল। ৫।৬

স্বামী।—অত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, "শ্রোত্রত্বগ্ ঘ্রাণদৃগ্ জিহ্বাবাগ্ দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি পায়বঃ" ইতি। একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ, তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্, এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বান্নাত্মধর্ম্মাঃ অপি তু মনোধর্ম্মাঃ ; অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব, উপলক্ষণঞ্চৈতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৫।৬

টিপ্পনী।—সম্প্রতি শ্লোকদ্বয়ে ক্ষেত্রের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—ভূম্যাদি পঞ্চ মহাভূত, তৎকারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারকারণ অধ্যবসায়লক্ষণ মহত্তত্ত্ব, তাহার কারণ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মক প্রধান এই আটটীই প্রকৃতি। ইহা সাঙ্খ্যমতে কথিত হইল। বেদান্ত মতে অব্যক্তপদে অনির্ব্বচনীয় মায়াখ্য ঈশ্বরের শক্তি, বুদ্ধি অর্থ সৃষ্টিকালে সদ্বিষয়ক দর্শন, অহঙ্কার—দর্শনানন্তর "আমি বহু হইব" ইত্যাকার সঙ্কল্প ও তদনন্তর আকাশাদিক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। বৈদান্তিকেরা সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি স্বীকার

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭

করেন না ; কারণ তাঁহারা বলেন, সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ ঐ সকল পদার্থ অবৈদিক। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ এই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক এক মন ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় ; ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞাপ্য বিধায় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিধায় বিষয়। এই সকলকে সাঙ্খ্যবিদ্‌গণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুখ এবং তৎসাধনে "ইহা আমার হৌক্" ঈদৃশ স্পৃহারূপ চিত্তবৃত্তি—ইচ্ছা, ইহাকেই কাম, রাগ ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিহিত করা হয়। দ্বেষ অর্থ ক্রোধ—ঈর্ষা, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত—পঞ্চ মহাভূতের পরিণাম সেন্দ্রিয় শরীর, চেতনা—জ্ঞান, ধৃতি—অবসন্নদেহাদির আশ্রয়ের হেতু প্রযত্ন ; এই কয়টি যাবতীয় অন্তঃকরণধর্ম্মের উপলক্ষণ ; এই পরিদৃশ্যমান মহাভূতাদি ধৃত্যন্ত যাবতীয় পদার্থ জড় এবং সাক্ষিস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞদ্বারা প্রকাশ্য বলিয়া ক্ষেত্র নামে কথিত হয়। নাস্তিকেরা শরীর ও ইন্দ্রিয়সংঘাতকেই চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন, বৌদ্ধেরা চেতনাকেই ক্ষণিক আত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, নৈয়ায়িকেরা ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; অতএব ইহারা সকলেই ক্ষেত্র ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় ? ইহার উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন যে, ইহারা সকলেই সবিকার অর্থাৎ জন্মবিনাশশীল, অতএব ইহারা বিকার সাক্ষী হইতে পারে না। যেহেতু নিজেকে নিজ দেখা কখনই সম্ভব হয় না। অতএব সর্ব্ববিকারসাক্ষী নির্ব্বিকার

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

বলিয়া স্থির করিতে হইবে; এই হেতু বৌদ্ধাদির মত এখানে গ্রহণীয় নহে ॥ ৫।৬

অন্বয়ঃ।—অমানিত্বং (স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্) অদম্ভিত্বং (দম্ভরাহিত্যম্) অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জনং) ক্ষান্তিঃ (সহিষ্ণুতা) আর্জ্জবং (সরলতা) আচার্য্যোপাসনং (গুরুসেবনং) শৌচঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ) স্থৈর্য্যং (সন্মার্গনিষ্ঠতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযমঃ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্, অসক্তিঃ (অনাসক্তিঃ) পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষঙ্গঃ (আত্মাধ্যাসাতিরেকাভাবঃ) নিত্যং সমচিত্তত্বং (চিত্তৈকরূপতা চ), ময়ি চ অনন্যযোগেন (সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা) অব্যভিচারিণী (একান্তা) ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং (শুদ্ধে চিত্ত-প্রসাদকরে চ দেশে অবস্থানং) জনসংসদি (প্রাকৃত-জনসভায়াম্) অরতিঃ (রত্যভাবঃ) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ (আত্মজ্ঞানে একান্তনিষ্ঠা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং (মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতালোচনম্)—এতৎ জ্ঞানং (প্রোক্তং)

যৎ অতঃ অন্যথা (অস্মাৎ বিপরীতং) [তৎ] অজ্ঞানম্ ॥ ৭—১১

অনু ।—আত্মগুণের শ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা পরপীড়া-বর্জ্জন, ক্ষমা, সরলতা, সদ্‌গুরু-সেবা, অন্তর্ব্বহিঃশুচিতা, স্থৈর্য্য (সাধু-মার্গে নিষ্ঠা) আত্মসংযম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম, মৃত্যু জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, অনাসক্তি, পুত্র কলত্র ও গৃহাদিতে আত্মীয়বোধের অভাব, ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি একান্ত ভক্তি, বিশুদ্ধ ও চিত্ত-প্রসাদকর ভূভাগে অবস্থান, প্রাকৃতজনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা এবং মোক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা পরিচিন্তন—এই গুলিই জ্ঞান নামে অভিহিত ; যাহা ইহার বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান ॥ ৭—১১

স্বামী ।—ইদানীমমানিত্বাদিপঞ্চভিরুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদ্-ব্যতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তত্ত্বজ্ঞানসাধ-নান্যাহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্, অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বং, আর্জ্জবম্ অবক্রতা, আচার্য্যোপাসনং সদ্‌গুরুসেবনং, শৌচং বাহ্য-মাভ্যন্তরঞ্চ, তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথাচ স্মৃতিঃ,—শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥" ইতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ, এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শন-মিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ পুত্রদারাদি-পদার্থেষু প্রীতিত্যাগঃ,অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে বা দুঃখে অহমেব সুখী দুঃখী চ ইত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ, ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু

নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্।. কিঞ্চ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্য-যোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদকরস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং, প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতিঃ রত্যভাবঃ। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ তত্ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থং প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিত্ব-মদম্ভিত্বমিত্যাদিবিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভির্জ্ঞানসাধনত্বাৎ; অতোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ; অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্য-মিত্যর্থঃ॥ ৭—১১

টিপ্পনী।—ক্ষেত্র নিরূপণ করিয়া ইদানীং তৎসাক্ষী ক্ষেত্র-জ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌রূপে নিরূপিত করিতেছেন। তন্মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের উপযোগী বিধায় অমানিত্ব প্রভৃতি সাধনসমূহ নির্ণয় করিতে-ছেন।—বর্ত্তমান অথবা অবর্ত্তমান গুণদ্বারা আত্মশ্লাঘা—মানিত্ব, সম্মান লাভ এবং খ্যাতির জন্য নিজের ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি প্রকা-শের নাম দম্ভিত্ব, প্রাণিগণের পীড়া উৎপাদন হিংসা, এই সকল বর্জ্জনের নাম অমানিত্ব অদম্ভিত্ব অহিংসা। চিত্ত বিকারের কারণ পরের অপরাধ উপস্থিত হইলেও নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা সহ্য করার নাম ক্ষান্তি, আর্জ্জব অকৌটিল্য—সরলতা, আচার্য্য পদে মোক্ষের উপদেষ্টা, মনূক্ত উপনয়নদানানন্তর যিনি অধ্যয়ন করান তিনি নহেন। তাঁহার শুশ্রূষা—গুরুশুশ্রূষা। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর, বাহ্যশৌচ মৃত্তিকা বা জলাদিদ্বারা শরীরমলাদির অপসারণ, আভ্যন্তর শৌচ—বিষয়দোষদর্শনরূপ প্রতিপক্ষ-ভাবনা-

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২

দ্বারা মনোমলাদির অপনয়ন, মোক্ষসাধনসময়ে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও প্রারব্ধ-কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়া তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অধিক যত্ন করার নাম স্থৈর্য্য, আত্মবিনিগ্রহ—দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতের সভাবসিদ্ধ মোক্ষ-প্রতিকূলে প্রবৃত্তি নিরাস করিয়া মোক্ষসাধনেই নিবিষ্ট করা, ইন্দ্রিয়ার্থ—শব্দাদি বিষয়ে স্পৃহাভাবস্বরূপ চিত্তবৃত্তি বৈরাগ্য, আত্মশ্লাঘার অভাবসত্ত্বেও "আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট" এইরূপ গর্ব্বাখ্য মনোবৃত্তিবিশেষ অহঙ্কার, তৎপরিত্যাগ অনহঙ্কার, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং দুঃখে দোষবত্তার পুনঃ পুনঃ আলোচন, ইহারা বিষয়দোষদর্শনের হেতু বলিয়া আত্মজ্ঞানের উপকারী। সক্তি—আসক্তি—"আমার এই বস্তু" এইরূপ প্রীতি, অভিষঙ্গ—"এই পুত্রাদি আমিই" এইরূপ অনন্যত্ব ভাবনাদ্বারা অতিশয় প্রীতি অর্থাৎ অপরের সুখ অথবা দুঃখে আমিই সুখী দুঃখী এইরূপ মনে করা, ইহাদের অভাব অসক্তি অনভিষঙ্গ; পুত্র, কলত্র এবং ভৃত্যাদিতে এই আসক্তি ও অনভিষঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট বিষয়ে সমচিত্ততা হর্ষবিষাদাভাব, ভগবান্ ভিন্ন অন্য গতি নাই এইরূপ অনন্য যোগদ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া আমাতে প্রীতিরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ গঙ্গাতীরাদিতে অবস্থান—বিবিক্তদেশসেবিত্ব, বিষয়ভোগলম্পট আত্মজ্ঞানবিমুখ জনসমাজে অরতি, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানে প্রয়োজন মোক্ষের আলোচনা এই অমানিত্ব প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান বলিয়া কথিত; ইহার বিপরীত মানিত্ব, প্রভৃতি অজ্ঞান ॥ ৭—১১

অন্বয়ঃ।—যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতং (মোক্ষম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি); তৎ অনাদিমৎ, পরং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম; [তৎ] ন সৎ (বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ ন ভবতি) ন অসৎ (নিষেধমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ ন) উচ্যতে ॥ ১২

অনু।—যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি, যাহা জানিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা অনাদি ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তাহা সৎও নহে অসৎও নহে অর্থাৎ বিধিমুখে বা নিষেধমুখে প্রমাণের অতীত ॥ ১২

স্বামী।—এভিঃ সাধনৈর্যজ্‌জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্‌ভিঃ। যজ্‌জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি—যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ—অনাদিমৎ আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্ম্মতুপ্ প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ। যদ্বা অনাদীতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বয়ং মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ—ন সদিত্যাদি; বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে, নিষেধবিষয়স্তসচ্ছব্দেনোচ্যতে ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—[তৎ জ্ঞেয়ং বস্তু] সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পাণিপাদং (হস্তপদবিশিষ্টং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অক্ষিশিরোমুখং (নেত্রমস্তকমুখ-বিশিষ্টং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং) [সৎ] সর্ব্বম্ আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি ॥ ১৩

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪

অনু।—সেই জ্ঞেয় বস্তুটী সর্ব্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র নেত্র, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩

স্বামী।—নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতির্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মত্বম্ তস্য দর্শয়ন্নাহ—সর্ব্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্ব্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিঃ রূপাদিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[তৎ জ্ঞেয়ং বস্তু] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইত্যর্থঃ) [অথ চ] সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্; অসক্তঃ (সঙ্গশূন্যং) [তথাপি] সর্ব্বভৃৎ (সর্ব্বস্যাধারভূতং); নির্গুণং (সত্ত্বাদিগুণরহিতম্) [অথচ] গুণভোক্তৃ চ (গুণানাং পালকম্) ॥ ১৪

অনু।—[সেই জ্ঞেয় বস্তুটী] সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিতে বিষয়াকারে ভাসমান অথচ সমুদয় ইন্দ্রিয়বিহীন; সঙ্গশূন্য অথচ সর্ব্ববস্তুর আধারভূত; নির্গুণ অথচ গুণসমূহের পালক ॥ ১৪

স্বামী।—কিঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইতি

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

তথা, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্ আভাসয়তীতি বা। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জ্জিতম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্যং তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বস্যাধারভূতং তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—[তৎ জ্ঞেয়ং বস্তু] ভূতানাং বহিঃ অন্তশ্চ [স্থিতম্] অচরং (স্থাবরং) চরং (জঙ্গমম্) এব চ; সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ম্; [অতএব] [অবিদুষাং] দূরস্থং; [বিদুষাং পুনঃ] অন্তিকে (সমীপে) [বর্ত্তমানম্] ॥ ১৫

অনু।—[সেই জ্ঞেয় বস্তু] ভূতগণের মধ্যে ও বাহিরে অবস্থিত; স্থাবরও তিনি আবার জঙ্গমও তিনি; তিনি [রূপাদি-বিহীন বলিয়া] সূক্ষ্ম, এজন্য অবিজ্ঞেয়; [জ্ঞানিগণের] অতি সন্নিকৃষ্ট; [অজ্ঞদিগের] দূরবর্ত্তী ॥ ১৫

স্বামী।—কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্ত-র্ব্বহির্জ্জলমিব অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং যদ্ ভূতজাতং তদেব কার-ণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএব অবিদুষাং যোজন-লক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যং সন্নিহিতম্। তথাচ মন্ত্রঃ—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭

সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ইতি এজতি চলতি নৈজতি ন চলতি তৎ উ অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—[তৎ জ্ঞেয়ং] ভূতেষু চ অবিভক্তং (কারণাত্মনা অভিন্নম্) [অপি] বিভক্তমিব (কার্য্যাত্মনা ভিন্নমিব) চ স্থিতম্ ; [কিঞ্চ] ভূতভর্ত্তৃ (স্থিতিকালে ভূতানাং পোষকং) গ্রসিষ্ণু (প্রলয়-কালে গ্রসনশীলং) প্রভবিষ্ণু (সৃষ্টিকালে প্রভবনশীলম্) ॥ ১৬

অনু ।—সেই জ্ঞেয় বস্তু ভূতসমূহে [কারণাত্মরূপে] অভিন্ন হইয়াও [কার্য্যাত্মরূপে] ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হন, তিনি [পালনকালে] ভূতগণের পালনকর্ত্তা, [প্রলয়ে] সর্ব্বগ্রাসী এবং [সৃষ্টিকালে] উৎপত্তিশীল ॥ ১৬

স্বামী ।—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্ম-কেষবিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং চ;সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি তৎস্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ং ভূতানাং ভর্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসন-শীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—তৎ (জ্ঞেয়ং বস্তু) জ্যোতিষামপি (সূর্য্যাদীনামপি) জ্যোতিঃ (প্রকাশকম্) [অতঃ] তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরং (তেন অসংস্পৃষ্টম্) উচ্যতে ; [তদেব] জ্ঞানং [তদেব] জ্ঞেয়ং, [তদেব]

জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যং), [সৎ] সর্ব্বস্য (প্রাণিজাতস্য) হৃদি বিষ্ঠিতং (বিশেষেণ স্থিতম্) ॥ ১৭

অনু :—সেই জ্ঞেয় বস্তুটি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ-স্বরূপ ; [সুতরাং] অজ্ঞানান্ধকারের অতীত ; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানপ্রাপ্য ; [এইরূপে] তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৭

স্বামী ।—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশকং "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিস্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। অত এব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে,"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্ত্যাবভিব্যাপ্তং তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানগম্যঞ্চ তদেব অমানিত্বাদি-লক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ, জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টিপ্পনী ।—পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং অজ্ঞেয় ; এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্ব্বব্যাপী অজ্ঞেয় বস্তু জড়ও হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরস্বরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়াও তিনি রূপাদিহীনতাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইতে পারেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন।—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বাহ্য সূর্য্যাদি এবং আন্তর বুদ্ধি প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও জ্যোতিঃ—প্রকাশক ; স্বয়ং জড় না হইলেও তাঁহার জড়পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে এইজন্য

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥১৯

বলিতেছেন যে, তিনি অবিদ্যা ও তৎকর্ম্মদ্বারা অসংস্পৃষ্ট, জড়বর্গের অতীত; অতএব তিনি জ্ঞান এবং তিনি জ্ঞেয়, তিনিই অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানগম্য। যদি তিনি জ্ঞানগম্য, তবে কি দেশান্তরব্যবহিত? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—তিনি দেশান্তরব্যবহিত নহেন, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে বিষ্ঠিত—বিশেষরূপে স্থিত, তিনি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, তথাপি জীবরূপে এবং অন্তর্য্যামিরূপে মনুষ্যগণের বুদ্ধিতেই বিশেষরূপে বর্ত্তমান॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) উক্তং; মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় (ব্রহ্মত্বায়) উপপদ্যতে (যোগ্যো ভবতি)॥ ১৮

অনু।—এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কহিলাম; আমার ভক্ত ইহা অবগত হইয়া আমার ভাবপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন॥ ১৮

স্বামী।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদি মৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্ব্বিস্তরেণোক্তং, সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তং, এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি॥ ১৮

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥২০

অন্বয়ঃ।—প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভৌ এব অনাদী (আদি-হীনৌ) বিদ্ধি (জানীহি); বিকারান্ (দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণান্ (গুণপরিণামান্) চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতিসম্ভূতান্) বিদ্ধি॥ ১৯

অনু।—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখদুঃখাদি গুণপরিণাম এ সকল প্রকৃতি-সম্ভূত মনে করিবে॥ ১৯

স্বামী।—তদেবং তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতম্ ইদানীন্তু যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেত্যে-তৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চ-য়তি--প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র তয়োরপি প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং পুরুষোঽপি তদংশ-ত্বাদনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চ অনাদিত্বং নিত্যত্বং চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিরিতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থ-বাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্যং শরীরং কারণানি সুখদুঃখাদিসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে; পুরুষঃ (জীবঃ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে॥ ২০

অনু ।—কার্য্য অর্থাৎ শরীর এবং কারণ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি সাধন ইন্দ্রিয়, ইহাদের তদাকার পরিণাম সম্বন্ধে প্রকৃতিই কারণ এবং সুখদুঃখ প্রভৃতির ভোগসম্বন্ধে পুরুষ অর্থাৎ জীবই হেতু বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২০

স্বামী ।—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি—কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরং কারাণানি সুখ-দুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতি-র্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো জীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্ত্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বং, তচ্চ চেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি, যথা বহ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনং বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি, অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনং, তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি ॥ ২০

টিপ্পনী ।— এই পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা "তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ (১৩শ ৪র্থ) ইত্যাদি শ্লোকে উপক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হইল। ইদানীং "যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ" এই অংশের ব্যাখ্যা অবশিষ্ট। তন্মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংসার-হেতুত্বকথন-দ্বারা "যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ" এই খণ্ডের ব্যাখ্যা বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী শ্লোকে করা হইতেছে এবং "স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ" এই খণ্ডের ব্যাখ্যা "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি" (১৩শ ২২শ) ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে করা হইবে। সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ পরা এবং অপরা নামধেয়

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির কথা বলিয়া, বলিয়াছেন যে—ইহারাই ভূতগণের কারণ ; এতন্মধ্যে অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রস্বরূপ, পরা প্রকৃতি জীবস্বরূপ ; যাহাকে অপরা প্রকৃতি বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা ভগবানের শক্তি ; যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহাই এই স্থানে পুরুষ নামে কথিত। শ্লোকার্থ—প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে, প্রকৃতির অনাদিত্ব জগৎকারণতানিবন্ধন ; তাহারও কারণান্তর কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থা হয় অর্থাৎ তাহারও কারণান্তর এবং তাহারও কারণান্তর এইরূপ কারণকল্পনার বিশ্রাম হয় না। পুরুষের অনাদিত্ব ধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধন হর্ষশোকাদিপ্রাপ্তিহেতুক। অন্যথা কৃতনাশ এবং অকৃতপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ তাহার বিনাশিত্বে তৎকৃত পুণ্যাদির ফলভোগ তাহার হইতে পারে না এবং অন্যকৃত পাপ-পুণ্যের ভোগও তাহার ঘটিতে পারে ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—হি (যতঃ) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ) [সন্] প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিসম্ভূতান্) গুণান্ সুখদুঃখাদীন্) ভুঙ্‌ক্তে ; অস্য [পুরুষস্য] সদসদ্-যোনিজন্মসু গুণসম্বন্ধঃ কারণম্ ॥২১

অনু।—যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া (দেহে তাদাত্ম্য-রূপে অবস্থান করিয়া) প্রকৃতিজাত গুণ (সুখদুঃখাদি) ভোগ করেন ; এই পুরুষের যে সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্ম হয়, গুণসঙ্গই তাহার কারণ ॥ ২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

স্বামী ।—তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ—পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ, অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্্ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—অস্মিন্ দেহে [বর্ত্তমানোঽপি] পুরুষঃ পরঃ (ভিন্ন এব); [যস্মাৎ] উপদ্রষ্টা (সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ) [তথা] অনুমন্তা (সন্নিধিমাত্রেণ অনুগ্রাহকঃ) ভর্ত্তা (বিধানকর্ত্তা) ভোক্তা (পালকঃ) মহেশ্বরঃ (ব্রহ্মাদীনামপি অধিপতিঃ) পরমাত্মা (অন্তর্য্যামী) চ ইত্যপি উক্তঃ ॥ ২২

অনু ।—এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ দেহ হইতে ভিন্ন ; কারণ, তিনি উপদ্রষ্টা (সমীপে থাকিয়া সাক্ষী), অনুমন্তা (অনুগ্রাহক), ভর্ত্তা (বিধানকর্ত্তা), ভোক্তা (পালক), মহেশ্বর (ব্রহ্মাদিরও অধিপতি) এবং অন্তর্য্যামী ॥ ২২

স্বামী ।—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদ্গুণৈর্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ তত্র হেতবঃ,—যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা অনুমোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"

ইত্যাদি শ্রুতেঃ তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়কঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি স ব্রহ্মাদীনামধিপতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্য্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা, তথা চ শ্রুতিঃ,—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২২

টিপ্পনী।—পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, মিথ্যাভূত প্রকৃতি তাদাত্ম্যবশতঃ পুরুষের সংসার, তাঁহার স্বরূপে নহে অর্থাৎ পুরুষ যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার সংসার নাই। তাঁহার সেই স্বরূপ কীদৃশ যাহাতে সংসার অসম্ভব, এই প্রশ্নে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিতেছেন।—প্রকৃতিপরিণামভূত এই দেহে জীবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও সেই পুরুষ পর অর্থাৎ প্রকৃতির গুণদ্বারা অসংস্পৃষ্ট—পরমার্থতঃ অসংসারী, যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা—যজ্ঞ-কর্ম্মব্যাপৃত ঋত্বিক্ ও যজমানের সমীপস্থ; অপর ব্যক্তি কর্ম্মব্যাপৃত না হইয়াও যেমন যজ্ঞবিদ্যায় পারদর্শিতা হেতু তাহাদের কর্ম্মের দোষ-গুণ বিচার করেন, সেইরূপ কার্য্য-কারণব্যাপারে স্বয়ং ব্যাপৃত না হইয়াও জীব তাঁহার সমীপস্থ দ্রষ্টা, কর্ত্তা নহেন। কার্য্য-কারণ-ব্যাপারে স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইয়াও প্রবৃত্তের ন্যায় সন্নিধিমাত্রেই উপ-কারী—অনুমন্তা, ভর্ত্তা নিজ সত্তা ও স্ফুরণদ্বারা চৈতন্যাধ্যাসযুক্ত সংহত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পোষণকর্ত্তা, স্বরূপ-চৈতন্যদ্বারা দুঃখ-মোহাত্মক বৃত্তিসমূহ প্রকাশ করেন বলিয়া নির্ব্বিকার উপলব্ধ, ভোক্তা, মহেশ্বর মহান্ ঈশ্বর, সর্ব্বাত্মা—বলিয়া মহান্, স্বতন্ত্র—স্বাধীন বলিয়া ঈশ্বর; অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মারূপে কল্পিত দেহাদি বুদ্ধ্যন্ত পদার্থের উপদ্রষ্টাদি পূর্ব্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট প্রকৃষ্ট আত্মা পরমাত্মা। শ্রুতিতেও এবম্বিধ পুরুষকেই পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪

অন্বয়ঃ ;—যঃ এবম্ (ঈদৃশং) পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিঞ্চ বেত্তি সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ (পুনঃ) ন অভিজায়তে ॥ ২৩

অনু '—যিনি ঈদৃশ পুরুষকে এবং সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি যে কোনরূপেই অবস্থান করুন না কেন, পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ২৩

স্বামী।—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমতিলঙ্ঘ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে মুচ্যতে এবেত্যর্থঃ ॥ ২৩

টিপ্পনী।—"স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ" ইহার ব্যাখ্যা করা হইল, অধুনা "যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে" এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন।—যিনি পূর্ব্বোক্তরূপে পুরুষকে অবগত হইতে পারিয়াছেন, এই পুরুষই আমি ইত্যাকার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, যিনি অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতিকে তদ্বিকারের সহিত মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না। বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার নাশ সাধিত হইলে পুনর্ব্বার তাহার কার্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহা শত শত শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি (দেহে) আত্মনা (মনসা) আত্মানং পশ্যন্তি অন্যে সাংখ্যেন যোগেন [পশ্যন্তি] অপরে চ কর্ম্মযোগেন [আত্মানং পশ্যন্তি]॥ ২৪

অনু।—কেহ কেহ ধ্যানযোগে এই দেহেই মনদ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন, কেহ কেহ সাংখ্যযোগদ্বারা, কেহ বা কর্ম্ম-যোগদ্বারা অবলোকন করেন॥ ২৪

স্বামী।—এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ— ধ্যানে-নেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি, অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন অপরে চ কর্ম্ম-যোগেন পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ॥ ২৪

টিপ্পনী।—ঈদৃশ আত্মসাক্ষাৎকারবিষয়ে সাধনের বহুবিধ ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছেন।—এই জগতে চতুর্ব্বিধ অধিকারী লোক আছে; কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ অধম, কেহ অধমতর। ইহা-দের মধ্যে উত্তমের জ্ঞান সাধন বলিতেছেন।—উত্তমগণ শ্রবণ-মনন-নের ফলভূত নিদিধ্যাসন নামক বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহরূপ আত্মবিষয়ক ধ্যানদ্বারা আত্মাকে দেখিতে পান, মধ্যমগণ শ্রবণ-মননরূপ সাঙ্খ্যযোগদ্বারা এবং অধমগণ ফলাভি-সন্ধিরহিত তত্তৎ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসকল ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিদ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া বুদ্ধিতে আত্মাকে আত্মাদ্বারা দেখিতে পান॥ ২৪

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ (আচার্য্যেভ্যঃ) [উপদেশতঃ] শ্রুত্বা উপাসতে (ধ্যায়ন্তি); তে অপি শ্রুতিপরায়ণাঃ (শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরাঃ) মৃত্যুং (সংসারম্) অতিতরন্তি (অতিক্রামন্তি)॥ ২৫

অনু।—কেহ কেহ এইরূপে আত্মাকে অবগত হইতে না পারিয়া আচার্য্যের নিকট উপদেশক্রমে শ্রবণপূর্ব্বক উপাসনা করেন; তাঁহারাও শ্রদ্ধাসহকারে উপদেশশ্রবণপরায়ণ হইয়া সংসার অতিক্রম করেন (মুক্তিলাভ করেন)॥ ২৫

স্বামী।—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫

টিপ্পনী।—মন্দতরগণের জ্ঞানসাধন বলিতেছেন।—অপর মন্দতর ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত উপায় সকলের মধ্যে একটীদ্বারাও যথোক্ত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া, অন্য করুণাশীল আচার্য্যগণের সমীপে "ইহা এইরূপে চিন্তা কর" এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে, স্বয়ং বিচারে অসমর্থ হইয়াও তাহারা শ্রদ্ধাসহকারে গুরূপদেশ শ্রবণকরত মৃত্যুসংসার অতিক্রম করিয়া থাকে ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

সংজায়তে (সমুৎপদ্যতে) তৎ [সর্ব্বং] ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি ॥ ২৬

অনু।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগবশতঃ হয় বলিয়া জানিবে ॥ ২৬

স্বামী।—তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ—যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃততাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূতেষু সমং [যথাভবতি এবং] তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎসু অপি অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ (আত্মানং) যঃ পশ্যতি সঃ [এব সম্যক্] পশ্যতি ॥ ২৭

অনু।—সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থানকারী বিনশ্বর পদার্থনিচয়ে অবিনশ্বর সেই পরমাত্মাকে যিনি অবলোকন করেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন। ২৭

স্বামী।—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্তা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ—সমমিতি।—স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষসদ্রূপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অত এব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ।—সর্ব্বত্র (ভূতমাত্রে) সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং (পরমাত্মানং) পশ্যন্ আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি (তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি) ; ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি)॥২৮

অনু ।—ভূতমাত্রে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে করিতে অবিদ্যাদ্বারা আত্মাকে সমাচ্ছাদন করিয়া বিনষ্ট করেন না, এইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

স্বামী ।—কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্নিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুতিঃ, —"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—যঃ প্রকৃত্যা এব [দেহেন্দ্রিয়রূপেণ পরিণতয়া] কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ) ক্রিয়মাণানি [তথা] আত্মানম্ অকর্ত্তারং চ পশ্যতি, সঃ [এব সম্যক্] পশ্যতি ॥ ২৯

অনু ।—প্রকৃতিই [দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়া] সর্ব্বপ্রকারে সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করে, কিন্তু আত্মা অকর্ত্তা—যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনি সম্যক্ দর্শন করেন ॥ ২৯

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

স্বামী।—নমু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তৃত্বে বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবে ত প্রকৃত্যৈব দেহে ন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাত্মানঞ্চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥২৯

টিপ্পনী।—প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মা শুভাশুভকর্ম্মের কর্ত্তা, প্রতিদেহে ভিন্ন এবং বিষম অর্থাৎ অনুগ্রহ-নিগ্রহশীল, অতএব পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বভূতে সম এক পরমাত্মাকে জানিয়া আত্মঘাতী হয় না, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন;—বাক্য মন এবং দেহদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকল দেহেন্দ্রিয়ে সঙ্ঘাতাকারে পরিণত, সর্ব্ববিকারের কারণভূত ত্রিগুণাত্মিকা ভগবন্মায়াদ্বারাই অনুষ্ঠিত, সর্ব্ববিকারশূন্য পুরুষের দ্বারা নহে; যে বিবেকী এইরূপ জ্ঞান করে—ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতির দ্বারা কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে অসঙ্গ সর্ব্বভূতে সম একরূপ দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ আত্মদর্শী। ২৯

অন্বয়ঃ।—যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্ একস্থং (প্রলয়ে একস্মামেব ঈশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ স্থিতম্) অনুপশ্যতি, ততঃ (তস্যা এব প্রকৃতেঃ) [ভূতানাং] বিস্তারং চ [সৃষ্টিকালে] অনুপশ্যতি, তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মৈব ভবতি) ॥৩০

অনু।—যখন ভূতগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাব [প্রলয়কালে

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

ঈশ্বরশক্তিরূপা প্রকৃতিতে] একস্থ অবলোকন করেন এবং [সৃষ্টি-কালে] সেই প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের পুনরায় বিস্তার (আবির্ভাব) দর্শন করেন, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মই হইয়া যান ॥ ৩০

স্বামী ।—ইদানীং ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনাভেদা-ভূতঃভেদকৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি । যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথক্‌ভাবং ভেদম্ একস্থম্ একস্যা-মেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি তত এব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনু-পশ্যতি তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টিপ্পনী ।—পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, মায়া ও তত্তৎ ক্ষেত্র ভিন্ন এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অভিন্ন, ইদানীং ক্ষেত্রভেদও যে মায়াকল্পিত, তাহা বলিতেছেন।—যে সময় যোগী স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় জড়বর্গের পরস্পর ভেদ আত্মাতেই কল্পনা করেন—যাহাতে কল্পনা করা হয়, কল্পিত বস্তু তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে ; অতএব কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা হইতে তাহা ভিন্ন নহে, এইরূপ দর্শন করেন এবং মায়া-বশতঃ সেই এক আত্মা হইতেই সমস্ত ভূতগণের বিস্তার এবং পরস্পর ভেদ হইয়া থাকে, ইহা অবলোকন করেন, তখন তিনি সর্ব্বানর্থশূন্য ব্রহ্মরূপতাই লাভ করেন ॥৩০

অন্বয়ঃ ।—হে কৌন্তেয় ! অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ং (পরমাত্মা) অব্যয়ঃ (অবিকারী) ; [তস্মাৎ] শরীরস্থঃ অপি

(দেহে স্থিতোঽপি) ন [কিঞ্চিৎ] করোতি, ন চ [কর্ম্মফলৈঃ] লিপ্যতে ॥৩১

অন্বয়।—হে কুন্তীনন্দন! অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অব্যয় (বিকারহীন); অতএব ইঁনি দেহে অবস্থিত হইয়াও কিছুই করেন না; সুতরাং কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না ॥৩১

স্বামী।—তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্বস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি, অয়ং তু পরমাত্মা অনাদির্নির্গুণশ্চ অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ, তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্ম্মফলৈর্লিপ্যতে ॥ ৩১

টিপ্পনী।—আত্মা স্বভাবতঃ অকর্ত্তা হইলেও তাঁহার দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ ঔপাধিক কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে, এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য "যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি" (১৩শ ৩০) এই অংশের বিবৃতি করিতেছেন। এই অপরোক্ষ পরমাত্মা অব্যয়—সর্ব্ববিকারশূন্য; ব্যয় দ্বিবিধ—ধর্ম্মী ব্যক্তির উৎপত্তিনিবন্ধন এবং ধর্ম্মী ব্যক্তির উৎপত্তির অভাবেও তৎস্থ ধর্ম্মাদির উৎপত্ত্যাদিনিবন্ধন; পরমাত্মার এই উভয়বিধ ব্যয়েরই অভাব লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার ধর্ম্মী ব্যক্তির উৎপত্তিনিবন্ধন ব্যয় নাই, যেহেতু তিনি অনাদি; অনাদি বস্তুর জন্ম অসম্ভব এবং জন্মাভাবনিবন্ধনই তৎপরভাবী ভাবাদি বিকারও তাঁহার অসম্ভব, অতএব আত্মার স্বরূপতঃ ব্যয় নাই। দ্বিতীয়—ধর্ম্মের বিকার নিবন্ধন উৎপত্ত্যাদি বিকার, তাহাও তাঁহার নাই; যেহেতু তিনি নির্ধর্ম্ম। যেমন আধ্যাসিক সম্বন্ধে জল চঞ্চল হইলেও জলস্থ সূর্য্য চঞ্চল হয়

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

না, সেইরূপ দেহকার্য্য করিলেও অধ্যাসবশতঃ তিনি দেহে অধিষ্টিত হইয়াও কোন কার্য্য করেন না; অতএব কোন কর্ম্মফলেও তিনি লিপ্ত হন না। যে ব্যক্তি যে কার্য্য করে, সে সেই কার্য্যের ফলে লিপ্ত হয়; পরমাত্মা অকর্ত্তা বলিয়া কোন কার্য্যও করেন না এবং তাহার ফলেও লিপ্ত হন না ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—যথা সর্ব্বগতম্ আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ (অসঙ্গত্বাৎ) [পঙ্কাদিভিঃ] ন উপলিপ্যতে (সংশ্লিষ্যতে তথা সর্ব্বত্র (সর্ব্ববিধে) দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (গুণৈর্ন যুজ্যতে) ॥ ৩২

অনু।—যেমন আকাশ সর্ব্ব পদার্থে বিদ্যমান থাকিয়াও সূক্ষ্মতাবশতঃ [পঙ্কাদিতে] লিপ্ত হয় না, সেইরূপ উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে থাকিয়াও আত্মা দৈহিকগুণে লিপ্ত হন না ॥ ৩২

স্বামী।—তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ— যথেতি। যথা সর্ব্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দোষগুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩২

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং(সমগ্রং) লোকং প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমস্তং) ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি ॥ ৩৩

অনু।—হে ভারত! যেমন একমাত্র সূর্য্য এই নিখিল বিশ্ব

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-
বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

প্রকাশিত করেন, সেইরূপ একমাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত করেন ॥ ৩৩

স্বামী।—অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরং (ভেদং) ভূত-প্রকৃতিমোক্ষঞ্চ জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ (জানন্তি) তে পরং [পদং] যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩৪

অনু।—যাঁহারা এইরূপে বিবেক-জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় অবগত হন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

স্বামী।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি — ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা চেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপূরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দ-নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥
ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী ।—ইদানীং অধ্যায়োক্ত বিষয়ের ফলকথনমুখে উপসংহার করিতেছেন ।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পূর্ব্বোক্তরূপে পরস্পর বৈলক্ষণ্য যিনি শাস্ত্র ও আচার্য্যদ্বারা জনিত আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষু-দ্বারা জানিতে পারেন এবং সমস্ত ভূতবর্গের প্রকৃতি—মায়া ও পরমার্থ আত্মবিদ্যাদ্বারা তাহা হইতে মোক্ষ অবগত আছেন, তিনি কৈবল্য লাভ করেন । এইরূপে অমানিত্বাদি সাধননিষ্ঠ ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকজ্ঞানশীল ব্যক্তির সকল অনর্থ নিবৃত্তিদ্বারা পরম পুরুষার্থসিদ্ধি সিদ্ধ হইল ॥ ৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—জ্ঞানানাং (তপঃকর্ম্মাদি-বিষয়াণাং মধ্যে) উত্তমং পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) সর্ব্বে মুনয়ঃ (মননশীলাঃ) ইতঃ (দেহবন্ধনাদূর্দ্ধং) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—তপস্যা ও কর্ম্মাদি-বিষয়ক সমুদয় জ্ঞানের মধ্যে যাহা উত্তম, সেই পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি; এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণ দেহান্তে পরমা সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন ॥ ১

স্বামী ।—পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ। প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে ॥ "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ" ইত্যুক্তম্; স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবম্ভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্মনিষ্ঠং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতং? জ্ঞানানাং তপঃ-কর্ম্মাদিবিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্-

জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্ব্বে ইতো দেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥ ১

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ"॥ (১৩শ ২৭শ) অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবৎ পদার্থই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ হইতে উৎপন্ন। সে বিষয় নিরীশ্বর সাঙ্খ্যমত নিরাকরণপূর্ব্বক ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন, তাহা বলা প্রয়োজন এবং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" (১৩শ ২২শ) অর্থাৎ সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ গুণসঙ্গ, ইহাও বলিয়াছেন; তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, কোন্ গুণে কি কারণে সঙ্গ হয় এবং গুণই বা কি? কি জন্যই বা তাহারা বন্ধক হয়? ইহাও বলা প্রয়োজন, তদনন্তর "ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং" (১৩শ ৩৪শ) অর্থাৎ যাঁহারা ভূত প্রভৃতি ও তাহা হইতে মোক্ষ অবগত আছেন, তাঁহারা কৈবল্য লাভ করেন, ইহা বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা যে, ভূতপ্রকৃতি নামক গুণসমূহ হইতে কিরূপে মোক্ষ হয় এবং মুক্তের লক্ষণ কি? ইহারও সমাধান আবশ্যক। এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলার জন্য চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের আরম্ভ; ইদানীং শ্রোতৃবর্গের রুচির নিমিত্ত দুই শ্লোকে এই সকল বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন।—ভগবান্ বলিলেন, জ্ঞানসাধন যজ্ঞাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তম জ্ঞান তোমাকে পুনরায় বলিতেছি; যাহার অনুষ্ঠান করিয়া মননশীল যতিগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। "পরং" "উত্তমম্" এই দুইটী জ্ঞানের বিশেষণ, উভয় বিশেষণ একার্থ হইলেও "পর" পদে উৎকৃষ্টবিষয়ক জ্ঞান এবং "উত্তম" পদে উৎকৃষ্ট ফলবিশিষ্টজ্ঞান ইহাই উভয়ের ভেদ॥১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২
মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ইদং (ময়া বক্ষ্যমাণং) জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়) মম সাধর্ম্ম্যং (মদ্রূপত্বম্) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গে অপি (ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষ্বপি) ন উপজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) [তথা] প্রলয়ে ন ব্যথন্তি (প্রলয়দুঃখানি নানুভবন্তি) ॥ ২

অনু।—যিনি এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানের সাধন করেন, তিনি আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও প্রলয়দুঃখ অনুভব করেন না ॥ ২

স্বামী।—কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়-দুঃখানি নানুভবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) মম যোনিঃ (গর্ভাধানস্থানম্), অহং তস্মিন্ গর্ভং (জগদ্‌বিস্তারহেতুং চিদাভাসং) দধামি (নিক্ষিপামি); ততঃ সর্ব্বভূতানাং (ব্রহ্মাদীনাং) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) ভবতি ॥ ৩

অনু।—হে ভারত! মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার গর্ভাধান-স্থান, আমি তাহাতে গর্ভ অর্থাৎ জগতের বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি; তাহা হইতে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত ভূতগণ উৎপত্তি লাভ করে ॥ ৩

স্বামী।—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চানবচ্ছিন্নত্বান্মহৎ, বৃংহণত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ,ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩

টিপ্পনী।—এইরূপে প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃগণকে শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত করিয়া পরমেশ্বরের অধীন হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ সর্ব্বভূতের উৎপত্তির প্রতি কারণ হন, সাঙ্খ্যমতানুযায়ী স্বাধীন ভাবে নহে, এই বক্তব্য বিষয় দুই শ্লোকে বলিতেছেন—সর্ব্বকার্য্যাপেক্ষা অধিক বলিয়া কারণ মহৎ এবং সর্ব্বকার্য্যের বৃদ্ধিহেতু বলিয়া ব্রহ্ম, ঈদৃশ মহৎ ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, সেই গর্ভাধান স্থানে—যোনিতে আমি সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব এইরূপ সঙ্কল্প ধারণা করি; যেমন কোনও পিতা আত্মায় সূক্ষ্মরূপে লীন পুত্রকে শরীরযুক্ত করার জন্য যোনিতে রেতঃসেকপূর্ব্বক গর্ভাধান করে, সেইরূপ প্রলয়কালে আমাতে লীন ক্ষেত্রজ্ঞকে সৃষ্টিসময়ে ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত করিবার জন্য আমি চিদাভাস নামক রেতঃ সেক করিয়া মায়া বৃত্তিরূপ গর্ভাধান করি। সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদির জন্ম হইয়া থাকে ॥ ৩

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু (মনুষ্যাদ্যাসু সর্ব্বাসু যোনিষু) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি (জায়ন্তে) মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) তাসাং (মূর্ত্তীনাং) যোনিঃ (মাতৃস্থানীয়া); অহং বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্ত্তা) পিতা॥ ৪

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্যাদি যোনিতে যে যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তিসমূহ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তৎসমুদয়ের যোনি (মাতৃ-স্থানীয়া) আর আমি গর্ভাধান-কর্ত্তা পিতা॥ ৪

স্বামী।—ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এবমদধিষ্ঠিতাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ অপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনির্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতি-সম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাতাঃ) গুণাঃ দেহে অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) দেহিনম্ (আত্মানং) নিবধ্নন্তি (স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তি)॥ ৫

অনু।—হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতিসম্ভূতগুণ দেহে থাকিয়া নির্ব্বিকার দেহীকে ঐ সকল গুণ-সমূহের কার্য্য সুখ-দুঃখমোহাদি সংযুক্ত করিয়া থাকে॥ ৫

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

স্বামী।—তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদিচতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি, স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

টিপ্পনী।—নিরীশ্বর সাঙ্খ্য নিরূপণদ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন তাহা বলা হইল। ইদানীং কোন্ গুণে, কি নিমিত্ত সঙ্গ,গুণই বা কাহারা? কেন তাহারা বন্ধন জন্মায়? ইহা বলিতেছেন।—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ, এই গুণত্রয়াত্মিকাই প্রকৃতি; তবে গুণত্রয় প্রকৃতিসম্ভব হইল কিরূপে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, কিন্তু ইহারা যখন পরস্পর অঙ্গাঙ্গিরূপে ন্যূনাধিকভাবে পরিণত হয়, তখন তাহাদিগকে প্রকৃতিসম্ভব বলা হয়। ইহারা প্রকৃতিকার্য্য দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে দেহীকে আবদ্ধ করে ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে অনঘ! (নিষ্পাপ) তত্র (তেষু গুণেষু) নির্ম্মলত্বাৎ (স্বচ্ছত্বাৎ) প্রকাশকং (ভাস্বরম্) অনাময়ং (নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ) সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন (সুখাসক্ত্যা জ্ঞানাসক্ত্যা) চ [দেহিনং] বধ্নাতি (যোজয়তি) ॥ ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

অনু।—হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! ঐ গুণত্রয়মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া ভাস্বর ও নিরুপদ্রব (শান্ত); উহা দেহীকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তিতে সংযোজিত করে অর্থাৎ আমি সুখী, আমি জ্ঞানী এইরূপ বোধ জন্মাইয়া দেয় ॥ ৬

স্বামী।—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্ অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ! নিষ্পাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাংস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং রজঃ রাগাত্মকম্ (অনুরঞ্জনরূপং) বিদ্ধি (বিজানীহি); তৎ (রজঃ) দেহিনং (জীবং) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্ত্যা) নিবধ্নাতি (নিতরাং বধ্নাতি) [তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মসু আসক্তির্ভবতি] ॥ ৭

অনু।—হে কৌন্তেয়! তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে জাত রজোগুণ অনুরঞ্জনাত্মক জানিবে; উহা দেহীকে কর্ম্মাসক্তিতে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করে; [তৃষ্ণা অপ্রাপ্তবিষয়ে অভিলাষ; সঙ্গ প্রাপ্তবিষয়ে সবিশেষ আসক্তি; এই দুইটি হইতেই কর্ম্মে আসক্তি জন্মিয়া থাকে] ॥ ৭

স্বামী।—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি; অত এব তৃষ্ণাসঙ্গ-

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

সমুদ্ভবং তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেঽর্থেঽভিলাষঃ; সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতি-বিশেষেণাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবোঽস্মাৎ তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি; তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

টিপ্পনী।—আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞান হইতে তমোগুণ উৎপন্ন হয়, অতএব অবিবেকরূপে সমস্ত প্রাণীর মোহন—ভ্রান্তিজনক, এবম্বিধ তমোগুণ, মানবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার সহিত সংযুক্ত করে। প্রমাদ অর্থ বিষয়বিবেকের অসামর্থ্য—সত্ত্বকার্য্য প্রকাশের বিরোধী, আলস্য অর্থ প্রবৃত্তির অসামর্থ্য—রজোগুণকার্য্য প্রবৃত্তির বিরোধী, এই উভয়গুণ বিরোধী তমোগুণাশ্রয়া বৃত্তি নিদ্রানামে অভিহিত ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! তমস্তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি [অতএব] সর্ব্বদেহিনাং মোহনং (ভ্রান্তিজনকং); তৎ (তমঃ) প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিঃ [দেহিনং] নিবধ্নাতি। [প্রমাদঃ অনবধানম্, আলস্যম্ অনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্য অবসাদঃ] ॥ ৮

অনু।—হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত জানিবে; অতএব উহা জীবের মোহোৎপাদক; তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতে আবদ্ধ করে, [প্রমাদ অনবধানতা, আলস্য অনুদ্যম, নিদ্রা চিত্তের অবসন্নতা] ॥ ৮

স্বামী।—তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ - তম ইতি। তমস্তু অজ্ঞানাজ্জাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্; অত এব প্রমাদেন আলস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। তত্র প্রমাদোঽনবধানম্, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদো লয়ঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! সত্ত্বং [দেহিনং] সুখে সঞ্জয়তি (সংশ্লেষয়তি), রজঃ কর্ম্মণি [সঞ্জয়তি]; তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) প্রমাদে সঞ্জয়তি; উত—আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯

অনু।—হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে এবং রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত করে; পরন্তু তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রমাদে সংযোজিত করে। আর আলস্য মোহাদিতেও সংযোজিত করিয়া থাকে ॥ ৯

স্বামী।—সত্ত্বাদীনামেব স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! রজঃ তমঃ অভিভূয় (তিরস্কৃত্য) সত্ত্বং ভবতি (অদৃষ্টবশাৎ প্রাদুর্ভবতি); সত্ত্বং তমশ্চ [অভিভূয়]

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

রজঃ [প্রাদুর্ভবতি] তথা (তদ্বৎ) সত্ত্বং রজশ্চ [অভিভূয়] তমঃ [প্রাদুর্ভবতি] ॥ ১০

অনু।—হে ভারত! জীবের অদৃষ্টবশে কথন কথন রজোগুণ ও তমোগুণকে ঢাকিয়া রাখিয়া সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয়; কথন সত্ত্ব ও তমোগুণকে আবৃত করিয়া রজোগুণ প্রাদুর্ভূত হয়, আর কথন বা সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে আচ্ছাদিত করিয়া তমোগুণ উদ্ভূত হইয়া থাকে॥ ১০

স্বামী।—তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্য্যে সুখে জ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় উদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাসংজ্ঞাদৌ সংযোজয়তি, এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি, ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

টিপ্পনী।—গুণত্রয় পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ কথন নিষ্পন্ন করে ইহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। যখন রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয়কে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়, তখনই সে পূর্ব্বোক্ত নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে, এইরূপ রজোগুণ যখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয়, তখন নিজ অসাধারণ কার্য্য নিষ্পাদন করে, তমোগুণ যখন সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত করিয়া প্রকাশ লাভ করে, তখন পূর্ব্বোক্ত নিজ অনন্যসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদিষু)

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২

জ্ঞানং (জ্ঞানাত্মকঃ) প্রকাশঃ উপজায়তে তদা [অনেন প্রকাশ-লিঙ্গেন] সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ। [উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াৎ ইত্যুক্তম্]॥ ১১

অনু।—যখন এই দেহে শ্রোত্রাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন এই প্রকাশ চিহ্নদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। [উত শব্দে সুখাদি চিহ্নদ্বারাও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে এই কথা বলা হইল]॥ ১১

স্বামী।—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—ত্রিভিঃ। সর্ব্বদ্বারেম্বিতি অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হে ভরতর্ষভ! লোভঃ প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ অশমঃ স্পৃহা এতানি [চিহ্নানি] রজসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)॥ ১২

অনু।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অশান্তি ও স্পৃহা—এইগুলি রজোগুণ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১২

স্বামী।—কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি যঃ পুনঃপুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা, কর্ম্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ, অশম ইদং কৃত্বেদং

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইচ্ছা তৃষ্ণা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এতৈর্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

টিপ্পনী।—প্রচুর ধনাগম হইতে থাকিলেও প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান ধনাভিলাষ—লোভ অর্থাৎ যথাযথ অর্থাদির প্রাপ্তিদ্বারাও অনপনেয় ইচ্ছাবিশেষ, নিরন্তর চেষ্টার নাম প্রবৃত্তি, কর্ম্মের আরম্ভ কাম্যনিষিদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের উদ্‌যোগ, অশম—এই কার্য্য করিয়া এই কার্য্য করিব এইরূপ সঙ্কল্পের অনিবৃত্তি, স্পৃহা—যে কোনরূপে অল্প অথবা অধিক পরদ্রব্যের গ্রহণেচ্ছা। রাগাত্মক রজোগুণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের এই সকল ব্যাপার হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সকল কার্য্যদ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি অনুমান করিবে ॥১২

অন্বয়ঃ।—হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ (বিবেকভ্রংশঃ) অপ্রবৃত্তিঃ (অনুদ্যমঃ) প্রমাদঃ (কর্ত্তব্যানুসন্ধানরাহিত্যং) মোহঃ (মিথ্যাভিনিবেশঃ) এব চ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে ॥১৩

অনু।—হে কুরুনন্দন! বিবেকভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনুসন্ধান-রাহিত্য এবং মোহ—এই চিহ্নগুলি তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উৎপন্ন হয় ॥ ১৩

স্বামী।—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেক-ভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ,তমসি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি চিহ্নানি জায়ন্তে এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫

অন্বয়ঃ।—যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে [সতি] দেহভৃৎ (জীবঃ) প্রলয়ং (মৃত্যুং) যাতি (প্রাপ্নোতি) তদা উত্তমবিদাম্ (উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি উপাসতে যে তেষাম্) অমলান্ (প্রকাশময়ান্) লোকান্ প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৪

অনু।—যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, সে সময় জীবন যদি দেহ ত্যাগ করেন, তবে তিনি হিরণ্যগর্ভোপাসকগণের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হন ॥ ১৪

স্বামী।—মরণসময় এব বৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি উপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

টিপ্পনী।—ইদানীং মরণসময়ে প্রবৃদ্ধ সত্ত্বাদিগুণের বিশেষ বিশেষ ফল বলিতেছেন।—দেহাভিমানী জীব যদি সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তবে সে উত্তম—হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের অমল ভোগস্থান লাভ করে, রজঃ এবং তমোমলরহিত সুখভোগ্য লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—রজসি [প্রবৃদ্ধে সতি] প্রলয়ং (মৃত্যুং) গত্বা

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

(প্রাপ্য) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু) জায়তে ; তথা তমসি [প্রবৃদ্ধে সতি] প্রলীনঃ (মৃতঃ) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিষু) জায়তে ॥১৫

অনু।—রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি কর্ম্মাসক্ত মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন ; আর যিনি তমোগুণের পরিবর্দ্ধনসময়ে দেহত্যাগ করেন, তিনি পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে উৎপন্ন হন ॥ ১৫

স্বামী।— কিঞ্চ রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—সুকৃতস্য (সাত্ত্বিকস্য) কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং (প্রকাশ-বহুলং) সাত্ত্বিকং (সত্ত্বপ্রধানং) [সুখং] ফলম্ আহুঃ (বদন্তি) রজসঃ (রাজসস্য কর্ম্মণঃ) ফলং দুঃখম্ ; তমসঃ (তামসস্য কর্ম্মণঃ) ফলম্ অজ্ঞানম্ ॥ ১৬

অনু।—জ্ঞানিগণ বলেন—সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল ও সত্ত্বপ্রধান সুখ ; রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান ॥ ১৬

স্বামী।—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্র-ফলহেতুত্বমাহ—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ তস্য,

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

দুঃখং ফলমাহুঃ; তমস ইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ, সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণঞ্চ "নিয়তং সঙ্গরহিতম্" ইত্যাদিনাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬

টিপ্পনী।—এই শ্লোকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সত্ত্বাদির বিচিত্র ফলসকল সংক্ষেপে বলিতেছেন। পরমর্ষিগণ বলেন, সাত্ত্বিক কর্ম্ম—ধর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের—পাপ মিশ্রিত পুণ্যের ফল, দুঃখ—দুঃখবহুল অল্প সুখ। যেহেতু কার্য্য কারণের অনুরূপই হইয়া থাকে। তামস কার্য্যের ফল, অজ্ঞান—অবিবেক প্রায় দুঃখ। সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ, "নিয়তং সঙ্গ-রহিতং" (১৮শ ২৩শ) ইত্যাদি শ্লোকে পরে বলা হইবে। এই শ্লোকে কার্য্য ও কারণের অভেদ কল্পনা করিয়া রজঃ ও তমঃশব্দ তৎকার্য্য কর্ম্মাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে; যেমন "ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্" এই স্থানে ধান্যপদে ধান্যপ্রভব তণ্ডুল লক্ষিত,কারণ এখানে তণ্ডুলই প্রকৃত, সেইরূপ এস্থানেও কর্ম্মই প্রকৃত ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে, রজসঃ লোভ এব চ [সংজায়তে]; তমসঃ অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ ভবতঃ ॥ ১৭

অনু।—সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে [অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ]; রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে [অতএব লোভ পূর্ব্বক আরব্ধ কর্ম্মের ফল দুঃখই বটে] তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় [অতএব তাহার অজ্ঞান-প্রাপক ফলই হইয়া থাকে] ॥ ১৭

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

স্বামী।—তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সঞ্জায়তে, অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি; রজসো লোভো জায়তে তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি, তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, ততস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭

টিপ্পনী।—এতাদৃশ ফলবৈচিত্র্যে কারণ বলিতেছেন। সত্ত্বগুণ হইতে প্রকাশবহুল জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রকাশবহুল সুখ, সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল। রজোগুণ হইতে কোটি কোটি ধনাদি লাভেও অনিবর্ত্তনীয় অভিলাষবিশেষরূপ লোভ উৎপন্ন হয়, ঈদৃশ নিরন্তর বর্দ্ধমান লোভের পূরণ করা অশক্য বলিয়া, লোভ দুঃখের হেতু। এইজন্য লোভপূর্ব্বক রাজসকর্ম্মের ফলও দুঃখ। এইরূপ তামস কর্ম্মের ফলও যে তামস—অজ্ঞানাদি প্রায় হয়, ইহা যুক্তই ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি ॥ ১৮

অনু।—সত্ত্বগুণপ্রধান জনগণ ঊর্দ্ধে গমন করেন অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর লোকে গমন করেন; রজোগুণপ্রধান মানবগণ মধ্যে অবস্থান করেন অর্থাৎ মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন; আর তমঃপ্রধান ব্যক্তিরা অধোগমন করেন অর্থাৎ তমোগুণের বৃদ্ধির তারতম্যা-

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

নুসারে ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর লোকে তামিস্রাদি নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮

স্বামী।—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বপ্রবৃত্তিপ্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষু উৎপদ্যন্তে ॥ ১৮

টিপ্পনী।—অধুনা সত্ত্বাদি বৃত্তিতে বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্ত ফলই ঊর্দ্ধ, মধ্য, অধোভাবে বলিতেছেন। শ্লোকে তৃতীয়চরণে বৃত্তিশব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া আদ্যচরণদ্বয়েও বৃত্তিই অভিপ্রেত। সত্ত্ববৃত্তিতে—শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম্মে নিয়ত ব্যক্তিগণ জ্ঞান কর্ম্মের তারতম্যে ঊর্দ্ধে—সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করে, রজোবৃত্তিনিরত ব্যক্তিগণ পুণ্যপাপ মিশ্রিত মনুষ্যলোকে গমন করে, ঊর্দ্ধেও গমন করে না, অধঃপতিতও হয় না, জঘন্য অর্থাৎ গুণদ্বয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট তমোবৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ অধোদেশে গমন করে—পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—যদা দ্রষ্টা [বিবেকী ভূত্বা] গুণেভ্যঃ [অন্যং] কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি; গুণেভ্যশ্চ পরং (ব্যতিরিক্তম্) [আত্মানং] বেত্তি (জানাতি) [তদা] স মদ্ভাবং (ব্রহ্মত্বম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অনু ।—যখন দ্রষ্টা [বিবেকী হইয়া] বুদ্ধিপ্রভৃতি আকারে পরিণত গুণ ব্যতিরিক্ত অন্য কর্ত্তা দেখেন না অর্থাৎ গুণই সর্ব্ব-কর্ম্মের কর্ত্তা, এইরূপ দেখেন এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত পরমাত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯

স্বামী ।—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টিপ্পনী ।—বর্ত্তমান অধ্যায়ে বক্তব্যরূপে তিনটি বিষয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের ঈশ্বরাধীনত্ব, কাহাকে গুণ বলে এবং কেন তাহারা বন্ধন করে, এই দুইটি বিষয় বলা হইয়াছে; ইদানীং গুণ হইতে কিরূপে মোক্ষ হয়, মুক্তের লক্ষণই বা কি? ইহা বলা অবশিষ্ট, গুণ মিথ্যাজ্ঞানাত্মক, অতএব সম্যক্ জ্ঞানদ্বারাই তাহা হইতে মোক্ষ হয়, এই বিষয় বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন।—বিচারকুশল যে দ্রষ্টা কর্ত্তাকে গুণ হইতে ভিন্ন বিবেচনা না করেন অর্থাৎ অন্তঃকরণ বহিঃকরণ এবং শরীর-বিষয় ভাবাপন্ন গুণই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ দর্শন করেন এবং কর্ত্তাকে গুণ ও তৎকার্য্যদ্বারা অসংসৃষ্ট, নির্ব্বিকার সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বত্র সমান এবং এক বিবেচনা করেন, তিনি মদ্রূপতা প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

অর্জ্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—দেহী (জীবঃ) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপন্নান্) এতান্ গুণান্ অতীত্য (অতিক্রম্য) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতং (পরমানন্দম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২০

অনু ।—দেহী দেহসম্ভূত এই ত্রিবিধ গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখসমূহ হইতে বিমুক্ত হন এবং পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ২০

স্বামী।—ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্ব্বিমুক্তঃ সন্নমৃতম্ অশ্নুতে পরমা—[ব্রহ্মা—]নন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

টিপ্পনী।—কিরূপে ভগবদ্রূপতা প্রাপ্ত হন, তাহা বলিতেছেন।—দেহোৎপত্তির কারণীভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া জীবগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং দুঃখদ্বারা বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ২০

অন্বয়ঃ ;—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কীদৃশৈঃ আত্মচিহ্নৈঃ) [দেহী] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? [সঃ] কিমাচারঃ? কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে (অতীত্য বর্ত্ততে) ॥ ২১

অনু ।—অর্জ্জুন কহিলেন,—প্রভো! জীব কীদৃশ আত্মচিহ্ন

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২

দ্বারা এই তিন গুণের অতীত হন? তাঁহার আচার কিরূপ? কিরূপেই বা তিনি এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন? ২১

স্বামী।—গুণানেতানতীত্য অমৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্ বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ,ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ॥ ২১

টিপ্পনী।—গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া কৈবল্য লাভ করে, ইহা শুনিয়া গুণাতীতের লক্ষণ, আচার এবং অতিক্রমের উপায় সম্যক্‌রূপে জানিবার জন্য অর্জ্জুন বলিলেন।—এই গুণত্রয় যে অতিক্রম করিয়াছে তাহার লক্ষণ কি? কি লক্ষণদ্বারা তাহাকে গুণাতীত বলিয়া জানিতে পারিব ইহা তুমি বল, এই এক প্রশ্ন; দ্বিতীয় প্রশ্ন—তাহার কি আচার? সে কি যথেচ্ছাচার অথবা সংযতাচার? তৃতীয় প্রশ্ন—কিরূপেই বা গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ গুণত্রয় অতিক্রম করার উপায় কি? প্রভু সম্বোধনের তাৎপর্য্য—প্রভু যেমন ভৃত্যের দুঃখ দূর করেন, সেইরূপ তুমিও এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানে আমার দুঃখ দূর কর॥ ২১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পাণ্ডব! প্রকাশং

(সত্ত্বকার্য্যং) প্রবৃত্তিং (রজঃকার্য্যং) মোহঞ্চ (তমঃকার্য্যম্) এব চ—[এতানি] সম্প্রবৃত্তানি [সন্তি], যঃ [দুঃখবুদ্ধ্যা] ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি [সন্তি] [সুখবুদ্ধ্যা] ন কাঙ্ক্ষতি [সঃ গুণাতীত উচ্যতে]॥ ২২

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,হে পাণ্ডব! যিনি [সত্ত্বকার্য্য] প্রকাশ, [রজঃকার্য্য] প্রবৃত্তি এবং [তমঃকার্য্য] মোহ—এই গুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলে, দুঃখবুদ্ধিতে তৎসমূহে দ্বেষ প্রকাশ করেন না, আর নিবৃত্ত থাকিলেও সুখবুদ্ধিতে অভিলাষ করেন না [তিনি গুণাতীত নামে অভিহিত হন]॥ ২২

স্বামী।—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশঞ্চেত্যাদিষড়্ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং, মোহঞ্চ তমঃকার্য্যম্ উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ ২২

টিপ্পনী।—যদিও পূর্ব্বে "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" (২য় ৫৪শ) ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুন একবার এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ও "প্রজহাতি যদা কামান্" (২য় ৫৫শ) ইত্যাদি শ্লোকে তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন, তথাপি বিশেষভাবে জানিবার জন্যই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই মনে করিয়া ভগবান্ প্রকারান্তরে তাহার লক্ষণাদি বলিতেছেন।—স্ব স্ব কারণবশতঃ

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥২৩

উৎপন্ন—সত্ত্বকার্য্য প্রকাশ, রজঃকার্য্য প্রবৃত্তি, তমঃকার্য্য মোহ দুঃখরূপ হইলেও, যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না এবং স্ব স্ব কারণবশতঃ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও সুখবুদ্ধিতে তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন না, এতাদৃশ রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তিই গুণাতীত নামে অভিহিত হন॥ ২২

অন্বয়ঃ।—উদাসীনবৎ (সাক্ষিতয়া) আসীনঃ (স্থিতঃ) [সন্] গুণৈঃ (গুণকার্য্যৈঃ) যঃ ন বিচাল্যতে (স্বরূপাৎ ন প্রচ্যবতে) [অপি তু] গুণাঃ [এব] গুণেষু (স্বকার্য্যেষু) বর্ত্তন্তে ইত্যেবং [মত্বা] যঃ অবতিষ্ঠতি (অবতিষ্ঠতে) ন চ ইঙ্গতে (ন চলতি) [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে]॥ ২৩

অনু।—যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গুণকার্য্য সুখাদিদ্বারা আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না; প্রত্যুত গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, [তাহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই] এইরূপ মনে করিয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থান করেন,—কিছুতেই বিচলিত হন না—[তিনিই গুণাতীত নামে অভিহিত]॥ ২৩

স্বামী।—তদেবং স্বসংবেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যেতস্যোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যো বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যবতে, অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতৈর্মম সম্বন্ধ এব

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্ষম্। নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩

টিপ্পনী।—গুণাতীতের লক্ষণ বলিয়া শ্লোকত্রয়ে 'তাহাদের কি আচার' এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। যেমন উদাসীন ব্যক্তি বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেইরূপ আত্মবিৎ ব্যক্তি রাগ-দ্বেষাভাবনিবন্ধন স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়া সুখদুঃখাদ্যা-কারে পরিণত গুণদ্বারা স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরেই বর্ত্তমান, তাহার সহিত সর্ব্বভাসক পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই, তিনি নির্ব্বিকার দ্বৈতশূন্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি অবস্থান করেন এবং কোন বিষয়ে ব্যাপৃত হন না, তাদৃশ ব্যক্তিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—যঃ সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ (স্বরূপে এব স্থিতঃ) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥ ২৪

অনু।—যিনি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, যিনি স্বরূপে অবস্থিত, যিনি লোষ্ট, প্রস্তর ও সুবর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমভাবাপন্ন, ধীমান্ এবং নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য মনে করেন, [তিনি গুণাতীত নামে অভিহিত] ॥ ২৪

স্বামী।—অপি চ সমেতি। সমে সুখদুঃখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ, অত এব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য,

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫

তুল্যো প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য, ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ স্তুতিশ্চ যস্য॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ উদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে॥ ২৫

অনু।—যিনি মান ও অপমানে তুল্য, শত্রু ও মিত্রে তুল্য-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সর্ব্ববিধ উদ্যম-পরিত্যাগী—ঈদৃশ ব্যক্তি গুণাতীত নামে অভিহিত॥ ২৫

স্বামী।—অপি চ মানেতি, মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ, সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে॥ ২৫

টিপ্পনী।—যেহেতু দ্বৈত দর্শনের অভাবে তিনি স্বরূপেই অবস্থান করেন, এই জন্য রাগ-দ্বেষের অভাববশতঃ যাঁহার সুখদুঃখ সমজ্ঞান; লোষ্ট, প্রস্তরখণ্ড ও স্বর্ণে যাঁহার তুল্যজ্ঞান—হেয়োপাদেয় জ্ঞানহীন, যাঁহার সুখদুঃখের কারণ—প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে সম-জ্ঞান, যিনি ধীর, যিনি দোষকীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তনে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। মান—আদর, অপমান—অনাদর, ইহাতেও যিনি তুল্য—হর্ষবিষাদশূন্য। নিন্দা-স্তুতি শব্দরূপ, মান-অপমান শরীর এবং মনের ব্যাপার-বিশেষ, ইহাই উভয়ের ভেদ। শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন—মিত্রের ন্যায় শত্রুতেও দ্বেষহীন, অথবা নিজে মিত্র ও শত্রুর অনুগ্রহ এবং

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগ-
যোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

নিগ্রহহীন। দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম ব্যতিরেকে যাবতীয় কর্ম্মের পরিত্যাগকারী—সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, ঈদৃশ বিশেষণ বিশিষ্ট ব্যক্তি গুণাতীত ॥ ২৪।২৫

অন্বয়ঃ।—যশ্চ মাম্ অব্যভিচারেণ (একান্তেন) ভক্তি-যোগেন সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য (সম্যক্ অতিক্রম্য) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি) ॥ ২৬

অনু।—যিনি একান্ত ভক্তিযোগ-সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি এই গুণত্রয় সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ২৬

স্বামী।—কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইত্যস্য প্রশ্নস্যো-ত্তরমাহ—মাঞ্চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বর-মব্যভিচারেণ ঐকান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—হি (যস্মাৎ) অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা); [তথা] অব্যয়স্য (নিত্যস্য) অমৃতস্য চ (মোক্ষস্য), শাশ্বতস্য (নিত্যস্য) ধর্ম্মস্য চ [তথা] ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ [প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭

অনু ।—যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমাস্বরূপ অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম আমি ; আর নিত্য মোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম্ম ও অখণ্ডিত সুখের প্রতিমা ॥ ২৭

স্বামী ।—তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাদ্ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদেবেত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ। তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্যুক্তমেবোক্তং 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি তদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে ॥

ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

টিপ্পনী ।—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের হেতু 'অহং'-পদের লক্ষ্য সোপাধিক ব্রহ্মের আমি—সচ্চিদানন্দাত্মক নিরুপাধি তৎপদলক্ষ্য বাসুদেব, প্রতিষ্ঠা—কল্পিতরূপরহিত অকল্পিত ; অতএব যে ব্যক্তি অনুপাধক ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে সেবা করে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ইহা যুক্তই। ভগবান্ বাসুদেব যাদৃশ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা তাহার "অমৃতস্য" প্রভৃতি বিশেষণ। অমৃত—বিনাশ রহিতের, অব্যয়—পরিণামরহিতের, শাশ্বত—অপক্ষয়-রহিতের এবং ধর্ম্মের—

জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ ধর্ম্মপ্রাপ্য সুখস্বরূপ ব্রহ্মের, ভগবান্ প্রতিষ্ঠা। বিষয়েন্দ্রিয় জন্য সুখের নিরাকরণের জন্য তাহার বিশেষণ—অব্যভিচারী অর্থাৎ ঐকান্তিক সুখরূপেই ভগবান্ প্রতিষ্ঠা। বিষয়েন্দ্রিয়জন্য সুখের নহে। এতাদৃশ বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্মের যেহেতু আমি বাস্তব স্বরূপ, এই জন্য আমার ভক্তগণ সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অব্যয়ম্ অশ্বত্থং প্রাহুঃ, (বদন্তি) ছন্দাংসি (বেদাঃ) যস্য পর্ণানি তম্ (এতাদৃশম্) অশ্বত্থং যঃ বেদ (জানাতি) সঃ বেদবিৎ (বেদতত্ত্বজ্ঞঃ) ॥১

অনু ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—ঊর্দ্ধ মূলবিশিষ্ট এবং অধোভাগে শাখাবিশিষ্ট এতাদৃশ অব্যয় (নিত্য) [সংসার-প্রপঞ্চকে] অশ্বত্থ বলা যায় ; বেদসকল উহার পত্র ; যিনি এই অশ্বত্থকে অবগত আছেন, তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ সংসার-প্রপঞ্চরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল পুরুষোত্তম নারায়ণ, শাখা হিরণ্যগর্ভাদি এবং বেদ উহার পল্লবস্থানীয় ; কারণ বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা ঐ সংসার প্রপঞ্চরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ জীবগণের আশ্রয়ভূত ; উহা অবিনশ্বর হইলেও প্রবাহরূপে নিত্যও বটে, ঈদৃশ অশ্বত্থকে যিনি এইরূপে জানেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে বেদার্থ-বেত্তা ॥ ১

স্বামী ।—বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্ । বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং,ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা বিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষং

রূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্—শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধমূলমিতি। ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। অধ ইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে, তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তং বিনশ্বরত্বেন শ্বঃপ্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিনাশার্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ, ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরঃ শ্রীনারায়ণঃ ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ অত এব বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে॥ ১

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবান্ গুণত্রয়কে সংসার বন্ধনের হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আমার ভজনদ্বারা এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে প্রশ্ন হইয়াছিল যে, তুমি মনুষ্য, অতএব তোমার প্রতি ভক্তিযোগদ্বারা কিরূপে মোক্ষ লাভ হইবে? উহার উত্তরে ভগবান্ নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা জ্ঞাপনের জন্য সূত্রস্বরূপ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" (১৪শ ১৭শ) এই শ্লোকটি বলিয়াছেন। এই শ্লোকেরই বিবরণরূপে পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। ভগবানের এতাদৃশ উত্তর শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ভাবিলেন যে, কৃষ্ণ আমারই তুল্য মানব হইয়া এ কিরূপ কথা বলিতেছেন? অর্জ্জুনকে এইভাবে বিস্ময়াবিষ্ট

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি

কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

এবং অপরিসীম লজ্জায় কোন প্রশ্ন করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া পরম কারুণিক ভগবান্ স্ব স্বরূপ বলিতেছেন। তন্মধ্যে বিরক্ত ব্যক্তিরই তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার অন্যের নহে, এই পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত বিষয় পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকার্য্য সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। যেহেতু ইহাই বৈরাগ্য ও গুণাতিক্রমণের উপায়। স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ বলিয়া ব্রহ্ম উর্দ্ধ-উৎকৃষ্ট, ঈদৃশ মূল যাহার তাহাই "উর্দ্ধমূল" অধঃ—অর্ব্বাচীন, হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যোপাধিক জীবগণ; ইহারা নানাদিক্ প্রসৃত বলিয়া শাখার তুল্যতানিবন্ধন যাহারা শাখাস্বরূপ, এতাদৃশ সংসার শ্রুত্যাদিতে অব্যয়, অনাদি, অনন্ত দেহাদিপ্রবাহের আশ্রয়, অথচ শীঘ্র বিনাশশীল বলিয়া অশ্বত্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। তরঙ্গা-ঘাতে তীরমৃত্তিকা ক্ষয়িত হওয়ায় শিথিলমূল বায়ুবেগে অর্দ্ধোন্-মূলিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত ইহার উপমা, যেহেতু তাদৃশাবস্থায়ই তাহার মূল উর্দ্ধে এবং শাখা অধোদিকে থাকিতে পারে অন্যথা নহে। ছন্দঃসমূহ—ঋগ্, যজুঃ সামরূপ কর্ম্মকাণ্ড তত্ত্ববস্তুর আচ্ছাদক অথবা সংসারবৃক্ষের রক্ষক বলিয়া এই মায়াময় সংসারবৃক্ষের পর্ণস্থানীয়। যে এতাদৃশ মায়াময় সমূল অশ্বত্থকে জানে সেই বেদবিৎ। সংসার-বৃক্ষের মূল ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভাদি জীব শাখা, সেই বৃক্ষস্বরূপে বিনশ্বর, প্রবাহরূপে অনন্ত, বেদোক্ত কর্ম্ম

দ্বারা তাহার সেক করা হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা উচ্ছেদ হয়, এই সকল বিষয়ই বেদার্থ ; যে বেদার্থবেত্তা সেই সর্ব্ববেত্তা বলিয়া সমূল বৃক্ষ জ্ঞানের প্রশংসা করা হইল ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ অধঃ উর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাঃ (বিস্তারং প্রাপ্তাঃ) মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অধশ্চ অনুসন্ততানি (বিস্তৃতানি) ॥ ২

অনু ।—ঐ অশ্বত্থের শাখা অধঃ ও উর্দ্ধে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে ; ঐ শাখা সত্ত্বাদি গুণসমূহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ উহার নবপল্লবস্থানীয় ; মনুষ্যলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-স্বরূপ কর্ম্মের অনুগত মূল সকল অধঃপ্রদেশে বিস্তীর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২

স্বামী ।—কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যো-পাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাস্তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ বিস্তারং গতাঃ সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদি যোনিষু প্রসৃতাঃ তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদি-বৃত্তিভির্জ্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ ; প্রশাখাস্থানীয়াভি-রিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদূর্দ্ধঞ্চ মূলানি অনুসন্ততানি বিমূঢ়ানি মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব ইমানি ত্ববান্তর-মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্য-লোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি অনন্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্দ্ধাধোলোকেষু যদুপভুক্তং তত্তদভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়েণ মনুষ্যলোকপ্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তি-র্ভবতি ; এতস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু অতো মনুষ্যলোক ইত্যুক্তম্ ॥ ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
　নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
　মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
　যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
　যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—ইহ (সংসারে) [স্থিতৈঃ প্রাণিভিঃ] অস্য (সংসারবৃক্ষস্য রূপং ন উপলভ্যতে, তথা ন অন্তঃ (অবসানং), ন আদিঃ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) [উপলভ্যতে] এনং সুবিরূঢ়মূলম্ (অত্যন্তং বদ্ধমূলম্) অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ (বিষয়বৈরাগ্যাস্ত্রেণ) ছিত্ত্বা (পৃথক্কৃত্য) ততঃ তৎপদং (বস্তু বৈষ্ণবং পদং) পরিমার্গিতব্যম্ (অন্বেষ্টব্যং) ; যস্মিন্ গতাঃ (যৎ পদং প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি (নাবর্ত্তন্তে), যতঃ এষা পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসারপ্রবৃত্তিঃ) প্রসৃতা (বিস্তৃতা), তমেব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) [ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ] ॥ ৩।৪

অনু ।—এই সংসাররূপ অশ্বত্থের মূল উপলব্ধি করা যায় না ; সেইরূপ ইহার আদি, অন্ত এবং অবস্থিতিও নির্ণয় করিতে পারা যায় না ; এই দৃঢ়বদ্ধমূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া উহার মূলভূত সেই বস্তুটি (বৈষ্ণব

পদ) অনুসন্ধান করিতে হইবে ; যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তার লাভ করিয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের শরণ লইলাম, এইরূপ একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ৩।৪

স্বামী।—কিঞ্চ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা ঊর্দ্ধমূলাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি চোপলভ্যতে। যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরবচ্ছেদ্যোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ—অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য। তত ইতি। ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যং, অন্বেষ্টব্যং, কীদৃশং ? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩।৪

টিপ্পনী।—এই যে সংসারবৃক্ষের বর্ণনা করা হইল, সংসারী মানব তাদৃশরূপে ইহাকে জানিতে পারে না। ইহার অন্ত—অবসান অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইবে ইহাও জানিতে পারে না ; কেননা, তাহার শেষ নাই। ‘ অনাদিত্বনিবন্ধন আদি—এই সময় হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাও জানা যায় না ; আদ্যন্ত না

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

জানার জন্য মধ্যও অজ্ঞাত থাকে, যেহেতু মধ্যজ্ঞান আদ্যন্ত জ্ঞান সাপেক্ষ। যেহেতু এবম্ভূত সংসার বৃক্ষ দুরুচ্ছেদ্য এবং সকল অনর্থের মূল, এই জন্য অনাদি অজ্ঞানদ্বারা দৃঢ়মূল এই বৃক্ষকে অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ বৈরাগ্য-শম-দমাদি সম্পত্তিদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া সংসারের ঊর্দ্ধে সেই বিষ্ণুর পদ অন্বেষণ করিবে। যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া জীবগণ পুনরায় সংসারে আগমন করে না। কিরূপে অন্বেষণ করিবে তাহা বলিতেছেন ;—যে পুরুষ হইতে এই চিরন্তন সংসারবৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, যেমন ঐন্দ্রজালিক হইতে মায়া-হস্তী প্রভৃতি নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ এই শাস্ত্রবাক্য-কথিত আদ্যপুরুষের আমি শরণাগত এইরূপে তদেকশরণ হইয়া অন্বেষণ করিবে ॥ ৩।৪

অন্বয়ঃ।—নির্ম্মাণমোহাঃ (অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশহীনাঃ) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিদোষবর্জ্জিতাঃ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্ম-জ্ঞানপরিনিষ্ঠিতাঃ) বিনিবৃত্তকামাঃ (নিষ্কামাঃ) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ (সুখদুঃখনামকৈঃ) দ্বন্দ্বৈঃ (শীতোষ্ণাদিভিঃ) বিমুক্তাঃ [অত এব] অমূঢ়াঃ (নিবৃত্তাবিদ্যাঃ) তৎ অব্যয়ং (বৈষ্ণবং) পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫

অনু।—অহঙ্কার ও মিথ্যাভিনিবেশশূন্য, পুত্রাদিতে আসক্তি-বিহীন, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কামনাপরিশূন্য এবং সুখদুঃখাদি

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

নামক দ্বন্দ্ব হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সুতরাং অবিদ্যাপরিশূন্য ঈদৃশ ব্যক্তি-গণ সেই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

স্বামী।—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্ম্মাণেতি। নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ, বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্বিমুক্তা অত এবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যৎ [পদং] গত্বা (প্রাপ্য) [যোগিনঃ] ন নিবর্ত্তন্তে (পুনরাগচ্ছন্তি) তৎ [পদং] সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (প্রকা-শয়তি) ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রঃ) ন পাবকঃ (অগ্নিঃ) ন [প্রকাশয়তি] তৎ মম পরমং ধাম (স্বরূপম্) ॥ ৬

অনু।—যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হন না; সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি যাহা প্রকাশিত করিতে পারে না, তাহাই আমার পরম পদ ॥ ৬

স্বামী।—তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। যৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিন-স্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশবিষয়ত্বেন জড়ত্ব-শীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ ॥ ৬

টিপ্পনী।—যে বৈষ্ণব-পদ প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ পুনরাগমন করেন না, তাদৃশ বৈষ্ণব-পদ সমস্ত বস্তুর প্রকাশে সমর্থ সূর্য্যদেবও

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

প্রকাশ করেন না, সূর্য্য অস্তগমন করিলেও চন্দ্র প্রকাশ কার্য্য করিয়া থাকেন; অতএব তিনিও প্রকাশ করিতে পারেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, শশাঙ্ক চন্দ্রও সে পদ প্রকাশ করেন না; এতদুভয়ের অস্তকালে অগ্নি প্রকাশ থাকেন, তিনি প্রকাশ করিতে পারেন? এই জন্য বলিতেছেন "ন পাবকঃ" পাবক অগ্নিও প্রকাশ করে না। সূর্য্যাদি কেন তাহার প্রকাশে অসমর্থ তাহা বলিতেছেন, সেই জ্যোতিঃ পদার্থ স্বয়ং প্রকাশ এবং সূর্য্যাদি সকল জড়জ্যোতির অবভাসক, আমার স্বরূপাত্মক পদ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—মম এব অংশঃ [অয়ং] জীবভূতঃ সনাতনঃ (সদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ) [আদৌ] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে (সংসারে) [ভোগার্থং] কর্ষতি ॥ ৭

অনু।— আমারই অংশভূত সর্ব্বদা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ এই সনাতন জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে ভোগার্থ আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭

স্বামী।—নন্থ চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্ত্তন্তে, তর্হি "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো যোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ অসৌ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানী-

ন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারে ভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়ম্ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদন্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। তদুক্তম্—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি" ইত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি, বিদুষান্তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ॥ ৭

টিপ্পনী।—আশঙ্কা হইতে পারে যে "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" এই কথাটি বিরুদ্ধ, যেহেতু গমন করিলে তাহার পুনরাগমন হইবেই; যদি বল অনাত্ম বস্তুর প্রাপ্তিই পুনরাবর্ত্তনশীল, আত্মপ্রাপ্তি নহে; ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু সুষুপ্তিদশায় আত্মপ্রাপ্তি ঘটিলেও তদন্তে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, গমনকর্ত্তা জীব আর গন্তব্য ব্রহ্ম অভিন্ন, এইজন্য তাহাদের প্রাপ্যপ্রাপকভাব অপ্রসিদ্ধ; অতএব গমন ঔপচারিক, যেহেতু অজ্ঞানমাত্রদ্বারা ব্যবহিত এতদুভয়ের জ্ঞানমাত্রকে প্রাপ্তি বলা হয়। যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব হয়, তবে যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের জলনাশে বিম্বভূত সূর্য্যে গমন হয়, তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না, সেইরূপ এবং যদি বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাংশ জীব হয়, তবে যেমন ঘটাকাশের ঘটনাশে মহাকাশে গমন হয়, তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না, সেইরূপ জীবেরও উপাধিবিগমে নিরুপাধিস্বরূপগমন এবং তাহা হইতে অনাবৃত্তি উপচার বশতঃ বলা হইল। যেহেতু জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই, কেবল ভ্রমবশতঃ ভেদজ্ঞান হয়; উপাধি নিবৃত্ত হইলে ভ্রম থাকে না বলিয়া তাহাদের ভেদজ্ঞানও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

বর্ত্তমান শ্লোক হইতে পরপর শ্লোকে এই সকল বিষয় প্রতিপাদন করিবেন। তন্মধ্যে জীবের ব্রহ্মরূপতানিবন্ধন অজ্ঞান নিবৃত্তিদ্বারা স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটিলে পুনরায় স্বরূপ হইতে স্খলন হয় না ইহা বর্ত্তমান শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে প্রতিপাদিত করিতেছেন ; সুষুপ্তি সময়ে সর্ব্ব-কার্য্যের সংস্কার সহিত অজ্ঞান থাকে বলিয়া তাহা হইতে জীবের পুনরায় সংসার হয়, ইহা শ্লোকের পরার্দ্ধে বলিতেছেন।—পরমাত্মা আমার অংশ, জলে সূর্য্যের ন্যায় ঘটে আকাশের ন্যায় ভেদকল্পিত অতএব মিথ্যা, তথাপি প্রাণধারণরূপ উপাধিস্বরূপ সেই অংশের সংসারে জীবস্বরূপ কর্ত্তা ভোক্তা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। উপাধি পরিচ্ছন্ন হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া সেই সনাতন নিত্য ; এইরূপ হইয়াও কেন সুষুপ্তি হইতে আবর্ত্তিত হয় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।—সুষুপ্তিতে শোত্র ত্বক্ চক্ষু রসনা ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের সহিত অজ্ঞানাখ্য প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে ; জাগ্রৎসময়ে ভোগজনক কর্ম্ম উপস্থিত হইলে আবির্ভূত করে ; অতএব জ্ঞান হইতে অনাবৃত্তি হইলেও অজ্ঞান হইতে আবৃত্তি অনুপপন্ন নহে। ৭

অন্বয়ঃ।—অয়ম্ ঈশ্বরঃ (দেহাদীনামধিপতিঃ) যং শরীরং [কর্ম্মবশাৎ] অবাপ্নোতি (লভতে) যচ্চ (যতশ্চ শরীরাৎ) উৎক্রামতি (নির্গচ্ছতি), বায়ুঃ আশয়াৎ (স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ) গন্ধান্ ইব [পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ] এতানি (মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি) গৃহীত্বা সংযাতি ॥ ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

অনু।—দেহাদির স্বামী এই জীব (আত্মা) কর্ম্মবশে যখন যে দেহ অবলম্বন করেন এবং যে দেহ হইতে বহির্গত হন, বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে সূক্ষ্ম গন্ধাংশ গ্রহণ করে, সেইরূপ পূর্ব্ব-দেহ হইতে এই মন ও ইন্দ্রিয়গণকে [সূক্ষ্মভাবে লইয়া] গমন করিয়া থাকেন॥ ৮

স্বামী।—তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ—শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি, শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্ত আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণম্ এব চ মনশ্চ অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) উপসেবতে (উপভুঙ্ক্তে)॥ ৯

অনু।—এই জীব কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করেন॥ ৯

স্বামী।—তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্ক্তে॥ ৯

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—উৎক্রামন্তং (দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছন্তং) স্থিতং (তস্মিন্নেব দেহে অবস্থিতম্) অপি বা [বিষয়ান্] ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ (ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং) [জীবং] বিমূঢ়াঃ (বিবেকহীনাঃ) ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিনঃ) পশ্যন্তি॥ ১০

অনু।—এক দেহ হইতে দেহান্তরগামী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত, অথবা বিষয়োপভোগকারী কিংবা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না; জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অবলোকন করেন॥ ১০

স্বামী।—নমু কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণ এবম্ভূতমাত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ - উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি॥ ১০

টিপ্পনী।—জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন সময়ে পূর্ব্ব দেহে অবস্থান সময়ে, সেই দেহে থাকিয়াই বিষয়ভোগ সময়ে এবং-গুণান্বিত অবস্থায় সর্ব্বথা দর্শনযোগ্য হইলেও ইহাই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাহাকে বিষয়ভোগে আকৃষ্টচিত্ত মানবগণ আত্মানাত্মজ্ঞানহীন হইয়া দেখিতে সমর্থ হয় না; যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা প্রমাণজন্য জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পান॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যতন্তঃ যোগিনশ্চ এনম্ (আত্মানম্) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং পশ্যন্তি; যতন্তঃ (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ) অপি অকৃতাত্মানঃ (অবিশুদ্ধচিত্তাঃ) অচেতসঃ (মন্দমতয়ঃ) এনং ন পশ্যন্তি॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

অনু ।—ধ্যান ধারণাদিদ্বারা প্রযত্নকারী যোগিগণ এই আত্মাকে দেহ মধ্যেই অবস্থিত দেখেন ; পরন্তু বহু শাস্ত্রাদি পাঠে প্রযত্ন করিয়াও অবিশুদ্ধচিত্ত ও মন্দমতি ব্যক্তিগণ এই আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না ॥ ১১

স্বামী ।—দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিদেব পশ্যন্তি যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—আদিত্যগতং যৎ তেজঃ চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) চ যৎ [তেজঃ] অগ্নৌ চ যৎ [তেজঃ] অখিলং (সর্ব্বং) জগৎ ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) তৎ তেজঃ মামকং (মদীয়মেব) বিদ্ধি ॥ ১২

অনু ।—সূর্য্যগত চন্দ্রগত এবং অগ্নিস্থ যে তেজ নিখিল জগৎ বিকাশিত করে, সেই তেজকে আমারই বলিয়া মনে করিবে ॥ ১২

স্বামী ।—তদেবং 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ' ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্তানাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা, তত্র চ সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্, ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপং অনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি— যদিত্যাদিচতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২

টিপ্পনী ।—যে পদ সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক আদিত্যাদিও প্রকাশ

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩

করিতে অসমর্থ, যে পদ প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষুগণ পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, যে পদের উপাধিভেদে কল্পিত জীবগণ মহাকাশের কল্পিতাংশ ঘটাকাশের ন্যায় মিথ্যা সংসার অনুভব করে, সেই পদ যে সকলের আত্মস্বরূপ এবং সকল ব্যবহারের আস্পদস্বরূপ, তাহা প্রদর্শন করাইয়া "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" এই পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিবৃত করত নিজের বিভূতি সংক্ষেপে বলিতেছেন।—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" এই শ্রুতির পূর্ব্বার্দ্ধ "ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যঃ" (১৫শ ৬ষ্ঠ) ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পরার্দ্ধ— "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এই অংশ এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে।—আদিত্যগত চৈতন্যাত্মক যে তেজ এবং চন্দ্র ও অগ্নিগত যে তেজ জগৎ প্রকাশ করিতেছে, তাহা আমারই জানিবে, যদিও চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃ স্থাবর জঙ্গম পদার্থে তুল্যই; তথাপি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষবশতঃ আদিত্যাদিতেই সেই তেজ বিশেষভাবে প্রকটিত থাকায় তাহারই বিশেষত্ব বলা হইল॥ ১২

অন্বয়ঃ।—অহম্ ওজসা (বলেন) গাং (পৃথিবীম্) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি (চরাচরাণি) ধারয়ামি; [অহমেব] রসাত্মকঃ (রসময়ঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি (সংবর্দ্ধয়ামি)॥১৩

অনু।—আমি স্বীয় ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪

চরাচর ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি ; আমি রসময় চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করি ॥ ১৩

স্বামী।—কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ;—অহং বৈশ্বানরঃ (জাঠরাগ্নিঃ) ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ (অবলম্বমানঃ) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ [সন্] [প্রাণিভিঃ ভুক্তং] চতুর্ব্বিধং (চর্ব্ব্যচোষ্যাদি) অন্নং পচামি ॥ ১৪

অনু।—আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপানবায়ু সমন্বিত হইয়া তাহাদের ভুক্ত চর্ব্ব্য,চোষ্য, লেহ্য ও পেয়, এই চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পরিপাক করিতেছি ॥ ১৪

স্বামী।—কিঞ্চ অহমিতি। বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্থান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যত্তু জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যং, যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধভেদঃ ॥ ১৪

টিপ্পনী।—আমিই জাঠরাগ্নিরূপে সমস্ত প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা বিশেষভাবে জ্বালিত হইয়া

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
　　মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
　　বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি; ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য; এই চতুর্ব্বিধ অন্ন। যাহা দন্তদ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ভক্ষণ করা হয়, তাহা ভক্ষ্য—যেমন পিষ্টকাদি; ইহাকে চর্ব্ব্য নামেও অভিহিত করা হয়। যাহা কেবল জিহ্বাদ্বারা লেহন করিয়া ভক্ষণ করা হয়, তাহা ভোজ্য; যেমন সূপ প্রভৃতি। যাহা জিহ্বায় নিক্ষেপ করিয়া রসাস্বাদনদ্বারা গিলিত হয়, তাহা লেহ্য—যেমন চিনির রস প্রভৃতি। যাহা দন্তদ্বারা চর্ব্বিত হইয়া রসাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যক্ত হয়, তাহা চোষ্য—যেমন ইক্ষুদণ্ডাদি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অহং সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টঃ) [অতঃ] মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) [প্রাণিমাত্রস্য) স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনং (প্রমোষঃ) চ [ভবতি]; সর্ব্বৈঃ বেদৈশ্চ অহমেব বেদ্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ) বেদান্তকৃৎ বেদবিচ্চ অহমেব ॥ ১৫

অনু।—আমি সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি; অতএব আমা হইতেই প্রাণিমাত্রেরই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি, জ্ঞান এবং এতদুভয়ের অভাব ও হইয়া থাকে; আমিই সর্ব্ব বেদবেদ্য এবং আমিই বেদান্তকর্ত্তা (জ্ঞানদাতা গুরু) ও বেদবেত্তা (বেদার্থজ্ঞাতা) ॥ ১৫

স্বামী।—কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্; অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণি-

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

মাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি,জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবাদিরূপেণাহমেব বেদ্যঃ,বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব॥ ১৫

টিপ্পনী।—আমি ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত যাবতীয় প্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমা হইতেই তাহাদের ইহ জন্মে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় এবং যোগিগণের পূর্ব্বজন্মানুভূত বিষয়েরও স্মরণ হয়। আমা হইতেই বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগজন্য জ্ঞান হয়, যোগিগণের দেশ ও কালাদিদ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের জ্ঞান হয়। এইরূপ আমা হইতেই কাম ক্রোধাদিদ্বারা ব্যাকুল অন্তঃকরণ ব্যক্তিগণের তাদৃশ স্মৃতি ও জ্ঞানের বিনাশও হইয়া থাকে। এইরূপে ভগবানের জীবরূপতা বলা হইল,ব্রহ্মরূপতা বলিতেছেন।—আমিই সর্ব্বদেবতাত্মক বলিয়া সমস্ত বেদের বেদ্য, আমিই বেদান্তার্থ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বেদব্যাসাদিরূপে বেদ কর্ত্তা, আমিই বেদবিৎ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ডাত্মক মন্ত্রব্রাহ্মণরূপ সর্ব্ববেদার্থবিৎ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ক্ষরঃ অক্ষরশ্চ [ইতি] দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে [প্রসিদ্ধৌ]; [তয়োর্মধ্যে] সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ [ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ], কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে॥ ১৬

অনু।—ইহ লোকে ক্ষর ও অক্ষর নামে দুই প্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন; [তাঁহাদের মধ্যে] সমুদয় ভূতগণ ক্ষর নামে খ্যাত; কূটস্থ অক্ষর নামে খ্যাত॥ ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

স্বামী ।—ইদানীং 'তদ্ধাম পরমং মম' ইতি যদুক্তং স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকি-লোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থ-শ্চেতনো ভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষঃ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

টিপ্পনী ।— সোপাধিক আত্মা নিরূপণ করিয়া পরম কারু-ণিক ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ক্ষর এবং অক্ষর-শব্দবাচ্য কার্য্য ও কারণাত্মক উপাধিদ্বয়ের সংশোধনদ্বারা নিরুপাধি শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন। সংসারে দুইটি রাশি পুরুষোপাধি বলিয়া পুরুষশব্দবাচ্য। তন্মধ্যে একটি ক্ষর, অপরটি অক্ষর, ক্ষর—বিনাশী কার্য্যরাশি একটি পুরুষ, অক্ষর অবিনাশী দ্বিতীয় পুরুষ, ইনি ক্ষরের উৎপত্তিকারণ এবং ভগবানের মায়া-শক্তি। নিজেই ক্ষরাক্ষরের বিবরণ করিতেছেন।—সমস্ত ভূত-কার্য্যসমূহই ক্ষর, অক্ষর কূটস্থ অর্থাৎ আবরণ বিক্ষেপাত্মক শক্তি দ্বয়রূপে অবস্থিত মায়া, কারণোপাধিবশতঃ সংসারের কারণ বলিয়া অনন্ত এবং এই জন্যই অক্ষর নামে অভিহিত ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—অন্যঃ (এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ) তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (উক্তঃ); যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়শ্চ (নির্ব্বিকার এব) [সন্] লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি (পালয়তি) ॥১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮

অনু।—এই উভয়বিধ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র যে উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা নামে খ্যাত; তিনি ঈশ্বর এবং নির্ব্বিকার, তিনিই এই ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত পালন করিতেছেন॥১৭

স্বামী।—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি। উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্ষরাচ্চৈতন্যাদ্ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হৃদয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি ॥ ১৭

টিপ্পনী।—এই ক্ষরাক্ষরের বিলক্ষণ—ক্ষর ও অক্ষররূপ উপাধিদোষরহিত নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্তস্বভাব উৎকৃষ্টতম পুরুষ এতদপেক্ষা ভিন্ন অর্থাৎ ক্ষরাক্ষররূপ জড়রাশিদ্বয়ের অবভাসক তৃতীয় চেতনরাশি পরমাত্মা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চবিধ অবিদ্যাকল্পিত আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমাত্মা নামে অভিহিত। যে পরমাত্মা ভূঃ ভূবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন। তিনি অব্যয়—সর্ব্ববিকারশূন্য, ঈশ্বর—সকলের নিয়ন্তা॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—যস্মাৎ অহং ক্ষরং (জড়বর্গম্) অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) অক্ষরাৎ (চেতনবর্গাৎ) অপি উত্তমশ্চ (শ্রেষ্ঠশ্চ), অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ (প্রখ্যাতঃ) অস্মি ॥ ১৮

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-
যোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

অনু ;—যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম, এজন্য লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত ॥ ১৮

স্বামী ।—এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্য-মুক্তত্বাৎ, অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথাচ শ্রুতিঃ, —"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্ব-মিদং প্রশাস্তি" ইত্যাদি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—হে ভারত ! যঃ এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অসম্মূঢ়ঃ (নিশ্চিতমতিঃ) [সন্] মাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারেণ) মাং ভজতি [ততশ্চ] সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) [ভবতি] ॥ ১৯

অনু ।—হে ভারত। যিনি এইরূপ মোহপরিশূন্য হইয়া

আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া অবগত হন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমার ভজনা করেন এবং তাহার পর সর্ব্ববিৎ হন ॥ ১৯

স্বামী।—এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবম্‌ উক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্‌ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি, ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—হে অনঘ! (ব্যসনশূন্য!) ভারত! ইতি (অনেন সংক্ষেপ-প্রকারেণ) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্‌; [যঃ কোঽপি] এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ (সম্যক্‌ জ্ঞানী) কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ ॥ ২০

অনু।—হে ব্যসনশূন্য ভারত! এইরূপ অতি সংক্ষেপে আমি পরম রহস্য এই শাস্ত্র তোমায় কহিলাম, [যে কোন ব্যক্তি] ইহা জানিয়া সম্যক্‌রূপে জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হন ॥ ২০

স্বামী।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং ন তু পুনর্ব্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্‌। হে অনঘ! ব্যসনশূন্য! অতএবৈতন্মদুক্তং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ সম্যগ্‌জ্ঞানী স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ যোঽপি কোঽপি। হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০

সংসারশাখিনং ছিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥
ইতিস্বামিকৃতটীকায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়॥ ১৫

টিপ্পনী।—ইদানীং অধ্যায়োক্ত বিষয়ের প্রশংসা করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন।—হে অনঘ অর্জ্জুন! এইরূপে আমি গুহ্যতম সম্পূর্ণ শাস্ত্রই সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বলিয়াছি। ইহা

জানিতে পারিলে অন্য লোকও আত্মজ্ঞানবান্ ও কৃতকৃত্য হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার অন্য কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। "অনঘ" ও "ভারত" এই সম্বোধনদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, যখন সাধারণ ব্যক্তিও ইহা জানিয়া কৃতকৃত্য ও আত্মজ্ঞানবান্ হয়, তখন ভরত মহাবংশে জাত এবং স্বয়ং পাপরহিত তুমি যে কৃতকৃত্য হইবে, এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ২০

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্‌॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্‌॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্‌ উবাচ—হে ভারত! অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানং, দমশ্চ, যজ্ঞশ্চ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জ্জবম্‌ (ঋজুতা) অহিংসা, সত্যম্‌, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং (পরদোষাপ্রকাশনং), ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং (লোভাভাবঃ) মার্দ্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (অকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লজ্জা) অচাপলং (ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং) তেজঃ (প্রাগল্‌ভ্যং) ক্ষমা, ধৃতিঃ, (চিত্তস্থিরীকরণং) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ) অদ্রোহঃ (জিঘাংসারাহিত্যং) নাতিমানিতা (আত্মনঃ অতিপূজ্যত্বাভিমানাভাবঃ) [এতানি ষড়্‌বিংশতিপ্রকারাণি] দৈবীং সম্পদম্‌ অভি (অভিলক্ষ্য) জাতস্য ভবন্তি॥ ১—৩॥

অনু।—শ্রীভগবান্‌ কহিলেন—হে ভারত! অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, দম (ইন্দ্রিয়সংযম), যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (ব্রহ্মযজ্ঞাদি জপযজ্ঞ), তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ (ঔদার্য্য), শান্তি, পরনিন্দাত্যাগ, ভূতগণে দয়া, লোভাভাব,

মৃদুতা, অকার্য্য-প্রবৃত্তিতে লোকলজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি, জিঘাংসারাহিত্য, আপনাকে অতি মান্য বলিয়া অভিমানের অভাব—এই ২৬ প্রকার গুণ, যাঁহারা দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই হইয়া থাকে ॥ ১—৩

স্বামী।—আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ। মুচ্যন্তে' ইতি নির্দ্দেষ্টুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তং, তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ,—"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা। তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্" ইতি। তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—শ্রীভগবানুবাচ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদের্যথোচিতং সংবিভাগঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ,স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদির্জপযজ্ঞঃ তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আর্জ্জবমবক্রতা। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং, সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্যং, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জ্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং লোভা-ভাবঃ অবর্ণলোপস্ত্বার্ষঃ। মার্দ্দবং মৃদুত্বম্ অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপল্যং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্। কিঞ্চ, তেজঃ ইতি।

তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপত্মমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্য স্থিরীকরণং, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ, অদ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা; এতান্যভয়াদীনি ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি দেবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১—৩

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে "অধশ্চ" মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে" (১৫শ ২য়) এই শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, মনুষ্য দেহে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে অভিব্যক্ত বাসনাই সংসার বৃক্ষের অবান্তর মূল; ঈদৃশ বাসনারূপ প্রকৃতিকে নবম অধ্যায়ে দৈবী, আসুরী, রাক্ষসী এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদবিহিত কর্ম্মে এবং আত্ম-জ্ঞানের উপায়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির হেতু শুভবাসনা দৈবী প্রকৃতি, বৈদিক নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্বভাবসিদ্ধ রাগ-দ্বেষানুসারী অনর্থের হেতুভূত রাজসী ও তামসী অশুভ বাসনা আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। সাত্ত্বিক শুভবাসনাকে দৈবী এবং রাজসী ও তামসী অশুভ বাসনাকে এক করিয়া আসুরী প্রকৃতি নামেই নির্দ্দেশ করা হইল। ইহার মধ্যে রাগের প্রবলতাবশতঃ আসুরী প্রকৃতি এবং হিংসার প্রবলতাবশতঃ রাক্ষসী প্রকৃতি হইয়া থাকে। ইদানীং শ্লোকত্রয়ে দৈবী সম্পৎ নির্দ্দেশ করিতেছেন।—সকল অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া একাকী কিরূপে জীবনধারণ করিব এবম্বিধ ভয়ের পরিত্যাগ অভয়, অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা সত্ত্বসংশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানরূপ যোগে একনিষ্ঠতা জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি, স্বকীয় স্বত্ব পরিত্যাগ

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

করিয়া অপরের স্বত্ব উৎপাদন দান, বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম, যজ্ঞ শ্রৌত দর্শ-পৌর্ণমাসাদির এবং স্মার্ত্ত দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ, এই চতুর্ব্বিধ; স্বাধ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি অধ্যয়ন; যদিও যজ্ঞপদে দেবযজ্ঞাদি ব্রহ্মযজ্ঞান্ত পাঁচটী যজ্ঞকেই বুঝায়, তথাপি ব্রহ্মযজ্ঞ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য বলিয়া পৃথক্‌রূপে উল্লিখিত হইল। তপস্যা শারীরাদি ভেদে ত্রিবিধ, ইহা স্বয়ংই সপ্তদশ অধ্যায়ে বলিবেন। আর্জ্জব অবক্রতা, অহিংসা হিংসাভাব, সত্য প্রকৃতার্থ কথন, অক্রোধ ক্রোধহীনতা, ত্যাগ সন্ন্যাস; শান্তি অন্তঃকরণের উপশম, পরের সমক্ষে পরের দোষ বলা পৈশুন, তাহার অভাব অপৈশুন, দয়া দুঃখিত প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা, অলোলুপ্ত বিষয়-সন্নিধানেও ইন্দ্রিয়ের বিকারহীনতা, মার্দ্দব অক্রূরতা, হ্রী লজ্জা, অচাপল্য চাপল্যহীনতা, তেজ প্রাগল্‌ভ্য, ক্ষমা সামর্থ্য সত্ত্বেও পরিভব-কারীর প্রতি ক্রোধ না হওয়া, ধৃতি দেহেন্দ্রিয়াদির ধারণক্ষম যত্ন-বিশেষ, শৌচ মায়া মিথ্যাদিরাহিত্য, দ্রোহ পরের জিঘাংসার জন্য অস্ত্রাদিগ্রহণ, তদভাব অদ্রোহ, এই সকল দেহারম্ভকালে পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা অভিব্যক্ত বাসনাসমূহকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥ ১—৩

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্বং) দর্পঃ (ধনবিদ্যাদি-জন্যো গর্ব্বঃ) অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুষ্যং (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানম্ (অবিবেকঃ) চ এব [এতানি] আসুরীম্ (অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তিঃ তাং) সম্পদম্ অভি (অভিলক্ষ্য) জাতস্য [ভবন্তি] ॥৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫

অনু।—হে পার্থ! দম্ভ, ধনবিদ্যাদিজন্য গর্ব, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই গুলি, অসুর এবং রাক্ষসগণের সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরই হইয়া থাকে॥ ৪

স্বামী।—আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্ম-ধ্বজিত্বং, দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্যৌৎসুক্যম্, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বম্, অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্, অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তিস্তামাসুরী-মভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি॥ ৪

অন্বয়ঃ।—দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় আসুরী [সম্পৎ] নিবন্ধায় মতা; হে পাণ্ডব! মা শুচঃ (শোকং মা কার্ষীঃ) [যতস্ত্বং] দৈবীং সম্পদম্ অভি (অভিলক্ষ্য) জাতঃ অসি॥ ৫

অনু।—দৈবী সম্পৎ মোক্ষের এবং আসুরী সম্পৎ বন্ধের হেতু বলিয়া বর্ণিত হয়; হে পাণ্ডব! তুমি শোক করিও না, কারণ তুমি দৈবী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ॥ ৫

স্বামী।—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যসংসারীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে ভারত! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভি-জাতোঽসি॥ ৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

টিপ্পনী।—এই দৈবী ও আসুরী সম্পৎদ্বয়ের ফলবিভাগ করিতেছেন।—যে বর্ণের এবং যে অশুভের যে ফলাভিসন্ধিরহিত সাত্বিক ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,তাহাই তাহার দৈবী সম্পৎ। ঈদৃশ সম্পৎ মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকে, অতএব শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি তাহাই গ্রহণ করিবেন। যাহা যাহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক সাহঙ্কার রাজসী ও তামসী ক্রিয়া, তাহাই তাহার আসুরী; এই আসুরী প্রকৃতিকে শাস্ত্রকারগণ সংসারবন্ধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব ইহা মঙ্গলার্থিগণের পরিত্যজ্য। "আমি ইহার কোন্ সম্পৎযুক্ত" অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় নিরাকরণের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে,হে পাণ্ডব! "আমি আসুরী সম্পৎযুক্ত"ইহা আশঙ্কা করিয়া অনুতাপ করিও না, যেহেতু তুমি দৈবীসম্পৎ লক্ষ্য করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ [ইতি] দ্বৌ (দ্বিপ্রকারৌ) ভূতসর্গৌ [স্তঃ] দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ (ব্যাখ্যাতঃ) আসুরং মে (মদ্বচনাৎ) শৃণু॥ ৬

অনু।—হে পার্থ! এই লোকে দৈব ও আসুর এই দ্বিবিধ ভূতসৃষ্টি হইয়াছে; দৈবসৃষ্টির বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি, আসুরসৃষ্টি শ্রবণ কর॥ ৬

স্বামী।—আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ যে মদ্বচনাচ্ছৃণু অসুররাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যু-

ত্যুক্তম্ অতো "রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ" ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥৬

টিপ্পনী।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, রাক্ষসী প্রকৃতি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ক্রিয়াকারিণী বলিয়া সাম্য থাকাবশতঃ আসুরী প্রকৃতির অন্তর্ভূত হইতে পারে, কামোপভোগের প্রাধান্য এবং প্রাণিহিংসার প্রাধান্যবশতঃ ক্বচিৎ ভেদ থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে সাম্য থাকায় "আধিক্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" এই ন্যায়ক্রমে আসুরী প্রকৃতিতে রাক্ষসী প্রকৃতির অন্তর্ভাববশতঃ তাহারও আসুরী নাম হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু শ্রুতিতে মনুষ্য প্রভৃতি নামে তৃতীয় একটী প্রকৃতির উল্লেখ আছে,অতএব তাহাকেও হেয় মধ্যে অথবা উপাদেয় মধ্যে গণনা করা উচিত, এইজন্য বলিতেছেন ;—এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দ্বিবিধ সর্গই পরিলক্ষিত হয়, রাক্ষস বা মনুষ্য নামক অপর কোন সর্গ নাই। যখন যে মনুষ্য শাস্ত্রীয় সংস্কারের প্রাবল্য-বশতঃ স্বভাবসিদ্ধ রাগ-দ্বেষ পরাভূত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ হয়, তখন সে দেব এবং যখন যে মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ রাগ দ্বেষের প্রাবল্যবশতঃ শাস্ত্রীয় সংস্কার পরাভূত করিয়া অধর্ম্মপরায়ণ হয়, তখন সে অসুর নামে অভিহিত হয়; যেহেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ভিন্ন তৃতীয় একটী বিষয় নাই, এই জন্য প্রকৃতিও তদনুসারে দ্বিবিধই হইল। তন্মধ্যে দৈব ভূতসর্গ আমি তোমার নিকট বিস্তৃতভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে, দ্বাদশে ভক্তলক্ষণে, ত্রয়োদশে জ্ঞানলক্ষণে, চতুর্দ্দশ গুণাতীতলক্ষণে এবং বর্ত্তমান অধ্যায়ে "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" (১৬শ ১ম ২য় ৩য়) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছি। ইদানীং আসুর ভূতসর্গ আমার নিকট শ্রবণ কর; যেহেতু তাহা পরিত্যজ্য, এই জন্য জানা আবশ্যক ॥ ৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পারসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—আসুরাঃ জনাঃ [ধর্ম্মে] প্রবৃত্তিং চ [অধর্ম্মাৎ] নিবৃত্তিং চ ন বিদুঃ (জানন্তি) [অতঃ] তেষু ন শৌচং ন আচারঃ ন চাপি সত্যং বিদ্যতে ॥ ৭

অনু ।—আসুরপ্রকৃতি জনগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে ; অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ বা আচার অথবা সত্য নাই ॥ ৭

স্বামী ।—আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদি-দ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—[তে আসুরাঃ জনাঃ] জগৎ অসত্যং (বেদ-পুরাণাদিপ্রমাণশূন্যম্) অপ্রতিষ্ঠং (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপপ্রতিষ্ঠাহীনম্) অনীশ্বরং (ব্যবস্থাপকশূন্যম্) অপরস্পারসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ আহুঃ ॥ ৮

অনু ।—সেই অসুরস্বভাব জনগণ এই জগৎকে বেদ-পুরাণাদি প্রমাণহীন, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রী পুরুষের মিথুনসম্ভূত ও কাম-প্রবাহজাত বলিয়া থাকে ॥ ৮

স্বামী ।—নমু বেদোক্তয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ, কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখ-দুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ, কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতি-

বর্ত্তেরন্ ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাদত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ, বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ, স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্য-মাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীত্যত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্ অপরস্পরতো-ঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্ম্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ কিমন্যৎ কারণ-মস্য? নাস্ত্যন্যং কিঞ্চিৎ; কিন্তু কামহৈতুকমেব স্ত্রীপুংসয়ো-রুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যর্থঃ॥ ৮

টিপ্পনী।—পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আসুর প্রকৃতির লোকেরা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি ইহার কিছুই মানে না, তাহাদের শৌচও নাই, আচারও নাই এবং সত্যও নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতিপাদক সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ ভগবদাজ্ঞারূপ বেদাখ্য নির্দ্দোষ প্রমাণ আছে এবং তদুপজীবী স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদিও আছে, অতএব প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং তৎপ্রমাণাদি তাহারা জানে না কেন? যদি জানে তবে আজ্ঞালঙ্ঘনকারী শাস্তা ভগবান্ থাকিতে কিরূপে তাহারা সেই সকল বেদাদি প্রসিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান না করিয়া শৌচ ও আচারাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন;—আসুর প্রকৃতির লোকেরা জগৎকে অসত্য অর্থাৎ তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদাখ্য প্রমাণশূন্য, ব্যবস্থার হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠাশূন্য এবং শুভাশুভ কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বরশূন্য বলিয়া

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০

নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বলবৎ পাপরূপ প্রতিবন্ধক প্রভাবে তাহারা বেদের প্রামাণ্য মানে না, সেই জন্য তদ্বোধিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ঈশ্বরও মানে না; এই জন্য যথেচ্ছাচারী হইয়া পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। যদি তাহারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ভগবান্ না মানে, তবে কারণাভাববশতঃ জগতের উৎপত্তি হয় কিরূপে? তদুত্তরে তাহারা বলিতেছে;—কাম প্রযুক্ত স্ত্রী পুরুষের অন্যোন্য সংযোগে উৎপন্ন জগতের কাম ভিন্ন অপর কারণ নাই। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম অথবা ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন; এইটি নাস্তিকের মত॥ ৮

অন্বয়ঃ।—অল্পবুদ্ধয়ঃ এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য (আশ্রিত্য) নষ্টাত্মানঃ (মলিনচিত্তাঃ) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্রকর্ম্মপরাঃ) অহিতাঃ (বৈরিণঃ) [ভূত্বা] জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি॥ ৯

অনু।—সেই সকল অল্পমতি লোকেরা উক্তবিধ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া মলিনচিত্ত, হিংস্রকর্ম্মপরায়ণ ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়॥ ৯

স্বামী।—কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১

[সন্তঃ] মোহাৎ অসদ্‌গ্রাহান্ (দুরাগ্রহান্) গৃহীত্বা (স্বীকৃত্য) অশুচিব্রতাঃ [সন্তঃ] [ক্ষুদ্রদেবারাধনাদৌ] প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১০

অনু।—তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন পূর্ব্বক দম্ভ, মান ও মদান্বিত হইয়া মোহবশে "অমুক মন্ত্রদ্বারা অমুকদেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি প্রাপ্ত হইব" এইরূপ দুরাগ্রহ স্বীকার-পূর্ব্বক অশুচিব্রত অবলম্বনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০

স্বামী।—অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতু-মশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথং? অসদ্‌গ্রাহান্ গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্রেণ এতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যামি ইত্যাদি দুরাগ্রহান্ মোহ-মাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে, অশুচিব্রতা অশুচীনি মদ্যমাংসাদি-বিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০

টিপ্পনী।—আসুর প্রকৃতির জীবগণ দুষ্পূরণীয় বিষয়াভিলাষ আশ্রয় করিয়া, অধার্ম্মিক হইয়াও ধার্ম্মিকত্ব প্রখ্যাপনরূপ দম্ভ, অপূজনীয় হইয়াও পূজ্যতা প্রকাশরূপ মান, উৎকৃষ্ট না হইয়াও উৎকর্ষ বিস্তাররূপ মত্ততা অবলম্বন করত এই মন্ত্রদ্বারা এই দেব-তার আরাধনা করিয়া কামিনীগণকে আকৃষ্ট করিব, অমুক মন্ত্রদ্বারা অমুক দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া গুপ্ত ধনের অধিকারী হইব ইত্যাদি দুষ্ট আগ্রহরূপ অসৎগ্রাহান্বিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাহারা অশুচিব্রতসম্পন্ন হইয়া অবৈদিক দৃষ্টফলযুক্ত ক্ষুদ্রদেবতাদির সেবায় নিযুক্ত হয় ও অশুচি নরক ভোগ করে।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—প্রলয়ান্তাং (মরণান্তাম্) অপরিমেয়াং চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ (অবলম্বমানাঃ) [সন্তঃ] কামোপভোগপরমাঃ এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ [অতএব] আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ [সন্তঃ] কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে (ইচ্ছন্তি) ॥ ১১।১২

অনু ।—তাহারা মরণকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয় করিয়া কামোপভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থে অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় আকাঙ্ক্ষা করে ॥ ১১।১২

স্বামী ।—কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ, নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে, এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ, তথাচ বার্হস্পত্যসূত্রং, "কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ" ইতি "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ" ইতি চ। অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতানি তৈর্বদ্ধাঃ, ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্তে ইচ্ছন্তি ॥ ১১।১২

অন্বয়ঃ।—ময়া অদ্য ইদং লব্ধম্, ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ অপরান্ (অন্যান্ শত্রূন্) চ অপি হনিষ্যে ; অহম্ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) অহং ভোগী অহং সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্যঃ) বলবান্ সুখী চ ; অহম্ আঢ্যঃ (ধনাদিসম্পন্নঃ) অভিজনবান্ (কুলীনঃ) অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি ; [অহং] যক্ষ্যে (যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি) [স্তাবকেভ্যঃ] দাস্যামি মোদিষ্যে (হর্ষং প্রাপ্স্যামি) ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ [সন্তঃ] কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) অশুচৌ (কশ্মলে) নরকে পতন্তি ॥ ১৩—১৬

অনু।—অদ্য আমি ইহা পাইলাম, এই অভিলষিত দ্রব্যও পাইব, আমার ইহা আছে, আবার এই ধনও হইবে, এই শত্রু বিনষ্ট হইল, অন্যান্য শত্রুগণকেও বিনষ্ট করিব ; আমি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আমি বলবান্,

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

আমি সুখী ; আমি ধনশালী, আমি কুলীন, আমার সমান আর আছে কে ? আমি যাগাদিদ্বারাও অন্য যজ্ঞকারীদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিব, [স্তাবকগণকে] দান করিব, আমোদ করিব—এইরূপে অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া বহু মনোরথে প্রবৃত্ত চিত্তবশে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মোহজালে একান্ত আবদ্ধ ও কামভোগে আসক্ত হওয়ায় অবশেষে অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৩—১৬

স্বামী ।—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদং-মদ্যেতি চতুর্ভিঃ । প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি, মনোরথঃ মানসঃ প্রিয়ম্ । স্পষ্টমন্যৎ । এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ কিঞ্চ অসাবিতি । সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ । স্পষ্টমন্যৎ ॥ কিঞ্চ আঢ্য ইতি । আঢ্যো ধনাদি-সম্পন্নঃ, অভিজনবান্ কুলীনঃ, যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতা-ন্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি, দাস্যামি স্তাবকে-ভ্যশ্চ, মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমো-হিতাঃ মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি । অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তম্ অনেক-চিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ, তেনৈব, মোহময়েন জালেন সমা-বৃতা মৎস্যা ইব সূত্রময়েণ জালেন যন্ত্রিতাঃ, এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ অশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৩—১৬

অন্বয়ঃ ।—আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ (অনম্রাঃ) ধনমানমদা-

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮

ন্বিতাঃ [সন্তঃ] তে দম্ভেন [ন তু শ্রদ্ধয়া] নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র-প্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাঃ তৈঃ) অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে ॥ ১৭

অনু।—তাহারা আপনা আপনিই সম্মানিত [কোন সাধু ব্যক্তি তাহাদিগকে সম্মান করেন না], গর্ব্বিতস্বভাব এবং ধনমান-মদ-সমন্বিত হইয়া দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ॥ ১৭

স্বামী।—যক্ষ্য ইতি চ যস্তেষাং মনোরথ উক্তঃ, স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ; অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ, ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ যদা 'দীক্ষিতঃ সোমযাজী' ইত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞা-স্তৈর্যজন্তে, কথম্? দম্ভেন, ন তু শ্রদ্ধয়া; অবিধিপূর্ব্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—[তে আসুরাঃ জনাঃ] অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ [সন্তঃ] আত্মপরদেহেষু (আত্মদেহে পরদেহেষু চ) [চিদংশেন স্থিতং] মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ (সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ) [ভবন্তি] ॥ ১৮

অনু।—ঐ সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করিয়া আত্মদেহে ও পরদেহে চিদংশরূপে অবস্থিত আমায় দ্বেষ করে, আর সন্মার্গবর্ত্তী সাধুগণের গুণে দোষারোপক হইয়া থাকে ॥ ১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

স্বামী ।—অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে, দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহমাত্রমেবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষ ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

টিপ্পনী ।——"আমি যাগ করিব" "আমি দান করিব" এইরূপ দম্ভাদিযুক্ত ব্যক্তি সঙ্কল্পপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আসুর প্রকৃতি মানবগণের বহিরঙ্গ-সাধন যজ্ঞদানাদি কার্য্যও সিদ্ধ হয় না, অন্তরঙ্গ-সাধন জ্ঞান বৈরাগ্যাদি যে তাহাদের সুদূর রাহত, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি,ইহা এই শ্লোকে বলিতেছেন।—ঈদৃশ ব্যক্তিগণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য এবং অন্যান্য মহাদোষ সকল আশ্রয় করিয়া থাকে। যদি বল,এতাদৃশ পতিত হইয়াও তোমার ভক্তিদ্বারা পবিত্র হইয়া তাহারা নরকে পতিত হইবে না, ইহাও বলিতে পার না; যেহেতু তাহারা প্রেমাস্পদ নিজদেহে ও স্ত্রী পুত্রাদির দেহে বুদ্ধ্যাদির সাক্ষিরূপে অবস্থিত, অতএব অতি প্রেমাস্পদ আমাকে দ্বেষ করে, আমার শাসনরূপ শ্রুতিবাক্যের অপালনই আমার দ্বেষ; যেমন রাজার আজ্ঞা পালন না করাই রাজার দ্বেষ করা, সেইরূপ। যদি বল, গুরুজন তাহাদিগকে উপদেশ দেন না কেন? ইহার উত্তর এই যে,—তাহারা গুরুজনের করুণা প্রতারণা বলিয়া মনে করে; অতএব তাহারা সকল সাধনশূন্য হইয়া নরকে পতিত হয় ॥ ১৮

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অহং [মাং] দ্বিষতঃ ক্রূরান্ অশুভান্ (আসুরস্বভাবান্) নরাধমান্ সংসারেষু (জন্মমৃত্যুমার্গেষু) আসুরীষু এব যোনিষু (অতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু) অজস্রম্ (অনবরতং) ক্ষিপামি ॥ ১৯

অনু।—আমার দ্বেষকারী সেই সকল ক্রূরপ্রকৃতি অমঙ্গলশীল নরাধমগণকে আমি নিরন্তর সংসারে অতি ক্রূর ব্যাঘ্র, সর্পাদি অসুর যোনিতে নিক্ষিপ্ত করি ॥ ১৯

স্বামী।—তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি, তেষাং পাপকর্ম্মাণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ) মূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ [অপি] অধমাং (নিকৃষ্টাং) গতিং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২০

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! প্রতি জন্মেই আসুরী যোনি প্রাপ্ত ঐ সকল মূঢ়গণ আমায় লাভ করিতে না পারায় তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০

স্বামী।—কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য তেভ্যোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১

[টিপ্প]নী।—তাদৃশ আসুর-প্রকৃতিগণেরও যে বহু জন্মান্তে মুক্তি হইবে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু যাহারা একবার আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ প্রতি জন্মেই তাহা হইতেও নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের আমাকে পাইবার কোনই আশা নাই। "কৌন্তেয়" এই সম্বোধনে ভগবান্ জানাইতেছেন যে, তুমি যখন আমার পিতৃস্বসৃপুত্র, তখন তুমি ঈদৃশ আসুর-যোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ। যেহেতু একবার আসুর-যোনি লাভ করিলে উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট যোনিই প্রাপ্ত হইতে হয়, এইজন্য যে পর্য্যন্ত মানব দেহ আছে, সেই পর্য্যন্ত কষ্টতম অসুর যোনি পরিত্যাগের জন্য দৈবী সম্পৎ আশ্রয় করা উচিত ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্; [অতএব] আত্মনঃ নাশনং (নীচযোনিপ্রাপকং); তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং (সর্ব্বাত্মনা) ত্যজেৎ ॥ ২১

অনু।—কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার; এইগুলি আত্মার নীচযোনিপ্রাপক; অতএব সর্ব্বতোভাবে এই তিনটি ত্যাগ করিবে ॥ ২১

স্বামী।—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্, অত এবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকং তস্মাদেতত্ত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১

টিপ্পনী।—আশঙ্কা হইতে পারে যে, আসুর প্রকৃতির বহু

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

ভেদ আছে। একজন পুরুষের জীবিতকাল মধ্যে তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব, এই জন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছেন,—কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটী নরক প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ; ইহারাই সকল অনর্থের মূল, অতএব ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে॥ ২১

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈঃ (নরকস্য দ্বারভূতৈঃ) এতৈঃ ত্রিভিঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকম্) আচরতি; ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি)॥ ২২

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি হইতে বিমুক্ত ব্যক্তি আপনার শ্রেয়ঃসাধন তপোযোগাদি অনুষ্ঠান করেন; তাহার পর পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করেন॥ ২২

স্বামি।—ত্যাগে বিশিষ্টং ফলমাহ—এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যঃ শাস্ত্রবিধিং (শাস্ত্রবিহিতং ধর্ম্মম্) উৎসৃজ্য কামচারতঃ (যথেষ্টং) বর্ত্ততে, সঃ সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি); ন সুখম্ (উপশমং] ন চ পরাং গতিং (মোক্ষম্) [অবাপ্নোতি]॥ ২৩

অনু।—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্-
বিভাগ-যোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না; সুখ বা মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩

স্বামী ।—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতী ত্যাহ—য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কাম-চারতো যথেষ্টং বর্ত্ততে, স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি ন চ সুখ-মুপশমং ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণং (কর্ত্তব্য-নির্ণায়কম্); [অতঃ] শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা ইহ (কর্ম্মাধিকারে) [বর্ত্তমানঃ] [যথাধিকারং] কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥ ২৪

অনু ।—অতএব কোন্‌টি কার্য্য কোন্‌টিই বা অকার্য্য এইরূপ অবস্থায় শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ (কর্ত্তব্যনির্ণায়ক), অতএব তুমি শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া [কর্ম্মাধিকারে আপনার অধিকার অনুসারে] কর্ম্ম কর ॥ ২৪

স্বামী ।—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্য-মিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে

বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি, তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্‌-জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪

দেবদৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্ ॥
ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

টিপ্পনী।—যেহেতু শাস্ত্রবিমুখ হইয়া কামাধীন কার্য্য করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ পুরুষার্থই বিনষ্ট হয়, এইজন্য মোক্ষার্থী তোমার কার্য্যাকার্য্য বিবেক বিষয়ে শাস্ত্র—বেদই প্রমাণ; এবং এই কর্ম্মভূমিতে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম জানিয়া প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করত চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্ত বিহিত যুদ্ধাদি কর্ম্ম তোমার করা উচিত। এই অধ্যায়ে সকল আসুরী সম্পদের মূলীভূত, সকল শ্রেয়ঃপদার্থের প্রতিবন্ধক, মহাদোষস্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করত মোক্ষার্থিগণ শ্রদ্ধাভক্তি ও শাস্ত্রপ্রবণ হইয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা সম্পদ্বয় বিভাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২৪

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ ! যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) শ্রদ্ধয়া তু অন্বিতাঃ (যুক্তাঃ) যজন্তে,তেষাং নিষ্ঠা কা ? (কঃ আশ্রয়ঃ ?) সত্ত্বং, রজঃ আহো (অথবা) তমঃ ? ॥ ১

অনু ।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের শ্রদ্ধা কীদৃশী ? সাত্ত্বিকী বা রাজসী অথবা তামসী ? ॥ ১

স্বামী ।—উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী। ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি" ইত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তং, তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানাশ্চ গৃহ্যন্তে ; তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা" "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ ; অতো নাত্র শাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা

কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া ক্বচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে, অতোঽয়মর্থঃ—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষান্তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি,—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং রজঃ? অথবা তমঃ ইতি; তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃ-সংশ্রিতা? তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাদ্দ্বিধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১

টিপ্পনী।—এই জগতে কর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্যক্তিগণ দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রীয় বিধান জানিয়াও অশ্রদ্ধাবশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুসারে যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; ঈদৃশ মানবগণ সমস্ত পুরুষার্থের অযোগ্য বলিয়া আসুর প্রকৃতি-সম্পন্ন। কেহ কেহ শাস্ত্রীয় বিধান অবগত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ বর্জ্জন করত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইঁহারা সকল পুরুষার্থের যোগ্য বলিয়া দৈব প্রকৃতিযুক্ত, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে ভগবান্ প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহারা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধান উপেক্ষা করিয়া শ্রদ্ধাসহকারেই বৃদ্ধব্যবহারক্রমে নিষিদ্ধ বর্জ্জনপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা শাস্ত্রীয় বিধানের উপেক্ষারূপ আসুর ধর্ম্মদ্বারা অংশতঃ যুক্ত হইলেও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠানরূপ দেব-সাধর্ম্ম্যদ্বারাও অংশতঃ যুক্ত থাকে, এখন ইহারা কি অসুর অথবা দেবপ্রকৃতির অন্তর্ভূত হইবে? যেহেতু এই শ্রেণীর মানবগণে উভয় ধর্ম্মেরই

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু। ২

সমাবেশ দেখা যাইতেছে। এইরূপ সন্দেহে পতিত হইয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন।—যাহারা আলস্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রীয় বিধান উল্লঙ্ঘন করত বৃদ্ধব্যবহারানুসারে দেবতাগণের অর্চ্চনা প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই যজনক্রিয়ার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহাদের সেই যজন ক্রিয়া কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? যদি সাত্ত্বিকী হয়, তবে তাহারা দেব, যদি রাজসী অথবা তামসী হয়, তবে তাহারা অসুর; অতএব তাহারা কি, ইহা আমাকে বল॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—দেহিনাং [যা] শ্রদ্ধা [সা] সাত্ত্বিকী রাজসী চ তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব ভবতি; সা স্বভাবজা (পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কার-জাতা), তাং শৃণু॥ ২

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! দেহিগণের যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী, এই তিন প্রকারই হইয়া থাকে; উহা তাহাদের স্বাভাবিক অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে উৎপন্ন; সেই শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর॥ ২

স্বামী।—অত্রোত্তরং ভগবানুবাচ—ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা; স্বভাবঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

স্বভাবজা, স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্; তত্তু তেষাং নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি, তদুক্তং— 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন' ইত্যাদিনা ॥ ২

টিপ্পনী।—যাহারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে দেবাদির অর্চ্চনা করে, তাহারা শ্রদ্ধাভেদে নানাপ্রকার হইয়া থাকে। যাহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাহারা দেব, অতএব তাহারা শাস্ত্রীয় সাধনের অধিকারী হইয়া ফল লাভ করে, যাহারা রাজসিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শাস্ত্রের ও তৎফলের অধিকারী হয় না, তাহারাই আসুর-প্রকৃতি; এই শ্রদ্ধাভেদ নিরূপণদ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের সন্দেহ অপনীত করিতেছেন।—মানবগণ যে শ্রদ্ধাদ্বারা শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অর্চ্চনা করে, সেই শ্রদ্ধা তাহাদের স্বভাবজাত। বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কারই স্বভাব। এই স্বভাব ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক,রাজস ও তামস। ঈদৃশ স্বভাবজনিত শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস; যেহেতু কার্য্য কারণের অনুরূপই হইয়া থাকে। পণ্ডিত-গণের যে শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় সংস্কারবশতঃ ইহজন্মেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কারণের একতানিবন্ধন এক সাত্ত্বিকরূপাই। যাহা শাস্ত্র-সংস্কার ব্যতিরেকে উৎপন্ন, তাহাই স্বভাবজাত শ্রদ্ধা এবং ইহাই স্বভাবের ত্রৈবিধ্যবশতঃ ত্রিবিধ, এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর ॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! সর্বস্য (বিবেকিনঃ অবিবেকিনো বা লোকস্য) শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা (সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী) ভবতি; অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাবিকারঃ) যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ স এব॥ ৩

অনু।—হে ভারত! বিবেকী বা অবিবেকী সকল ব্যক্তিরই শ্রদ্ধা স্ব স্ব সত্ত্বগুণের অনুসারিণী হইয়া থাকে; পুরুষও শ্রদ্ধাময়; পূর্বজন্মে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন, এ জন্মেও তিনি তাদৃশ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট॥ ৩

স্বামী।—নন্ু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভাগবতে উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং,—"শমো দমস্তিতিক্ষেজ্যা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়া নিবৃতির্ধৃতিঃ॥ ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয়ঃ" ইতি। অত কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং, তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি; তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, স এব সঃ তাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এব স ইতি। যঃ পূর্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তাদৃশসত্ত্বসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি, যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্য তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা, শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বপ্রধানাঃ জনাঃ) [সত্ত্বপ্রকৃতীন্] দেবান্ যজন্তে ; রাজসাঃ [রজঃপ্রকৃতীনি] যক্ষরক্ষাংসি [যজন্তে] অন্যে তামসাঃ জনাঃ [তমঃপ্রকৃতীন্] প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে॥ ৪

অনু।—সত্ত্ব-প্রকৃতি-জনগণ সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণের আরাধনা করেন ; সেইরূপ রাজসিক লোকগণ রজঃপ্রধান যক্ষ ও রাক্ষসের আরাধনা করে ; আর তামসিক লোকেরা প্রেত ও ভূত-গণকে পূজা করে॥ ৪

স্বামী।—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি, রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে, এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদি-প্রকৃতানাং তত্তদ্দেবাদীনাং তু পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪

টিপ্পনী।—শ্রদ্ধা জ্ঞাত হইলে তদ্বিষয়ক নিষ্ঠাও জানা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধাই কিরূপে জানা যাইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে দেব-পূজাদি কার্য্যদ্বারাই জানা যায়, ইহাই ভগবান্ বলিতেছেন।—যাহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞানহীন হইয়াও স্বাভাবিক শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহারা রুদ্রাদি সাত্ত্বিক দেবগণের অর্চ্চনা করে, যাহারা রজঃপ্রকৃতি যক্ষ রক্ষ প্রভৃতির অর্চ্চনা করে, তাহারা রাজসিক ; যাহারা তমোগুণ-সম্পন্ন ভূত প্রেতের অর্চ্চনা করে, তাহারা তামসিক ; "অন্যে" এই

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্ত শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

পদটি পরস্পরের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য সূচনার জন্য তিন স্থলেই অন্বিত হইবে ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ যে অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) জনাঃ [বৃথোপবাসাদিভিঃ] শরীরস্থং ভূত গ্রামং (ক্ষিত্যাদি-ভূত-সমূহান্) [তথা মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব] অন্তঃ শরীরস্থং (দেহে অন্তর্য্যামিতয়া অবস্থিতং) মাং চ কর্শয়ন্তঃ (কৃশং কুর্ব্বন্তঃ) অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরম্ (উৎকটং) তপঃ তপ্যন্তে (কুর্ব্বন্তি) তান্ অসুরনিশ্চয়ান্ (ক্রূরনিশ্চয়ান্) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৫।৬

অনু ।—যে সকল অবিবেকী জনগণ দম্ভ ও অহঙ্কারপরবশ হইয়া এবং কাম, রাগ (আসক্তি) ও বলসম্পন্ন হইয়া, বৃথা উপবাসাদিদ্বারা দেহস্থ ভূতগণকে এবং শরীর মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে [আমার আদেশ লঙ্ঘনে] কৃশীকৃত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত উৎকট তপস্যা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তুমি অতি ক্রূর-প্রকৃতি বলিয়া জানিবে ॥ ৫।৬

স্বামী ।—রাজসতামসেষপি পুনর্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্ । শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি, কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি, অধমাস্তু তামসা ভবন্তি । যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ, দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোঽভিলাষঃ রাগ আসক্তিঃ বলমাগ্রহঃ এতৈ-রন্বিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং প্রারব্ধকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্য্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ সন্ত এব যে তপ-শ্চরন্তি, তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি॥ ৫।৬

অন্বয়ঃ '—সর্ব্বস্য অপি [জনস্য] [যঃ] আহারঃ (অন্নাদিঃ) [সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি; [তথা] যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ [প্রিয়াণি ভবন্তি] তেষাম্ ইমং (বক্ষ্যমাণং) ভেদং শৃণু॥ ৭

অনু।—সকল ব্যক্তিরই আহার তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে; সেইরূপ যজ্ঞ, তপঃ এবং দানও তিন প্রকার প্রিয়; তাহাদের বক্ষ্যমাণরূপ পার্থক্য শ্রবণ কর॥ ৭

স্বামী।—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতু-মাহ—আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারো-ঽন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি, তথা যজ্ঞতপো-দানানি ত্রিবিধানি প্রিয়াণি ভবন্তি, তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজসতামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহার-যজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে॥ ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮

টিপ্পনী।—যাহারা সাত্ত্বিক, তাহারা দেব এবং যাহারা রাজস ও তামস, তাহারা অসুর, ইহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে। ইদানীং সাত্ত্বিকগণের গ্রহণের জন্য এবং রাজস ও তামসগণের পরিত্যাগের জন্য আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের ত্রৈবিধ্য কীর্ত্তিত হইতেছে;—দৃষ্ট-বিষয় আহার ত্রিবিধ, অদৃষ্ট-বিষয় যজ্ঞ, তপঃ, দানও ত্রিবিধ, কেবল শ্রদ্ধাই ত্রিবিধ নহে। দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ যজ্ঞ। তপঃ—শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শোধক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি। দান—পরস্বত্বজনক স্ব-স্বত্বত্যাগ। আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের সাত্ত্বিকাদি ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৭

অন্বয়ঃ।—আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ (রসবন্তঃ) স্নিগ্ধাঃ (স্বাদযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ); হৃদ্যাঃ (দৃষ্টিমাত্রমেব হৃদয়ঙ্গমাঃ) আহারাঃ (ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮

অনু।—আয়ুঃ, উৎসাহ, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির পরিবর্দ্ধক রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, দেহে সারাংশরূপে দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর, এইরূপ যে সকল ভক্ষ্যভোজ্যাদি, সেগুলি সাত্ত্বিকগণের প্রিয়॥ ৮

স্বামী।—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবনং, সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ তে চ রস্য রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়ঙ্গমাঃ এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮

কট্‌বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

টিপ্পনী।—আহার,যজ্ঞ,তপঃ ও দানের ভেদ পনরটী শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। আহার ত্রিবিধ; আয়ুঃ, সত্ত্ব—চিত্তের ধৈর্য্য; বল, আরোগ্য, সুখ—ভোজনানন্তর তৃপ্তি; প্রীতি, রস্য—মধুররস প্রধান; স্নিগ্ধ, স্থির—রসাংশদ্বারা শরীরে চিরস্থায়ী, হৃদ্য—দুর্গন্ধ প্রভৃতি দোষশূন্য হৃদয়ঙ্গম,আহার—চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। ইহা দ্বারা সাত্ত্বিক লোক জানা যায় এবং সাত্ত্বিক হইতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ ঈদৃশ আহার গ্রহণ করিবেন ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—কট্‌বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ (প্রিয়াঃ) [ভবন্তি] ॥ ৯

অনু।—অতিশয় কটু (নিম্ব প্রভৃতি) অতিশয় অম্ল (তিন্তিড়ী প্রভৃতি), অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ (মরিচ প্রভৃতি) অতিরুক্ষ (কঙ্গুকোদ্রব প্রভৃতি) অতিবিদাহী (সর্ষপ প্রভৃতি) ইত্যাদি যে সকল খাদ্য, ভোজনকালে তাৎকালিক হৃদয়সন্তাপকর এবং পরে দৌর্ম্মনস্যজনক ও রোগোৎপাদক, তৎসমুদয় রাজসগণের প্রিয় ॥ ৯

স্বামী।—তথা কট্‌বিতি। অতিশব্দঃ কট্‌বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুর্নিম্বাদিঃ অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণো মরিচ্যাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকট্‌বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্ম্মনস্যম্ আময়ো রোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যাতযামং (শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্তং) গতরসং (নিষ্পীড়িতসারং) পূতি (দুর্গন্ধং) পর্য্যুষিতঞ্চ (দিনান্তরপক্কঞ্চ) উচ্ছিষ্টম্ (অন্যভুক্তাবশিষ্টম্) অমেধ্যম্ (অভক্ষ্যম্) [এবম্ভূতং] ভোজনং (ভোজ্যং) তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

অনু।—পাকের পর একপ্রহর অতীত হইয়াছে এরূপ খাদ্য অর্থাৎ যাহা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, গতরস অর্থাৎ যাহার সারভাগ নিষ্পীড়িত হইয়াছে, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনের পক্ক, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য তামসগণের প্রিয় আহার ॥ ১০

স্বামী।—তথা যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্কস্য ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিষ্পীড়িতসারং, পূতি দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্কম্ উচ্ছিষ্টম্ অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীনৈঃ) [পুরুষৈঃ] যষ্টব্যমেব (যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়ম্) ইতি মনঃ সমাধায় (একাগ্রং কৃত্বা) বিধিদিষ্টঃ (বিধিবিহিতঃ) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) সঃ (তাদৃশঃ) সাত্ত্বিকঃ [জ্ঞেয়ঃ] ॥ ১১

অনু।—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিরা "যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য" এই মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে বিধিবিহিত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২

স্বামী।—যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে, যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১

টিপ্পনী।—ইদানীং ক্রমানুসারে উপস্থিত ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলিতেছেন।—অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ দ্বিবিধ, কাম্য ও নিত্য। যাহা ফলনিশ্চয় পূর্ব্বক শাস্ত্রবোধিত, তাহা কাম্য; যে যজ্ঞ ফলসংযোগ ব্যতিরেকে জীবনাদি কারণদ্বারা শাস্ত্রবিহিত, তাহা নিত্য। ইহার মধ্যে কাম্য যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গীভূত যাবতীয় বস্তুর সঙ্কলনপূর্ব্বক মুখ্য কল্পেই অনুষ্ঠান করা উচিত। নিত্য যজ্ঞে সর্ব্বাঙ্গের সঙ্কলন না করিতে পারিলেও প্রতিনিধি প্রভৃতি গৌণকল্পেও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। যেহেতু শাস্ত্রে নিত্য যজ্ঞের প্রতি জীবনই কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে (আরোগ্য লাভ প্রভৃতি কাম্য ফল নহে); এই জন্য প্রত্যবায় পরিহারার্থে সর্ব্বাঙ্গ সংগ্রহের অভাব হইলে প্রতিনিধিদ্বারাও যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কাম্য প্রয়োগে বিমুখ ব্যক্তিগণ অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য যথাশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তু (কিন্তু) ফলম্ অভিসন্ধায় (উদ্দিশ্য) দম্ভার্থং (স্বমহত্ত্ব-খ্যাপনায়) অপি যৎ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

অনু ।—পরন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ফলের উদ্দেশে স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রচারার্থ যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস-যজ্ঞ জানিবে ॥ ১২

স্বামী ।—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যত্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে দম্ভার্থঞ্চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্) অসৃষ্টান্নং (ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ অদত্তান্নং) মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং (যথোক্তদক্ষিণারহিতং) শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং [শিষ্টাঃ] তামসং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) ॥ ১৩

অনু ।—শাস্ত্রোক্ত বিধানশূন্য, ব্রহ্মণাদিকে অন্নদান হীন, মন্ত্রহীন, যথোচিত দক্ষিণাহীন এবং শ্রদ্ধাপরিশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩

স্বামী ।—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্ অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচম্ আর্জ্জবং (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪

অনু ।—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা,

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

শুচিতা (অন্তর্ব্বহিঃশুদ্ধি), সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই গুলি শারীরিক তপ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৪

স্বামী।—তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবদ্বিজাদিভিঃ ত্রিভিঃ। তত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

টিপ্পনী।—ক্রমপ্রাপ্ত তপস্যার সাত্ত্বিকাদি ভেদ বলার জন্য শরীর, মানসিক ও বাচিক ভেদে তাহার ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন।—দেব—ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি, দ্বিজ—দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ, গুরু—পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি, প্রাজ্ঞ—পণ্ডিত, ইহাঁদের পূজা—প্রণাম শুশ্রূষা প্রভৃতি; শৌচ—মৃত্তিকা জলাদিদ্বারা শরীর শোধন, আর্জ্জব—অকৌটিল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই সকল শারীর তপঃ নামে কথিত। শারীরপদে শরীর প্রভৃতি প্রধান-কর্ত্তা দ্বারা সাধ্য, কেবল শরীরসাধ্য নহে; যেহেতু পরে বলিবেন যে, "পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ" (১৮শ ১৫শ) অর্থাৎ এই শারীর তপস্যার পাঁচটি হেতু ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ (শ্রোতুঃ প্রিয়ং পরিণামে হিতকরঞ্চ) যৎ বাক্যম্ [অপি চ] স্বাধ্যায়াভ্যসনং (বেদাভ্যাসঃ) চ এব বাঙ্ময়ং (বাচিকং) তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪

অনু।—অন্যের উদ্বেগজনক নহে এরূপ, সত্য এবং

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

শ্রোতার প্রিয় ও পরিণামে হিতজনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস—এই গুলি বাঙ্ময় তপ নামে খ্যাত ॥ ১৫

স্বামী।—বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—মনঃপ্রসাদঃ (মনসঃ স্বস্থতা) সৌম্যত্বং (অক্রূরত্বং), মৌনং (তূষ্ণীম্ভাবঃ) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনঃসংযমঃ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (ব্যবহারে মায়ারাহিত্যম্) ইত্যেতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৬

অনু।—মনের সুস্থতা, অক্রূরতা, মৌন, চিত্তসংযম এবং ব্যবহারে কাপট্যরাহিত্য—এই গুলি মানসিক তপ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৬

স্বামী।—মানসং তপ আহ—মন ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ স্বস্থতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈঃ) যুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্তৈঃ) নরৈঃ পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) শ্রদ্ধয়া তপ্তম্ (আচরিতং)

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮

তৎ (পূর্ব্বোক্তং ত্রিবিধমপি) তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (শিষ্টাঃ কথয়ন্তি) ॥ ১৭

অনু।—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ও একাগ্রচিত্ত-জনগণ পরম শ্রদ্ধা-সংকারে যে তপ অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে সুধীগণ সাত্ত্বিক তপ বলেন ॥ ১৭

স্বামী।—তদেবং শরীরবাঙ্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং, তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ —শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলা-কাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

টিপ্পনী।—শারীরাদি ভেদে তপস্যার ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইল। ইদানীং শ্লোকত্রয়ে সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রৈবিধ্য বলিতে-ছেন।—পূর্ব্বোক্ত শারীর মানসাদি ভেদে ত্রিবিধ তপস্যা অপ্রামাণ্য শঙ্কাশূন্য প্রকৃষ্ট আস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত সমাহিত অধিকারিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে, ইহ চলম্ (অনিয়তম্) অধ্রুবং (ক্ষণিকং) তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

অনু—সৎকার (সাধুবাদ) মান, পূজা (অর্থলাভাদি) জন্য এবং দম্ভ প্রকাশার্থ যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, ইহ-লোকে অনিত্য ও ক্ষণিক ফলপ্রদ সেই তপ রাজসিক বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৮

স্বামী।—রাজসমাহ—সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

সাধুরয়মিতি, তাপসোঽয়মিত্যাদি বাক্পূজা, মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ, দৈহিকী পূজা অর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণ) আত্মনঃ পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থং বা (অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং বা) যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতং (কথিতম্) ॥ ১৯

অনু।—অবিবেক-জনিত দুষ্ট আগ্রহবশে আত্মপীড়নে অথবা অন্যের উৎসাদনার্থ অভিচারাদিরূপ যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৯

স্বামী।—তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—দাতব্যম্ [এব] ইতি [নিশ্চয়েন] দেশে (পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ) কালে (পুণ্যে গ্রহণাদৌ) পাত্রে (পাত্রভূতায় অথবা সর্ব্বস্মাৎ আপদ্গণাৎ দাতুঃ পরিত্রাণকর্ত্রে) অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারাসমর্থায়) যৎ দানং দীয়তে তৎ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

অনু।—দান অবশ্য কর্ত্তব্য এই নিশ্চয় করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

পবিত্র তীর্থ স্থানে, গ্রহণাদি পবিত্র সময়ে, দানের যথার্থ পাত্র মনে করিয়া প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান অর্পিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান। [অথবা পাত্র অর্থে যাহাকে দান করিয়া দানের সাফল্যনিবন্ধন দাতা সর্ব্ববিধ আপদ্ হইতে মুক্ত হন, ঈদৃশ ব্যক্তি দানের পাত্র; তাদৃশ ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত দেশ কালে যাহা দেওয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান ॥ ২০

স্বামী।—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ পাত্রে দেশকালাদিসাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা, পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা চতুর্থ্যেবৈষা পাত্রে ইতি তুভ্যং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্ব্বস্মাদাপদ্গণাদ্দাতারং পাতীতি। যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

টিপ্পনী।—ইদানীং ক্রমপ্রাপ্ত দানের ত্রৈবিধ্য শ্লোকত্রয়ে বলিতেছেন। "দান করা উচিত" এই শাস্ত্রীয় নিদেশ অনুসারে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যুপকারে অসমর্থ, (সমর্থ হইলেও প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া) বিদ্যা তপস্যান্বিত ব্রাহ্মণকে দেশে—কুরুক্ষেত্রাদিতে কালে—পুণ্য সূর্য্যগ্রহণাদি সময়ে যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারলাভায়) বা (অথবা) ফলং (স্বর্গাদিকম্) উদ্দিশ্য [যৎ] পুনঃ [দানং]

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

পরিক্লিষ্টং (পরিক্লেশযুক্তং যথা স্যাৎ তথা) দীয়তে তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অনু ।—কালান্তরে প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির আশায় অথবা স্বর্গাদি-ফললাভ কামনায় চিত্তক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস মনে করিবে ॥ ২১

স্বামী ।—রাজসং দানমাহ—যত্ত্বিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—অদেশকালে (অদেশে অপবিত্রস্থানে অকালে অশৌচাদি-সময়ে) অপাত্রেভ্যশ্চ অসৎকৃতং (সৎকারশূন্যম্) অবজ্ঞাতং (তিরস্কারযুক্তং) যৎ দানং দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতং (কথিতম্) ॥ ২২

অনু ।—অশুচি স্থানে অশুচি অবস্থায় এবং অপাত্রে—সৎকার-হীন ও অবজ্ঞাসমন্বিত যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা তামসিক দান নামে খ্যাত ॥ ২২

স্বামী ।—তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে অশুচি-স্থানে, অকালে অশৌচাদিসময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যম্ অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্ এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—ওঁ তৎ সৎ ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ (নাম্না ব্যপদেশঃ) স্মৃতঃ; তেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা (সৃষ্ট্যাদৌ) বিহিতাঃ (বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ) ॥ ২৩

অনু।—ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি ব্রহ্মের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে, সৃষ্টির প্রথমে এই ত্রিবিধ নামদ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ সকল বিহিত হইয়াছিল॥ ২৩

স্বামী।—নম্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপাদানপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওম্ তৎসদিতি ত্রিবিধঃ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশো নাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবৎ ওমিতি "ত্রিবিদ্‌ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। ওমিতি ব্রহ্মণো নাম, জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ অবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ। তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম; পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিতি। সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি—তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা, যদ্বা যস্মায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৩

টিপ্পনী।—পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

ত্রৈবিধ্য কথনদ্বারা সাত্ত্বিক এই সকল বিষয়ের গ্রহণ করা উচিত এবং রাজস তামস আহারাদি পরিহার করা বিধেয়, ইহা বলা হইয়াছে। এতন্মধ্যে দৃষ্ট বিষয় আহারের অঙ্গবৈগুণ্য হইতে পারে না বলিয়া ফলাভাবের আশঙ্কা নাই ; কিন্তু যজ্ঞ, তপঃ ও দান অদৃষ্ট বিষয়, এই জন্য ইহাদের অঙ্গবৈগুণ্যবশতঃ উৎপন্ন অপূর্ব্বের ফলাভাব হইতে পারে ; যেহেতু এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতা মানব, তাহারা ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে ; অতএব অঙ্গ-বৈগুণ্যও অবশ্যম্ভাবী এবং তন্নিবন্ধন সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও এই সকল যজ্ঞাদি অনর্থক হইয়া পড়ে ; অতএব বৈগুণ্য পরিহারের জন্য পরম-কারুণিক ভগবান্ নিজের ওঁ তৎ সৎ এই নামরূপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করার উপদেশ দিতেছেন। ওঁ তৎ সৎ এই শব্দটি পরমাত্মার প্রতিপাদক ; ইহার তিনটি অংশ, ইহা প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন। যজ্ঞকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞের হেতু বেদ এবং যজ্ঞরূপ কর্ম্ম এই ওঁ তৎ সৎ নির্দ্দেশদ্বারাই ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব যজ্ঞাদি সৃষ্টির হেতু বলিয়া এই নির্দ্দেশ বৈগুণ্য পরিহারে সমর্থ ও মহাপ্রভাববিশিষ্ট ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ ওম্ ইতি উদাহৃত্য (উচ্চার্য্য) [কৃতাঃ] ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবাদিনাং) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্তাঃ) যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ সততং (সর্ব্বদা) [অঙ্গবৈকল্যেঽপি] প্রবর্ত্তন্তে (সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ২৪

অনু।—এই নিমিত্ত ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত বেদজ্ঞ-

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা তচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬

দিগের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ সর্ব্বদা [অঙ্গবৈকল্য হইলেও] সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

স্বামী।—ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্ ওঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মা দিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাৎ ওমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃত্বা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—তৎ ইতি [উদাহৃত্য] ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলসংকল্প ত্যাগেন) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে ॥ ২৫

অনু।—তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুমুক্ষুগণ নানাবিধ যজ্ঞ ও তপঃক্রিয়া এবং দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫

স্বামী।—কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি—তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! সদ্ভাবে (অস্তিত্বে) সাধুভাবে চ

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

(সাধুত্বে চ) সৎ ইত্যেতৎ [পদং] প্রযুজ্যতে ; তথা প্রশস্তে (মাঙ্গলিকে) কর্ম্মণি চ সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে (সঙ্গচ্ছতে) ॥ ২৬

অনু।—হে পার্থ! অস্তিত্ব, সাধুভাব এবং মাঙ্গলিক কর্ম্মে সৎ এই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ২৬

স্বামী।—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে, সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা॥ ২৬

টিপ্পনী।—ওঁ তৎ সৎ এই নির্দ্দেশস্থ তৃতীয় অক্ষর সৎশব্দের দুই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিতেছেন।—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সৎ এই পদটি ব্রহ্মের নাম; ইহা অবিদ্যমানতার আশঙ্কা হইলে বিদ্যমানতা অর্থে এবং অসাধুত্ব শঙ্কা উপস্থিত হইলে সাধুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়; অতএব এই সৎ শব্দ বৈগুণ্য পরিহারপূর্ব্বক যজ্ঞাদির সাধুতা এবং যজ্ঞফলের বিদ্যমানতা সম্পাদন করিতে সমর্থ। যেমন সদ্ভাবে ও সাধুভাবে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রতিবন্ধরহিত আশু সুখজনক মাঙ্গলিক কার্য্য বিবাহাদিতেও সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। অতএব বৈগুণ্য পরিহার করিয়া প্রতিবন্ধকশূন্যভাবে যজ্ঞাদির শীঘ্র ফলজনক এই সৎ শব্দ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—যজ্ঞে তপসি দানে চ [যা] স্থিতিঃ (তাৎপর্য্যেণ

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-
যোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

অবস্থানং) তৎ অপি সৎ ইতি উচ্যতে ; তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে ॥ ২৭

অনু।—যজ্ঞ, তপ ও দানে যে তৎপর ভাবে অবস্থান, তাহাও সৎ এই নামে অভিহিত হয় এবং তদর্থীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সৎ এই নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৭

স্বামী।—কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাব-স্থানং,তদপি সদিত্যুচ্যতে, যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনাদ্য-মাঙ্গলিকাদিক্রিয়াঃ, তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যানশালিক্ষেত্র-ধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ং, তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যে-বাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং, তস্মাদেতৎ সর্ব্ব-কর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং সংকীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানু-পপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে, 'বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু' ইতি ন্যায়াৎ। অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধা যজতীত্যাদিবদ্বিধিত্বয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ ; তত্তু সম্ভাবে চেত্যাদিষু প্রাপ্ত্যর্থত্বায় সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! অশ্রদ্ধয়া হুতং (হবনং) দত্তং (দানং) তপ্তং (নির্ব্বর্ত্তিতং) তপঃ [অন্যদপি] যৎ (কর্ম্ম) কৃতং [তৎ সর্ব্বং] অসৎ ইতি উচ্যতে; তৎ [বিগুণত্বাৎ] প্রেত্য (লোকান্তরে) ন ফলতি নো (নচ) [অযশস্করত্বাৎ] ইহ (অস্মিন্ লোকে) [ফলতি] ॥ ২৮

অনু।—হে অর্জ্জুন! অশ্রদ্ধাসহকারে নিষ্পাদিত হোম, দান, তপস্যা এবং অন্য যাহা কিছু করা যায়, তৎসমুদয় অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়; তাহা বিগুণ বলিয়া পরলোকেও কোনরূপ ফলপ্রদ হয় না এবং অযশস্কর বলিয়া ইহলোকেও ফলোপধায়ক হয় না ॥ ২৮

স্বামী।—ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম্ম তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে, যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ, নো ইহ ন চাস্মিন লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥
ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

টিপ্পনী।—যদি আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘন করিয়া বৃদ্ধ ব্যবহার অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতি সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রমাদবশতঃ বৈগুণ্য হইলে ওঁ তৎসৎ এই ব্রহ্ম নির্দ্দেশদ্বারা তাহার পরিহার হয়, তবে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুসারে যৎকিঞ্চিৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী অসুরস্বভাব মানবগণেরও তদ্দ্বারাই বৈগুণ্য পরিহার হউক, সাত্ত্বিকতার হেতুভূত শ্রদ্ধায় আর প্রয়োজন কি?

এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন।—অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিতে যে হোম করা হয়,ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয়,যাহা তপস্যা করা হয় এবং অন্যান্য যাহা কিছু করা হয়,তৎসমস্তই অসৎ—অসাধু; অতএব "ওঁ তৎসৎ" এই নির্দ্দেশদ্বারা তাহার সাধুত্ব করা অশক্য। হে পার্থ! তাহা অসৎ কেন, তাহা শ্রবণ কর;—যেহেতু অশ্রদ্ধাকৃত সেই সকল কর্ম্ম বিগুণত্বনিবন্ধন অপূর্ব্ব জন্মায় না বলিয়া পরলোকে ফলদান করে না; ইহলোকেও সাধুগণের বিগর্হিত বলিয়া যশঃ প্রদান করে না, এইজন্য ঐহিক পারত্রিক ফলশূন্য বলিয়া অশ্রদ্ধাকৃত যজ্ঞাদি অসৎ। আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধানে অনাদর করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৃদ্ধব্যবহারক্রমে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া যাহারা শাস্ত্রের অনাদররূপ আসুর ধর্ম্মদ্বারা এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠানরূপ দেবসাধর্ম্যদ্বারা যুক্ত হইয়াছে, তাহারা কি দেব অথবা অসুরমধ্যে পরিগণিত হইবে, এই সংশয় বিষয়ক রাজস তামস যজ্ঞকারিগণ আসুর এবং সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞকারিগণ দেব, এই তত্ত্ব ভগবান্ শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্য এবং আহারাদি ত্রৈবিধ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক এই অধ্যায়ে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৮

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—অর্জ্জুন উবাচ—হে হৃষীকেশ ! (সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়ামক !) হে মহাবাহো ! হে কেশিনিষূদন ! (কেশিহন্তঃ !) সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং (স্বরূপং) পৃথক্ (বিবেকেন) বেদিতুং (জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি ॥ ১

অনু ।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে হৃষীকেশ ! হে কেশিহন্তঃ ! হে মহাবাহো ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করি ॥ ১

স্বামী ।—ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্ । স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥ অত্র চ, "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী ।" "সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা" ইত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ । তথা "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ" "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্, ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ, অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যেতি । ভো হৃষীকেশ ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক ! হে কেশিনিষূদন ! কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব স্ববাহুনা কর্কটিকা-

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২

ফলবত্ত্বং বিদার্থ্য নিষ্পদিতবান্. অতএব হে মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি॥১

টিপ্পনী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যার ত্রৈবিধ্য দ্বারা কর্ম্মিগণ যে ত্রিবিধ, তাহা বলা হইয়াছে। ইদানীং সন্ন্যাসের ত্রৈবিধ্যদ্বারা সন্ন্যাসীর ত্রৈবিধ্য বলা হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানের পর সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অতএব তাহার সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক প্রভৃতি ভেদ সম্ভব হয় না। আর যে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস তত্ত্ববোধের নিমিত্ত তত্ত্ববোধের পূর্ব্বে তৎপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" (২য় ৪৫শ) ইত্যাদি শ্লোকে নির্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই এবং তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছাও জন্মে নাই, তাহাদের যে কর্ম্মসন্ন্যাস "স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" (৬ষ্ঠ ১ম) ইত্যাদি শ্লোকে গৌণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই ত্রিবিধ হইতে পারে; অতএব তাহার বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন।— অজ্ঞান এবং জিজ্ঞাসু নহে এবংবিধ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ কর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক যে কিঞ্চিৎ কর্ম্মত্যাগ, তাহাও ত্যাগাংশের বিদ্যমানতা হেতু সন্ন্যাস নামে অভিহিত। অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত অজ্ঞান অধিকারী দ্বারা অনুষ্ঠিত ঈদৃশ সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব আমি সাত্ত্বিকাদি ভেদে জানিতে ইচ্ছা করি। সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দ কি একার্থক?

অথবা ভিন্নার্থক? যদি ভিন্নার্থক হয়, তবে সন্ন্যাস হইতে পৃথক্-ভাবে ত্যাগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, আর যদি একার্থক হয়, তবে ইহাদের অবান্তর ভেদ জানিতে বাসনা করি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং (ত্যাগং) সন্ন্যাসং বিদুঃ (জানন্তি); [সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং তে সন্ন্যাসং জানন্তি]; বিচক্ষণাঃ (নিপুণাঃ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সর্ব্বেষাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং কাম্যানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং, ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগং) ত্যাগং প্রাহুঃ ॥ ২

অনু।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্ম-সমূহের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন; আর নিপুণ পণ্ডিতগণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম সকলের ফলমাত্র ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন; [ইহাঁরা কর্ম্মত্যাগকে ত্যাগ বলেন না] ॥ ২

স্বামী।—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং 'পুত্রকামো যজেত' 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদিকামো-পবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদুঃ, জানন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্। নন্তু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাদ-বিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ? নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি। উচ্যতে, যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিষু ফলবিশেষো

ন শ্রূয়তে তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্, বিধিঃ "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেবংবিধেঃ প্রয়োজনং মন্তব্যং, পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ" ইতি। নন্বু ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি, ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা, তাবৎ পর্য্যন্তঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কর্ব্বতস্তৎফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম ন স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরন্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ,—"প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধিং কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥ উক্তঞ্চ ভগবতা—'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ" ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা। তদুক্তং শ্রীভাগবতে—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহ-

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

নাপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" ইত্যাদি। অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—একে মনীষিণঃ (সাংখ্যাঃ) কর্ম্ম দোষবৎ (দোষযুক্তম্) ইতি [হেতোঃ] [সর্ব্বমপি কর্ম্ম] ত্যাজ্যং প্রাহুঃ (কথয়ন্তি); অপরে চ (মীমাংসকাঃ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি [বদন্তি]॥ ৩

অনু।—কোন কোন মনীষিগণ (সাংখ্যগণ) দোষযুক্ত বলিয়া সমুদয় কর্ম্মই পরিত্যাজ্য বলেন; অন্যান্য পণ্ডিতগণ (মীমাংসকগণ) বলেন—যজ্ঞ, দান এবং তপঃ, এগুলি পরিত্যাজ্য নহে॥ ৩

স্বামী।—অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তর-নিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ] প্রাহুর্মনীষিণ ইতি। অস্যায়ং ভাবঃ—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' ইতি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতুহিংসেত্যাহ, "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি-প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ; অতো ভিন্ন-বিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ দ্রব্যসাধ্যেষু সর্ব্বেষপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ, সোঽপি দৃষ্টোপায়বদ্, গুরুপাঠাৎ

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ। ৪

অনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ। তত্রাবিশুদ্ধির্হিংসা তয়া ক্ষয়ো বিনাশঃ। অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদিজন্যং স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ত্ততে পরোৎকর্ষস্তু সর্ব্বান্ দুঃখাকরোতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা, সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে, তাদর্থ্যলক্ষণত্বাত্তচ্ছেষত্বস্য ন ত্বেবং নিষেধো নিষেধ্যস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রোপেক্ষিতত্বাৎ অন্যথা অজ্ঞান-প্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্য-শাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধান্নাস্তি দোষবত্ত্বম্,অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি ॥ ৩

টিপ্পনী।—ইদানীং দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরের জন্য সন্ন্যাস ও ত্যাগের ত্রৈবিধ্য নিরূপণ করিতে তদ্বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ বলিতেছেন।—সমস্ত কর্ম্ম বন্ধের হেতুভূত বলিয়া দোষযুক্ত; অতএব কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণেরও কর্ম্মত্যাগ করা উচিত, ইহা কোন কোন মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, অথবা—যেমন রাগাদি দোষ ত্যাজ্য, সেইরূপ কর্ম্মও ত্যাজ্য, এই এক পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষ—কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসার উৎপত্তির জন্য যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহা কোন কোন মনীষিগণ বলেন ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে ভরতসত্তম! (ভরতশ্রেষ্ঠ!) পুরুষব্যাঘ্র! (পুরুষ-

শ্রেষ্ঠ !) তত্র ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (মদ্‌বচনাৎ) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্তং) শৃণু ; ত্যাগঃ হি [তামসাদিভেদেন] ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪

অনু।— হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিকট সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর ; তামসাদি ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ৪

স্বামী।—এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ত্যাগো হি দুর্ব্বোধো হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যঞ্চ—নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণ ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

টিপ্পনী।—এইরূপ মতভেদ থাকিলেও কর্ম্মাধিকারী কর্ত্তৃক ত্যাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মীমাংসা বলিতেছেন। ঈদৃশ ত্যাগ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। অথবা বিশিষ্টভাবরূপ ত্যাগ বিশিষ্টাভাব, বিশেষণাভাব ও এতদুভয়াভাববশতঃ ত্রিবিধ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগই বিশিষ্টভাব। তন্মধ্যে কর্ম্ম সত্ত্বেও ফলাভিসন্ধিরূপ বিশেষণের পরিত্যাগ নিবন্ধন একবিধ কর্ম্মত্যাগ। ফলাভিসন্ধি সত্ত্বেও কর্ম্মরূপ বিশিষ্টের ত্যাগ-নিবন্ধন দ্বিতীয়। ফলাভিসন্ধি ও কর্ম্ম এতদুভয় পরিত্যাগবশতঃ তৃতীয়। ইহার মধ্যে প্রথম—কর্ম্ম সত্ত্বেও ফলাভিসন্ধি ত্যাগ সাত্ত্বিক, ইহাই গ্রহণ করা উচিত ; দ্বিতীয়—ফলাভিসন্ধি সত্ত্বেও কর্ম্মত্যাগ হেয় ; ইহা দ্বিবিধ—দুঃখবুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত রাজস, মোহবশতঃ অনুষ্ঠিত তামস। এইরূপ ত্যাগই অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয়। তৃতীয়—ফলাভিসন্ধি ও

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মের অনধিকারী ব্যক্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত নৈর্গুণ্যরূপ, ইহা অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয় নহে। যেহেতু এইরূপে ত্যাগের তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, এই জন্য তুমি আমার বাক্যে ইহার নিশ্চয় শ্রবণ কর। সম্বোধনদ্বয়ে বংশনিমিত্ত উৎকর্ষ ও পৌরুষ নিমিত্ত উৎকর্ষ সূচিত হইল ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তৎ (কার্য্যম্) এব; [যতঃ] যজ্ঞঃ দানং তপশ্চ মনীষিণাং (বিবেকিনাং) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকরাণি ভবন্তি) ॥ ৫

অনু।—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম কদাচ ত্যাজ্য নহে; তৎসমুদয় অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর হইয়া থাকে ॥ ৫

স্বামী।—প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! এতানি (যজ্ঞাদীনি) কর্ম্মাণি অপি তু সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিনিবেশং) ফলানি চ ত্যক্ত্বা [কেবলমীশ্বরারাধনতয়া] কর্ত্তব্যানি, ইতি মে নিশ্চিতং মতম্ [অতএব] উত্তমম্ ॥ ৬

অনু।—হে পার্থ! এই সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক [কেবল ঈশ্বরারাধনার্থ] অনুষ্ঠেয়; ইহাই আমার মত, অতএব উত্তম ॥ ৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

স্বামী।—যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎপ্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তানি এতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি। কথং? সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্ত্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি নিশ্চিতং মে মতম্; অতএবোত্তমম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—নিয়তস্য (নিত্যস্য) কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ (ত্যাগঃ) ন উপপদ্যতে (যুজ্যতে); মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

অনু।—নিত্যকর্ম্মের পরিত্যাগ কদাচ উচিত নহে; মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ তামস নামে অভিহিত হয় ॥ ৭

স্বামী।—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ; নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ; অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ; স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

টিপ্পনী।—ভগবান্ "যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে" (১৮শ ৩য়) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ-দান-তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে, এইটি ভগবানের মত। ইদানীং "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ" (১৮শ ৩য়) এই মতের আলোচনা করিতেছেন। কাম্যকর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ ॥
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ।।৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ।৯

হয় না বলিয়া, জ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণ তাহা ত্যাগ করিবেন। নিত্য-কর্ম্ম অন্তঃকরণের শুদ্ধিবিধান করে বলিয়া তাহা নির্দ্দোষ; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। পূর্ব্বে "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে" (৬ষ্ঠ ৩য়) ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—[যঃ] দুঃখম্ ইতি এব [মত্বা] কায়ক্লেশভয়াৎ (শরীরায়াসভয়েন) যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং (জ্ঞাননিষ্ঠাং) নৈব লভেৎ (লভেত) ॥ ৮

অনু ;—কর্ম্ম দুঃখজনক, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি কায়-ক্লেশ ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি রাজসিক ত্যাগ করে বলিয়া ত্যাগফল (জ্ঞাননিষ্ঠা) প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮

স্বামী ।—রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যস্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো দুঃখস্য রাজসত্বাৎ, অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।— হে অর্জ্জুন! সঙ্গম্ (আসক্তিং) ফলঞ্চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যং (কর্ত্তব্যম্) ইতি এব [মত্বা] যৎ নিয়তম্ (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ ॥ ৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

অনু ।—হে অর্জ্জুন! আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে সকল নিত্যকর্ম্ম করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া আমার অভিমত ॥ ৯

স্বামী ।—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি । কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধা নিয়তমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যস্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

টিপ্পনী ।—রাজস ও তামস কর্ম্মত্যাগ পরিত্যাজ্য, ইহা প্রদর্শিত হইল । ইদানীং কীদৃশ সাত্ত্বিক ত্যাগ গ্রহণীয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন ।—বিধির উদ্দেশে ফলশ্রুতি না থাকিলেও কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সঙ্গ—কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ, ইহাই গ্রহণীয় । প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিত্য কর্ম্মের ফল নাই, অতএব ফলত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবানের এই উক্তিবশতঃই নিত্য কর্ম্মেরও ফল আছে, ইহা অনুমেয়, অন্যথা এই উক্তি অসঙ্গত হয় । আর নিত্য কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় হয়, এই স্মৃতিদ্বারাও নিত্যকর্ম্মের প্রত্যবায়পরিহাররূপ ফল অনুমিত হইতেছে ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ) মেধাবী (স্থির-বুদ্ধিঃ) [অতএব] ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী (সাত্ত্বিকত্যাগী) অকুশলং (দুঃখাবহং) কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে (সুখকরে কর্ম্মণি চ) ন অনুষজ্জতে (প্রীতিমনুভবতি) ॥ ১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

অনু।—সত্ত্বগুণময়, স্থিরবুদ্ধিশালী এবং সংশয়হীন সাত্ত্বিক ত্যাগী দুঃখজনক কর্ম্ম দ্বেষ করেন না; সুখকর কর্ম্মেও প্রীতি অনুভব করেন না॥ ১০

স্বামী।—এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ। যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি; তত্র কিয়দেতত্তাৎ-কালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—দেহভৃতা (দেহিনা) অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যম্; যস্তু [কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি] কর্ম্মফলত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)॥ ১১

অনু।—দেহী সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারে না; পরন্তু যিনি [সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও] কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী নামে প্রসিদ্ধ॥ ১১

স্বামী।—নন্বেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সম্পদ্যতে, তত্রাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২

ত্যক্তুং ন হি শক্যম্। তদুক্তং, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

টিপ্পনী।—কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতুভূত রাগ ও দ্বেষের অভাববশতঃ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ সম্ভব হয়, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইল। ইদানীং অজ্ঞ ব্যক্তিগণের কর্ম্মত্যাগ যে অসম্ভব, তাহার কারণ কহিতেছেন—"আমি মনুষ্য" "আমি ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি অবাধিত অভিমান দ্বারা যিনি কর্ম্মাধিকারের হেতু বর্ণাশ্রমাদিরূপ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাশ্রয় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাতকে অনাদি অবিদ্যাবাসনাবশতঃ ব্যবহারযোগ্যরূপে কল্পিত, অসত্য হইলেও সত্যরূপে, নিজ হইতে ভিন্ন হইলেও অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনিই দেহধারী অহঙ্কার। এতাদৃশ বিবেকজ্ঞানশূন্য দেহধারী কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু রাগদ্বেষের আধিক্যনিবন্ধন নিরন্তর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে বলিয়া শেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়। অতএব অজ্ঞ অধিকারী ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়াও ভগবদনুকম্পায় তৎকালোচিত ফল ত্যাগ করেন বলিয়া ত্যাগী নামে অভিহিত। ঈদৃশ ব্যক্তি বস্তুতঃ ত্যাগী না হইলেও প্রশংসার জন্য উপচারবশতঃ ত্যাগী বলা হইল। বস্তুতঃ ত্যাগী শব্দদ্বারা তাঁহাকে বুঝায়, যিনি পরমার্থদর্শিত্ব নিবন্ধন সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১১

অন্বয়ঃ ;—অনিষ্টং (নারকিত্বম্) ইষ্টং (দেবত্বং) মিশ্রঞ্চ

(মানুষত্বম্) [ইতি] ত্রিবিধং [পাপস্য পুণ্যস্য পুণ্যপাপমিশ্রস্য চ] কর্ম্মণঃ [যৎ] ত্রিবিধং ফলম্ [প্রসিদ্ধং] [তৎ সর্ব্বম্] অত্যাগিনাং (সকামানাম্) [এব] প্রেত্য (পরত্র দেহত্যাগানন্তরমিত্যর্থঃ) ভবতি ; নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ অপি (ইহ পরত্র বা) [ভবতি] ॥ ১২

অনু।—অনিষ্ট (নারকিতা) ইষ্ট (দেবত্ব) ও মিশ্র (মনুষ্যত্ব) কর্ম্মের এই যে ত্রিবিধ ফল শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তৎসমস্তই সকাম ব্যক্তির দেহত্যাগের পর ফলিয়া থাকে ; পরন্তু সন্ন্যাসিগণের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও হয় না ॥ ১২

স্বামী।—এবম্ভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্ ইষ্টং দেবত্বং মিশ্রং মনুষ্যত্বম্ এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধং তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি ; তেষামেব ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ। ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগী চ" ইত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ, ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২

টিপ্পনী।—দেহবান্ পরমাত্মজ্ঞানশূন্য কর্ম্মীর এবং পরমাত্মজ্ঞানবান্ দেহাভিমানরহিত সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর ফলে কি পার্থক্য, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে,পূর্ব্বে কর্ম্মফলত্যাগীকে প্রকৃত ত্যাগী বলা হইয়াছে, এখন সেই ত্যাগের কিরূপ পরিণতি, তাহা দেখাইতেছেন। অত্যাগীর মরণের পর নরকপাতাদিরূপ অনিষ্ট, স্বর্গভোগাদিরূপ ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট মিশ্ররূপ মনুষ্যত্ব

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩

প্রাপ্তি হয়। যাঁহারা অত্যাগী ফলাভিসন্ধানশূন্য, তাঁহাদের জ্ঞান-প্রভাবে অবিদ্যাবীজ উন্মূলিত হয় বলিয়া মরণের পরে তাদৃশ ইষ্ট অনিষ্ট সাধন ও মিশ্ররূপ ত্রিবিধ ফল লাভ হয় না। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য কর্ম্মিগণের কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানবানের আত্মত্যাগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কর্ম্মীর কর্ম্ম যে ফল প্রসব করে, তাহা বিপদ্-বিজড়িত ; জ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগ সকলরূপ বন্ধনছেদনের বীজ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—হে মহাবাহো ! সাংখ্যে কৃতান্তে (বেদান্তসিদ্ধান্তে) সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে (নিষ্পত্তয়ে) প্রোক্তানি (কথিতানি) ইমানি (বক্ষ্যমাণানি) পঞ্চ কারণানি মে (মদ্বচনাৎ) নিবোধ (জানীহি) ॥ ১৩

অনু ।—হে মহাবাহো ! সর্ব্বকর্ম্মের নিষ্পত্তির জন্য বেদান্ত-সিদ্ধান্তে বক্ষ্যমাণ এই পাঁচটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও ॥ ১৩

স্বামী ।—নন্থ কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সন্ন্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চৈতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্য-মাণানি পঞ্চ কারণানি মে মম বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থ-মেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনে-নেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং তস্মিন্ প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যঃ, তস্মিন্ কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্ত-

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং, কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্ প্রোক্তানি অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩

টিপ্পনী।—পূর্ব্বে যে বলা হইল—আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" কারণ, কর্ম্মের হেতু অধিষ্ঠানাদিপঞ্চকে "স চাসৌ আত্মা চেতি" রূপ তাদাত্ম্যাভিমানই তাহার হেতু। এই অর্থকেই চারিটি শ্লোকদ্বারা বিবৃত করিতেছেন। প্রথম অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ সকল কর্ম্মসিদ্ধির কারণ, ইহা বেদান্তশাস্ত্রানুসারে প্রমাণিত। হে মহাবাহো! অর্থাৎ যখন তুমি সৎপুরুষ, তখন ইহা তোমার পক্ষে দুর্ব্বোধ নহে। ইহা কর্ম্মান্তবিষয়ক সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—অধিষ্ঠানং (শরীরং) তথা কর্ত্তা (অহঙ্কারঃ) পৃথগ্‌বিধম্ (অনেকপ্রকারং) করণং (চক্ষুঃশ্রোত্রাদি) চ, বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ (প্রাণাপানাদিব্যাপারাঃ) ; অত্র পঞ্চমং দৈবঞ্চ (চক্ষু-রাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদি, সর্ব্বপ্রেরকঃ অন্তর্য্যামী বা) ॥ ১৪

অনু।—দেহ, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণাপানাদির নানাবিধ ব্যাপার আর পঞ্চম—দৈব অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি অথবা সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী ॥ ১৪

স্বামী।—তান্যেবাহ—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং কর্ত্তা চিদচিদ্গ্রন্থিরহঙ্কারঃ,পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্‌ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

ব্যাপারাঃ ; অত্র চ এতেষেব পঞ্চমং চ কারকং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্য্যামী বা ॥ ১৪

টিপ্পনী।—কর্ম্মের কারণরূপ ব্যাপারপঞ্চক যে কর্তৃত্বসিদ্ধি করে, তাহাদিগকে হেয় বলিতে হইবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং চেষ্টা, অভিব্যক্তির আশ্রয় শরীররূপ অধিষ্ঠান যেরূপ মায়া কল্পিত, সেরূপ 'আমি করিতেছি' ইত্যাদি অহঙ্কারযুক্ত কর্ত্তাও কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত ; সুতরাং অধিষ্ঠান এবং শরীর, কর্ত্তা, অহংবুদ্ধি এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম, বিবিধ প্রকার চেষ্টা এবং দৈব, ইহারা সকলেই কর্ম্মসিদ্ধির হেতু অর্থাৎ এই পঞ্চকারণ ব্যতীত কর্ম্মসিদ্ধি হয় না। কর্ম্মসিদ্ধির স্থূল হেতু পাঁচ যথা—১, দেহ ; ২, অহঙ্কার ; ৩, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ; ৪, বিবিধ প্রকার চেষ্টা ; ৫, দৈব ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং (ধর্ম্ম্যং) বা বিপরীতং (অধর্ম্ম্যং) বা কর্ম্ম প্রারভতে (করোতি) এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ (কারণানি)॥ ১৫

অনু।—মনুষ্য দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্মসঙ্গতই হউক বা অধর্ম্মসঙ্গতই হউক, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এই পাঁচটিই তাহার কারণ ॥ ১৫

স্বামী।—এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম্ম ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব্যম্, শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি

তত্ৰৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬

প্রসিদ্ধেঃ, শরীরাদিভির্যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ॥ ১৫

টিপ্পনী।—পূর্ব্ব শ্লোকে দেহ, অহঙ্কার, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, বিবিধ প্রকার চেষ্টা ও দৈবরূপ যে পাঁচটি কারণ কর্ম্মসিদ্ধির হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই মানবগণ শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনক কার্য্য সম্পাদন করে॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—তত্র (সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি) [এতে পঞ্চ হেতবঃ ইতি] এবং সতি কেবলম্ আত্মানং তু যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি, অকৃত-বুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ) সঃ দুর্ম্মতিঃ [সম্যক্] ন পশ্যতি॥ ১৬

অনু।—সমুদয় কর্ম্মেরই এই পাঁচটি হেতু, এরূপ অবধারিত হইলে, যে ব্যক্তি কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি অসঙ্গ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া অবলোকন করে, অসংস্কৃত বুদ্ধিবশে সেই দুর্ম্মতি সম্যক্ দর্শন করে না॥ ১৬

স্বামী।—ততঃ কিমত আহ—তত্রৈতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গ-মাত্মানং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাসেনাসংস্কৃতবুদ্ধি-ত্বাৎ দুর্ম্মতিরসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি॥ ১৬

টিপ্পনী।—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকারণ কর্ম্মমাত্রের হেতু হইলেও যে অনাত্মজ্ঞ দুর্ম্মতি ব্যক্তি অবিবেকনিবন্ধন কেবলমাত্র আত্মা-কেই কর্ত্তা বলিয়া জানে, সেই দৃষ্টিশক্তিহীন অবিবেকী মানব ইষ্টানিষ্টরূপ বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করে॥ ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধা কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ।—যস্য অহঙ্কৃতঃ ভাবঃ (অহংকর্ত্তেত্যেবম্ভূতো ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ) নাস্তি, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে) সঃ ইমান্ লোকান্ (সর্ব্বানপি প্রাণিনঃ) [লোকদৃষ্ট্যা] হত্বাপি ন হন্তি, ন [চ] নিবধ্যতে (তৎফলৈঃ বন্ধনমাপ্নোতি) ॥ ১৭

অনু।—"আমি কর্ত্তা" এইরূপ যাঁহার ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি ইষ্ট বা অনিষ্ট বুদ্ধিতে কোন কর্ম্মে আসক্ত হয় না, তিনি এই সমুদয় প্রাণিগণকে [লোকদৃষ্টিতে] হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তাহার ফলেও আবদ্ধ হন না ॥ ১৭

স্বামী।—কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহঙ্কর্ত্তেত্যেবম্ভূতো ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি, শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে, স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি, কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিস্তস্য বন্ধশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানম্ (ইষ্টসাধনমিতি বোধঃ) জ্ঞেয়ঃ (ইষ্ট-

সাধনং কর্ম্ম) পরিজ্ঞাতা (এতজ্‌জ্ঞানাশ্রয়ঃ) [ইত্যেবং] ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (কর্ম্ম-প্রবৃত্তিহেতুঃ) [তথা] করণং (সাধকতমং) কর্ম্ম (কর্ত্তুরীপ্সিততমং) কর্ত্তা (ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ) ইতি ত্রিবিধং কর্ম্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়াশ্রয়ঃ) ॥ ১৮

অনু ।—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিন প্রকার ক্রিয়ার আশ্রয় ॥ ১৮

স্বামী ।—হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইত্যেতদেবোপ-পাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মক-ত্বান্নির্গুণস্য আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ঞ্চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ; জ্ঞেয়-মিষ্টসাধনং কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা এতজ্‌ জ্ঞানাশ্রয় এবং ত্রিবিধা কর্ম্ম-চোদনা চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতেঽনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্ম-প্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে, তদুক্তং ভট্টৈঃ,—"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ" ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি। তদুক্তং—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা' ইতি। তথা করণং সাধক-তমং, কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমং, কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ, কর্ম্ম সংগৃহ্য-তেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি-কারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ, অতঃকরণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮

টিপ্পনী ।—আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিরাসের জন্য পূর্ব্বে যাহা বলা

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯

হইয়াছে, তাহাই আবার বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, কর্ম্ম যে উৎপন্ন হয়, তাহার প্রয়োজক কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ইহারাই কর্ম্মপ্রয়োজক। জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, জ্ঞেয় শব্দে জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞাতা অর্থ-জ্ঞানের আশ্রয়, ইহারা তিনই কর্ম্মপ্রয়োজক; আর কারণ—অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের যাহা অভিলষিত, তাহাই কর্ম্ম; কর্ম্মসম্পাদকই কর্ত্তা। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে; সুতরাং আত্মা যে নিষ্ক্রিয়, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ [প্রত্যেকং] গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদিগুণভেদেন, ত্রিধা এব প্রোচ্যতে তানি অপি (বক্ষ্যমাণানি) যথাবৎ শৃণু ॥ ১৯

অনু।—সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে; সেইগুলিও যথাযথরূপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৯

স্বামী।—ততঃ কিমত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণ্যঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্য-শাস্ত্রং, তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে, তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু; ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃ-ত্বাদিপ্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে 'তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১

গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্, ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—যেন (জ্ঞানেন) বিভক্তেষু (পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু) সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্ (অনুস্যূতম্) একম্ অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) ভাবম্ (পরমাত্মতত্ত্বম্) ঈক্ষতে (আলোচয়তি) তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২০

অনু।—যে জ্ঞান দ্বারা পরস্পর বিভক্ত সর্ব্ববিধ ভূতগণের মধ্যে অবিভক্তরূপে অবস্থিত একটি নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২০

স্বামী।—তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতম্ একমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্ম-তত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু (দেহেষু) নানাভাবান্ (বস্তুত এব অনেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্) পৃথগ্বিধান্ (সুখি-

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

দুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্; বেত্তি (জানাতি) তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি (জানীহি)॥ ২১

অনু।—বিভিন্নতাবশে যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে অবস্থিত বস্তুতঃ এক আত্মাকেই নানাভাবে পৃথগ্‌বিধ অর্থাৎ সুখী দুঃখী বলিয়া বিভিন্নরূপে অবগত হয়, তাহা রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিবে॥ ২১

স্বামী।—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহেষু নানাভাবান্ বস্তুতঃ এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১

অন্বয়ঃ।—যৎ (জ্ঞানম্) একস্মিন্ কার্য্যে (দেহে প্রতিমাদৌ বা) কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণবৎ) সক্তম্ (এতাবানেব আত্মা ঈশ্বরো বা ইতি অভিনিবেশযুক্তম্) অহৈতুকং (নিরুপপত্তিকম্) অতত্ত্বার্থবৎ (পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্) [অতঃ] অল্পং (তুচ্ছং) চ তৎ জ্ঞানং তামসম্ উদাহৃতম্॥ ২২

অনু।—যে জ্ঞানে একমাত্র দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ ঈশ্বর অবস্থিত আছেন, এইরূপ অভিনিবেশ জন্মে, ঈদৃশ জ্ঞান অযথার্থ, যুক্তিহীন ও তুচ্ছ, তাহা তামস জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়॥ ২২

স্বামী।—তামসং জ্ঞানমাহ—যত্ত্বিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্ অতত্ত্বার্থবৎ

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অতএবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—অফলপ্রেপ্সুনা (নিষ্কামেন কর্ত্রা) নিয়তং (নিত্যতয়া বিহিতম্) সঙ্গরহিতম্ (অভিনিবেশশূন্যম্) অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥ ২৩

অনু।—নিষ্কাম ব্যক্তি নিত্যরূপে বিহিত কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষহীন যে কর্ম্ম করেন; তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে ॥ ২৩

স্বামী।—ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যম্ অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি, ফলং প্রাপ্তু-মিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেন কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—যত্তু পুনঃ কামেপ্সুনা (ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা) সাহঙ্কারেণ (বিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন) [কর্ত্রা] বহুলায়াসং (ক্লেশবহুলেন যুক্তং) কর্ম্ম ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২৪

অনু।—ফলকামী হইয়া অহঙ্কার-পরবশ ব্যক্তি বহু ক্লেশযুক্ত যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা রাজস বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যত ॥ ২৬

স্বামী —রাজসং কর্ম্মাহ—যত্ত্বিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে যচ্চ পুনর্ব্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অনুবন্ধং (পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং) ক্ষয়ং (বিত্তক্ষয়ং) হিংসাং (পরপীড়াং) পৌরুষং চ (স্বসামর্থ্যঞ্চ) অনপেক্ষ্য (অপর্য্যালোচ্য) [কেবলং] মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে, তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥ ২৫

অনু।—পশ্চাদ্ভাবী শুভাশুভ, বিত্তনাশ, পরপীড়ন এবং স্বীয় সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস বলে ॥ ২৫

স্বামী।—তামসং কর্ম্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং, ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং বিত্তব্যয়ং, হিংসাং পরপীড়াং পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—মুক্তসঙ্গঃ (ত্যক্তাভিনিবেশঃ) অনহংবাদী (গর্ব্বোক্তিরহিতঃ) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য্যোত্তমযুক্তঃ)সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্যঃ) কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ॥ ২৬

অনু।—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য, গর্ব্বোক্তিহীন, ধৈর্য্য ও

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮

উৎসাহসমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদবিহীন কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে॥ ২৬

স্বামী।—কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতির্ধৈর্য্যম্, উৎসাহ উদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ। আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ স এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—রাগী (পুত্রাদিষু প্রীতিমান্) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলকামী) লুব্ধঃ (পরস্বাভিলাষী) হিংসাত্মকঃ (মারকস্বভাবঃ) অশুচিঃ (বিহিতশৌচশূন্যঃ) হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (খ্যাতঃ)॥ ২৭

অনু।—পুত্রাদিতে অনুরাগসম্পন্ন, কর্ম্মফলকামী, পরধনাভিলাষী, হিংস্রস্বভাব, অশুচি এবং লাভালাভে হর্ষশোকবিশিষ্ট কর্ত্তা রাজস বলিয়া খ্যাত॥ ২৭

স্বামী।—রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান্, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অযুক্তঃ (অনবহিতঃ) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্যঃ)

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০

স্তব্ধঃ (অনম্রঃ) শঠঃ (শক্তিগূহনকারী) নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানী) অলসঃ (অনুদ্যমশীলঃ) বিষাদী (শোকশীলঃ) দীর্ঘসূত্রী (চিরক্রিয়ঃ) চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে ॥ ২৮

অনু।—কার্য্যে অবধানশূন্য, অবিবেকহীন, উদ্ধতস্বভাব, শঠ, অন্যের অবমাননাকারী, উদ্যমহীন, বিষাদযুক্ত এবং দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস নামে খ্যাত ॥ ২৮

স্বামী।—তামসং কর্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘসূত্রী এবম্ভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ। কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং, কর্ম্মত্রৈবিধ্যেনৈব চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যং বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন চ কারণস্যাপ্যুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।— হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং (পার্থক্যং) পৃথক্ত্বেন অশেষেণ (সম্যক্) প্রোচ্যমানং শৃণু ॥২৯

অনু।—হে ধনঞ্জয় ! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধ পার্থক্য পৃথক্ পৃথক্রূপে সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৯

স্বামী।—ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥৩২

অন্বয়।—হে পার্থ! [ধর্ম্মে] প্রবৃত্তিং [অধর্ম্মে] নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে (যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যং যচ্চ অকার্য্যং) ভয়াভয়ে (কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ) বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বুদ্ধিঃ [বেত্তি সা] বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

অনু।—হে পার্থ! [ধর্ম্মে] প্রবৃত্তি, [অধর্ম্মে] নিবৃত্তি, যে দেশে বা যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কার্য্য জন্য অর্থ ও অনর্থ এবং বন্ধ ও মোক্ষ—(এই গুলির সম্বন্ধে তথ্য) যে বুদ্ধি অবগত আছে, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি॥ ৩০

স্বামী।—অত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে, নিবৃত্তিমধর্ম্মে, যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎকার্য্যমকার্য্যঞ্চ, ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ, কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যয়া [বুদ্ধ্যা] ধর্ম্মম্ অধর্ম্মঞ্চ কার্য্যম্ অকার্য্যঞ্চ অযথাবৎ (সন্দেহাস্পদত্বেন) প্রজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী॥ ৩১

অনু।—হে পার্থ! যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য সন্দেহাস্পদ বলিয়া যথাযথরূপে জানিতে পারা যায় না, সেই বুদ্ধি রাজসী জানিবে॥ ৩১

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

স্বামী।—রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যা [বুদ্ধিঃ] অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ [মন্যতে] তমসা আবৃতা (তমোগুণাচ্ছন্না) সা বুদ্ধিঃ তামসী ॥ ৩২

অনু।—হে পার্থ! যে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে বোধ করে, তমোগুণাবৃত সেই বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২

স্বামী।—তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং, পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানন্তু তদ্বৃত্তিঃ, ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়াভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যোগেন (চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনা) অব্যভিচারিণ্যা (বিষয়ান্তরম্ অধারয়ন্ত্যা) যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে (নিযচ্ছতি) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অনু।—হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা হেতু অন্য কোন বিষয়ের ধারণা না করিয়া যে ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিয়মিত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩

স্বামী।—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাঽব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! যয়া ধৃত্যা তু [পুরুষঃ] ধর্ম্ম-কামার্থান্ [প্রাধান্যেন] ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ [ভবতি]; সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪

অনু।—হে অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ প্রধানভাবে ধারণ করিয়া থাকে, পরন্তু প্রসঙ্গতঃ ফলাকাঙ্ক্ষীও হয়, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪

স্বামী।—রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন ফলা-কাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! দুর্ম্মেধাঃ (অবিবেকমতিঃ) [পুরুষঃ] যয়া (ধৃত্যা) স্বপ্নং, ভয়ং, ক্রোধং, বিষাদং, মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি (পুনঃপুনঃ আবর্ত্তয়তি) সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫

অনু।—হে পার্থ! বিবেকহীন মূঢ়ব্যক্তি যে ধৃতি প্রভাবে স্বপ্ন (নিদ্রা), ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ গুলিতেই আবর্ত্তিত হয় (অর্থাৎ স্বপ্নাদিতে সুখ মনে করিয়া থাকে), তাহা তামসী ধৃতি ॥ ৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। ৩৬
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

স্বামী।—তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি পুনঃ-পুনরাবর্ত্তয়তি। স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা, সা ধৃতিস্তামসী॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—হে ভরতর্ষভ! ইদানীম্ (অধুনা) ত্রিবিধং সুখং তু মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু॥ ৩৬

অনু।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অধুনা ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ৩৬

স্বামী।—[ইদানীং] সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে আর্দ্ধেন—সুখন্ত্বিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—যত্র (যস্মিন্ সুখে) অভ্যাসাৎ (অতিপরিচয়াৎ) [নতু সহসা] রমতে (রতিং প্রাপ্নোতি); [যস্মিন্ রমমাণশ্চ] দুঃখান্তং (দুঃখস্য অবসানং) নিগচ্ছতি (নিতরাং প্রাপ্নোতি) যৎ তৎ (কিমপি অনির্ব্বাচ্যম্) অগ্রে (প্রথমং) বিষম্ ইব (দুঃখা-বহমিব) [প্রতিভাতি], পরিণামে [তু] অমৃতোপমম্ (অমৃত-সদৃশম্) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (আত্মবিষয়ায়াঃ বুদ্ধেঃ স্বচ্ছতয়া অব-স্থানাৎ জাতং) তৎ সুখং সাত্ত্বিকং [জ্ঞানিভিঃ] প্রোক্তম্॥ ৩৭

অনু।—যে সুখে অভ্যাসবশতঃ প্রীতি অনুভূত হয় [সহসা নহে] এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে দুঃখের সম্পূর্ণরূপে অবসান হয়, আর যাহা প্রথমে বিষবৎ প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে অমৃততুল্য,

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতাসম্ভূত সেই সুখকে [জ্ঞানিগণ] সাত্ত্বিক সুখ বলেন ॥ ৩৭

স্বামী।—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্রমতে ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশং তৎ? যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্ দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে অমৃতসদৃশম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমো-ময়তাত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ তৎ (প্রসিদ্ধং) যৎ (সুখং) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমং পরিণামে বিষম্ ইব (বিষতুল্যং) তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

অনু।—বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে অগ্রে অমৃততুল্য, পরিণামে বিষতুল্য সেই প্রসিদ্ধ যে সুখ, তাহা রাজসিক বলিয়া জ্ঞানিগণ মনে করেন ॥ ৩৮

স্বামী।—রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে চ, বিষতুল্যম্ ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০

অন্বয়ঃ।—যৎ সুখম্ অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে (পশ্চাদপি) আত্মনঃ মোহনং (মোহকরং) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ [সুখং] তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯

অনু।—যে সুখ প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার মোহসম্পাদক, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ (কর্ত্তব্যাবধানরাহিত্য) হইতে জাত, সেই সুখ তামস নামে খ্যাত ॥ ৩৯

স্বামী।—তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং তদেবাহ নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—পৃথিব্যাং দিবি (স্বর্গে) বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং (প্রাণিজাতং) ন অস্তি, যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতি-জাতৈঃ) গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ ॥ ৪০

অনু।—পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবগণ-সমাজে এমন প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয় না—যে ব্যক্তি প্রকৃতিসম্ভূত এই ত্রিবিধ গুণ হইতে মুক্ত ॥ ৪০

স্বামী।—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন—তদস্তীতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতং অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টিপ্পনী।—রজোগুণ ও তমোগুণ যদি মোক্ষলাভের পরিপন্থী

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

হয়, আর মনুষ্যমাত্রই যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীন হয়, তবে মুক্তিলাভ মনুষ্যের পক্ষে দুর্লভ। ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যদি স্ব স্ব বর্ণ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করে, তবে শ্রীভগবানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। কিরূপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্বভাবপ্রভব কার্য্যে লিপ্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাই এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪০

অন্বয়ঃ ।—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ (সাত্ত্বিকরাজসাদিসম্ভূতৈঃ] গুণৈঃ প্রবিভক্তানি (প্রকর্ষেণ বিভক্তানি) ॥ ৪১

অনু ।—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস স্বভাবসম্ভূত গুণে বিশেষরূপে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১

স্বামী ।—ননু যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য দর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি, শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ স্বভাবঃ সাত্ত্বিক-

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

রাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্ব-প্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম উপসর্জ্জন-রজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ রজ-উপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবং, জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যং চৈব স্বভাবজং (স্বাভাবিকং) ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণস্য কর্ম্ম) ॥ ৪২

অনু।—শম (চিত্তের উপরতি) দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রশান্তি) তপঃ (পূর্ব্বোক্ত শারীরাদি) শৌচ (বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শুচিতা) ক্ষান্তি (ক্ষমা) আর্জ্জব (সরলতা) জ্ঞান (শাস্ত্রীয় জ্ঞান) বিজ্ঞান (অনুভব) আস্তিক্য (পরলোকে বিশ্বাস) এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪২

স্বামী।—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি,শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জ্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং; বিজ্ঞানমনুভবঃ, আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—শৌর্য্যং তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপি অপলায়নং দানম্ ঈশ্বরভাবশ্চ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম ॥ ৪৩

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

অনু।—শৌর্য্য (পরাক্রম) তেজ (প্রগল্‌ভতা) ধৃতি (ধৈর্য্য) যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান (উদারতা) ঈশ্বরভাব (শাসনক্ষমতা) এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম॥ ৪৩

স্বামী।—ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ অপরাঙ্মুখতা, দানমৌদার্য্যম্ ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাযজং; পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

অনু।—কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এইগুলি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাবিষয়ক কর্ম্ম শূদ্রের স্বাভাবিক॥ ৪৪

স্বামী।—বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ—কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গাঃ রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গোরক্ষ্যং পশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ (পরিনিষ্ঠিতঃ) নরঃ সংসিদ্ধিং (জ্ঞানযোগ্যতাং) লভতে, স্বকর্ম্মনিরতঃ (স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ)

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

[জনঃ] যথা (যেন প্রকারেণ) সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং] বিন্দতি (লভতে) তৎ শৃণু॥ ৪৫

অনু।—স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য জ্ঞান-যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে; স্বাধিকার-বিহিত কর্ম্মে নিরত ব্যক্তি যেরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর॥ ৪৫

স্বামী।—এবম্ভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্বে ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্ম্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তি-প্রকারমাহ—স্বকর্ম্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—যতঃ (অন্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাৎ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) [ভবতি] যেন (পরমাত্মনা) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং ততম্ (ব্যাপ্তম্), মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য (পূজয়িত্বা) সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং) বিন্দতি (লভতে)॥ ৪৬

অনু।—যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের বিবিধ চেষ্টা উদ্ভূত হয়, যে পরমাত্মা এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়া থাকে॥ ৪৬

স্বামী।—তমেবাহ—যত ইতি। যতোঽন্তর্যামিণঃ পরমে-শ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা, ভবতি, যেন প্রকারেণাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং তমীশ্বরং স্বকর্ম্মণাঽভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—বিগুণঃ [অপি] স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যক্ অনুষ্ঠিতাৎ)পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ ; [যতঃ]স্বভাবনিয়তং (স্বভাবেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং (পাপং) ন আপ্নোতি ॥ ৪৭

অনু।—স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, স্বভাববিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে পাপভাগী হইতে হয় না ॥ ৪৭

স্বামী।—স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যং যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! সদোষমপি সহজং (স্বভাববিহিতং) কর্ম্ম ন ত্যজেৎ ; হি (যতঃ) সর্ব্বারম্ভাঃ (সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি) ধূমেন অগ্নিরিব দোষেণ আবৃতাঃ (ব্যাপ্তাঃ)॥ ৪৮

অনু।—হে কৌন্তেয়! সদোষ হইলেও স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই ; কারণ, যেমন সংজাত ধূম অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেইরূপ সমুদয় কর্ম্মই দোষে সমাবৃত হইয়াই আছে ; [দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়] ॥ ৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯

স্বামী।—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ, হি যস্মাৎ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ; অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব শুদ্ধয়ে সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

টিপ্পনী।—প্রথমে অর্জ্জুন হিংসাবৃত্তি যুদ্ধকে অধর্ম্ম মনে করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নিরাস করিবার জন্য পুনরায় বলিতেছেন যে—হে কৌন্তেয়! বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম হিংসাবিজড়িত হইলেও তাহা অত্যাজ্য; কারণ, অগ্নি যেরূপ ধূমদ্বারা আবৃত, সেইরূপ সকল কর্ম্মই অল্পাধিক পরিমাণে দোষযুক্ত। তুমি যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিলে, তাহাও ত নির্দ্দোষ নয়; অতএব সদোষ হইলেও সহজ কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য তাদৃশঃ) জিতাত্মা (নিরহঙ্কারঃ) বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহঃ) সন্ন্যাসেন (কর্ম্মাসক্তিফলয়োঃ ত্যাগলক্ষণেন) পরমাং (সর্ব্বোত্তমাং) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং (সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিম্) অধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

অনু।—যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বত্র আসক্তিশূন্য, যিনি নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ, তাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্ববিধ আসক্তি ও কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

সর্ব্বোত্তমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি (সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিবৃত্তিরূপা সত্ত্বসিদ্ধি) লাভ করেন ॥ ৪৯

স্বামী।—ননু কথং কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পৎস্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ স এবম্ভূতেন, "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ" ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মাসক্তিফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যেবংলক্ষণাং পারমহংস্যাং চর্য্যাং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং) প্রাপ্তঃ [সন্] যথা (যেন প্রকারেণ) ব্রহ্ম আপ্নোতি (লভতে) তথা (তৎপ্রকারং) সমাসেন (সংক্ষেপেণৈব) মে (মদ্বচনাৎ) নিবোধ (অবগচ্ছ), যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা (পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৫০

অনু।—হে কুন্তীনন্দন! নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও; যাহা জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৫০

স্বামী।—এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাব-

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

প্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি সার্দ্ধেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং, তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ ।—বিশুদ্ধয়া (পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্যা (সাত্ত্বিক্যা ধৃত্যা) আত্মানং (কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতরূপাং তামেব বুদ্ধিং) নিয়ম্য (নিশ্চলাং কৃত্বা) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা [তদ্বিষয়ৌ] রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য (পরিত্যজ্য) বিবিক্তসেবী (শুদ্ধদেশাবস্থায়ী) লঘ্বাশী (মিতভোজী) [এতৈরুপায়ৈঃ] যতবাক্কায়মানসঃ (সংযত-বাগ্দেহচিত্তঃ) [ভূত্বা] নিত্যং (সর্ব্বদা) ধ্যানযোগপরঃ [ধ্যানা-বিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনঃ] বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (সম্যক্ আশ্রিতবান্ সন্) অহঙ্কারং বলং (দুরাগ্রহং) দর্পং (যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং) [প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমাণেষু অপি বিষয়েষু] কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য (বিশেষেণ ত্যক্ত্বা) নির্ম্মমঃ [সন্] শান্তঃ (পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তঃ) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) ॥ ৫১—৫৩

অন্ব ।—পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে যুক্ত এবং সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপ বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া, শব্দাদি বিষয়-সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অনুরাগ ও বিদ্বেষ-বিরহিত হইতে হইবে। বাক্য, শরীর ও মনোবৃত্তির সংযম করিয়া শুদ্ধ স্থানে অবস্থিত ও মিতভোজী হইয়া সর্ব্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া সুদৃঢ় বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হইবে এবং অহঙ্কার, বল (দুরাগ্রহ), দর্প এবং প্রারব্ধবশে যাহা লাভ করা যায়, সে সকল বিষয় এবং কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অনন্তর মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম শান্তি লাভ করিয়া আমিই ব্রহ্ম এই-রূপ ভাবে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে ॥ ৫১-- ৫৩

স্বামী ।—তদেবাহ —বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা স্বাত্মানং কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতরূপাং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী লঘ্বাশী মিতভোজী এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছে-দার্থং পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগাশ্রিতো ভূত্বা। কিঞ্চ অহ-ঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোঽহমিত্যাগ্যহঙ্কারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদা-পন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্ শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহ-মিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫১ —৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥৫৫

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) [নষ্টং] ন শোচতি [অপ্রাপ্তঞ্চ] ন কাঙ্ক্ষতি [অতএব] সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন্] পরাং মদ্ভক্তিং (মদ্ভাবনা-লক্ষণাং ভক্তিং) লভতে॥ ৫৪

অনু।—ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট দ্রব্যের জন্য শোক করেন না, অলব্ধ বস্তু আকাঙ্ক্ষাও করেন না; অতএব তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার ভাবনারূপ পরম ভক্তি লাভ করেন॥ ৫৪

স্বামী :—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনা-লক্ষণাং পরমাং মদ্ভক্তিং লভতে॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—[অহং] যাবান্ (সর্ব্বব্যাপী) যশ্চ (সচ্চিদানন্দ-রূপঃ) অস্মি [ইতি] মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (সম্যক্ বেত্তি); ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং (তস্য জ্ঞানস্য উপরমে) [সতি] মাং বিশতে (স্বয়মপি পরমানন্দো ভবতি)॥৫৫

অনু।—আমি যেরূপ (সর্ব্বব্যাপী) এবং যাহা (সচ্চিদানন্দ-ঘন), পরম ভক্তিপ্রভাবে তিনি তাহা স্বরূপতঃ অবগত হন; তাহার

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

পর আমাকে প্রকৃতরূপে জানিয়া পরে সেই জ্ঞানের উপরমে আমাতে প্রবেশ করেন ॥ ৫৫

স্বামী।—ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি, কথম্ভূতং? যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দ-ঘনস্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি (সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তি-কানি চ কর্ম্মাণি) [পূর্ব্বোক্তক্রমেণ] কুর্ব্বাণঃ [সন্] মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (মৎপরায়ণঃ) মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ (অনাদিম্) অব্যয়ং (নিত্যং) পদম্ অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৬

অনু।—সর্ব্বদা নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান করিতে করিতে মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬

স্বামী।—স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকার-মুপসংহরতি—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ সন্ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মম প্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বকর্ম্মাণি (নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ সর্ব্বাণি

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮

কর্ম্মাণি) ময়ি চেতসা সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরঃ (মৎপরায়ণঃ) (সন্) বুদ্ধিযোগং (ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগম্) উপাশ্রিত্য (অবলম্ব্য) সততং মচ্চিত্তঃ (ময্যর্পিতমনাঃ) ভব ॥ ৫৭

অনু ;—যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম মনোবৃত্তি দ্বারা আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৫৭

স্বামী।—যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠান-কালেঽপি ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিরিতি ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য স তথাভূতো ভব ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—ত্বং মচ্চিত্তঃ [সন্] মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্বাণ্যপি দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি) তরিষ্যসি ; অথ চেৎ (যদি পুনঃ) অহঙ্কারাৎ (জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ) [মদুক্তং] ন শ্রোষ্যসি (তর্হি) বিনঙ্ক্ষ্যসি (পুরুষার্থাৎ ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি)॥ ৫৮

অনু।—আমাতে অর্পিত-চিত্ত হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে সর্ব্ববিধ দুস্তর সংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিবে ; আর যদি জ্ঞাতৃত্বাভিমানবশতঃ আমার বাক্য পালন না কর তবে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে (পুরুষার্থভ্রষ্ট হইবে) ॥ ৫৮

স্বামী।—ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯

স্বভাজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০

তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ, অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেবং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্ ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—[মদুক্তমনাদৃত্য] অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) [অহং] ন যোৎস্যে (যুদ্ধং ন করিষ্যামি) ইতি যৎ মন্যসে (অধ্যবস্যসি) [এষঃ] তে ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়ঃ) [তব অস্বতন্ত্রত্বাৎ] মিথ্যা এব ; [যতঃ] প্রকৃতিঃ (ক্ষাত্রস্বভাবঃ) [রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী] ত্বাং নিযোক্ষ্যতি (যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব) ॥ ৫৯

অনু।—যদি তুমি আমার উপদেশে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক অহঙ্কার অবলম্বনে আমি যুদ্ধ করিব না, এইরূপ মনে কর ; তবে তোমার এই অধ্যবসায় নিশ্চই মিথ্যা [কেননা, তুমি স্বাধীন নহ] তোমার ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি [রজোগুণে পরিণত হইয়া] তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবেই ॥ ৫৯

স্বামী।—কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ—যদিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি ত্বং যন্মন্যসে অধ্যবস্যসি এষ তে ব্যবসায়ো মিথ্যৈবাস্বতন্ত্রত্বাত্তব, তদেবাহ প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! মোহাৎ (অবিবেকাৎ) যৎ কর্ত্তুং ন

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

ইচ্ছসি, স্বভাবজেন (পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারজাতেন) স্বেন (স্বকীয়েন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ (যন্ত্রিতঃ) ত্বম্ অবশঃ [সন্] তৎ অপি (কর্ম্ম করিষ্যসি ॥ ৬০

অনু ।—হে কুন্তীনন্দন ! অবিবেকবশতঃ যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ না পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারজাত স্বীয় কর্ম্মে (ক্ষত্রিয়-জাতিসুলভ শৌর্য্যাদি কর্ম্ম) আবদ্ধ তুমি অবশ হইয়া তাহাও অবশ্যই করিবে ॥ ৬০

স্বামী ।—কিঞ্চ স্বভাবেতি । স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতু পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি, অবশোঽপি তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০

অন্বয়ঃ ।—হে অর্জ্জুন ! ঈশ্বরঃ (অন্তর্য্যামী পুরুষঃ) মায়য়া (নিজশক্ত্যা) যন্ত্রারূঢ়ানি (শরীরস্থানি) সর্ব্বভূতানি (দেহাভি-মানিনো জীবান্) ভ্রাময়ন্ (তৎতৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে (হৃন্মধ্যে) তিষ্ঠতি ॥ ৬১

অনু ।—হে অর্জ্জুন ! অন্তর্য্যামী ভগবান্ নিজশক্তিবশে দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় দেহাভিমানী জীবগণকে [যেমন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজালপ্রভাবে দারুময় কৃত্রিম ভূতগণকে পরিভ্রমণ করায়, সেইরূপ] স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১

স্বামী —তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতি-

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

পারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্ ; ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন, যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ, যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ। তথাচ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ॥ ইতি। অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণঞ্চ,"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মানং বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ তে অন্তর্যাম্যমৃত" ইত্যাদি ॥ ৬১

টিপ্পনী।—বর্ণাশ্রমানুগত স্বভাবজকর্ম্মসাধনই যে মনুষ্যের একমাত্র করণীয়, তাহা বর্ণনা করিয়া মানুষের ঈশ্বরপরতন্ত্রতা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে জীবগণ স্বতন্ত্রভাবে কোন কর্ম্মই করে না, ঈশ্বরই হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, সুতরাং তুমি ঈশ্বরাধীন হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে ॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বাত্মনা) তমেব (ঈশ্বরমেব) শরণং গচ্ছ; তৎপ্রসাদাৎ (তস্যৈব ঈশ্বরস্য অনুগ্রহাৎ) পরাম্ (উত্তমাং) শান্তিং শাশ্বতং (নিত্যং) স্থানং (বিষ্ণুপদং) চ প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২

অনু।—হে ভারত! সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অন্তর্য্যামী

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

ঈশ্বরকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর; তাঁহার অনুগ্রহে পরমশান্তি এবং নিত্যপদ লাভ করিবে ॥ ৬২

স্বামী ।—তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহঙ্কারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২

অন্বয়ঃ ।—ইতি (অনেন প্রকারেণ) [পরমকারুণিকেন] ময়া তে (তুভ্যং) গুহ্যাৎ (গোপ্যাৎ) গুহ্যতরং জ্ঞানম্ (জ্ঞানময়ং ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রম্) আখ্যাতম্ (সম্যক্ উপদিষ্টম্) এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য (পর্য্যালোচ্য) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু [এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ৬৩

অনু ।—এই প্রকারে পরম কারুণিক আমি এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় সর্ব্বোত্তম জ্ঞানময় গীতাশাস্ত্র তোমায় উপদেশ করিলাম; ইহা সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়, সেইরূপ কর [অর্থাৎ ইহা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে তোমার মোহ দূর হইবে] ॥ ৬৩

স্বামী ।—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্। কথম্ভূতম্? গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বগুহ্যতমং (অতীবগোপনীয়ং) মে (মম) পরমং বচং ভূয়ঃ (পুনরপি) শৃণু ; [ত্বং] মে (মম) দৃঢ়ম্ (অত্যন্তম্) ইষ্টঃ (প্রিয়ঃ) অসি (ভবসি) ততঃ [হেতোঃ] তে (তব) হিতং বক্ষ্যামি ॥ ৬৪

অনু।—সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য জ্ঞানশাস্ত্ররূপ আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর ; তুমি আমার অতীব প্রিয়, এজন্য আমি তোমাকে হিতকর বাক্য কহিতেছি ॥ ৬৪

স্বামী।—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচিতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃপুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম ত্বমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি, যদ্বা ত্বং মমেষ্টোঽসি ময়া বক্ষ্যমাণং চ দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি কেচিৎ পঠন্তি ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ।—[ত্বং] মন্মনাঃ (মদেকচিত্তঃ) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনশীলঃ) মদ্‌যাজী (মদ্‌যজনশীলঃ) ভব ; মাম্ [এব] নমস্কুরু ; [এবং বর্ত্তমানস্ত্বং] [মৎপ্রসাদাৎ] মামেব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) [অত্র সংশয়ং মা কার্ষীঃ] ত্বং মে (মম) প্রিয়ঃ অসি (ভবসি)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

[অতঃ] অহং তে (তুভ্যং) সত্যং [যথা ভবতি এবং] প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাং করোমি) ॥ ৬৫

অনু।—তুমি মদেকচিত্ত হও, আমারই ভজনপরায়ণ হও, আমারই উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান কর এবং আমাকেই নমস্কার কর; [এইরূপে অবস্থান করিতে পারিলে, তুমি আমার প্রসাদে জ্ঞান লাভ করিয়া] আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে; [এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না; কেননা] তুমি আমার অতীব প্রিয়, অতএব তোমাকে আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া [তোমার হিতকর জ্ঞান যোগ] উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫

স্বামী।—তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তো ভব মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলো ভব মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব মামেব নমস্কুরু, এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি অত্র সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য (মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ) একং মাং শরণং ব্রজ (মদেকশরণো ভব) [এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাৎ ইতি] মা শুচঃ (শোকং মা কার্ষীঃ) [যতঃ] অহং ত্বাং (মদেকশরণং) সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি (মোচয়িষ্যামি ॥ ৬৬

অনু।—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তিদ্বারাই সমুদয় সম্পাদিত হইবে, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে বিধিনিষেধের বশীভূত

না হইয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে কর্ম্মত্যাগ জন্য পাপ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় শোকাকুল হইও না কারণ, আমি মদেকশরণ তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত করিব ॥ ৬৬

স্বামী।—ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি মোচয়িষ্যামি ॥ ৬৬

টিপ্পনী।—অধুনা "ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করিতেছেন, সকল ভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও" এই যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই শ্রীভগবান্ আরও স্পষ্টরূপে বিবৃত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম এবং অন্যান্য ধর্ম্মরূপ যে সকল ধর্ম্ম আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্বিতীয় সর্ব্বধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা আমাকেই তুমি আশ্রয় কর; ধর্ম্ম হউক বা না হউক, শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই তুমি সকল বিষয়েই কৃতার্থ হইবে, এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পরমানন্দঘনমুর্ত্তি অদ্বয় অনন্ত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের অনুক্ষণ ভাবনাই তোমার সকল হিতের হেতু, তাহা অনন্যচিত্তে তুমি ভাবনা কর। "মামেকং শরণং ব্রজ" ইহা দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ উপস্থিত হইলেও কার্য্যকারিতা লাভের জন্য তাহার পুনরুল্লেখ দোষাবহ নহে। "সর্ব্বান্" ইহা দ্বারা অধর্ম্মও বুঝিতে হইবে; কারণ, আমিই তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, এই উক্তি রহিয়াছে; তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে, অধর্ম্মরূপ পাপেও

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮

তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই; কেনন', আমিই তোমাকে পাপ হইতে রক্ষা করিব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তাহার পক্ষে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই অলীক, জগতে সকলই মিথ্যা, একমাত্র ভগবানই সত্য ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—ইদং (গীতার্থতত্ত্বং) তে (ত্বয়া) অতপস্কায় (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায়) ন বাচ্যম্; ন চ অভক্তায় (গুরৌ ঈশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায়) কদাচন (কদাচিদপি) [বাচ্যম্], ন চ অশুশ্রূষবে (পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে) [বাচ্যম্] ন চ মাং (পরমেশ্বরং) যঃ অভ্যসূয়তি (মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি) [তস্মৈ চ] [বাচ্যম্] ॥ ৬৭

অনু।—মৎকথিত এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তিকে বলিবে না; গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে কদাচ কহিবে না; পরিচর্য্যাহীন ব্যক্তিকেও, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আমাকে মনুষ্য মনে করিয়া আমার প্রতি অসূয়া পরবশ হয়, তাদৃশ ব্যক্তিকে শ্রবণ করাইবে না ॥ ৬৭

স্বামী।—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্, ন চ অভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যং, ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে বাচ্যং, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯

অন্বয়ঃ।—পরমং গুহ্যং (সর্ব্বেভ্যো গুহ্যেভ্যোঽপি গোপ্যম্) ইদং (মদুক্তং গীতাশাস্ত্রং) যঃ মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি (মদ্ভক্তেভ্যো বক্ষ্যতি) সঃ ময়ি পরাং (সর্ব্বোত্তমাং) ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহঃ) [সন্] মাম্ এব এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি) ॥ ৬৮

অনু।—এই পরম গুহ্য গীতশাস্ত্র যিনি আমার ভক্তগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি আমাতে পরমভক্তিনিবন্ধন সন্দেহরহিত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮

স্বামী।—এতৈর্দ্দোষৈর্ব্বিরহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

অন্বয়ঃ।—মনুষ্যেষু তস্মাৎ (মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রং ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাৎ) কশ্চিৎ মে (মম) প্রিয়কৃত্তমঃ (অত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা) ন চ [অস্তি] ; তস্মাৎ অন্যঃ (অপরঃ) প্রিয়তরশ্চ ভুবি (পৃথিব্যাং) ন ভবিতা (কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতি) ॥৬৯

অনু।—নরলোকে সেই গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয়কারী আর নাই ; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কোন কালে আমার অধিকতর প্রিয় হইবেনও না ॥৬৯

স্বামী।—কিঞ্চ ন চেতি। তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে, ভবিতা ভবিষ্যতি,

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্
প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১

মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্ন স্তি, ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৬৯

অন্বয়ঃ।—আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতং) সংবাদং যশ্চ অধ্যেষ্যতে (জপরূপেণ পঠিষ্যতি) তেন (জনেন) অহং (সর্ব্বেশ্বরঃ) জ্ঞানযজ্ঞেন (সর্ব্বেভ্যঃ যজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন) ইষ্টঃ (আরাধিতঃ) স্যাম্ (ভবেয়ম্) ইতি মে মতিঃ ॥ ৭০

অনু।—আমাদের এই ধর্ম্মসঙ্গত সংবাদ যিনি অধ্যয়ন করিবেন (জপরূপে পাঠ করিবেন), সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করিবেন—ইহাই আমার অভিমত ॥৭০

স্বামী।—পাঠতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ, যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি তথাপি মম অশৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি, যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কদাচিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্ণাতি তদাসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্, অতএব অজামিলক্ষত্রবন্ধু-

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

প্রমুখাণাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈবাস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ) অনসূয়ঃ (অসূয়ারহিতশ্চ) যঃ শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি [নরঃ] [সর্ব্বপাপৈঃ] মুক্তঃ [সন্] পুণ্যকর্ম্মণাম্ (অশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং) শুভান্ (মঙ্গলময়ান্) লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

অনু।—যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াবিহীন হইয়া এই গীতা-শাস্ত্র শ্রবণও করিবেন, তিনি ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মা-দিগের মঙ্গলময় লোক সকল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১

স্বামী।—অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি শ্রদ্ধাবানপি যঃ কিঞ্চিৎ কিমর্থমুচ্চৈর্জ্জপতি অসম্বদ্ধং বা জপতীতি বা দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ, সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ (গীতা-শাস্ত্রং) শ্রুতং কচ্চিৎ? (কিম্?) হে ধনঞ্জয়! তে (তব) অজ্ঞানসম্মো-হঃ (অজ্ঞানজনিত-মোহঃ) প্রণষ্টঃ (অপগতঃ) কচ্চিৎ? ৭২

অনু।—হে পার্থ! তুমি অনন্যচিত্তে মদুক্ত এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়! এখন তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূরীভূত হইল ত? ৭২

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪

স্বামী ।—সম্যগ্‌বোধানুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থঃ। অজ্ঞানসম্মোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭২

অন্বয়ঃ ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে অচ্যুত! [আত্মবিষয়ঃ] মোহঃ নষ্টঃ (অপগতঃ); ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া স্মৃতিঃ (স্বরূপানুসন্ধানরূপা) লব্ধা (প্রাপ্তা) [অহমধুনা] স্থিতঃ (যুদ্ধায় উপস্থিতঃ) অস্মি; গতসন্দেহঃ (ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহশূন্যঃ) [অহং] তব বচনম্ (আজ্ঞাং) করিষ্যে (পালয়িষ্যামি) ॥ ৭৩

অনু ।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার আত্মবিষয়ক মোহ দূরীভূত হইল; আমি স্বরূপানুসন্ধানরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম; এক্ষণে আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলাম; ধর্ম্মবিষয়ে আমার সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে—আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৭৩

স্বামী ।—কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন—উবাচ নষ্ট ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্ট যতোঽয়মহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা; অতঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধায়োপস্থিতোঽস্মি, গতধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যে ইতি ॥ ৭৩

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয় উবাচ—অহম্ ইতি (ইত্যেবং) বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং লোমহর্ষণং (রোমাঞ্চকরম্) অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্ (শ্রুতবানস্মি) ॥ ৭৪

অনু।—সঞ্জয় কহিলেন—এইরূপে আমি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অদ্ভুত ও রোমাঞ্চজনক কথোপকথন শ্রবণ করিলাম ॥৭৪

স্বামী।—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥৭৪

অন্বয়ঃ।—অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং সাক্ষাৎ (স্বয়ং) কথয়তঃ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ ॥ ৭৫

অনু।—আমি ভগবান্ ব্যাসের প্রসাদে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫

স্বামী।—আত্মনস্তৎশ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদা-দিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্ অতো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫

অন্বয়ঃ।- হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ (পবি-

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো
নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রম্) অদ্ভুতং (পরমাশ্চর্য্যং) সংবাদং (প্রশ্নোত্তররূপং) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ (বারংবারং) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিতো ভবামি) ॥৭৬

অনু ।—হে মহারাজ ! কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত কথোপকথন স্মরণ করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬

স্বামী ।—কিঞ্চ—রাজন্নিতি । হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬

অন্বয়ঃ ।—হে রাজন্ ! হরেঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে (মম) মহান্ বিস্ময়শ্চ [ভবতি] অহং পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি ॥ ৭৭

অনু ।—হে মহারাজ ! হরির সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে আমার অতীব বিস্ময় জন্মিতেছে, আমি বার-বার রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৭

স্বামী ।—কিঞ্চ—তচ্চেতি । বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭

অন্বয়ঃ।—যত্র [পক্ষে] যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ [বর্ত্ততে] যত্র চ ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ [বিদ্যতে] তত্র শ্রীঃ (রাজলক্ষ্মীঃ) বিজয়ঃ ভূতিঃ (উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিঃ) ধ্রুবা (অচঞ্চলা) নীতিশ্চ [বিদ্যতে] ইতি মে [মম] মতিঃ (নিশ্চয়ঃ) ॥ ৭৮

অনু।—যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আছেন, সেই পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, ক্রমশঃ অভ্যুদয় এবং অচঞ্চল নীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইহাই আমার বিশ্বাস ॥ ৭৮

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮

স্বামী।—অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র চ যেষাং পাণ্ডবানাং পক্ষে যোগেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্দ্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ নীতির্ন্নয়োঽপি ধ্রুবা সর্ব্বত্র নিশ্চিতেতি সম্বধ্যতে ইতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং চ তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। "ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥" তথাহি, "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ॥" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তং "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইত্যাদি বচনাৎ তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং, "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে

পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥" ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবান্তর-ব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য, নহি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বলনানামসাধনত্ব-মুক্তং ভবতি। কিঞ্চ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে," "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মা-দ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ ॥
পরমানন্দপাদাব্জ রজঃ-শ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী ॥
স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং,
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী-
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পরমার্থনির্ণয়ো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

গীতামাহাত্ম্যম্।

ঋষিরুবাচ—গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ। পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১॥ সূত উবাচ— ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্। শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২॥ কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩॥ অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ। তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪॥ সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫॥ সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ। লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬॥ সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ। গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭ গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ। মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮॥ যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্। ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ। ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০॥ সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ। ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু॥ ১১॥ সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্। শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২॥ গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্। স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ ১৩॥ যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।

বিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪ ॥ গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদ্‌গৃহাশ্রমম্॥ ১৫ ॥ গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্॥ ১৬ ॥ গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ। ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ ১৭ ॥ গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ। গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্। তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্॥ ১৮ ॥ তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা। সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ ১৯ ॥ যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে। স্বপন্ জাগ্রচ্চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০ ॥ শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে। তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥ ২১ ॥ দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি। যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥ ২২ ॥ গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥ ২৩ ॥ যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ। যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥ ২৪ ॥ গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে। ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ॥ ২৫ ॥ যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্। শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রাপ্নোতি পরং পদম্॥ ২৬ ॥ গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ। বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ॥২৭॥ যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥ অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ। নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ। ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০ ॥ বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন। লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১ ॥ জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ। প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২ ॥ স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে। মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩ ॥ অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ। অভক্ষভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ। তৎসর্ব্বং নাশমায়তি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ। গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬ ॥ রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ। গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ ॥ যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা। স সাগ্নিকঃ সদা জপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ ॥ দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি। স এব যাজ্ঞিকো যাজ্ঞী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥ গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ ॥ নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা। সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১ ॥ গোপাল-বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ। সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥ যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা। মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্। গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্। গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ গীতাশ্রয়েঽহং

বঙ্গানুবাদ।—শৌনক কহিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসকথিত গীতামাহাত্ম্য আমার নিকট বর্ণনা কর॥১॥ সূত কহিলেন,হে ভগবন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা অতি গোপনীয়। এই গীতামাহাত্ম্য উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতে কে পারে?॥২॥ গীতামাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ উত্তমরূপে জানেন; অর্জ্জুন, ব্যাস, শুক, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক কিছু কিছু মাহাত্ম্য অবগত আছেন মাত্র॥৩॥ অন্যে ইহা শ্রবণমাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব ব্যাসের মুখে যৎকিঞ্চিৎ আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি॥৪॥ অর্জ্জুনরূপ বৎসের সাহায্যে গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ্-রূপ গাভী দোহন করিয়া গীতামৃত-রূপ দুগ্ধ উৎপাদন করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানানন্দহৃদয় পণ্ডিতগণই এই দুগ্ধের ভোক্তা॥৫॥ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের উপকারের জন্য যে ভগবান্ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকারপূর্ব্বক গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি॥৬॥ যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, গীতারূপ-তরণী আশ্রয় করিলে তিনি সুখে পার হইতে পারেন॥৭॥ যে ব্যক্তি অভ্যাসযোগযুক্ত হইয়া গীতাজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, সে যদি মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে, তবে বালকেরও উপহাসাস্পদ হয়॥৮॥ যাঁহারা দিবারাত্র গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন দেবতা॥৯॥ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গীতাজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন; তাহাতে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মের ভক্তিতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥১০॥ গীতাশাস্ত্রের ভুক্তিমুক্তি প্রধান অষ্টাদশ অধ্যায়-রূপ অষ্টাদশ সোপান দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং প্রেম ও ভক্তি আদির সাধনে উন্নতি লাভ হয়॥১১॥ গীতারূপ নির্ম্মল

জলে স্নান করিলে সাধুর সংসার মালিন্য দূর হয়। হস্তী যেরূপ স্নান করিয়া উঠিয়া শুণ্ডদ্বারা ধূলি আকর্ষণ করিয়া নিজ অঙ্গে তাহা লেপন করে, সেইরূপ যাহারা শ্রদ্ধাহীন, তাহারা গীতা-সলিলে স্নান করিলেও পুনরায় সংসার মালিন্যে মলিন হয়, গীতাজ্ঞানের ফল তাহাদের হয় না ॥ ১২ ॥ যে ব্যক্তি গীতার পঠন ও পাঠন অবগত নহে,সংসারে তাহার সকল কর্ম্মই পণ্ড হয়,যেহেতু গীতাজ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় জগতে নরাধম নাই, তাহার মনুষ্য-দেহ ধারণ, জ্ঞান এবং কুল ও শীলকে ধিক্। যে গীতার অর্থ জানে না, তাহার অধিক আর নরাধম নাই ; তাঁহার শরীর, মঙ্গলস্বভাব, বৈভব ও গৃহাদিশ্রমে ধিক্! যে গীতাশাস্ত্র জানে না, তদপেক্ষা নরাধম আর নাই ; তাহার সৌভাগ্য, প্রতিষ্ঠা, পূজা, সম্মান ও মহত্ত্বে ধিক্। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সকলই নিষ্ফল ; তাহার জ্ঞানদাতা, ব্রত, তপ, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্ ॥১৩—১৭ যে ব্যক্তি গীতার্থ পাঠ করে না, তদপেক্ষা অধম আর নাই ; গীতাজ্ঞানশূন্য যে জ্ঞান—তাহা আসুর-জ্ঞান, তাহা নিষ্ফল এবং ধর্ম্ম ও বেদবেদান্তগর্হিত। সেই জন্য ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানদাত্রী, সর্ব্বশাস্ত্রের সার, বিশুদ্ধা ও সর্ব্বোচ্চস্থানপাতিনী। বিষ্ণুপর্ব্ব, দোল, রাস প্রভৃতি এবং একাদশীতে যে ব্যক্তি গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি নিদ্রিত, জাগ্রত অথবা গমনশীল কিম্বা স্থির থাকুন না কেন, যে কোন অবস্থাতেই শত্রু হইতে তাঁহার ভয় নাই ॥ ১৮—২০ ॥ শালগ্রাম শিলার নিকটে, অন্য দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থে, নদীতটে যদ্যপি গীতা পাঠ করে, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করে ॥ ২১ ॥ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সন্তুষ্ট হন, বেদ অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তীর্থ ও ব্রতাদি দ্বারা তাদৃশ সন্তুষ্ট হন না।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণচিত্তে গীতা অধ্যয়ন করে, সকল বেদ, পুরাণ প্রভৃতি তাহার পঠিত হয়। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম নিকটে সৎসভা, যজ্ঞস্থান বা বিষ্ণুভক্তের নিকট যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করে, সে পরমাভক্তি লাভ করে ॥২২—২৪॥ যে জন প্রতিদিন গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে প্রতিদিন দক্ষিণার সহিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞজন্য ফল লাভ করে। যে ভাগ্যবান্ স্বয়ং গীতা শ্রবণ করেন বা পরকে শ্রবণ করান অথবা অন্যজনগণকে গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করান, তিনি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন ॥ ২৫।২৬ ॥ যিনি বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক অতি আদরে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি দান করেন, তাঁহার ভার্য্যা অতি প্রিয়া হয়; তিনি যশঃ সৌভাগ্য আদি প্রাপ্ত হইয়া, স্নেহভাজনদিগের প্রিয় হইয়া নিঃসংশয়ে পরমসুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭।২৮ ॥ যে গৃহে গীতার পূজা হয়, সেই গৃহে হিংসা অভিচারাদিজনিত কোন দুঃখ উপস্থিত হয় না। সেই স্থানে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ পীড়া, অন্যান্য ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ বা নরক অথবা বিস্ফোটকাদি পীড়া উপস্থিত হয় না। গীতাপাঠকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অব্যভিচারিণী ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করে ॥ ২৯—৩১ ॥ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তির সর্ব্বজীবের সহিত মিত্রতা লাভ হয় এবং তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন হইলেও সকল কর্ম্মে অলিপ্ত অবস্থায় মুক্তি ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন। গীতাধ্যায়ী যদি মহাপাপ অতিপাপ প্রভৃতি আচরণ করেন, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তাদৃশ ভয়াবহ পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অনাচার অকথ্য-কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অস্পৃশ্য-স্পর্শন, অবৈধ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপ গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। সর্ব্বজাতির অন্নভক্ষণ, সকল জাতির প্রতিগ্রহ প্রভৃতিজনিত দোষে গীতাধ্যায়ী

তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্। গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬॥ গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।

কদাচ লিপ্ত হন না॥ ৩২—৩৬॥ বিধিবিগর্হিত ভাবে রত্নপূর্ণ পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যদি পতিত হন, কেবলমাত্র গীতাপাঠে তাঁহার সে পাতিত্যের অপনোদন হয়, তিনি শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হন॥ ৩৭॥ যাঁহার চিত্তবৃত্তি গীতাশাস্ত্রে নিরত, তিনিই জ্ঞাপক, ক্রিয়াবান্ এবং তিনিই পণ্ডিত॥ ৩৮

গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি রূপবান্, ধনবান, যোগী, জ্ঞানবান্, যাজ্ঞিক; যাজক ও সর্ব্ববেদার্থপারগ॥ ৩৯॥ যে স্থানে গীতার নিত্যপাঠ হয়, সেই স্থানে প্রয়াগাদি নিখিল-তীর্থের সমাগম হয় এবং যাঁহার গৃহে গীতা পঠিত হয়, তাঁহার জীবিতকালে ও মরণকালে দেবগণ, ঋষিগণ, যোগিগণ দেহরক্ষক হন॥ ৪০।৪১॥ যাঁহার গৃহে গীতার আলোচনা হয়, বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ নারদ, ধ্রুব প্রভৃতি পার্শ্বচরের সহিত অতি শীঘ্র তাঁহার সহায় হন। যে স্থানে গীতার পঠন-পাঠন হয়,ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ সন্তোষের সহিত তথায় বাস করেন॥ ৪২।৪৩॥ শ্রীভগবান্ কহিতেছেন,—হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয়স্বরূপ, গীতা আমার সারসর্ব্বস্ব; গীতা আমার উত্তম ও অব্যয় জ্ঞান; গীতাই আমার পরমস্থান এবং গীতাই আমার পরমপদ, গীতাই আমার অতি গুপ্তধন, গীতা আমার পরমগুরু। গীতার আশ্রয়ে আমার বাস, গীতা আমার পরম নিকেতন; গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রতিপালন করি॥ ৪৪—৪৬॥ গীতা আমার ব্রহ্মরূপা বিদ্যা তাহাতে সংশয় নাই। অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপিণী গীতা নিত্যা, পরাৎপরা ও অনির্ব্বচনীয়পদ-

অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৪৭॥ গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব। কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮॥ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা। ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্ম-বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯॥ অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তি-নাশিনী। বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥ ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ। জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥৫১॥ পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ। তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২॥ ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ। ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৫৩॥ তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্। ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥ একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তি-

---

স্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥ হে পাণ্ডব! গীতার গুপ্ত নাম সকল আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর; এই সকল নাম কীর্ত্তন করিলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। এই সকল গীতার নাম যে ব্যক্তি নিশ্চল চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে (বিষ্ণুর) পরমপদ লাভ করেন। যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অক্ষম বলিয়া গীতার্দ্ধ পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশয় গোদানজন্য ফল লাভ করেন। এক তৃতীয়াংশ পাঠে সোমযাগের ফল এবং ষষ্ঠাংশ পাঠে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয় ॥ ৪৮—৫৩ ॥ যিনি দুই অধ্যায় প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি এক কল্পকাল নিশ্চলভাবে ইন্দ্রলোকে

সংযুতঃ। রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥ অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬॥ গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্। ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ। চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা ॥ ৫৭ ॥ গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥ গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯॥ গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ। স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০॥ গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ। গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তি-

---

বাস করেন। ভক্তিভাবে গীতার এক অধ্যায়ও যিনি পাঠ করেন, তিনি ভগবান্ রুদ্রগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করেন ॥৫৪।৫৫॥ যিনি গীতার অধ্যায়ার্দ্ধ বা তদর্দ্ধও নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তরকাল সূর্য্যলোকে বাস করেন ॥৫৬॥ যিনি দশ, সাত, পাঁচ,চারি,তিন, দুই, এক বা অর্দ্ধ অথবা পাদমাত্র গীতা-শ্লোক পাঠ করেন, তিনি দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ৫৭ ॥ যিনি গীতার অধ্যায়ের শ্লোকের বা শ্লোকপাদের অর্থ স্মরণমাত্র করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন,তিনিও (বিষ্ণুর) পরমপদ লাভ করেন ॥ ৫৮ ॥ যিনি অন্তিমকালে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তিনি মহাপাতকী হইলেও মুক্তিভাগী হন ॥ ৫৯ ॥ গীতাপুস্তকে দেহ-সংলগ্ন করিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠভবনে বিষ্ণুর সহিত আনন্দভোগ করেন ॥ ৬০ ॥ মৃত্যুকালে যদি গীতার এক অধ্যায়ও সঙ্গে থাকে, তবে তিনি নীচ-যোনি

মুত্তমাম্ ॥৬১॥ গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ। তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২ ॥ পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি। সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩ ॥ গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ। পিতৃলোকং প্রয়াস্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৪ ॥ গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্। কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫ ॥ পুস্তকং হেম-

---

প্রাপ্ত না হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হন এবং মনুষ্যদেহে গীতা অভ্যাস দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। মরণকালে কেবলমাত্র "গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই সদ্‌গতি হয়। মনুষ্য যখন কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন গীতা পাঠ করিলে সকল কর্ম্ম নির্দ্দোষভাবে সম্পূর্ণ ফল দানে সমর্থ হয় ॥৬১।৬২॥ শ্রাদ্ধকালে পিতার স্বর্গ উদ্দেশ্য করিয়া যিনি গীতা পাঠ করেন বা করান, তাঁহার পিতা নিরয়স্থ হইলেও স্বর্গস্থ হন। গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রীত হইয়া পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন ॥ ৬৩।৬৪ ॥ যিনি ধেনুপুচ্ছসহ গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি সম্যক্‌রূপে কৃতকৃত্য হন। যিনি স্বর্ণসংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি এক শত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্মের আশঙ্কা থাকে না। গীতাদানকারী ব্যক্তি গীতা-দানপ্রভাবে সপ্ত কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন। গীতার অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া যিনি গীতা দান করেন, তাঁহার প্রতি ভগবান্

সংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥৬৬॥ শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥৬৭॥ গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮ ॥ সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ। তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৬৯॥ দেহং মনুষমাশ্রিতং চাতুর্বর্ণ্যেষু ভারত। ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্। হস্তাত্ত্যক্তামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥৭০॥ জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ গীতা-মাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ। নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২॥ গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ। জনে-ষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৭৩॥ যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতা-নিন্দাং করোতি চ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণ একান্ত প্রীত হইয়া বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রকুলে জন্ম পাইয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ যদি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা অধ্যয়ন না করেন, তবে হস্তস্থ অমৃত ত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করেন ॥ ৬৫—৭০ ॥ সংসার সন্তপ্ত জীব গীতাজ্ঞান লাভ করিলে, গীতামৃত পান করিয়া ভক্তি লাভ করে এবং সুখী হয় ॥৭১॥ গীতাকে আশ্রয় করিয়া রাজর্ষি জনক প্রভৃতি সর্ব্ব পাপক্ষয়পূর্ব্বক (বিষ্ণুর) পরম-পদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥ গীতা উচ্চারিতই হউক বা গীতাজ্ঞান লাভই হউক, গীতা সকলের নিকটেই ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৭৩॥ অভিমান বা অহঙ্কারবশে যে ব্যক্তি গীতার নিন্দা করে, সে অনন্ত নরক-

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে। কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৫॥ গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ। স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥ চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ। ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥৭৭॥ যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥৭৮॥ গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা। নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥ বাঁচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ। অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥ সূত উবাচ—মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্। গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ

ভোগ করে ॥ ৭৪ ॥ অহঙ্কারপূর্ব্বক যে মূঢ়াত্মা গীতার্থকে অবমাননা করে, সে অনন্ত কুম্ভীপাক নামক নরকে কল্পকাল পর্য্যন্ত বাস করে ॥ ৭৫ ॥ গীতা পাঠ বা ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ না করে, সে বহুবার শূকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৭৬ ॥ যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া লইয়া পাঠ করে, তাহার কোন অভিলষিত সিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত পাঠ তাহার বৃথা হয় ॥ ৭৭ ॥ যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরার্থজ্ঞান ইচ্ছা করে, উন্মত্তের ন্যায় তাহার কোন কার্য্যে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না ॥ ৭৮ ॥ গীতা শ্রবণ করিয়া স্বর্ণ, ভোজ্য, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ প্রদান করিবে এবং বস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গীতাপাঠক বা ব্যাখ্যাতার পূজা করিবে; এরূপ অনুষ্ঠানে শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন ॥ ৭৯।৮০॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত এই গীতামাহাত্ম্য গীতা পাঠের পরে পাঠ করিলে,

॥৮১॥ গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ। বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব হ্যদাহৃতঃ॥ ৮২॥ এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩॥ শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ। তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্‌॥ ৮৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্‌।

॥*॥ ওঁ তৎসৎ ॥*॥

তবে গীতাপাঠের পূর্ণফল লাভ করে॥৮১॥ যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিয়া মাহাত্ম্য পাঠ না করে, তাহার পাঠে কোনই ফল হয় না, পাঠজন্য শ্রম তাহার বৃথা হয়॥ ৮২॥ এই গীতামাহাত্ম্যযুক্ত গীতা পাঠ করিলে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, তাঁহার পরাগতি লাভ হয়॥ ৮৩॥ যে ব্যক্তি অর্থের সহিত গীতা শ্রবণ এবং তাহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বসুখের আকর পুণ্যফল উপার্জ্জিত হয়॥ ৮৪॥

ইতি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।